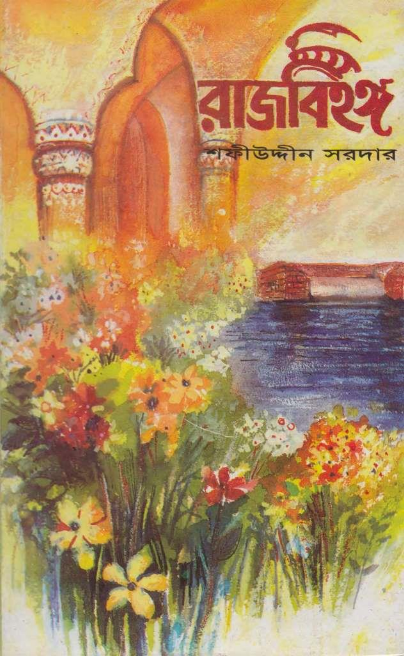
রাজবিহঙ্গ
শফীউদ্দীন সরদার

www.amarboi.org

রাজ বিহঙ্গ

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২২০

১ম সংস্করণ

জমাদিউল আউয়াল	১৪১৭
আশ্বিন	১৪০৩
অক্টোবর	১৯৯৬

বিনিময় ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

RAJ BIHONGO by Shafiuddin Sarder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 120.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুবর হাসিবুল হাসান, অনুজপ্রতিম কথা শিল্পী ইউসুফ শরীফ, অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক অধ্যাপক আবদুল গফুর, কবি রূহুল আমীন খান এবং 'দৈনিক ইনকিলাব' চত্বরের আমার শুভাকাঙ্খীবৃন্দসহ অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে। যাঁরা লেখার ব্যাপারে আমাকে বিভিন্নভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

ঋণী আমি "মাসিক পরোয়ানা"র কর্তৃপক্ষের কাছে যেখানে আমার এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমি 'আধুনিক প্রকাশনী'র সুহৃদদের কাছে যাঁরা সদয় হয়ে আমার এই উপন্যাসটি সহ চার চারটি উপন্যাস পুস্তক আকারে প্রকাশ করলেন।

কৃতজ্ঞ আমি ভ্রাতৃপ্রতিম মওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের কাছেও যিনি পয়লা উদ্যোগ নিয়ে আমার উপন্যাস "বখতিয়ারের তলোয়ার" পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে আমি সকলের সার্বিক ভালাই কামনা করি। আমিন।

শফীউদ্দীন সরদার।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

১

ঃ ওকি ! কে ওখানে ?

ঃ জি !

ঃ দ্যাখ্‌তোরে মেহের, ঐ যে ওখানে শুয়ে কে ওভাবে ?

তাকিয়ে দেখেই চমকে উঠলো মেহের বিবি। এগুনোর নামে কয়েক কদম সামনে গিয়ে একটু উঁকিঝুঁকি মেরেই সে ফিরে এসে বললো—না হুজুরাইন, চেনা যাচ্ছে না। কোন পরদেশী কেউ হবে হয়তো।

ঃ পরদেশী !

ঃ হয়তো কোন মুসাফির বা সওদাগর।

ঃ তাঁরা এখানে আসবে কেন ?

ঃ তাহলে কোন ফকির-মিস্‌কিন।

ঃ তুই একটা বেয়াকুফ।

ঃ হুজুরাইন !

ঃ ফকির-মিস্‌কিনের চেহারা এমন তাগড়া হয় ?

ঃ জি ?

ঃ দেখছিস্‌না, একটা তাগড়া তাজা নওজোয়ান ?

ঃ জি হুজুরাইন, জি।

ঃ চেহারাটাও তো বিলকুল ফকির-মিস্‌কিনের নয় !

ঃ ঠিক-ঠিক। সুরাতখানাও উমদা বলেই মনে হচ্ছে। কাঁচা সোনার মতো কেমন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

ঃ তবে ? একটু কাছে গিয়ে ভাল করে দ্যাখ্‌না, লোকটা কে আর ব্যাপারটা কি ?

না এগিয়ে মেহের বিবি ইতস্ততঃ করে বললো—আমার ভয় করছে হুজুরাইন।

ঃ ভয় !

ঃ জি। কোন ক্যাপা আদমী হয় যদি ? মানে কোন পাগল কি মাতাল ?

ঃ পাগল-মাতাল !

ঃ নইলে ওভাবে ঐ ঘাসের উপর পড়ে থাকবে কেন ? মকান-উকান নেই ?

ঃ তা বটে। তবু আর একটু যা-না এগিয়ে। দূরে থেকেই দ্যাখ্।

ঃ যদি লালটাশ হয় ?

ঃ লাশ !

ঃ এমনও তো হতে পারে, কেউ খুন করে ফেলে গেছে ওখানে ?

ঃ দূর বেয়াকুফ ! বেলা এখনও ডোবেইনি। এই দিনের বেলা কেউ এখানে লাশ এনে ফেলতে পারে ?

ঃ তা—মানে—তবু যদি ফেলে কেউ ? দেখছেন না, একদম নড়ন চড়ন নেই ? কেমন শাটিপাট।

বলতে বলতে না এগিয়ে আরো খানিক পিছিয়ে এলো মেহের বিবি। তার ভাব দেখে হেসে ফেললেন শাহজাদী। শাহজাদী আরজু। আরজুমান্দ বানু বেগম। তিনি ঈষৎ হেসে বললেন—তুই এত ভীতুরে মেহের ?

www.amarboi.org

ঃ হুজুরাইন !

ঃ তোরই উপর ভরসা করে আমি বেরিয়ে এলাম মহল থেকে ? আগে জানলে তো তোকে সাথে নিতাম না !

নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্যে মেহের বিবি এবার মৃদকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললো—না হুজুরাইন, না। আমি বাঘ-ভাল্লুক বা ডাকু-গুণ্ডাদের ভয় করিনে। ঐ মুর্দা আর ক্ষ্যাপা আদমীদের দেখলেই আমার গা'টা কেমন ছমছম করে।

ঃ বটে ?

ঃ ওরা কখন যে কি করে বসে, কে বলতে পারে ?

রাগ হলো শাহজাদীর। তিনি গোস্বাভরে বললেন—ঐ বাঘ-ভাল্লুক আর গুণ্ডা-ডাকুরা সবকিছু বলে-কয়ে করে বুঝি ?

ঃ জি ? তা কথা হলো—

ঃ হয়েছে-হয়েছে। তোর মুরোদ বুঝতে আর আমার বাকী নেই। এবার আয় দেখি। সামনে যেতে না পারিস্, আমার পিছে পিছেই আয়।

শাহজাদী অগ্রসর হতে গেলেন। মেহের বিবি তবুও কাঁচুমাচু করতে লাগলো। তা লক্ষ্য করে শাহজাদী ঘুরে দাঁড়াতেই মেহের বিবি বললো—থাক্ না হুজুরাইন ! সাঁঝ প্রায় হোয়েই এসেছে। আশেপাশেও কাউকে দেখছিনে। চলুন, আমরা মহলেই ফিরে যাই।

ঃ মানে ?

ঃ কি দরকার ঐ ক্যাসাদের মধ্যে যাওয়ার ? বরং চলুন, মহলে গিয়ে পাঠিয়ে দেইগে কাউকে।

ধমকে উঠলেন শাহজাদী। বললেন—তুই থাম।

চমকে উঠে মেহের বললো—হুজুরাইন !

ঃ এরপর তোকে ঘরের মধ্যেই বোরকা পরিয়ে রাখবো। তোর মতো নাদান-নালায়েক আর ভীতু আউরাতকে এরপর আর সঙ্গে আনে কে ? এখন আয় দেখি—শক্ত কণ্ঠে হুকুম করে শাহজাদী এগুলেন।

স্থানটা একটা ছায়াঘেরা সরোবর। মস্তবড় পুষ্করিণী। শাহী মহলের সংলগ্ন খোলামেলা ময়দানের এক সরোবর। চারপাড় খুব প্রশস্ত। সযত্নে লালিত কচি ঘাসের গালিচায় তামাম পাড় ঢাকা। পাড়গুলোর বহিঃপার্শে ছায়ার জন্যে রোপিত কাতারবন্দি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজী। পাড়ের উপর হেথা হোথা থোপ থোপ ফুলের গাছ। মাঝ দিয়ে পথ। পায়ে হাঁটার ঘাসে ঢাকা সুমসৃণ রাস্তা। প্রাচীর ঘেরা শাহী প্রাসাদের বহির্ভাগে হলেও, বিশিষ্ট রাজপুরুষ আর জেনানাদের জন্যে এ এলাকা নিয়ন্ত্রিত এলাকা। সাধারণের চলাচল এ এলাকায় নিষিদ্ধ।

বিশেষ বিশেষ সময়, ক্ষণ আর উপলক্ষ্য ছাড়া, রাজপুরুষদের আনা-গোনাও এ এলাকায় সবসময় থাকে না। জেনানারাও সখে-পুলকে মাঝে মাঝে আসেন, হর হামেশাই আসেন না। তাঁরা আসেন কখনও বা দলবেঁধে, কখনও দাসী-বাঁদী সহকারে একা একাই। এর বাইরে এ এলাকা ফাঁকা থাকে প্রায়শঃই। স্রেফ দু' একজন মালী-মজুরই কাজে কামে ঘোরে।

সরোবরটির চার পাড়ে চার চারটি শানবাঁধা ঘাট। নিয়মিত পরিচর্যায় ঘাটগুলো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। মেহের বিবি সহকারে চার পাড় বেরিয়ে শাহজাদী আরজু এসে

www.amarboi.org

যে স্থানে দাঁড়ালেন, সে স্থানটা এমনই একটি ঘাট থেকে বিঘে খানেক দূরে। পরিচয়হীন মানবদেহটি ঐ ঘাটের উপরই শায়িত।

বেলা তখনও ডোবেনি। তামাম তেজ হারিয়ে সূর্য তখন সোনালী থালার মতো গাছ-গাছড়ার আড়ালে ঝিলিমিলি করছে। মেহের বিবিকে হুকুম করে শাহজাদী এগুলেন। মেহের বিবি শংকিত পদে শাহজাদীর পিছু পিছে হাঁটতে লাগলেন।

কাছে এসে শাহজাদী সবিস্ময়ে দেখলেন, শায়িত লোকটি একটি সুদর্শন নওজোয়ান। মাথার নীচে মোটা একটা খাতা। পাশেই তার দোয়াত কলম। কলমটা দোয়াতের পাশেই আলতোভাবে পড়ে আছে। খাতাটাকে বালিশ বানিয়ে নওজোয়ানটি টান হোয়ে ঘুমুচ্ছে। বেশবাস উচ্ছৃঙ্খল, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। ভাল করে না দেখলে, এ দেহে যে প্রাণ আছে, তা হঠাৎ করে আন্দাজ করার উপায় নেই।

শাহজাদী বোরকাবৃতা ছিলেন। মাথার উপর তুলে রাখা মুখের ঢাকনা নামিয়ে দিলেন শাহজাদী। এরপর একটু ইতস্তত করে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন—কে, কে এখানে?

ফল কিছুই হলো না। যেমনটি পড়ে ছিলেন, তেমনিভাবেই পড়ে রইলেন নওজোয়ান। ঘুম তাঁর ভাঙলো না। একটু থেমে শাহজাদী ফের কণ্ঠস্বর শক্ত করলেন। ধমকের সুরে বললেন—এই, কে? কে এখানে শুয়ে?

ধড়মড় করে উঠে বসলেন নওজোয়ানটি। বন্ধচোখ দুই হাতে ডলতে ডলতে বললেন—খবরদার শমশের, ভাল হবে না বলছি।

অতপর চোখ মেলে চেয়েই তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং হতবুদ্ধি অবস্থায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন।

জ্যান্ত লোক, মুর্দা নয়। তদুপরি একেবারেই ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা। অসহায় তাঁর দৃষ্টি। এতদ্দৃশ্যে মেহের বিবির কুয়ৎ ফিরে এলো। এবার সে সদর্পে সামনে এসে বললো—কে, কে তুমি?

নওজোয়ানটির তখনও ধাঁধার ঘোর কাটেনি। অমনিভাবে চেয়ে থেকেই তিনি থতমত করে বললেন—জ্বি?

মেহের বিবি গলার তেজ আরো খানিক বাড়িয়ে দিয়ে বললো—তুমি লোকটা কে? বাড়ী কোথায় তোমার?

ঃ জ্বি, মানে—

ঃ কার হুকুমে এখানে এসে ঢুকেছো?

ঃ জ্বিনা, কারো হুকুমে নয়।

ঃ কারো হুকুমে নয়! সেকি! এতবড় সাহস তোমার?

ঃ সাহস!

ঃ এটা কি তোমার সরোবর, না তোমার বাপ-দাদার সম্পত্তি? কোন্ সাহসে এখানে তুমি এসেছো?

ঃ জ্বিনা, এই একটু হাঁটতে হাঁটতে—মানে নিরিবিলি জায়গা কোথাও না পেয়ে—

ঃ হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছো?

ঃ জ্বিহাঁ—জ্বিহাঁ।

ঃ জ্বিহাঁ—জ্বিহাঁ। কি ঢংয়ের কথা!

ঃ জ্বি?

ঃ মউতের ভয় নেই?

www.amarboi.org

ঃ মউতের ভয় !

ঃ এই এলাকায় বাইরের লোক কেউ ঢুকলে যে গর্দানটা তার থাকে না, এটা তুমি জানো না ?

ঃ জিনা, এতটা আমি জানিনে ।

ঃ জানো না ? জানো কিনা এখনই তা টের পাবে। এবার বলোতো দেখি, মতলবটা কি তোমার ?

ঃ মতলব !

ঃ কোন্ মতলবে এখানে তুমি ঢুকেছো ?

নওজোয়ান একবার তাঁর খাতার দিকে তাকালেন। এরপরেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন—না-না, অন্য কোন মতলব নয়। এই একটু লেখাপড়ার কাজ নিয়ে—

পুনরায় ফুঁশে উঠলো মেহের বিবি। বললো—লেখাপড়ার কাজ ! লেখাপড়ার কাজ তো সব দপ্তরে। এই সরোবর কি কোন একটা দপ্তর ?

ঃ জিনা—জিনা। নিরিবিলি জায়গা তো, তাই—

ঃ অমনি এসে ঢুকে পড়লে ? মরণের পাখা উঠলে এই রকমই হয়। মজাটা দেখাচ্ছি এবার—

বলতে বলতে মেহের বিবি ব্যস্ত নজরে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। কোথাও কাউকে না দেখে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—কৈ, মালীগুলোও সব মরেছে নাকি ? কেউতো এতক্ষণ এলো না ? চলুন হুজুরাইন, এক্ষুণি গিয়ে সেপাইদের কাউকে পাঠিয়ে দেইগে। আবাগীর পুত পিঠে খায় ফোঁড় গুণে না পিঠের।

মেহের বিবি ব্যস্ত হয়ে উঠলো। নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে শাহজাদী এতক্ষণ ঘটনাটা বুঝবার চেষ্টা করলেন। এবার মেহের বিবিকে মৃদু একটা ধমক দিয়ে বললেন—তুই চুপ করতো ! এদিকে আয়—

মেহের বিবিকে পেছনে আসার ইংগিত দিয়ে শাহজাদী আরো এক পা সামনে এলেন এবং শান্তকণ্ঠে বললেন—আপনি লেখাপড়ার কাজ করছেন এখানে বসে ?

ভরসা পেয়ে নওজোয়ানটি সাগ্রহে জবাব দিলেন—জি-জি।

ঃ লেখাপড়ার কি কাজ ?

ঃ মানে এই একটু লিখছিলাম।

ঃ লিখছিলেন ? কি লিখছিলেন ?

ঃ জি, এই একটু কবিতা লেখার কোশেশ করছিলাম।

ঃ কবিতা ?

ঃ জি হাঁ।

ঃ তাই নাকি ? আপনি একজন শায়ের ?

শাহজাদীর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নওজোয়ানটি আপত্তি তুলে বললেন—না-না, মামুলী। বিলকুল মামুলী।

ঃ মামুলী ! কি মামুলী ?

ঃ মশহুর তো নয়ই, আমি কোন ছোটখাটো শায়েরও নই। এই মামুলী একটু লিখি।

ঃ ও, তাই বলুন। তা এখানে এসে লিখছেন কেন ?

ঃ ঝামেলা হয় যে। ঘরে বসে লিখতে গেলে সবাই জব্বোর উৎপাত করে।

www.amarboi.org

ঃ তাই এখানে এসেছেন ?

ঃ জিনা, আগে এখানে আসিনি। এখানে আসার ইরাদাও কিছু ছিল না।

ঃ তাহলে ?

দূরে ইংগিত করে নওজোয়ান ফের সঙ্গে সঙ্গে বললেন—ঐযে-ঐধারে একটা গাছ দেখছেন ? ঐখানে বসেই লিখছিলাম। কিন্তু বেজায় রোদ লাগলো। কড়া ধুপ। তাই খাতাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে এই দিকে এগিয়ে এলাম। সরোবরের কোথাও কাউকে না দেখে, এই ঘাটে এসে চোখমুখটা ধুয়ে নিলাম। এরপর আর কোথাও না গিয়ে এখানে এই ছায়ায় বসে লিখতে লাগলাম। ভাবলাম, প্রায়ই তো ফাঁকা থাকে জায়গাটা, কোন জেনানা বা অন্য কেউ নিতান্তই আসেন যদি আজ, আমি সঙ্গে সঙ্গে সরে যাবো। কিন্তু বদনসীব। সব গড়বড় হয়ে গেল।

অত্যন্ত সহজ-সরল স্বীকারোক্তি। কোন ছল চাতুরীর প্রয়াস নেই। আচরণটা নির্মল, চাহনিটা লাজুক। শাহজাদী প্রীত হলেন। প্রীতকণ্ঠে বললেন—গড়বড় হয়ে গেল ?

ঃ জি-জি। ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে আপনাদের কাউকে আমি দেখতে পাইনি। কিছুই বুঝতে পারিনি। জবেবার কসুর হয়ে গেছে আমার।

অনুতাপে তিনি মাথা নীচু করলেন। শাহজাদীর বোরকা ঢাকা মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি সকৌতুকে বললেন—তাই ? তা কেমন আপনি শায়ের যে লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েন ? শায়েরদের তো শুনি ঘুমই চোখে আসে না ?

ঃ তা ঠিক—তা ঠিক। মনোযোগ যখন লেখার দিকে থাকে, মানে শায়ের যখন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকেন, ঘুম তখন তাঁর ধারে কাছে ভিড়ে না। কিন্তু—

ঃ ঘুম আপনাকে জাপটে ধরে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলো ?

ঃ ঠিক বলেছেন। পর পর দুই রাত ঘুম নেই তো, চোখের পাতা এক করতে পারিনি। তাই এখানের এই ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগায়, কখন যে বেমালুম ঘুমিয়ে গেছি, কিছুই বুঝতে পারিনি।

ঃ তাই নাকি ? তা দুই রাত ঘুম নেই কেন ? তামাম রাত লিখেছেন ?

ঃ জিনা-জিনা। লিখার মওকা পাই-ই না বড় একটা। হর হামেশাই ঝুটঝামেলায় থাকি। এই আজকেই একটু সময় পেলাম বলে—

ঃ কেন, হরহামেশাই ঝুটঝামেলা কেন ?

ঃ আমি নকরী করি যে। হুকুম হলে তো কাজ করতে হবেই।

ঃ নকরী করেন ? কার নকরী ?

ঃ জনাবে আলার—মানে এই বাঙ্গালা মুলুকের শাহান শাহর।

ঃ ও, আপনি শাহান শাহর নকরী করেন ?

ঃ জি।

ঃ কোথায় কাজ করেন আপনি ? কোন দপ্তরে ?

ঃ ঠিক দপ্তরে নয়, কাজটা আমার দরবারে।

ঃ দরবারে ?

ঃ জি। আমি শাহী দরবারের সহকারী। দরবার চলা কালে আমাকে শাহান শাহর আশেপাশেই থাকতে হয়।

www.amarboi.org

ঃ আপনাকে ?

ঃ জিনা, আমি একাই নই। আমার মতো আরো অনেককেই। চাওয়া মাত্রই নথীপত্র যোগান দিতে হয় তো। অনেক হুকুম-ফরমান লিখতেও হয়।

ঃ ও। তা রাতের বেলায় দরবারে কি কাজ ? রাতভরই দরবার চলেছে বুঝি ?

ঃ না, তা চলেনি। কাজটা ছিল দরবারের দপ্তর কক্ষে। দবির-ই-খাস, মুন্সীজি আর প্রধান-সহকারীর গাফিলতির কারণে দরবারের নথীপত্র-ফরমানাদি বিলকুলই এলোমেলো ছিল। কোথায় কোনটা—কার পর কোনটা, কোন পাত্তা নেই। হুজুরে আলার নজরে পড়ায় হুজুরে আলা জব্বোর গোস্বা হলেন। হুকুম দিলেন—দুইদিনের মধ্যে কাজগপত্র তামাম কিছু একটার পর একটা সন-তারিখ অনুযায়ী নথীভুক্ত করা চাই। দু'দিন পরই হুজুরে আলা খোদ আসবেন পরিদর্শনে। গড়বড় হলে সংশ্লিষ্ট সকলকেই মুসিবতে পড়তে হবে।

ঃ তারপর ?

ঃ ঠিক আমার কাজ না হলেও, কাজটা এসে শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়েই পড়লো।

ঃ কি রকম ?

ঃ শাহান শাহর হুকুম হলো দবির-ই-খাস সমাত্তন সাহেবের উপর। দবির-ই-খাস হুকুম দিলেন মুন্সিজীকে, মুন্সিজী প্রধান সহকারীকে আর অসুস্থতার বাহানায় প্রধান সহকারী হুকুম করলেন আমাকে ; কি আর করি, লেগে গেলাম কাজে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ কিন্তু কাজে হাত দিয়ে দেখি, মা'শাআল্লাহ, আমার একার পক্ষে দুইদিন কেন, চারদিনেও কাজটা তোলা সম্ভব নয়। অথচ হুজুরের নির্দেশ, দুইদিন পরই পরিদর্শন করবেন হুজুর। অন্যথায় অবকাশ নেই। কাজেই দুইদিন দুইরাত একটানা খেটে তবে কাজটা তুললাম।

শাহজাদী বিস্মিত হলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—কেন, আপনি একা কেন ? অন্যান্য সহকারীরা কাজ করেনি আপনার সাথে ?

ঃ তা করলে কি হয় ? একমাত্র মুন্সিজী বা প্রধান সহকারী কাজ করলে উপকার হতো। অন্যান্য সহকারীদের এলেম তো খুব কম। কাছে কোলে কেউ কেউ কিছু ঘোরাফেরা করলেও, তারা কোন কাজে আসতে পারেনি। তামাম কাজটা একাই আমাকে করতে হয়েছে।

ঃ আপনি বুঝি খুব এলেমদার ?

ঃ জি ?

ঃ অনেক এলেম হাসিল করেছেন ?

নওজোয়ান এবার শশব্যস্ত বললেন—জিনা-জিনা, তেমন কিছু নয়। এই কোন মতে কাজ চালানোর মতো।

শাহজাদী কিছুক্ষণ স্থির নয়নে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন। তিনি অনুধাবন করলেন, লোকটা একদম অলস-অকেজো বা দায়িত্বহীন নয়। কর্তব্যবোধ আছে কিছু। এলেমদারও বটে। কিঞ্চিৎ চিন্তা করেই ফের তিনি প্রশ্ন করলেন—তারপর ? তারপর কি হলো ? শাহান শাহ পরিদর্শনে এলেন ?

নওজোয়ানের মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—জি-জি। আজকেই হুজুর ওবেলা পরিদর্শন করে গেছেন। হুজুর খুব খুশী হয়েছেন।

www.amarboi.org

ঃ খুশী হয়েছেন ?

ঃ জি। আমার খুব তারিফ করেছেন হুজুর।

—বলেই তিনি স্মিতহাস্যে মাথা নীচু করলেন। তা দেখে শাহজাদী সবিস্ময়ে বললেন—শাহান শাহ তারিফ করেছেন আপনার ?

সলজ্জ হাসি মুখে নওজোয়ানটি জবাব দিলেন—জি। আমার পিঠ চাপড়িয়ে দিয়েছেন।

ঃ বলেন কি ! একদম পিঠ চাপড়িয়ে দিলেন ?

ঃ জি, তাই দিলেন।

ঃ সাব্বাস ! শাহান শাহর এতটা তারিফ যারতার নসীবে জোটে না। তা এরপরও আপনি এভাবে সময় নষ্ট করছেন কেন ?

ঃ সময় নষ্ট !

ঃ এসব পাগলামী না করে মনোযোগ দিয়ে নকরীর কাজটা করলে তো তর তর করে পদোন্নতি হবে আপনার।

ঃ জি ?

ঃ খোদ শাহান শাহর নজর পড়েছে আপনার উপর। এ কি চাট্টিখানেক কথা ? অথচ আপনি এই কিসমতটার সদ্ব্যবহারে না থেকে এই ফালতু কাজে লেগেছেন ?

শাহজাদী নওজোয়ানের খাতার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। নওজোয়ানটি ঢোক গিলে বললেন—তা কথা হলো—

ঃ শায়ের হওয়াটা শক্ত কাজ। ওটা কোশেশ করে হয় না। এখানে আল্লাহ তায়ালার রহম লাগে। আল্লাহ প্রদত্ত মেধা যাঁদের থাকে, তাঁরাই কেবল শায়ের হতে পারেন। ওসব ধান্দা ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজে মন দিনগে।

ঃ হ্যাঁ, কথা আপনার কায়েমী। তবে—

ঃ কবিতা লেখার আমিও চেষ্টা করি। আমার কবিতাও কবিতা কিছু হয় না। কিন্তু আমার কোন কাজ নেই। অনন্ত অবসর। তাই আমি ঐ করে সময় কাটাই। কিন্তু আপনার ব্যাপার তো তা নয় ?

একটানা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠলো মেহের বিবি। এবার সে উসখুস করে বললো—হুজুরাইন, বেলা যে ডুবে গেল।

সেদিকে খেয়াল করে শাহজাদী বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ তাইতো।

এরপর তিনি নওজোয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন—যান যান, এসব ছেড়ে দপ্তরের কাজ করুন গে। আখেরে কাজ দেবে।

ঃ জি ?

ঃ আর এখানে কখনও আসবেন না। ফের এলে আর অন্য কারো নজরে পড়লে জরুর ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন।

ঃ জি আচ্ছা।

নওজোয়ান তাঁর লেখার সরঞ্জাম কুড়িয়ে নিতে গেলেন। ইতিমধ্যেই শাহজাদী ফের ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—ও হ্যাঁ, সাথে আর কে আছে ?

সরঞ্জামাদি তুলে নিয়ে নওজোয়ানটি সবিস্ময়ে বললেন—সাথে !

ঃ ঐযে শমশের না কার কথা বললেন ? মানে ঘুম থেকে উঠেই যার উপর গোস্বা হয়ে উঠলেন, সে কোথায় ?

www.amarboi.org

ঃ তাজ্জব ! সে এখানে আসবে কেন ?

ঃ সেকি ! তাহলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খোয়াব দেখছিলেন নাকি ?

ঃ খোয়াব ? না-না, খোয়াব নয়। ওটা একটা ধাঁধা। ঐ শমশের আলীর পাশেই তো থাকি আমি ! লিখতে বসলেই ও বড্ড উৎপাত করে। এই আজকেও ওর উৎপাতেই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। তাই হঠাৎ খেয়াল হলো, ও-ই বোধ হয় উৎপাত করছে আবার।

শরমিন্দাভাবে হাসতে লাগলেন নওজোয়ান। শাহজাদীও অল্প একটু হাসলেন। এরপর তিনি কিছুটা বিদ্রূপের সুরেই বললেন—কাউকে পাগলামী করতে দেখলে, লোকজন তার পেছনে লাগবেই। এটা নতুন কোন কথা নয়। যান-যান। কাজকর্মে মন দিনগে।

নওজোয়ানটি রওনা হলেন। সেদিকে চেয়ে থেকে শাহজাদী স্বগতোক্তি করলেন—আজব লোক !

পথেই মাগরিবের নামাজ আদায় করে নওজোয়ানটি যখন ঘরে ফিরে এলেন, তখন রাত নেমে এসেছে। ঘরে ফিরতেই সামনে পড়লেন শমশের আলী। হাতে তাঁর দোয়াত কলম আর খাতাপত্তর দেখে শমশের আলী চোখের ভ্রূ টান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে ব্যঙ্গ করে বললেন—মা'শাআল্লাহ ! তা এয়সান এয়সান কারবার ?

ঈষৎ গাম্ভীর্যের সাথে নওজোয়ানটি বললেন—এয়সান এয়সান মানে ?

ঃ ঘর ছেড়ে অরণ্যে ? মানে বনবাদাড়ে বসে আজকাল কাব্যচর্চা হচ্ছে ?

ঃ হ্যাঁ হচ্ছে।

ঃ একা একাই, না জীন পরীদের সাথে নিয়ে ?

ঃ জীন-পরী !

ঃ বলা যায় ? বন-জঙ্গলে কাউকে চোপর দিন আওয়ারা হয়ে বসে থাকতে দেখলে, দীলটা ওদের আনচান করে উঠতে পারে তো ?

ঃ বটে ?

ঃ তার উপর সুরাত যদি এই মাত্রায় উমদা হয়, ইশ্‌কের ভাবও আসতে পারে দীলে ওদের ? বিশেষ করে পরীবিবিদের !

ঃ তারপর ?

ঃ চাইকি ইশ্‌কের টানে সামনে এসে বাৎচিৎও শুরু করতে পারে !

ঃ বাৎচিৎ ?

ঃ এই ধরো নিয়ে—'ওগো তুমি, কেগো তুমি', এয়সা মাফিক ?

নওজোয়ানের চোখের নজর তীক্ষ্ণ হলো। শমশের আলীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে কি যেন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। তা দেখে শমশের ফের সকৌতুকে বললেন—ঠিক বলিনি ইয়ার ?

কণ্ঠস্বর শক্ত করে নওজোয়ান এর জবাবে বললেন—এ্যাঁ ? হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক বলেছো।

ঃ ঠিক বলেছি !

ঃ বিলকুল ঠিক বলেছো। জাররা মাত্র গলতি নেই।

www.amarboi.org

ঃ মানে ?

ঃ বাৎচিৎ করে এলাম। অনেক অনেক কথা।

ঃ অনেক কথা ? কার সাথে ?

ঃ ঐ পরীবিবিদের সাথে।

ঃ বলো কি ! এয়সা বাত্ ?

ঃ একদম এয়সা। কোন ঝুটবাতিলের বালাই নেই।

ঃ মারদিয়া কেল্লা !

কপট উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন শমশের আলী। এরপর বললেন—তা কি নিয়ে কথা হলো ?

ঃ কবিতা লিখা নিয়ে।

ঃ স্রেফ কবিতা লিখা নিয়ে ? আর কিছু নিয়ে হলো না ?

ঃ হলো। তোমাকে নিয়েও হলো।

ঃ আমাকে নিয়ে !

ঃ হ্যাঁ। তোমাকে খুব তালাশ করলেন ওঁরা।

ঃ কেন—কেন ?

ঃ ঘাড় মটকিয়ে দেয়ার জন্যে। হাতের কাছে পেলে আজ আর রেহাই ছিল না তোমার।

আতংকের ভান করে শমশের আলী উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন—হায় আল্লাহ ! মেরা কেয়া কসুর !

এই সময় ভেতর থেকে এক গম্ভীর কণ্ঠের ডাক এলো। ডাক দিলেন মুহম্মদ বিন ইজদান বক্‌শ ওরফে খাওয়াজগী শিরওয়ানী। খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেব উচ্চকণ্ঠে বললেন—শমশের আলী—

সচকিত হয়ে উঠে শমশের আলী জবাব দিলেন—হুজুর—

ভেতর থেকে শিরওয়ানী সাহেব বললেন—কার সাথে কথা বলছো ?

শমশের আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—আল-আজাদ, আল-আজাদ সাহেব এসেছেন।

ঃ আল-আজাদ এসেছেন ?

ঃ জি হুজুর।

ঃ কোথায় ছিল এতক্ষণ ?

ঃ তা—মানে—হয়তো কোন মাঠে বা বনবাদারে হুজুর ! দোয়াত কলম ঘাড়ে নিয়ে এইতো এখন ফিরছেন।

ঃ পাগল !

শিরওয়ানী সাহেবের কণ্ঠে একটা হাসির রেশ ধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল। এরপর চুপ্‌চাপ। ভেতর থেকে আর কোন সাড়াশব্দ না আসায়, আল-আজাদ তার কামরায় এসে ঢুকলেন। খাতাপত্তর রেখে একটা কুরসীর উপর বসতেই ফের এলেন শমশের আলী। এসেই তিনি ত্রস্তহস্তে খাতাখানা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পড়ার পর খাতাখানা থপ্ করে রেখে দিয়ে তিনি আল-আজাদের পাশে এসে অন্য একটা কুরসী টেনে বসলেন এবং শিরওয়ানী সাহেবের শেষ কথার জের টেনে বললেন—সেরেফ পাগলই নয়, আমি বলবো, বদ্ধ পাগল। ঘোর উন্মাদ !

www.amarboi.org

মুখ তুলে আল-আজাদ তিক্ত কণ্ঠে বললেন—আবার এলে জ্বালাতে ?

শমশের আলী ভারিক্কী চালে বললেন—এলাম নয়, আসতে হলো।

ঃ আসতে হলো ? কেন আসতে হলো ?

ঃ কিছু নসিহত করা প্রয়োজন, তাই। খামাখা এই ভূতের বেগার খেটে যে লাভ কিছু নেই, তা সমঝে দেয়ার দরকার।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ কবিতা তো তামামগুলোই দেখছি। তামামগুলোই অচল মাল। এ দিয়ে কিছু হবে না।

ঃ হবে না ?

ঃ একটা কানাকড়ির ফায়দাও এ দিয়ে হবে না।

ঃ কেন ?

ঃ দানা নেই। বিলকুল ভূঁষির বস্তা।

ঃ ভূঁষির বস্তা !

ঃ এই কিসিমের কবিতা লিখলে চোখের পানিই ঝরবে শুধু, দানাপানি মিলবে না।

ঃ তুমি কি বলতে চাও ?

ঃ যা কায়েমী কথা তাই বলতে চাই। লিখবে তো কবিতার মতো কবিতা লেখো। এসব কি ?

ঃ কেন কবিতা আমার হচ্ছে না ?

ঃ কিছু হচ্ছে না। আখের গুছানো কবিতার কোন জাত গোত্রেই পড়ে না এসব। কবিতার মধ্যে আখের গুছানো আমেজ থাকা চাই।

আল-আজাদ সবিস্ময়ে বললেন—আখের গুছানো আমেজ !

ঃ না বুঝলে, সভাকবিদের আসরে গিয়ে নলচেদারী করো কয়েকদিন। এক শায়েরের মুখ থেকে ফরশীর নল টেনে নিয়ে অন্য শায়েরের মুখে লাগানোর কাজ করো আর সেই ফাঁকে মনোযোগ দিয়ে ওঁদের কবিতা শুনো। কিছু এলেম তোমার আপ্‌ছে আপ্ হয়ে যাবে।

আল-আজাদ মুচকি হেসে বললেন—কবিতা লিখার এলেম ?

ঃ জি, কবিতা লিখার এলেম। কবিতা লিখে এক এক শায়ের কেঁপে উঠছে দিন দিন, আর তুমি বসে দিন রাত এই ছাইভস্ম লিখছো ? হালুয়ার তো কথাই নেই, এতে ডাল রুটিও জুটবে তোমার ?

ঃ জুটবে না ?

ঃ কখখনো না। কবিতা লিখা চাট্টিখানেক কথা নয়। এলেম নেই, তালিম নেই, লিখলেই অমনি কবিতা ? কোন সভাকবির কবিতা কি শুনেছো তুমি কোনদিন ? কোন মশহুর কবির একটা পাতা কবিতাও কি পড়া আছে জিন্দেগীতে ?

ঃ মশহুর কবির কবিতা !

ঃ কেন ? এই যেমন যশোরজ খান, কবি রঞ্জন, রূপ সাহেব, বিজয় গুপ্ত, কুতবন সাহেব—এদের কবিতা ? কিংবা নিদেন পক্ষে সৈয়দ মীরের কিছু লেখা ? পড়েছো এসব কখনও ?

ঃ না। ওসব আমি পাবো কোথায় যে পড়বো ?

ঃ সেই জন্যেই তো তোমার কবিতায় মাল-মশলা কিছুই নেই। জিয়াদা কিছু মশলাপাতি না ঢাললে খোশবু ছুটে কবিতার ?

www.amarboi.org

ঃ মশলাপাতি।

ঃ রাজবন্দনা। প্রশস্তি। মানে শাহান শাহর গুণগান। এই সোজা কথাটা বুঝো না?

ঃ ও, আচ্ছা।

ঃ শাহান শাহর নুন খাবে অথচ তাঁর গুণ গাইবে না, এ আবার কোন কিসিমের শায়ের? এভাবে কেউ শায়ের হতে পারে?

ঃ পারে না?

ঃ বিলকুল না। অন্ততঃ আমার নজরে পড়েনি। যাদের আমি দেখেছি, তাদের মুখে গুণগানের খৈ ফুটতেই দেখেছি।

ঃ গুণগানের খৈ ফুটলেই কবিতা? আর কিছুর দরকার নেই ওর মধ্যে?

ঃ কিছু না—কিছু না। একে অন্যের পিঠ নাড়বে আর পটাপট রাজগুণের গরম গরম খৈ ফোটাবে। অন্যের বেলায় তুমি বলবে—"ওয়া-ওয়া," তোমার বেলায় অন্যে বলবে—"ওয়া-ওয়া"। ব্যস্। তারিফ আর ইনাম—খেতাবের তুফান ছুটে যাবে।

ঃ তাই?

ঃ এইটেই তো দেখে আসছি বরাবর। কবিতার গুণে শায়ের হবে? হুঃ! ও গুড়ে বালী!

ঃ বলো কি?

ঃ যদি পারো, ওদের দলে ভিড়ে যাও। একে অন্যের ঢোল বাজাও, আর সেই সাথে উঠতে বসতে ঢেকুর তোলো নুনের। আখের তোমার মজবুত হয়ে যাবে। লেখার গুণ চায় কে?

আল-আজাদ এবার সশব্দে বলে উঠলেন—ওয়া-ওয়া!

জানান দিয়ে কক্ষে ঢুকলেন শিরওয়ানী সাহেব। মুহম্মদ বিন ইজদান বক্শ্ ওরফে খাওয়াজগী শিরওয়ানী। শিরওয়ানী সাহেব একজন বুজুর্গ ব্যক্তি। খানেলমান্দ ও এলেমদার আদমী। তৎকালীন খ্যাতনামা মাদ্রাসা মক্তবে তিনি বেশ কিছুদিন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এককালে আল-আজাদ ও শমশের আলী উভয়েই তাঁর ছাত্র ছিলেন। শিরওয়ানী সাহেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ইসলামিক নীতিদর্শনে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বাঙালার শাহান শাহ তাঁকে রাজধানীতে আনেন এবং ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত করেন। অতপর তিনি শাহান শাহর নির্দেশে সহীহ্ হাদীস আল বুখারী শরীফ নকল করার কাজে নিয়োজিত হন এবং এখন পর্যন্ত ঐ কাজেই নিয়োজিত আছেন। কাজটি খুব কঠিন ও শ্রমসাধ্য হওয়ায় রাজধানী এক ডাঙার অভ্যন্তরে শাহী প্রাসাদের নিকটবর্তী ঝিলের ধারে এক নিরিবিলি ও মনোরম পৃথক মকান সুলতান তাঁকে দান করেন এবং সেই থেকে শিরওয়ানী সাহেব ঐই আবাসেই আছেন। ইতিমধ্যেই তিনি সহীহ্ আল বুখারী শরীফের তিন খণ্ড নকল সুসম্পন্ন করেছেন ও পরবর্তী কাজ করছেন। শিরওয়ানী সাহেবের পরিবার খুব ছোট। তাই তাঁর অতীতের এই তালেবে-এলেমরা শাহী কাজে নিয়োজিত হলে, তাদের তিনি নিজের মকানেই আনেন এবং নিজের কাছেই রাখেন।

জানান দিয়ে শিরওয়ানী সাহেব আল-আজাদের কক্ষে এসে ঢুকতেই আল-আজাদ ও শমশের আলী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে শিরওয়ানী সাহেবকে সালাম দিলেন। সালাম নিয়ে শিরওয়ানী সাহেব হাসি মুখে বললেন—কি ব্যাপার? মালুম হচ্ছে, বিলকুল বহস্ আওর তাক্রার? কি নিয়ে ফের লেগেছো দু'জন তোমরা?

www.amarboi.org

লজ্জাবনত মস্তকে আল-আজাদ বললেন—না হুজুর, এমন কিছু নয়।

শিরওয়ানী সাহেব শমশের আলীর মুখের দিকে চাইতেই শমশের আলী নতমস্তকে বললো—হুজুর, ওর নামতো আল-আজাদ, আল-আমিন নয়। তাই সত্যটা সে বেমালুম চেপে যাচ্ছে।

শিরওয়ানী সাহেব আবার হাসলেন। হেসে বললেন—চেপে যাচ্ছে?

শমশের আলী বললেন—তেমন কিছু নয় মানে? বিরাট কিছু হুজুর। কালতু মেহনত করে সে জিন্দেগীটা বরবাদ করে চলেছে, আর এটা নাকি তেমন কিছু নয়?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আল-আজাদ কবিতা লিখছে হুজুর। ফাঁক পেলেই দিনরাত ঐ নিয়েই থাকে।

ঃ এটাতো নতুন কথা নয়। সে তো অনেকদিন থেকেই লেখে!

ঃ গোস্তাকী মাফ করবেন হুজুর। ও কি লেখে, তা কি কখনও পড়ে দেখেছেন?

ঃ না। সে কবিতা লিখছে এইটুকুই জানি। কি লিখছে তা জানিনে বা জানার গরজ হয়নি।

ঃ হুজুর!

ঃ আমি থাকি অন্য জগৎ নিয়ে। আমার কাজ আলাদা। ওসব কাব্য কবিতা মাথায় আমার ঢোকেও না, ওসব আমি বুঝিও না। তাই ওসব পড়ার আগ্রহ কখনো আমার হয়নি।

ঃ শাহান শাহর দরবারে তো অনেক শায়ের আছেন হুজুর? তাঁদের কবিতা তো শুনেছেন?

ঃ হ্যাঁ, কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু যে বিষয়ে আদৌ আমার এলেম নেই, আমার ধ্যান-ধারণার বাইরে, সেসব আমার শোনা না শোনা সমান। কেন, তা কি হয়েছে?

ঃ মানে হুজুর, এই দোস্ত আমার খামাখা জিন্দেগীটা বরবাদ করছেন, কাজ কিছু হচ্ছে না।

ঃ বলো কি! ওর আগ্রহ আর গভীরতা দেখে তো আমার মনে হয়েছে ও ভাল কিছু লিখছে। তাহলে ভাল হচ্ছে না তেমন?

শমশের আলী এবার ধীরে ধীরে মাথা নীচু করলেন এবং ঈষৎ হেসে ধীর কণ্ঠে বললেন—হুজুর, কবিতার জ্ঞান আমারও খুবই কম। আমার জগতও আলাদা। তবু যেটুকু আমি বুঝি, তাতে ভাল মন্দের দিক নিয়ে বললে আমাকে বলতে হয়, এতটা হৃদয়স্পর্শী আর গভীরভাবের কবিতা আমি এযাবত পড়িনি বা শুনিনি। মশহুর কোন শায়েরের মুখেও নয়। এর কবিতা আমার এত ভাল লাগে যে একবার পড়তে শুরু করলে আর থামতে পারিনে আমি। এরপর আর দুটো পয়ার লিখলেও, সেটা না পড়াতক্ তৃপ্তি আসে না দীলে আমার। কাড়াকাড়ি করে পড়ি।

শিরওয়ানী সাহেব সবিস্ময়ে বললেন—বলো কি! এত ভাল লিখে সে?

ঃ জি হুজুর, এত ভালই লেখে। সভাকবিদের বাহাদুরী তো দেখেছি। তাঁদের শুধু কাব্যের মাপ, কাব্যের মাত্রা, আর কাব্যের ভাষায় নামে হৈল-গৈল, ইহো-তেঁহো আর দুর্বোধ্য সংস্কৃত বুলির কচকচানী। ভেতরটা ফাঁপা। একটানা তোয়াজ, হৈহল্লোড় আর কালতু কথার বহর। অথচ এই দোস্ত আমার একেবারেই তার নিজস্ব সাদামাটা চলতি ভাষায় এমন এক গভীরভাব পয়দা করে, যা সবার দীলকেই টানে।

www.amarboi.org

অত্যন্ত খোশ দীলে শিরওয়ানী সাহেব আওয়াজ দিলেন—মারহাবা ! মারহাবা ! তাহলে ? তাহলে আর তার লেখায় কসুর দেখলে কোথায় ?

এর জবাবে শমশের আলী সখেদে বললেন—ভাল কবিতা লেখা আর কাজের কবিতা লেখা তো এক কথা নয় হুজুর। গতানুগতিক ধারা থেকে বাইরে গেলে চলবে কেন ? নয়া কিছু ভাব ভাষা দেখলেই তো গায়ে ফুটবে সবার। হৈ হৈ করে উঠবে সবাই। এ ছাড়াও বড় কথা, আসল দিকটাই তার কবিতায় নেই।

ঃ আসল দিক !

ঃ তার প্রায় কবিতাই আমি পড়েছি হুজুর। কিন্তু আসল বস্তু—মানে ঐ রাজবন্দনা বা রাজপ্রশস্তির নাম গন্ধও নেই কোথাও। ওদিকে উনি ভুলেও নজর দেননি। শাহান শাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে, শাহান শাহর কথা তো কিছু কিছু থাকতেই হবে জরুর। তা না থাকলে, ওতো স্থান পাবে না রাজসভায়। আর রাজসভায় স্থান না পেলে এগুলোর মূল্য কি হুজুর ?

শিরওয়ানী সাহেব এবার নীরব হয়ে গেলেন। কিয়ৎকাল চিন্তা করে পরে তিনি বললেন—হ্যাঁ, কথা তোমার একদিক দিয়ে ঠিক। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে শাহান শাহর প্রশস্তি সবার লেখাতেই দেখছি। এটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা না থাকলে এখন যেন লেখা কেমন বেয়াড়া বেয়াড়া লাগে। আদবের খেলাপ বলে মনে হয়।

এরপর তিনি আল-আজাদকে উদ্দেশ করে বললেন—তা সম্ভব মতো এটা একটু লাগিয়ে নাও না লেখায় তোমার ? এত উম্‌দা লেখো শুনছি, তাতে এটা একটু থাকলে তো জমজমাট কারবার হবে।

এক পাশে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আল-আজাদ এতক্ষণ এঁদের কথা শুনছিলেন। নিজের সুখ্যাতি শুনে শরমিন্দাবোধ করলেও বেয়াদবী হবে ভেবে এদের কথার মাঝে কথা বলতে পারেননি, বা কথা বলা সমীচিনবোধ করেননি। শিরওয়ানী সাহেবের কথায় এবার তিনি মাথা তুলে বললেন—হুজুর !

শিরওয়ানী সাহেব বললেন—প্রশস্তি গাইতে যদি একান্তই না পারো, ভূমিকায়—মানে বন্দনা কি বলে কাব্য-গাঁথায় ? ঐ সেখানে একটু ওটা টানলে এমন দোষের কি ?

ঃ বন্দনায় ?

ঃ হ্যাঁ, বন্দনায়। এইতো আমিও আমার হাদিস শরীফ নকল করার ভূমিকায় সুলতানের কথা লিখেছি।

আল-আজাদ বিস্মিত হয়ে বললেন—আপনিও প্রশস্তি লিখেছেন হুজুর ?

ঃ ঠিক প্রশস্তি কিনা জানিনে। তবে কিভাবে আমি আমার কাজে নিয়োজিত হলাম, কিভাবে কাজ করছি—এসব কথা বলতে গিয়েই সুলতানের কথা এসেছে।

আল-আজাদ সঙ্গে সঙ্গে বললেন—এটাতো প্রশস্তি নয় হুজুর। বন্দনাও নয়। শাহান শাহ আপনাকে একটি মহৎ কাজে নিয়োগ করেছেন। তাঁর উদ্যোগেই এ কাজে আপনি হাত দিয়েছেন। বিনিময়ে সুলতান আপনার ভরণ পোষণের দায়দায়িত্ব নিয়েছেন। আপনাকে মাসোহারা দিচ্ছেন। এখানে তো হুজুর সুলতানের কথা—তাঁর আগ্রহ, মহত্ত্ব আর বদান্যতার কথা থাকতেই হবে ভূমিকায় ! এটা না থাকলেই বরং

www.amarboi.org

গুণাহ্ না হোক, তাঁর প্রতি আপনার অবিচার করা হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারতো পৃথক হুজুর।

ঃ পৃথক !

ঃ আমি লিখি আমার নিজের ইচ্ছায়। আমার দীলের তাকিদে। সুলতানের আদেশ-নির্দেশে নয়। আদেশ-নির্দেশে লিখলে অধিক ক্ষেত্রেই কাব্য কবিতা প্রাণবন্তও হয় না। আমার কবিতায় সুলতানের কথা থাকবে কেন ? সুলতানের এখানে সম্পর্ক কি ?

এ কথায় শমশের আলী অভিযোগ টেনে বললেন—ঐ দেখুন হুজুর, পাগলের জিদ্ দেখুন।

দ্বিধাগ্রস্ত হুজুর বললেন—পাগল।

শমশের আলী বললেন—বিলকুল দিউয়ানা আদমী হুজুর। নিজের ভালাই বোঝে না।

এর জবাবে আল-আজাদ স্মিতহাস্যে বললেন—দোস্ত, তুমি যেটাকে ভালাই বলছো, আমার দীল সেটাতে সায় দিতে পারছে না। দীল আমার যা চায়, তাই আমি লিখি। দীলের সাথে বেঈমানী করে ঐ ঝুটা ভালাই হাসিল করার উৎসাহ আমার নেই। ওতে আমি তৃপ্তি পেতে পারিনে।

শমশের আলী নাখোশ কণ্ঠে বললেন—ঝুটা ভালাই !

আল-আজাদ বললেন—নাইবা হলো. কবিতা লিখে অট্টালিকা নির্মাণ করা বা মস্তবড় খেতাব পাওয়া। পাওয়ার কোন উদগ্র চাহিদা দীলে আমার নেই। ওদিকটা অনেক আগেই বাতিল হয়ে গেছে।

—বলেই আল-আজাদ কিছুটা অপ্রতিভ হলেন। তিনি মাথা নীচু করলেন। তা দেখে শমশের আলী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—বাতিল হয়ে গেছে মানে ? কিইবা এমন বয়স হয়েছে তোমার ? চাওয়া-পাওয়ার কিইবা এমন জেহাদ পেরিয়ে এসেছো ?

আল-আজাদ শান্ত কণ্ঠে বললেন—ওসব কথা থাক দোস্ত। তুমি আমাকে আমার ভাবেই তৃপ্ত থাকতে দাও।

ফোঁশ করে উঠে শমশের আলী বললেন—দেখলেন হুজুর, দেখলেন ? এরপরও একে পাগল ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় ?

শিরওয়ানী সাহেব হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে গেলেন। কি যেন তিনি ভাবলেন খানিক। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি নিষ্প্রভ কণ্ঠে বললেন—থাক শমশের। ও যা করে সুখ পায়, তাই ওকে করতে দাও। এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করো না।

শমশের আলী বিস্মিত হলেন। ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললেন—আপনিও ওকে সমর্থন করছেন হুজুর ? মানে ওর ঐ পাগলামীকে ?

শিরওয়ানী সাহেব শক্ত হলেন। শক্ত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, সমর্থন করছি। পাগলই যদি বলো, তাহলে আমার কথা—এ দুনিয়ার বড় কাজ পাগলরাই করেছে। লাভ লোকসানের হিসেব যারা হরওয়াক্ত কষে, তাদের দ্বারা কখনও কোন বড় কাজ হয়নি। কবিতা আমি না বুঝলেও, আমি বলছি, ওকে স্বাধীনভাবে লিখতে দাও। আর নাহোক, এক ঘেঁয়ে ঐ রীতিনীতি আর বেলেল্লাপনার মাঝে ব্যতিক্রম একটা আসুক।

ঃ হুজুর !

www.amarboi.org

ঃ যতটা আমি বুঝি, কাব্য কবিতা সাধনার জিনিস। কোন সাধনার মধ্যে স্বার্থচিন্তার ভেজাল যত না থাকে, ততই ভাল।

ঃ তা অবশ্য ঠিক। তবে নিজের ভালাই চিন্তা পাগলেও করে হুজুর। ওতে কি ওর ভালাই আসবে কিছু?

খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেব এর জবাবে ধ্যানস্থ কণ্ঠে বললেন—সেটা ওর নসীব।

কয়েকদিন পর এক অপরাহ্নে দরবারের কিছু জরুরী ফরমানাদি নিয়ে আল-আজাদ শাহী প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। ফরমানগুলো জারী করার আগে শাহান শাহর চূড়ান্ত অনুমোদন দরকার। শাহান শাহ্ জানিয়েছেন, তাঁর বালাখানার দপ্তরে কাগজগুলো পৌঁছে দিলে, অবসর ওয়াক্তে তিনি ওসব দেখবেন। মুন্সি সাহেব নিজে না এসে আল-আজাদকে পাঠালেন। অত্যন্ত জরুরী কাগজপত্তর। যার-তার হাতে দেয়া ঠিক নয়। বিশেষ বিশ্বস্তবোধে আল-আজাদের হাতে তিনি কাগজগুলো পাঠিয়ে দিলেন। আল-আজাদের কাজ, ফরমানগুলো সঠিক স্থানে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া।

মুন্সী সাহেবের সাথে এর আগেও আল-আজাদ কয়েকবার শাহীপ্রাসাদে এসেছেন। কাজেই প্রাসাদে প্রবেশ করে আল-আজাদকে আদৌ কোন বেগ পেতে হলো না। ইরাদার কথা ব্যক্ত করতেই প্রাসাদের এক প্রহরী আল-আজাদকে বালাখানায় পৌছে দিলো। যথাস্থানে ও যথাব্যক্তির হাতে কাগজগুলো অর্পণ করে আল-আজাদ পুনরায় ফিরে আসতে লাগলেন। বালাখানায় পৌছে দিয়েই প্রহরীটা তখনই তার নিজের কাজে গিয়েছিল। সুতরাং ওয়াপস্ আসার কালে আল-আজাদ একা একাই আসতে লাগলেন।

বালাখানার পরেই কয়েকটা ইমারত ঘুরে ঘুরে পথ। এরপরেই ফাঁকা ও প্রশস্ত ময়দান। ময়দানের স্থানে স্থানে সবুজ পাতার সুশোভিত লম্বা লম্বা বৃক্ষ ও চকোর-চকোর ফুল বাগান। ফটকে যেতে যাতায়াতের পার্শ্ববর্তী ফাঁকা এলাকা বাদে, সর্বত্রই হরেক রকম ফুলের, পাতাবাহার ও অল্পজাতীয় ছোট ছোট সুদৃশ্য গাছ-গাছড়ার ঝাড়। মাঝে মাঝে কতকগুলো ঘুরে বেড়ানোর পথ বাগানটাকে খণ্ডাকার করেছে।

ইমারতগুলো ঘুরে ঘুরে আল-আজাদ এই বাগানের পাশ দিয়ে ফটকের দিকে যেতে লাগলেন। কিয়দ্দূর এগুতেই বাগানের ভেতর থেকে এক মালী ছুটে এলো। আল-আজাদের সামনে এসেই সে সালাম দিয়ে বললো—সাহাব, যাবেন না। তলব আছে।

হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আল-আজাদ। সালাম নিয়ে বললেন—তলব আছে! কোথায়?

মালী বললো—এই বাগিচার অন্দরে।

আল-আজাদ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—বাগিচার অন্দরে। কে তলব দিয়েছেন? হুজুরে আলা?

ঃ জিনা-জিনা। শাহজাদী।

ঃ শাহজাদী!

আরো অধিক বিস্মিত হয়ে আল-আজাদ চেয়ে রইলেন। তা দেখে মালীটা ফের উৎসাহের সাথে বললো—জি-জি। খোদ ছোটি মালেকা।

www.amarboi.org

ঃ ছোটি মালেকা মানে ?

ঃ মানে ছোটি শাহজাদী। শাহান শাহর বহুৎ পেয়ারী নাতনী। তাকে চেনেন না?

ঃ নাতো !

ঃ তাজ্জব ! ছোটি মালেকাকে চেনেন না ! বহুৎ উম্‌দা হুজুরাইন। মিঠা বাত্‌। ছোট বড় সবাইকে সমান ইযযত করেন। এই মহলের চাকর নকর কর্মচারী সবাই তাঁকে ছোটি মালেকা বলে। আপনি তাঁকে চেনেন না ?

ঃ না।

ঃ গেলেই চিনতে পারবেন। আসুন-আসুন, জলদি আসুন—

মালী ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আল-আজাদ তবুও ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কোন উমরাহ নন, আমলা নন, শাহী পুরুষ কেউ নন, খোদ শাহজাদী তলব দিয়েছেন তাঁকে ! অন্তরালবাসিনী পর্দানশীন শাহজাদী ! ব্যাপার কি ? কোন শাহজাদীকে তিনি তো এখনও চেনেন না ! নাকি কোন কসুর তাঁর ধরে ফেললেন ইতিমধ্যেই ?

ইতস্ততঃ করতে করতে আল-আজাদ বললেন—তুমি বোধহয় ভুল করছো। উনি হয়তো অন্য কাউকে তলব দিয়েছেন।

বিপুল বেগে নড়ে উঠলো মালীটা। বললো—নেহি-নেহি, জরুর নেহি। হুজুরাইন আপনাকেই তলব দিয়েছেন। আপনি যখন এ পথ দিয়ে গেলেন, ঐ ওয়াক্তেই হুজুরাইন দেখে ফেলেছেন আপনাকে।

ঃ বলো কি !

ঃ হুজুরাইন তো এই দিকেই ছিলেন তখন। আমাকেও দেখিয়ে দিলেন তখনই।

ঃ তাই ?

ঃ আপনি তখন প্রহরীর সাথে ব্যস্তভাবে যাচ্ছেন দেখে ডাকা হয়নি আপনাকে। আমি সেই থেকেই তাক করে আছি আর বিলকুল আপনাকে পয়চান করতে পেরেছি। আসুন—আসুন—

অগত্যা মালীর পেছনে হাঁটতে লাগলেন আল-আজাদ। তাকে অনুসরণ করে বাগানের প্রায় মাঝখানে চলে এলেন। চত্বর চত্বর বাগানগুলোর মাঝেরটায় এসে তিনি দেখলেন, গোলাপ গাছের মস্ত একটা ঝাড়ের আড়ালে এক বোরকা ঢাকা আওরাত ঘাসের উপর আরাম করে বসে আছেন। শংকিত পদে এসে দূরে থেকে সালাম দিতেই আওরাতটি হাত ইশারায় আল-আজাদকে কাছে ডেকে বললেন—চিনতে পারেন ?

আল-আজাদ জড়িত কণ্ঠে বললেন—জিনা।

ঃ বসুন। আসন নেই, ঘাসের আসন। এর উপরই বসুন।

ঃ জি ?

ঃ আপনি তো ঘাসের উপর শুয়ে থাকতেও পারেন। বসতে আর আপত্তি কি ?

আল-আজাদ চমকে উঠলেন। চেনা কণ্ঠ। এই কণ্ঠস্বরই তো সেদিন তিনি সরোবরের ঘাটে শুনেছিলেন ! তবে কি তিনিই !

আল-আজাদকে ভাবতে দেখে শাহজাদী স্মিতহাস্যে ফের বললেন—খুব ব্যস্ত আছেন নাকি এখন ? মানে নকরীর কাজ নিয়ে ?

ঃ জিনা, আজকের মতো কাজ আমার শেষ।

ঃ বহুৎ আচ্ছা। তাহলে বসুন, এই সামনে এসে বসুন।

আল-আজাদ থাবড়ে গেলেন। শাহজাদী ফের আদেশের সুরে বললেন—তবু দাঁড়িয়ে রইলেন যে ? বসুন এইখানে।

www.amarboi.org

আর অন্যথা করা চলে না। জড়সড় হয়ে আল-আজাদ এগিয়ে এসে নির্দিষ্ট স্থানে বসলেন। শাহজাদী বললেন—তবু চিনতে পারলেন না?

ঃ এ্যাঁ? হ্যাঁ, পেরেছি বলে মনে হচ্ছে।

ঃ কয়েকদিন আগেই তো ঐ সরোবরের ধারে দেখা হলো আপনার সাথে?

ঃ জি-জি। এবার চিনতে পেরেছি।

ঃ সাব্বাস! এখন আরাম করে বসুন। আপনাকে এই হঠাৎ আমি ডেকেছি একটা কাজের জন্যে। আপনাকে তখন যেতে দেখেই কথাটা আমার মনে হয়েছে।

ঃ কাজ? কি কাজ?

ঃ ওটা পরে বলছি। তা আপনি তো নকরীর কাজে খুব মন দিয়েছেন দেখছি।

ঃ জি?

ঃ করুন-করুন। খুব মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজ করুন। শিগ্গিরই আপনার পদোন্নতি হবে। এই অল্প দিনেই।

ঃ অল্প দিনেই?

ঃ জরুর। দাদু সাহেব কয়দিন খুব ব্যস্ত আছেন বলে আমি কথা বলতে পারিনি। দাদুকে বলে অচিরেই আপনার ভাল একটা পদোন্নতির ব্যবস্থা করবো।

ঃ আপনি ব্যবস্থা করবেন?

ঃ অবশ্যই করবো। আপনার মতো এমন একজন নীরিহ লোকের ভালাই করতে পারাটা তো সওয়াবের কাজ!

ঃ কিন্তু—

ঃ আর আপনি তো শুধু নীরিহ লোকই নন, রীতিমতো যোগ্য ও দায়িত্ববান লোক। আপনার পদোন্নতি হবে নাতো হবে কার? কোন চিন্তা করবেন না, একিন দীলে কাজ করতে থাকুন, অল্প দিনেই আপনি একটা বড় পদে উঠে যাবেন।

আল-আজাদ শংকিত হয়ে উঠলেন। ইতস্ততঃ করে বললেন—তা মানে আমার একটা আরজ ছিল?

ঃ আরজ?

ঃ জি, একটা অনুরোধ।

ঃ বলুন।

ঃ মেহেরবানী করে এ কাজটা করবেন না।

শাহজাদী বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—ও কাজটা মানে?

ঃ মানে আমাকে ঐ বড় পদে তুলে দেয়ার তদবিরটা।

ঃ কেন-কেন?

ঃ বড় পদে যাওয়া মানেই বড় ঝামেলায় পড়া। ওটা আমি চাইনে।

ঃ চান না?

ঃ না।

ঃ তাজ্জব! কোন বড় পদে যেতে চান না আপনি?

শাহজাদী সবিস্ময়ে আল-আজাদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আল আজাদ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন—জিনা।

ঃ ঐ রকম একটা ফালতু পদেই পড়ে থাকতে চান?

www.amarboi.org

ঃ জি, তাই চাই।

ঃ কোন বড় আকাঙ্খা নেই ? ঐ তুচ্ছ হয়ে থাকাতেই আপনার সুখ—মানে ওতেই আপনি সুখ পান ?

ঃ সুখ যা-ই হোক, ওতে আমি সময় পাই। ওর চেয়ে কম ঝামেলার আরো নীচের কোন পদ পেলেই বরং আমি বর্তে যেতাম।

শাহজাদীর চোখের নজর স্থির হলো। একটু থেমেই ফের তিনি বললেন—

ঃ অর্থাৎ সময় চাই আপনার ?

ঃ জি-জি।

ঃ বড় হওয়াটা চাইনে ?

ঃ জিনা। ওটা আমার একদম না-পছন্দ।

ঃ হুঁ ! কবিতা লেখার নেশা তাহলে যায়নি ?

ঃ জি ?

শাহজাদী পুনরায় থেমে গেলেন। অনেকক্ষণ পর কিছুটা নাখোশ কণ্ঠে বললেন—লোকটা আপনি নীরিহ হয়তো ঠিকই, কিন্তু সত্যবাদী নন।

আল-আজাদ চমকে উঠলেন। সসংকোচে বললেন—তার মানে ?

অপেক্ষাকৃত শক্ত কণ্ঠে শাহজাদী পাল্টা প্রশ্ন করলেন—সময়টাতো কবিতার জন্যে চাই ? কবিতা লিখার জন্যে ?

ঃ জি হাঁ। ঐ নিয়ে পড়ে থাকতেই আমি ভালবাসি।

ঃ তাহলে নকরী করেন কেন ?

ঃ বাঃ ! পেটের চিন্তা নেই ? কোন মতে পেট চালানোর ব্যবস্থা হলেই ব্যস্ ! এর বাইরে আর কিছু চাইনে।

ঃ চান শুধু কবিতা লিখতে ?

ঃ জি-জি ঠিক বলেছেন।

ঃ তার অর্থ, বড় হওয়াটা একদম আপনার না-পছন্দ, এটা সত্যি কথা নয়। ওটা মিথ্যে কথা।

ঃ মিথ্যে কথা !

ঃ বড় পদে নকরী করার চেয়ে আপনি অনেক বেশী বড় হতে চান।

ঃ কি রকম ?

ঃ কবিতা লিখে দেশ বিখ্যাত শায়ের হতে চান। সারাদেশে নাম ছড়াতে চান। আপনি গভীর পানির মাছ।

ঃ জি ? আপনি একি বলছেন ?

ঃ তা না হলে ঐ কাজকেই আপনি এত ভালবাসেন কেন ?

আল-আজাদ ক্ষুণ্ন হলেন। ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন—গোস্তাকী মাফ করবেন। আমার কথায় আপনার যদি এই ধারণাই হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আমার বদ নসীব।

ঃ বদ নসীব !

ঃ এমন ধারণা সত্যি সত্যিই দীলে আপনি স্থান দিলে আমার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হবে আপনার।

ঃ অবিচার করা হবে ?

www.amarboi.org

ঃ আমি কবিতা লিখা ভালবাসি। আমি ওর মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাই। তার কারণ, ওটাই আমার অবলম্বন। আমার এই জিন্দেগীটা কাটিয়ে দেয়ার অবলম্বন। এ দুনিয়ায় প্রত্যেকেরই অবলম্বন চাই একটা। আমারও ওটা তাই। মস্তবড় শায়ের হওয়ার, খেতাব পাওয়ার বা দেশ বিখ্যাত হওয়ার কিছুমাত্র উম্মিদ নিয়ে ও কাজ আমি করিনে।

ঃ সে কি!

ঃ বিশ্বাস করুন, আমি এক বর্ণও মিথ্যা কথা বলছিনে। সে আকাঙ্খা দীলে আমার একবিন্দুও নেই।

আল-আজাদের মুখমণ্ডল মলিন হলো। তা লক্ষ্য করে শাহজাদী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—বলেন কি! একি তাজ্জব কথা বলছেন আপনি?

মাটির দিকে নজর রেখে আল-আজাদ কিছুটা ভারী কণ্ঠে বললেন—তাজ্জব হলেও আমার জিন্দেগীর চরম সত্য এইটেই।

শাহজাদীর উৎসাহ এতে বেড়ে গেল। বিপুল আগ্রহভরে ফের তিনি প্রশ্ন করলেন—কেন বলুন তো? কেমন যেন একটা রহস্যের মতো লাগছে?

ঃ রহস্য!

ঃ বিরাট রহস্য। এ দুনিয়ার সকলেই বড় হতে চায়। কোন লোকই তুচ্ছ হয়ে থাকতে চায় না। একজন বাতুলও নয়। আপনি কেন চান তা?

আল-আজাদ ইতস্ততঃ করে বললেন—তা কথা হলো—আপনার ধারণা হয়তো পুরোপুরি ঠিক নয়। কোন্ মানুষ কিভাবে সুখ পায়, তা এক মাপে নির্ধারণ করা শক্ত।

ঃ শক্ত!

ঃ জি, আমার তাই মনে হয়। আর অন্যের কথা যা-ই হোক, আমি অন্ততঃ এই জিন্দেগীই ভালবাসি।

ঃ কিন্তু কেন তা বাসেন? কারণটা কি পেছনে?

ঃ কারণ মানে, আমি এ দুনিয়ায় একেবারেই একক ব্যক্তি। কোন আত্মীয়স্বজন নেই, কোন পোষ্য বা দায়দায়িত্বও নেই। বড় হওয়ার গরজটা কি আমার। জিন্দেগীটা কোন মতে কেটে গেলেই তো হলো।

এর জবাবে শাহজাদী সজোরে মাথা নেড়ে বললেন—উহুঁ, হলো না। এটা আদৌ কোন যুক্তির কথা নয়। একেবারে ফালতু জবাব দিলেন আপনি।

ঃ ফালতু জবাব।

শাহজাদী আবার শক্ত কণ্ঠে বললেন—বর্তমানে একক লোক হলেও ভবিষ্যতে একক থাকবেন এটা বলছেন কি করে?

আল-আজাদ অবিচল কণ্ঠে বললেন—আমার জিন্দেগীর ছকটা আমি এইভাবেই এঁকে নিয়েছি বলে। যে কয়দিন বেঁচে আছি, বেঁচে থাকলাম। মরে গেলে ফুরিয়ে গেল। এর জের বাড়াতে চাইনে আমি।

শাহজাদীর জিদ্ তবু কমলো না। ফের তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনি চাইলে তা হবে? আপনার জিন্দেগীর নিয়ন্ত্রক কি নিজেই আপনি?

ঃ জিনা। নিয়ন্ত্রক ঐ একজনই। তিনি যা করবেন, হবে তো তাই-ই। আমি আমার পছন্দের কথা বলছি। আমার ইচ্ছে-বাসনার কথা। আমি চাইনে, সে জের আরো বাড়ুক।

www.amarboi.org

ঃ কিন্তু কেন ?

ঃ আমার ভাল লাগে না।

ঃ কেন ভাল লাগে না ?

আল-আজাদ বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—দোহাই আপনার। এটা আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত সুখ শান্তির দিক। মেহেরবানী করে এ নিয়ে আর প্রশ্ন কিছু করবেন না বা এর মধ্যে রহস্য খুঁজতে গিয়ে আমাকে পেরেশানীতে ফেলবেন না। এই রহমটুকু করুন আপনি !

আল-আজাদের অস্বস্তিটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তা দেখে শাহজাদী হতবাক হয়ে গেলেন। আর তিনি কথা বলতে পারলেন না। স্রেফ আল-আজাদের মুখের দিকে এক ধেয়ানে চেয়ে রইলেন।

ইতিমধ্যেই সেই মালীটা ফের ছুটে এলো। এসেই সে কুর্নিশ করে বললো—হুজুরাইন, সাহাবে আলী জানতে চাইছেন, ঘরে ফিরতে আপনার কি দেরী হবে আরো ?

শাহজাদী তৎক্ষণাৎ তাকে অনুধাবন করতে পারলেন না। বিভ্রান্তভাবে মুখ ফিরিয়ে বললেন—এ্যাঁ। কি বললে ?

মালী বললো—আর কতক্ষণ পর মহলে ফিরে যাবেন ?

ঃ কতক্ষণ পর মানে ?

ঃ সাহাবে আলী জানতে চাইছেন।

ঃ সাহাবে আলী !

ঃ হুজুরে আলী শাহজাদা ফিরুজ শাহ বাহাদুর।

এতক্ষণে শাহজাদী পুরোপুরি সম্বিতে ফিরে এলেন। বললেন—ও। তা কি বলছেন তিনি ?

ঃ মহলে ফিরতে আপনার আর কতটা দেরী হবে, সেটা জানতে চাইছেন।

ঃ কোথায় তিনি ?

ঃ মহলেই আছেন। হুজুরে আলীর বান্দা এইমাত্র এসে এ দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে গেল। আমাকে গিয়ে এখনই তা জানাতে হবে হুজুরকে।

শাহজাদী অল্প একটু চিন্তা করলেন। তারপর তিনি বললেন—ফিরতে আমার আরো অনেক দেরী হবে। তুমি গিয়ে শাহজাদাকে বলো, যেখানে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে আজ যাওয়া আমার হচ্ছে না। আমি খুব ব্যস্ত আছি। উনি উনার নিজের কাজ করুন।

ঃ জি আচ্ছা।

ঃ বুঝতে পেরেছো ?

ঃ জি–জি।

কুর্নিশ করে মালী তখনই বিদেয় হলো। শাহজাদী পুনরায় আল-আজাদের দিকে নজর ফিরিয়ে নিলেন। আল-আজাদ নতমুখে নির্জীব হয়ে বসে ছিলেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শাহজাদী তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—এই দেখুন, আসল কাজ পড়েই রইলো, খামাখা আমি সময় নষ্ট করলাম।

www.amarboi.org

আস্তে আস্তে মুখ তুলে আল-আজাদ বললেন—জ্বি ?

কিছুটা অনুশোচনার কণ্ঠে শাহজাদী বললেন—থাক ওসব ব্যক্তিগত আলোচনা। এ নিয়ে আমার জিদ ধরা ঠিক হয়নি। আপনি কিছু মনে নেবেন না।

ঃ না—মানে—

ঃ আপনার যা ভাল লাগে তাইতো আপনি করবেন। আমি শুধু ঝোঁকের মাথায় তকলিফ দিলাম আপনাকে। ওসব কথা থাক। এবার আসল কথা বলি শুনুন—

ঃ জ্বি বলুন।

ঃ কবিতা যখন লিখেন, তখন কবিতার কিছু জ্ঞান নিশ্চয়ই আপনার আছে ?

ঃ এ্যা ! কবিতার জ্ঞান ? না-না, সেটা এমন কিছু নয়। সে জ্ঞান আমার নিতান্তই কিঞ্চিৎ।

ঃ ঐ কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিয়েই একটু উস্তাদগিরি করুন তো দেখি।

ঃ উস্তাদগিরি !

ঃ সেদিন আপনাকে বলেছিলাম না, কবিতা লেখার আমিও কিছু চেষ্টা করি ? এখানে এই বাগানে বসে কবিতাই লিখছি আমি—

—বলতে বলতে পেছনে রাখা খাতাকলম সামনে আনলেন শাহজাদী। এরপর খাতার পাতা মেলে ধরে বললেন—দেখুন তো দেখি, কেমন হলো ?

ঃ কেমন হলো মানে ?

ঃ আমার আজকের এই কবিতাটা ! একটু পরীক্ষা করে দেখুন তো দেখি, আসলেই কিছু হচ্ছে কিনা ?

আল-আজাদ ইতস্ততঃ করে বললেন—আমি ? আমি তো নিজেই একজন কাঁচা লেখক।

শাহজাদী হেসে বললেন—কাঁচা লেখা প্রাথমিকভাবে কাঁচা লেখককে দিয়েই পরীক্ষা করাতে হয়। বড় শায়েরকে ডাকার আগে আমাকে তো জানতে হবে, আসলেই এগুলো কবিতার কোন জাতগোত্রে পড়ছে কিনা ? যদি আদৌ তা না পড়ে, বড় শায়েরের সামনে দিয়ে খামাখা আমি শরম খেতে যাবো কেন ?

ঃ বলেন কি ! তা কতদিন থেকে লিখছেন ?

ঃ অনেকদিন থেকেই বলা যায়।

ঃ সেকি ! এতদিনও কাউকে আপনি দেখাননি এসব ?

ঃ দেখিয়েছি। স্রেফ দেখাই-ই নি, শুনিয়েছিও। কিন্তু যাদের আমি দেখিয়েছি আর শুনিয়েছি, তারা কেউ কবিতার কিছু বোঝেও না, একটাছত্র কবিতা কেউ লেখেও না। তাদের দেখিয়ে হবে কি ? না বুঝেই তারা তারিফ করে।

আল-আজাদ ঈষৎ হেসে বললেন—তাই ?

ঃ বিলকুল কিছুটা সমঝদার লোক খোঁজ করেও এযাবত আমি পাইনি। সমঝদার যাঁদের পেয়েছি, সবাই তাঁরা তা-বড় তা-বড় কবি। আগেই তাঁদের দেখাই কি করে—বলুন ?

ঃ আচ্ছা।

ঃ তাই আপনাকে আজ দেখেই আমার খেয়াল হলো, আপনিই সেই পর্যায়ের

www.amarboi.org

সমঝদার যাকে আমি তালাশ্ করছি। আপনিও কোশেশ করেন, আমিও কোশেশ করি। কেউ আমরা পুরোপুরি শায়ের নই। শায়ের হওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র। ব্যস্! শরম পাওয়ার এখানে কোন প্রশ্ন নেই। দেখুন—দেখুন, কবিতাটা কেমন হলো দেখুন।

খাতাখানা জোর করেই আল-আজাদের হাতে দিলেন শাহজাদী। খাতা নিয়ে আল-আজাদ স্মিতহাস্যে বললেন—কি নিয়ে লিখলেন আজ কবিতাটা?

ঃ ঐতো, উপরে লেখাই আছে কবিতার নাম। কবিতার নাম দিয়েছি "ফুল"। ফুল বাগানে এসে ফুল নিয়েই লিখেছি। পড়ুন—

আল-আজাদ এবার শব্দ করেই পড়তে লাগলেন কবিতা ঃ—

"শাহান শাহ হোসেন শাহ মহাশক্তিধর
সমকক্ষ নাই তাঁর দুনিয়ার উপর
লাখো লাখো হাতী ঘোড়া সৈন্য বেশুমার,
তামাম বাঙ্গালায় গায় প্রশস্তি তাঁহার।
অঢেল সম্পদ তাঁর, নিজে মহামতি,
জ্ঞানবান গুণবান সদাশয় অতি।
ন্যায়ের প্রতিক তিনি, পরম ধার্মিক,
দুষমনের আজরাইল দুরন্ত নির্ভিক,
দেশে দেশে নাম তাঁর, মুলুকে মুলুকে................
"
....

এই পর্যন্ত পড়েই আল-আজাদ চোখ তুলে পরম বিস্ময়ে শাহজাদীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তা দেখে শাহজাদী সপুলকে বললেন—কি হলো? থামলেন যে?

আল-আজাদ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আপনি ফুল নিয়ে কিবতা লিখেছেন বললেন না? কবিতার নামও তো "ফুল"ই দিয়েছেন। ঐ ফুল মানে কি শাহান শাহ?

সশব্দে আপত্তি তুলে শাহজাদী বললেন—না-না, শাহান শাহ হবে কেন? ফুল মানে এই ফুল। এই যে বাগানে দেখছেন রং বেরংয়ের মন ভোলানো ফুল, এই ফুল নিয়ে লিখেছি।

ঃ তাহলে ফুলের কথা কৈ?

ঃ ফুলের কথা?

ঃ এসব কথা কেন? এইসব শাহান শাহর কথা?

ঃ সেকি! শাহান শাহর কথা থাকবে না?

ঃ কেন থাকবে? আপনি লিখেছেন ফুল নিয়ে কবিতা। ফুলের কথাই বলবেন আপনি। শাহান শাহকে নিয়ে যখন লিখবেন, তখন তাঁর কথাই বলবেন। ফুলের মধ্যে শাহান শাহ কেন? মানে এখানে শাহান শাহর সম্পর্ক কি?

শাহজাদী বিস্মিত হলেন। বললেন—আরে তাজ্জব! বলেন কি? শাহান শাহর কথা বাদ দিয়ে কবিতা হয় কখনও? কবিতাতে তো থাকতেই হবে শাহান শাহর গুণগান।

ঃ থাকতেই হবে?

ঃ জরুর। আপনি তো সত্যিই একজন কাঁচা লেখক! শাহান শাহর গুণগান না থাকলে তো কবিতাই হবে না।

www.amarboi.org

ঃ কোথায় এটা পেলেন ? কে বললে সে কথা ?

ঃ বলতে হবে কেন ? আমার দাদুর, মানে শাহান শাহর সভায় মাঝে মাঝেই তো কবিতা পাঠের আসর বসে। মশহুর মশহুর কবিদের নিয়ে সভা। সব সভাতেই হাজির হয়েছি আমি। ঝরোকার আড়ালে বসে সবার কবিতাই শুনেছি। সকলের কবিতায় তো শাহান শাহর তারিফটাই থাকে জোরদার ভাবে!

ঃ তারিফ থাকে জোরদার ভাবে ? ভিন্ন কোন বিষয় নিয়ে লিখলেও ?

ঃ জি। গাছপালা, নদনদী, পাখপাখালী বা কোন কিছুর রূপগুণ—যে কোন বিষয় নিয়েই হোক না কেন ?

ঃ বলেন কি !

ঃ শুধুই কি থাকে ? পাতার পর পাতা ধরে থাকে। কবিতার বিষয় আসে পরে এবং সেখানেও নমুনার মতো থাকে। কারো কারো তো দেখেছি কবিতার বিষয়বস্তু একেবারেই সামান্য। গোটা কবিতাই শাহান শাহর গুণগানে ভরপুর।

ঃ তাজ্জব !

ঃ সবাই বলেন, ওটা না থাকার প্রশ্নই তো কিছু উঠে না, ওটা কম থাকলেও সে কবিতা সঠিক বা সার্থক কবিতা হয় না।

ঃ শাহান শাহ বিরক্ত হন না এসব শুনে ?

ঃ হতেন হয়তো আগে কিছুটা। এখন আর হন না। ওটা না থাকলে কবিতাই যেখানে হয় না, সেখানে বিরক্ত হবার কি আছে ?

ঃ বটে !

ঃ শাহান শাহ তো শায়ের নন, শায়েরদের উপর উনি হাত খেলাবেন কি করে ? এছাড়া এতে তো রাজভক্তিটাও প্রকাশ পায়।

ঃ হুঁ !

আল-আজাদ গম্ভীর হলেন। তা লক্ষ্য করে শাহজাদী বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—কি ব্যাপার ! কবিতার কি সত্যিই তাহলে কিছুই আপনি বুঝেন না ?

ঃ জি ?

ঃ বুঝলে তো এ নিয়ে এত ভাবার কিছু আসে না ? এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন আপনি ?

আল-আজাদ শক্ত হলেন। এর জবাবে তিনি শাণিত কণ্ঠে বললেন—ঘামাচ্ছি এই জন্যে যে, ঐ সব শায়ের তাহলে কবিতার জন্যে কবিতা লেখেন না। তাঁরা লেখেন শাহান শাহকে তুষ্ট করার জন্যে আর তুষ্ট করে ফায়দা হাসিলের জন্যে।

ঃ তার মানে ?

ঃ কথায় আমার গোস্তাকী কিছু থাকলেও আমি লাচার। আমি বলবো, শাহান শাহর সভায় আপনি যেসব কবিতা শুনেছেন, সেগুলো কবিতা নয়, স্রেফ তোয়াজ। কবিতার বিচারে ওসবের কোন মূল্য নেই।

দুই চোখ কপালে তুলে শাহজাদী বললেন—আপনি কি সজ্ঞানে বলছেন এসব ?

ঃ মানে ?

ঃ আপনি কোন মাথা খারাপ লোক ননতো ?

ঃ কেন বলুন তো ?

ঃ খোদ শাহান শাহর সভায় যেসব কবিতা পড়া হয়, সেগুলো কবিতা নয়, এটা বলছেন কোন জ্ঞানে ? জানেন, কত দেশ বিখ্যাত শায়ের সেখানে তসরীফ আনেন ?

www.amarboi.org

ঃ দেশ বিখ্যাত আর সত্যিকারের শায়ের তসরিফ যদি আনেনও, তাহলে তারা সেখানে সত্যিকারের কবিতা পাঠ করেন না। শাহান শাহকে তুষ্ট করার জন্যে মেকী কবিতা তৈরী করে এনে রাজসভায় পাঠ করেন। কবিতাতে শাহান শাহর প্রশস্তি থাকতেই হবে বলে যাঁরা ফতোয়া দেন আর কবিতার নামে প্রশস্তি পাঠ করে, তাঁরা যশস্বী হলেও, ঈমান তাঁদের কমজোর এবং অস্পষ্ট। আর না হোক, কবিতার সাথে চরম ধরনের বেঈমানী করেন তাঁরা।

শাহজাদী এ কথায় 'থ' মেরে গেলেন। একটু পরে রীতিমতো উষ্ণকণ্ঠে বললেন—এতবড় কথা বলতে সাহস হয় আপনার ?

আল-আজাদ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন—কেন, সাহস হবে না কেন ?

ঃ শাহান শাহ কি নির্বোধ ? খোদ শাহান শাহ কখনও যে ত্রুটি ধরেন না বা ধরাটা সমীচিনবোধ করেন না, আপনি সেই সাহস করেন ?

ঃ এতে অবাক হওয়ার কি আছে ? সত্যি কথা বলার সাহসতো সব লোকেরই থাকা উচিত ?

ঃ সত্যি কথা !

ঃ হ্যাঁ, সত্যি কথা। তোয়াজ মিশ্রিত কবিতা যে সঠিক কবিতা নয়, এটা চরমতম সত্যি কথা। আর এই সত্যি কথা বলতে যে ভয় পায়, সেতো বুজদীল। মেরুদণ্ড তার দুর্বল। সে সুস্থ মানুষ নয়।

ঃ জানেন, একথা শাহান শাহর কানে গেলে প্রাণদণ্ডও হতে পারে আপনার ?

ঃ পারেই তো। যিনি তোয়াজ প্রিয় তাঁর কাছে ন্যায় অন্যায় সমান। সত্যি কথা বলাটাও যে তাঁর কাছে অপরাধ হবে, এটা এমন বিচিত্র কি ?

ঃ জানেন, সুলতান কারো বেয়াদবী বরদাস্ত করেন না ? সত্যি কথা হয়ও যদি, তবু তো এটা বেয়াদবী।

ঃ তবু আমি লাচার ! সত্যি কথা বলার জন্যে আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত নির্দেশ আছে। তাতে আল্লাহ তায়ালা খুশী হন। সুলতান যদি এটাকে বেয়াদবী মনে করেন, আর তাতে নাখোশ হন, আমার কিছু করার নেই।

ঃ তাতে তো প্রাণ যাবে আপানার ?

ঃ যায় যাবে। মিথ্যাচার করে আমি বেঈমান হতে পারিনে।

শাহজাদী লা-জবাব হয়ে গেলেন। স্তম্ভিত হলেন লোকটার এই দীলের জোর দেখে। খোদ শাহজাদীর সামনে এমন নির্ভয়ে বাদানুবাদ করার সাহস আচ্ছা আচ্ছা আমির-উমরাহও করেন না ! এ লোকটা কি ? পাগল যে নয়, তাঁর বক্তব্যের ধরন আর জ্ঞানের পরিধিই তার প্রমাণ। একি তাজ্জব লোক ! এতটা বাজানোর পরও নিজের উপলব্ধি আর প্রত্যয় থেকে এই তুচ্ছ একটা লোক এক বিন্দুও নড়লেন না। ছাইয়ের মধ্যে এত আগুন !

শাহজাদী চমৎকৃত হলেন। তিনি বুঝলেন, এ লোক সামান্য লোক নন, একেবারেই এক বিচিত্র লোক। এমন লোক দুর্লভ। লোভ মোহ ভয়-ভীতির অতীত এমন লোক লাখেও একটা পাওয়া দুষ্কর। চোখের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো শাহজাদীর। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন —তাহলে জানের ভয় নেই আপনার ?

www.amarboi.org

ঃ জানের ভয় কার না থাকে ? কমবেশী সে ভয় সকলেরই আছে। তবু মরতে তো হবেই একদিন সবাইকে। অমর তো কেউ নয়। কাজেই, কথায় কথায় ঐ জানের ভয়ে ভীত হয়ে লাভ আছে কিছু ? মউত যখন আসার তখন ঠিকই আসবে। কোন কারণে একদণ্ড আগেও নয় পরেও নয়। মউত তার নির্ধারিত সময়েই আসবে আর একবারই আসবে। এ নিয়ে ব্যস্ত হবার কি আছে !

ঃ তাই ?

ঃ কথাটা ঠিক কিনা বলুন !

ঃ তা ঠিক বেঠিক যা-ই হোক, লোক তো আপনি তুচ্ছ লোক, তুচ্ছ হয়ে থাকাই আপনার পছন্দ। তুচ্ছ লোক হয়ে আবার এসব বড় বড় কথার মধ্যে থাকেন কেন ?

এবার আল-আজাদ থামলেন। একটু থেমে বললেন—দেখুন, একজন তুচ্ছ লোকও মানুষ। চোখ-কান সকলেরই আছে। পাগল ছাড়া, সব মানুষেরই স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিও থাকে। বোধশক্তি কমবেশী তুচ্ছ লোকেরও আছে। যারা বুঝতে পারে, সবাই নাহোক, তাদের কেউ কেউ চিরকালই বড় কথায় থাকে। সবাই এটা এড়িয়ে যেতে পারে না।

ঃ কথাটা কি ঠিক হলো ? যে তুচ্ছ লোক সে বড় কথা বুঝতে পারবে কি করে ?

আল-আজাদ অল্প একটু হাসলেন। হেসে বললেন—কেন পারবে না ? মেধা-মগজ তো সবই আল্লাহ তায়ালার দান। তিনি তো আর ধনী গরীব বাছাই করে মেধা মগজ দেন না। তা যদি দিতেন, তাহলে কোন গরীব ঘরের সন্তান কোনদিনই বিখ্যাত হতে পারতো না। অথচ এই দুনিয়ায় এমন অনেক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি আছেন, যাঁদের জন্ম নিতান্তই তুচ্ছ ঘরে।

শাহজাদী ক্রমাগতই অভিভূত হতে লাগলেন। তিনি সবিস্ময়ে বললেন —আচ্ছা !

আল-আজাদ বললেন—আল্লাহ প্রদত্ত সেই মেধা-মগজের স্ফূরণ ঘটানোর মওকা গরীবদের বেশী থাকে না—এই যা। যাদের স্ফূরণ কিছুটা ঘটে, তারা ঠিকই বোঝে। তুচ্ছ হলেই যে কেউই কিছু বুঝবে না, এটা ঠিক নয়।

ঃ তারাও তাহলে বোঝে ?

ঃ অবশ্যই। ফারাগটা শুধু এই যে, কেউ বুঝেও তুচ্ছ লোক বলে সত্যি বলতে ভয় পায়, কেউ পায় না।

শাহজাদী হেসে বললেন—আপনি তা পান না, না কি বলেন ?

ঃ জিনা, পাইনে। তুচ্ছ লোক বলেই দিনকে দিন আর রাতকে রাত বলবো না, এতটা কাপুরুষ আমি নই।

ঃ আচ্ছা। তাহলে কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, শাহান শাহর প্রশস্তি কোন কাব্য কবিতায় থাকবে না।

ঃ থাকবে না এ কথাও ঠিক নয়। তামাম লেখা শেষ করে কিতাবখানা যদি শাহান শাহর নামে উৎসর্গ করতে চান, তাহলে ভূমিকায় তাঁর প্রশস্তি অবশ্যই আনতে পারেন। খোদ শাহান শাহই যদি আপনার কবিতার বিষয়বস্তু হন, তাহলে তো পারবেনই। কিন্তু ফুল নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে আপনি প্রশস্তি গাইবেন শাহান শাহর, পাগলামী না হলেও, এটা একটা প্রহসন, কবিতা নয়।

শাহজাদী উৎফুল্লা কণ্ঠে বললেন—সাব্বাস ! এখন দেখছি কবিতা লেখার ব্যাপারেও আপনি একটা রহস্য। কোন কাঁচা লেখকের লেখা সম্বন্ধে এত জ্ঞান থাকে

www.amarboi.org

না। আপনি লোকটা কি ? নিঃসন্দেহে আপনি একজন পাকাপোক্ত শায়ের আর অত্যন্ত এলেমদার আদমী।

আল-আজাদ আপত্তি তুলে বললেন—না-না, আমি আগেই তো বলেছি, এলেম আমার এমন কিছু অধিক নয়। শায়ের আলেম যা-ই বলুন, ও দুটোর কোনটাতেই বিখ্যাত আমি নই। আসলে এটা একটা স্বাভাবিক মুক্ত চিন্তার ব্যাপার। এখানে এলেমটা বড় নয়। মেহেরবানী করে আপনিই একটু মুক্ত মনে চিন্তা করে দেখুন তো, কবিতার মধ্যে তোয়াজ আনাটা বেলেল্লাপনা মনে হয় কিনা ?

ঃ জি ?

ঃ এ ছাড়া তোয়াজ যারা করে তারা স্বার্থের লোভে করে। আপনার তো সে গরজটা নেই। আপনি কেন ঐ একই পথে চলবেন ?

এক নজরে কিছুক্ষণ আল-আজাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর শাহজাদী উল্লাসভরে আওয়াজ দিলেন—উস্তাদ, বিলকুল উস্তাদ !

সচকিতভাবে আল-আজাদ বললেন—জি ?

ঃ আর বোঝাতে হবে না। তামাম কিছুই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সত্যিই তো, এই বাস্তব দিকটা এতদিনও ধরা পড়েনি চোখে আমার ! আপনি ঠিকই বলেছেন, কবিতা হবে নির্ভেজাল আর পরিচ্ছন্ন। তার মধ্যে ঐ বেলেল্লাপনা আর অপ্রাসঙ্গিক কথা আনা মানেই তো কবিতা নষ্ট করা।

ঃ সত্যি বলছেন ?

ঃ জি–জি। এর মধ্যে একবিন্দু মিথ্যা নেই। ও নিয়ে আর কথা বলে শরম দেবেন না আমাকে।

শাহজাদী লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করলেন। আল-আজাদ হৃষ্টচিত্তে বললেন —আলহামদুলিল্লাহ ! অন্ততঃ একটা লোকের মধ্যেও যে এই মহৎ উপলব্ধিটা এসেছে, এর জন্যে তামাম প্রশংসা আল্লাহ তায়ালারই প্রাপ্য।

শাহজাদী অতপর প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন—তাহলে উস্তাদ, এবার—,

আল-আজাদ বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—এ্যাঁ ! কি বললেন ? উস্তাদ ?

ঃ একশো বার। আর আপনাকে ছাড়ছে কে ? এরপর মাঝে মাঝেই তো আপনার গরজ পড়বে আমার। আপনার নির্দেশনার প্রয়োজন হবে। এরপর যা লিখবো, তা শুধ্‌রে নিতে হবে না ? শুধ্‌রে দেবে কে ?

ঃ শুধ্‌রে দেবো !

ঃ জি। বাগানের মালী যেমন ফুলের চারা আর আগাছা ফারাগ করতে পারে, ফারাগ করে আগাছা তুলে বাগানকে সুন্দর করে, আমার কবিতায় আপনাকেই ঐ কাজটি করতে হবে।

ঃ সেকি !

ঃ ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনার সুযোগ সুবিধা মতোই আপনাকে আমি স্মরণ করবো, কোন চাপ সৃষ্টি করবো না। নিন, এবার অবশিষ্ট কবিতাটুকু দেখুন। আগাছা যা থাকার তা তো আছেই, তার মাঝে ফুলের চারা অর্থাৎ কবিতার গুণাবলী কিছু আছে কিনা দেখুন—

আল-আজাদ পুনরায় কবিতা পাঠে মন দিলেন। এবার তিনি নীরবে ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে কবিতাটা পাঠ করতে লাগলেন। আগাগোড়া পাঠ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। খোশদীলে বললেন—বাঃ ! চমৎকার লিখেছেন তো !

www.amarboi.org

শাহ্জাদী সসংকোচে বললেন—জ্বি ?

ঃ কবিতার আপনার ছন্দ, মাত্রা আর শব্দচয়ন—সবইতো চমৎকার। বক্তব্যতেও গভীরতা আছে।

শাহ্জাদীর মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি সাগ্রহে বললেন—ঠিক বলছেন ?

ঃ বিলকুল। আমি মনযোগানো বলি না। এই অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলো বাদ দিলে আর বর্ণনায় যা কিছু জড়োতা আছে তা একটু সংশোধন করে নিলে, এটি একটি উচ্চমানের কবিতা হতে পারে।

ঃ তাই ? তাহলে সম্ভাবনা আছে কিছু ?

শাহ্জাদীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। আল-আজাদ উৎসাহ দিয়ে বললেন—যথেষ্ট আছে। সাধনা চালিয়ে যান, আল্লাহ্ চাহে তো, সত্যিই একদিন একজন ভাল কবি হতে পারবেন আপনি।

ঃ কবি হতে পারবো ?

ঃ আলবত্ !

শাহ্জাদী এবার সশব্দে হেসে উঠে বললেন—না, তাহলে কবি নয়, বলুন, মহিলা কবি।

আল-আজাদও হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন—জ্বি-জ্বি, মহিলা কবি।

অন্দর থেকে পুনরায় তাকিদ আসায় শাহ্জাদী উঠে দাঁড়ালেন এবং উভয়ে উভয় দিকে চলে গেলেন।

২

বাঙ্গলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ হো হো করে হেসে উঠলেন। তাঁর পেয়ারের নাতনী আরজু মান্দ্ বানু বেগম তাঁকে আজ একটা আচানক প্রশ্ন করেছেন—স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি বাদশাহ্‌র বেশী, না ফকিরের বেশী ?

পালংকে গা এলিয়ে শাহান শাহ্ হোসেন শাহ্ তাঁর বাপ-মা হারা আদরের নাতনীকে নিয়ে কিঞ্চিৎ কৌতুকালাপে রত ছিলেন। রাজনৈতিক ঝুটঝামেলা বাইরে রেখে তিনি দীলটা একটু হাল্‌কা করে নিচ্ছিলেন। এরই মাঝে নাতনী তাঁর এই প্রশ্ন করে বসলেন।

প্রশ্ন শুনেই আগে তিনি দীল খুলে হাসলেন। হাসির পর চোখে মুখে কপট বিস্ময় এনে বললেন—কেয়া তাজ্জব ! কেয়া তাজ্জব ! আরে নাদান আউরাত, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি এই মহলের ছোটি মালেকা সেজে আছো ? বহুত্ আফসোস্ কি বাত্ !

শাহ্জাদী হাসিমুখে বললেন—কি রকম ?

ঃ এটা কোন প্রশ্ন হলো ? এমন প্রশ্ন মাসুম একটা বাচ্চাও তো করবে না।

ঃ কেন—কেন ?

ঃ বাদশাহ্‌র চেয়ে ফকিরের জ্ঞান বেশী হলে কোন ফকির—ফকির থাকতো এতদিন ? বিলকুল বাদশাহ্ হয়ে যেতো না ?

ঃ বাদশাহ্ হয়ে যেতো ?

www.amarboi.org

ঃ জরুর। এই সিধা কথাটাই বোঝো না ? কি আমার নসীব ! এই রকম একটা না-লায়েক আর জাহেল আউরাতই আমার আসলী বেগম হওয়ার জন্যে ওঁৎ পেতে আছে !

বলেই ফের শাহান শাহ ঈষৎ হাসি হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদী কপট রোষে বললেন—আমার দায় পড়েছে কোন অদ্‌না আদমীর বেগম হতে। আমার যিনি খসম হবেন তিনি হবেন জ্ঞানবান আর বুদ্ধিমান। কোন অদ্‌না আদমী নয়।

ঃ তাই ? তা অদ্‌না আদমী হলেম আমি কি করে ? অদ্‌না আদমী হলে কি আর বাদশাহ হতে পারতাম ?

ঃ বাদশাহ হওয়ার আগের কথা তো বলছিনে আমি। আমি বলছি বাদশাহ হওয়ার পরের কথা। বাদশাহ হওয়ার পরই তো মানুষ অদ্‌না বা বেয়াকুফ বনে যায়। তখন একটা ফকিরের যে স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি থাকে, বাদশাহর তা থাকে না।

ঃ থাকে না ?

ঃ না। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়।

শাহান শাহর চোখের নজর স্থির হলো। এবার সত্যিই তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন। রসিকতা খাটো করে সবিস্ময়ে বললেন—তোমার এমনটি মনে হওয়ার কারণ ?

ঃ কারণটা তো স্পষ্ট। বাদশাহ হওয়ার পরইতো মানুষ একটা কৌটার মধ্যে ঢুকে যান। তিনি তখন নিজে কিছু দেখতেও পান না, শুনতেও পান না। অন্যেরা যা দেখান আর শুনান, তাই তখন দেখেন আর শুনেন। ফকির-মিস্‌কীন আর সাধারণ মানুষ স্বাধীনভাবে যে রকম দেখেন শোনেন বোঝেন, বাদশাহ হলে আর সে মওকা থাকে না।

শাহান শাহর ললাটে এবার কুঞ্চন দেখা দিলো। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তার অর্থ ?

ঃ বাঃ ! অমনি রাগ হলো ? কথাটা আমার সত্যি কিনা, তাই আগে বলো ?

একই রকম কণ্ঠে শাহান শাহ বললেন—এ প্রশ্ন হঠাৎ কেন তুলছো তুমি, সেইটেই আগে শুনতে চাই।

শাহজাদীও গোস্বা হলেন। গাল ফুলিয়ে বললেন—যাও, তোমার সাথে আর আমার কোন কথা নেই। একটা কথা বললাম আর অমনি বাদশাহগিরি শুরু হলো ! আমি কি তোমার প্রজা না কর্মচারী ?

শাহজাদী গোমড়া মুখে ঘুরে বসলেন। তা দেখে শাহান শাহ কণ্ঠস্বর হাল্‌কা করে বললেন—কি হলো ?

শাহজাদী সখেদে বললেন—বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্ ! হঠাৎ একটু খাহেশ হলো বলেই একটা কথা জানতে চাইলাম, অমনি শুরু হলো প্রশ্ন—কেন, কি বিষয়, কি কারণ—ইত্যাদি ! যেন ভিন মুলুকের কোন এক দুষমন এসে দাঁড়িয়ে গেছে সামনে ! অদ্‌না বলি সাধে ?

শাহজাদী উঠে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। শাহজাদীর কথার ধরনে শাহান শাহর দীলে স্বাভাবিকভাবেই একটা সংশয়ের উদয় হয়েছিল। কিন্তু অতি আদরের এই নাতনীটিকে নাখোশ হয়ে উঠে যেতে দেখে সে সংশয় তার উবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরে এসে হাসি মুখে বললেন—এইরে! বেগম আমার বিগড়ে গেছে। আচ্ছা বাবা, ঘাট হয়েছে, কসুর হয়েছে, মস্তবড় গল্‌তি হয়েছে গোলামের। এবারের মতো মাফ করে দিয়ে কি বলছো, বলো।

www.amarboi.org

শাহজাদী গোস্বাভরে বললেন—কি বলবো ? বাদশাহ হলে তো মানুষ আর সত্যি কথা সহ্য করতে পারে না।

ঃ না-না, আমি আর মোটেই বাদশাহ নই। আমি এখন গোলাম। আস্লী বেগমের একদম হাটে কেনা গোলাম। গোস্তাকী মাফ হোক, আর কসুর হবে না।

শাহজাদীর রাগটা এবার পড়ে গেল। ফিক্ করে হেসে তিনি বললেন—বটে !

ঃ জি-জি, বিলকুল। এবার বলো—

ঃ সহ্য করতে পারবে তো ?

ঃ কি ?

ঃ সত্যি কথা ?

ঃ আলবত-আলবত। আরে আমি হলেম এ মুলুকের ধর্মের রক্ষক, প্রধান বিচারক। সত্যি কথাইতো সবার কাছে শুনতে চাই আমি।

ঃ সত্যি জবাব পাবো তো ?

ঃ তওবা ! খোদ শাহান শাহকে মিথ্যা বললে চলবে কেন ? জরুর পাবে।

ঃ তাহলে আগে বলো, আমি যা বললাম, তা সত্যি কিনা ?

ঃ কি বললে তুমি ?

ঃ ঐ যে, বাদশাহ হলেই মানুষকে একটা কুঠরীর মধ্যে উঠতে হয়, সব কথা—সব খবর অন্যের মুখে শুনতে হয়, অন্যেরা যা দেখায় তাই দেখতে হয়—মানে যাকে বলে অন্যের তোলা খাবার তাঁকে খেতে হয় ? হয় না ?

ঃ এ্যাঁ ! হ্যাঁ, তা হয়ই তো। সুলতান তো আর সাধারণ লোকের মতো হরহামেশাই গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াতে পারে না ! তাকে একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে থাকতে হয়। অন্যের দ্বারাই তো সবকিছু জানতে শুনতে হয় তাকে।

ঃ হর হামেশাই সকলের প্রশংসা শুনতে হয়, না কি বলো ?

ঃ প্রশংসা !

ঃ হ্যাঁ প্রশংসা—মানে তারিফ। দরবারেই হোক আর বাইরেই হোক, বাদশাহকে দেখলেই তো সবাই প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠে। বলো, উঠে কিনা ?

ঃ হ্যাঁ, উঠে।

ঃ তোয়াজ করে কথা বলে। বলে না ?

ঃ বলেই তো।

ঃ শুনতে শুনতে তোয়াজটা ক্রমেই গা-সহা হয়ে যায়। হয় না ?

ঃ হ্যাঁ হয়।

ঃ শেষ অবধি তোয়াজটাকেই সত্যি বলে মনে হয়। সত্যিটাকে আর কিছুতেই সত্যি বলে মনে হয় না।

ঃ তার মানে ?

ঃ মানে, সত্যিটা বেমালুম মিথ্যা হয়ে যায়, আর মিথ্যাটাই সত্যির জায়গা দখল করে।

ঃ কি রকম ?

ঃ রকমটা ঠিক পেঁচার মতো। পেঁচারাতো সবসময় কোটরে অর্থাৎ গর্তে লুকিয়ে থাকে। গর্তের মধ্যে আলো থাকে না। সেখানে থাকে অন্ধকার। ঘোর অন্ধকার। অন্ধকারে থেকে থেকে অন্ধকার তাদের গা-সহা হয়ে যায়। অন্ধকারই তখন তাদের

www.amarboi.org

কাছে আলো বলে মনে হয়। তাই তারা আলো দেখলেই আঁধার ভেবে কোটরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আঁধার হলেই আলো ভেবে বেরিয়ে আসে। ঠিক নয় দাদু?

সুলতানের দুই ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হলো। এই নাতনীর প্রতি সুলতানের চরম দুর্বলতা বা স্নেহের কারণ মূলতঃ দুইটি। একটি, সে এতিম ও সুলতানের প্রতি তার প্রীতি-আকর্ষণ অপরিসীম। অপরটি তার অসাধারণ মেধা। এতটা তীক্ষ্ণ মেধার আউরাত হেরেমে তাঁর বড় একটা আছে বলে জানা নেই সুলতানের। ফলে, তিনি শুরু থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তাঁর এই অতিশয় বুদ্ধিমতী নাতনীটা তাঁকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শেষাবধি তাঁকে যে সে এখানেই এনে দাঁড় করাবে, তাও তিনি বুঝেছিলেন। তিনি শুধু বুঝলেন না, এর পেছনে অন্তর্নিহিত কারণটা কি?

নাতনীর এই প্রশ্নের জবাবে শাহান শাহ পুনরায় কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন —তুমি কি মনে করো, বুড়ো হয়েছি বলে আমি বুরবক বনে গেছি? কিছুই বুঝি না?

ঃ কেন, তা বুঝবে না কেন?

ঃ তাহলে এবার বলো তো দেখি, তোমার এই ভনিতার পেছনে আসল কথাটা তোমার কি?

ঃ উঁহুঁ! তার আগে তুমি বলো, আমি যা বললাম তা সত্যি কিনা?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ ভুলে যেও না, তুমি সত্যিটা বলবে বলে কথা দিয়েছো আমাকে!

ঃ ও—হ্যাঁ। তা বক্তব্য তোমার কিছুটা সত্যি, বিলকুল সত্যি নয়।

ঃ কিছুটা সত্যি তো?

ঃ হ্যাঁ, কিছুটা সত্যি। কিন্তু কেন, উদ্দেশ্য কি তোমার?

শাহজাদী হেসে বললেন—উদ্দেশ্য এই যে, পূরোটা না হলেও, আমার এই দাদুটা যে কিছুটা বুরবক না অদ্‌না, তা প্রমাণ করা।

ঃ অদ্‌না?

ঃ তাই বৈকি। বাদশাহ হলে জ্ঞানী মানুষকেও যেখানে অদ্‌না হয়ে যেতে হয়, সেখানে ঐ বাদশাহগিরি নাইবা করলে? ওটা ছেড়ে দাওগে।

ঃ ছেড়ে দেবো?

ঃ আমার মনে হয় সেই ভাল। তোয়াজটাকে তোয়াজ বলে ভাবতেই যখন পারো না, ওর মধ্যে যে সত্যের বড়ই খেলাপ আছে, এটা যখন মগজে আদৌ খেলে না, তখন আস্ত একটা ভাল মানুষ খামাখা এইভাবে পঙ্গু হয়ে না থেকে ওটা ছেড়ে দেয়াই ভাল।

শাহান শাহ এবার ভারিক্কীচালে বললেন—বেগম সাহেবা, অদ্‌না পেয়ে তো অনেক খেলাই খেললে। এবার মেহেরবানী করে বলবে কি, তোমার শেষ কথাটা কি?

ঃ শেষ কথা!

ঃ যা তোমার আসল বক্তব্য, সেইটে! অদ্‌না-বুরবক যা-ই ভাবো, ভুলে যাচ্ছো কেন, আমি এ মুলুকের সুলতান? তামাম লোকের মনোভাব আমাকে সঠিকভাবে আঁচ করে চলতে হয়। সেখানে আমি আমার এই পুঁচকে বেগমের মনোভাবটা আঁচ করতে পারবো না?

ঃ বটে!

www.amarboi.org

ঃ কেউ হা করলেই তার আধেক কথা বুঝতে পারি। তা না পারলে সুলতানী আমার থাকতো না। ওসব টালবাহানা রাখো। কি বলতে চাও তা ঝটপট বলোতো শুনি।

সুলতান এবার যথার্থই গম্ভীর হলেন। তা লক্ষ্য করে শাহজাদী ঢোক চিপে বললেন—ওরে বাপ্‌রে! ফের সুলতানগিরি শুরু হলো? তা—মানে—কথাটা হচ্ছে—মানে, না, আজ থাক।

ঃ থাক মানে?

ঃ আঁচ করতেই যখন পেরেছো, তখন এত তাড়া কিসের?

ঃ ছোটি বেগম!

ঃ ভয় নেই-ভয় নেই। তোমার রাজ্য ঐশ্বর্য নিয়ে কোন কথা নয়। কোন গুরুতর কথাও নয়। কথা আমার একেবারেই মামুলী।

ঃ মামুলী?

ঃ হ্যাঁ, বিলকুল মামুলী। আমি যা বলতে চাই তা ইতিমধ্যে বলেও ফেলেছি। আর তুমিও তা ঠিকই বুঝতে পেরেছো।

ঃ ঠিকই বুঝতে পেরেছি?

ঃ আলবত পেরেছো। তোমাকে আমি চিনি না? ওর বাইরে আর বেশী কথা নেই। যেটুকু বলেছি, ঐ নিয়েই সোচ্ করতে থাকো, আখেরে কাজ দেবে। বাঁকীটুকু পরে।

সুলতান রুষ্ট হলেন। রুষ্টভাবে তিনি ফের প্রশ্ন করতে গেলেন। কিন্তু এর মধ্যেই আওয়াজ দিয়ে সুলতানের খাসবান্দা দরজায় এসে দাঁড়ালো। সে কুর্নিশ করে সসংকোচে বললো—খোদাবন্দ্—

নজর ফিরিয়ে সুলতান তার দিকে তাকাতেই পুনরায় সে কুর্নিশ করে বললো—জাঁহাপনা, উজিরে আলা খান রুকন খান সরহাটি সাহেব।

সুলতানের চোখের নজর তীক্ষ্ণ হলো। গুরু গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন—কোথায় সরহাটি সাহেব?

ঃ বালাখানায় অপেক্ষা করছেন জনাব। তিনি জানতে চাইলেন, হুজুর যদি ব্যস্ত বা বিশ্রামে থাকেন, তাহলে তিনি পরে আসবেন।

লহমাখানেক চিন্তা করলেন সুলতান। এরপর তিনি বললেন—না, তাঁকে এন্তেজার করতে বলো, আমি এক্ষুণি আসছি—

ঃ জো হুকুম খোদাবন্দ্!

কুর্ণিশ করে খাসবান্দা চলে গেল। শাহজাদী মুখ তুলে চাইতেই শাহান শাহ ম্লান হেসে বললেন—সুলতানের আবার বিশ্রাম কি? যাই, তোমার কথা পরেই শুনবো।

শাহান শাহ পালংক থেকে উঠলেন।

শাহান শাহ। বাঙ্গালার সুলতান শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। বাঙ্গালার একটানা স্বাধীন সালতানাতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার মসনদে অদ্যতক স্বাধীন পরাধীন অগণিত শাসক ও সুলতান উঠলেন আর নামলেন। কেউ সাড়ম্বরে উঠে দপদপ করে জ্বললেন, কেউবা টিমটিম করে উঠে ফের টিমটিম করেই নিভে গেলেন। কেউ হারিয়ে গেলেন

www.amarboi.org

বিস্মৃতির অতল তলে, কেউ জনমনে জেগে রইলেন অনেক দিন। এঁদের আবার কেউ কেউ নানাবিধ কারণে জেগেই শুধু রইলেন না, বাঙ্গালার ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন। শাহান শাহ্ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ এমনই এক বিরল ব্যক্তিত্ব, যিনি শৌর্যে-বীর্যে, গুণে ও মহত্ত্বে শুধু বাঙ্গালার ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের ইতিহাসে এক অবিনশ্বর আসন দখল করে নিলেন।

রাজা গণেশ পুত্র জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহ (যদু)র বংশের অবলুপ্তির পর এবং মসনদ নিয়ে সা'দী খাঁন ও নাসির খান নামক দুই নওকরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কালে ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান ঘটে নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহর মাধ্যমে। সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ্ ও তৎপুত্র রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ দেদীপ্যমান দীপসম বাঙ্গালার তখ্‌তে আসীন থাকেন। এঁদের পরেই এ বংশের আলো স্তিমিত হয়ে আসে। এঁদের পরে আর তিনজন সুলতান যথাক্রমে শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ্, সিকান্দর শাহ্ ও জালাল উদ্দীন ফতেহ্ শাহ তের-চৌদ্দ বছর কাল বাঙ্গালা মুলুক শাসন করেন। তাঁদের আমলে হাবসী সেনাসৈন্য ও ক্রীতদাসদের প্রতিপত্তি আগাছাবৎ শত পল্লবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ অবধি এই বংশের শেষ সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ্ শাহ্ হাবসীদের উদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন অসময়। হাবসীদের ক্ষমতা তখন তুঙ্গে। ফলশ্রুতিতে, হাবসীরা দল পাকিয়ে ফতেহ্ শাহ্‌কে হত্যা করে এবং জনৈক বরবক শাহ্ 'সুলতান শাহজাদা' নাম ধারণ করে বাঙ্গালার তখ্‌তে উঠে বসেন। নিহত ফতেহ শাহর পত্নী ও শিশু পুত্র প্রাণ ভয়ে প্রাসাদ থেকে পালিয়ে যান এবং প্রত্যন্ত এলাকায় সাধারণ প্রজার মতো দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত করতে থাকেন।

হাবসীদের শাসনকাল মাত্র ছয় থেকে সাত বছর স্থায়ী হয়। এই সল্প সময়ের মধ্যে এই গোত্রের চার চারজন সুলতান একে অন্যকে সরিয়ে মসনদ দখল করেন। অবশেষে যে মূল্যে খরিদ সেই মূল্যে বিক্রয়বৎ ক্ষুব্ধ আমীর-উমরাহর হাতে এই গোত্রের শেষ সুলতান শামস্ উদ্দীন মোজাফফর শাহ নিহত হন এবং সেই সাথে হাবসী কুশাসনের অবলুপ্তি ঘটে। হাবসীদের সরিয়ে গৌড়ের আমীর-উমরাহ্ সৈয়দ হোসেন নামের এই শাহান শাহ্ আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে বাঙ্গালার তখ্‌তে অধিষ্ঠিত করেন। মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার খাতিরে বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় থেকে অল্প কিছু দূরে একডালায় স্থানান্তরিত করেন।

অতপর এই আলাউদ্দীন হোসেন শাহর অধীনে বাঙ্গালা মুলুক ধীরে ধীরে নয়া সুরুজের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। পদযাত্রা শুরু হয় নতুন অধ্যায় ও নতুন ইতিহাসের। নিশ্চিত হয় প্রজাকুলের সুখ-সমৃদ্ধি, প্রসার ঘটে অনুপম স্থাপত্য শিল্পের, বিকাশ ঘটে অনবদ্য কাব্য-সাহিত্যের। বাঙ্গালা মুলুক উজ্জ্বল হয় দুর্লভ এক স্বর্ণযুগের আবির্ভাবে।

কিন্তু শাহান শাহ্ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ কুসুমাস্তীর্ণ পথে বাঙ্গালার এই সুখ-শান্তি বিধান করতে পারেন না। নিদারুণ কন্টকের নির্মম আঘাতে পদে পদে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়। বিপর্যস্ত হতে হয় কুচক্রীদের চক্রান্তে। সুবিশাল হৃদয়ের বিপুল ঐশ্বর্যের বলেই তিনি সকল বাধা জয় করে বাঙ্গালার এই সমৃদ্ধি হাসিল করেন। তিনি তাঁর পথপরিক্রমায় ভুল করেন অনেক, বিশ্বাস করেন অধিক, মাসুল দেন

www.amarboi.org

ততোধিক। তথাপিও পথে তিনি মুখ থুবড়ে পড়েন না। ধৈর্যের ও সহ্যের প্রস্তর প্রতিক রূপে তিনি তামাম পথ পাড়ি দেন আঘাতে, চক্রান্তে ও বিশ্বাসঘাতকতায় সুতীব্র হলাহলে জর্জরিত হয়েও।

উজিরে আলা রুকন খান সরহাটি সাহেব এন্তেজারে ছিলেন। সুলতান এসে বালাখানায় প্রবেশ করতেই তিনি সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন এবং কুর্ণিশ করে বললেন—আমি বোধহয় জাঁহাপনার তকলিফের কারণ হলাম।

এ জবাবে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ স্মিত হাস্যে বললেন—এত অল্পতেই তকলিফ বোধ করলে সুলতানের চলবে কেন?

—বলতে বলতে তিনি আসন গ্রহণ করে উজির রুকন খানকে বললেন—বসুন—

রুকন খান সরহাটি আসন গ্রহণ করলে সুলতান ফের বললেন—খোদ উজিরে আলা স্মরণ করেছেন আমাকে। এটা ফালতু ব্যাপার নয়। বলুন, তকলিফ করে নিজে যখন এসেছেন, তখন মামুলী কোন বিষয় নিয়ে আসেননি। ঘটনা কি বলুন—

উজিরে আলা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ঘটনাটা জনাব, যেমনই পরিহাসের তেমনই পরিতাপের।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগোষ্ঠী। এরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। এদের আকাঙ্ক্ষা আর উপদ্রব দিন দিন এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, আর উপেক্ষা করার কোন অবকাশই তারা রাখছে না।

ঃ যেমন?

ঃ এদের মানসিকতা সম্পর্কে জনাব নিজেও যথেষ্ট অবহিত আছেন। এক্ষণে তাদের কার্যকলাপ বরদাস্ত করার বাইরে চলে গেছে। স্রেফ প্রশাসনের নয়, বাঙ্গালার সালতানাতের বিরুদ্ধেই এখন তারা প্রকাশ্যে এক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুলতানের ললাটে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে তিনি বললেন—কারণটা কি? তাদের সাথে কেউকি কোন দুর্ব্যবহার করেছে?

ঃ জিনা জনাব। তেমন কোন ঘটনা আদৌ কিছু ঘটেনি। প্রসঙ্গ সেটা নয়।

ঃ তাহলে? প্রশাসনিক দিক থেকে তাদের স্বাধীন জীবন যাত্রায় আমরাতো কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিনি! যাতে করে তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারে, তাদের আচার-অনুষ্ঠান সমাজ জীবন যাতে করে কিছুমাত্র বিঘ্নিত না হয়—সেদিকে আমার প্রখর দৃষ্টি আছে।

ঃ সে তো অবশ্যই।

ঃ ইসলামের বিধানে পরধর্মের প্রতি যে সহিষ্ণুতা আছে, সেই সহিষ্ণুতার নীতিই তো পুঙ্খাণুপুঙ্খ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের নীতি 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন'—তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার। তবু কেন ক্ষোভ থাকবে তাদের?

ঃ জনাব!

ঃ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তারা তাদের সমাজ-গোত্র পেশাবৃত্তি নিয়ে জীবনযাপন

www.amarboi.org

করছে। তাদের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা সর্বোতভাবে নিশ্চিত করা আছে। এরপরও আর কি চায় তারা ?

ঃ এখন তারা মসনদ চায়।

সুলতানের দুই চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠলো। তিনি রোষ ভরে বললেন —খান সাহেব !

ঃ ঘটনাটা এই পর্যন্ত গড়িয়েছে বলেই আমাকে এই অসময়ে আসতে হয়েছে জনাব।

সুলতানের বিস্ময়ের ঘোর কাটলো না। তিনি স্তম্ভিত কণ্ঠে বললেন —মসনদ চায় !

ঃ এ আর বিচিত্র কি জনাব ! বসতে পেলে শুইতে চাওয়াটা স্বভাবধর্ম মানুষের, ওরা এখন এই পর্যায়ে এসেছে।

ঃ তার অর্থ ?

ঃ প্রথম থেকেই তারা যদি আতংকের মধ্যে থাকতো, তাহলে নিজেদের সুখ-শান্তি আর নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়েই তুষ্ট থাকতো তারা। মসনদের কথা কস্মিণকালেও ভাবতো না। জাঁহাপনার এই উদারনীতিই তাদের উৎসাহিত করেছে। তাদের আকাঙ্খা আর লীপ্সাকে আসমানে তুলে দিয়েছে।

শাহান শাহর দুই চোখে আর এক ঝলক রক্ত ছুটে এলো। গোস্বাভরে চেয়ে তিনি বললেন—উজিরে আজম।

রুকন খান উঠে দাঁড়িয়ে পুনরায় কুর্ণিশ করলেন। কুর্ণিশ করে বললেন —গোস্তাকী মাফ হয় জাঁহাপনা। আমি নিরুপায় হয়েই বলছি। অপ্রিয় হলেও কথাটা আমার অর্থহীন বা দুর্বোধ্য কিছু নয়। একটু সোচ্ করলে জনাবও তা সঠিকভাবেই অনুধাবন করতে পারবেন।

শাহান শাহ্ দমে গেলেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন—বসুন।

সরহাটি সাহেব আসন গ্রহণ করলে শাহান শাহ্ দুঃখিতভাবে বললেন—কিন্তু একি বলছেন আপনি ! তাই বলে সরাসরি মসনদের দিকে হাত বাড়াবে তারা ? এতটা আসলেই সম্ভব হয় কি করে ?

ঃ কেন হবে না জনাব ? এ মুলুক যে তাদের, এ মসনদ যে তাদেরই প্রাপ্য, এ চিন্তা কি তারা কখনও পরিহার করতে পেরেছে ? এ মুলুকে মুসলিম শাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হোক, এটা কি আজও তারা মেনে নিতে পেরেছে ? এখনও তো তারা ভাবে, মুসলমানেরা এ মুলুকে অনুপ্রবেশকারী !

এর জবাবে শাহান শাহ্ সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তাই যদি বলেন, তাহলে তারাও তো এ মুলুকে অনুপ্রবেশকারী। অনার্যদের দেশে তারাও তো অনুপ্রবেশ করেছে। অনার্যরা মেনে নেয়নি তাদের ?

ঃ সেটা তো তাদের নিজের কথা হুজুর। নিজের দোষ স্বীকার করে কয়জন ! সেটা তারা বিলকুল ভুলে গেছে।

ঃ এতদিন পরেও তাহলে আমাদেরটা তারা মনে রেখেছে কেন ?

উজিরে আলা ইতস্ততঃ করে বললেন—আবার সেই গোস্তাকীর কথা হুজুর।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আমরা তাদের মনে রাখতে দিয়েছি বলেই মনে রেখেছে। অনার্যদের মুলুক দখল করার পর তারা অনার্যদের এমন অবস্থায় রেখেছে যে, অনার্যরা মাথা তুলতে

www.amarboi.org

পারেনি। নত হয়ে থেকে থেকে তারা ঐ অবস্থাকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছে। ফলে, আর্যদের সাথে তারা সন্ধি স্থাপন করে বা মিটমাট করে নিয়ে আর্যদের প্রাধান্য হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে। আর্যদের সাথে তারা সখ্যতা স্থাপন করেছে। আমরা আমাদের উদারনীতি দিয়ে এই আর্য হিন্দুদের কি কখনও ভুলতে দিয়েছি যে, এ মুলুকের শাসনকর্তা আর তারা নয়, আমরা ?

ঃ উজির সাহেব !

ঃ বরং তাদের এনে পাশে বসিয়ে শাসন কাজটা মূলতঃ আমরা তাদের হাতেই তুলে দিয়েছি। এরপর আর সে কথা তাদের ভোলার প্রশ্ন আসবে কেন ?

শাহান শাহ চোখের ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। ফের তিনি খানিকটা উষ্ণ কণ্ঠে বললেন—কি বলতে চান আপনি ?

ঃ নিদারুণ সত্যটাই আমি তুলে ধরতে চাইছি জনাব। ঐতিহাসিক সত্য। রাজা গণেশের কথা কেউ আমরা ভুলিনি। এইতো সেদিনের ব্যাপারই বলা যায়। কিসের বলে আর কোন অবস্থার সুযোগে মসনদটাই তিনি দখল করে নিলেন আর এ মুলুকে পুনরায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলেন, সে কথা আমার চেয়ে জাঁহাপনার কিছুমাত্র কম জানা নেই। এমন মওকা ঐ দাবিড় বা অনার্যরা পেলে, তারাও আর আর্যদের মেনে কখনও নিতো না। ঐ ককেশাস পর্বতের দিকেই ঠেলে দিতো আর্যদের।

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নীরব হয়ে গেলেন। এরপর কোন কথাই বললেন না। গভীরভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—খান সাহেবের কথার মধ্যে আর পাঁচজনের মতো ঐ পক্ষপাতিত্বের দিকটাই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠছে, যা আমার অভিপ্রেত নয়।

ঃ খোদাবন্দ !

ঃ আমিও অনেক অমুসলমান ব্যক্তিদের অনেক বড় পদে রেখেছি। বলা যায়, অধিকাংশ বড় পদই তাদের আমি দিয়েছি। এ নিয়ে আমার অনেক আপনজনই নাখোশ। আপনিও ফের সেই দিকে ইংগিত করবেন, এটা আমি আশা করিনি। সংকীর্ণতার চেয়ে উদারতাই মানুষের বড় ধর্ম, আমি এই নীতিতে বিশ্বাসী।

খান রুকন খান সরহাটি সাহেব মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেন। এত কথার পরও এই সহজবোধটা সুলতান এভাবে নির্দ্বিধায় এড়িয়ে যাবেন, আর নাহোক, এ নিয়ে একটু সংকোচবোধও করবেন না, এটা দেখে তিনি ব্যথিত দীলে তাজ্জব হলেন। চকিতে একটু থেমে তিনি ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন—কসুর নেবেন না জনাব ! উদারতা যে নিসন্দেহে একটি মহৎগুণ, এটা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সেই উদারতাকে যদি কেউ দুর্বলতা মনে করে, সেই উদারতার জন্যে কৃতজ্ঞ না হয়ে ঐ উদারতার সুযোগে কৃতঘ্ন হয়ে উঠে, সেখানেও উদারতা প্রদর্শন আসলেই কোন গুণ কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।

ঃ তার অর্থ ?

ঃ ঐ রাজা গণেশের দৃষ্টান্তকেই তারা চরমভাবে আঁকড়ে ধরেছে জনাব। এদেশ আগে হিন্দুদের ছিল এবং রাজা গণেশের আমলেও ছিল। এখন তার না থাকার দরুন তারা নিজেদের নিস্ক্রীয়তাকেই দায়ী করে নিজেদেরকেই ধিক্কার দিচ্ছে। রাজা গণেশের ঐ ব্যর্থতাকে সফল করার জন্যে তারা এখন দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে এবং সেই মোতাবেক সংঘবদ্ধ হচ্ছে।

www.amarboi.org

ঃ বলেন কি !

ঃ কি কারণে যেন তাদের এই ধারণাই এসেছে যে, মরহুম সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহর আমলে যে মওকা বিরাজমান ছিল, অর্থাৎ রাজা গণেশ যে মওকা পেয়েছিলেন, এখন সেটা আবার এসে গেছে। তবু কেন নিষ্ক্রিয় তারা ! এখন তারা তৎপর হলেই কামিয়াবী তাদের অনিবার্য। এইটেই এখন বদ্ধ ধারণা তাদের।

শাহান শাহ্ একথায় উপেক্ষার হাসি হাসলেন। বললেন—পাগল ! বাঙ্গালার সুলতান কি এতই কমজোর হয়ে গেছে ?

ঃ জনাব !

ঃ আপনিও তা বিশ্বাস করেন ?

ঃ আমি বিশ্বাস না করলে কি হবে ? তারা বিশ্বাস করে।

ঃ তারাও কি পাগল ?

ঃ পাগল হবে কেন ? তাদের গন্ধর্বে না কোন ধর্মগ্রন্থে তারা পেয়েছে, এ মুলুক আবার হিন্দু মুলুক হবে, আর অচিরেই তা হবে। সুতরাং সুলতানের পরাক্রম নিয়ে তারা ভাবতে যাবে কেন ? ঐ বিশ্বাসেই তারা এখন তন্ময় এবং ঐ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা এখন মরিয়া।

ঃ তাজ্জব !

ঃ এ বিশ্বাস নবদ্বীপে এখন এক বহুল প্রচারিত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই তারা এমন দ্রুত গতিতে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। এ নিয়ে এখন অহরহ গোপন বৈঠক বসছে এবং সাল্‌তানাতের উপর চরম আঘাত হানার ষড়যন্ত্র ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে।

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যারপর নেই বিস্মিত হলেন এবং বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—একি তাজ্জব কথা বলছেন আপনি খান সাহেব ! তাদের মানসিকতার খবর আমিও রাখি। মুসলমান শাসনের প্রতি তারা যে নারাজ, সাল্‌তানাতের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে যে তারা নাখোশ তাও আমি জানি। কিন্তু তাই বলে তারা এতদূর এগুবে, এযে আমি কল্পনা করতেই পারছিনে !

ঃ এই অকল্পনীয় বিষয়টাই এখন বাস্তবরূপ পরিগ্রহন করেছে। প্রকাশ্য বাস্তব। আর এই জন্যেই আমাকে এতউদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসতে হয়েছে। যথাসত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে জনাব।

ঃ খান সাহেব !

ঃ বিলম্বে বিপর্যয় ঘটা আদৌ অসম্ভব নয়। তুচ্ছটাও অনেক সময় মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

ঃ কিন্তু—

ঃ আর এটাতো তুচ্ছ বা ফালতু কিছুই নয় জনাব। অংকুরে যা ছিল, সেটা এখন ক্রমেই মহিরূহের আকার ধারণ করছে।

ঃ আশ্চার্য ব্যাপার ! তাহলে এর পেছনে কি এ মুলুকের তামাম হিন্দুই আছে ?

ঃ জিনা। তা এখনও নেই। মূলতঃ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

ঃ অন্য এলাকার ব্রাহ্মণেরা ?

ঃ অন্য এলাকার ব্রাহ্মণেরাও এখন এ নিয়ে নীরব। তবে ব্রাহ্মণই হোক আর অন্যান্য হিন্দুরাই হোক, পরিস্থিতি অনুকূলে দেখলে, কেউ যে তারা নীরব আর থাকবে না, এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। অন্য এলাকার হিন্দুরা অবশ্য এখনও অনুগতই আছে।

www.amarboi.org

ঃ স্রেফ তাহলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা এখন এ নিয়ে সোচ্চার ?

ঃ জি জনাব। নবদ্বীপের আর তৎসংলগ্ন এলাকার মধ্যেই এটা এখনও সীমাবদ্ধ আছে। পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব হলে, এ রোগ ক্রমেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

ঃ হুঁ ! নবদ্বীপে তাহলে এর নেতৃত্ব দিচ্ছে কারা ?

ঃ যতদূর আমি জেনেছি, তাতে নবদ্বীপের ভট্টাচার্যরা। তারাই এটা তাদের ধর্মশাস্ত্রে পেয়েছে। মূল নেতৃত্বে আছে ভট্টাচার্যদের বিশেষ এক পরিবার।

ঃ বিশেষ এক পরিবার !

ঃ থাক জনাব, পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ আমি অধিক টানতে চাইনে।

সুলতানের ললাটে পর পর কয়েকটা সুস্পষ্ট ভাঁজ পড়লো। তীক্ষ্ণ নজরে খান সাহেব মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে তিনি চোখ আবার নামিয়ে নিলেন। এরপর বললেন—হুঁ। তাহলে এত সাহসী হলো তারা কি করে ?

ঃ সাহসের যোগান পাচ্ছে বলেই এত সাহসী হয়েছে।

ঃ যোগান পাচ্ছে ! কোথা থেকে যোগান পাচ্ছে তারা ?

ঃ গোস্তাকী মাফ করবেন জনাব। আমার বিশ্বাস, জনাবের দরবার থেকেই যোগান যাচ্ছে তাদের কাছে।

ঃ আমার দরবার থেকে !

ঃ শক্তি পেছনে না থাকলে কেউ হাওয়ার উপর এতটা ঝুঁকি নিতে এগোয় না।

ঃ উজিরে আজম !

উজিরে আজম মাথা নীচু করলেন। বিনীত অথচ শাণিত কণ্ঠে বললেন—আমার এটা এখনও অনুমান জনাব। তবে আমি বিশ্বাস করি, যথাযথ অনুসন্ধান করা হলে, আমার এই অনুমানটাই নির্মম সত্যের রূপ নেবে।

ঃ বটে !

শাহান শাহর চোখে মুখে চরম বিরক্তি ফুটে উঠলো। রুকন খানের কথায় যে তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না, তা অতিশয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো। উজিরে আলা অতপর কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—জাঁহাপনা !

শাহান শাহ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—আমার দরবারের কথা থাক। একবারে তামামটা নিয়ে টানাটানি করবেন না। অনুসন্ধানটা ঐ নবদ্বীপেই জোরদার করার ব্যবস্থা করুন। বহিঃশত্রুর সাথে এমনিতেই লেগেই আছে লড়াই। সেখানে অভ্যন্তরের কোন ব্যাপারে হাত দিতে হলে ভাল করে বুঝেসুঝেই হাত দেয়া ভাল।

ঃ জনাব !

ঃ নবদ্বীপের যে খবর পেয়েছেন আপনি, তার সত্যটাই আগে আরো নির্ভুলভাবে যাচাই করে নিন। ঘটনা এমন হলে পদক্ষেপ গ্রহণে আদৌ আমার বিলম্ব কিছু হবে না। আর আসল জায়গায় ঘা পড়লে, দরবারও আমার আপ্‌ছে আপ্‌ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ঃ খোদাবন্দ্‌।

ঃ গোয়েন্দা শমশের আলী কোথায় ? তার ভূমিকা কি এখানে ?

ঃ তার লোকেরাই এই খবর এনেছে জনাব। সব জেনে শুনেই এনেছে।

ঃ তার লোকের কথা ছেড়ে দিন। খোদ শমশের আলীকেই পাঠিয়ে দিন সেখানে। আপনার কথা অবিশ্বাস আমি করছিনে। তবু আরো সঠিক ও নির্ভুল তথ্য চাই আমার।

www.amarboi.org

ঃ জো হুকুম জাঁহাপনা।

ঃ নাখোশ হলেন কিছু?

ঃ জনাব।

ঃ আপনি তো শুধু উজিরে আলাই নন, আপনি একজন সুদক্ষ সালার। কারো উপর আঘাত হানার আগে তার কসুরটা নির্ভুলভাবে যাচাই করে নেয়াই তো বীরোচিত ও বেহতর।

ঃ জি-জি। যাচাই করে দেখতে আর দোষ কি জাঁহাপনা। তাতে বরং আরো বেশী নিশ্চিত হওয়া যায় আর সঠিক পদক্ষেপ নেয়া যায়। ঘটনাটার গোপনীয়তা রক্ষার্থে আর এ ব্যাপারে জনাবের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই আমার নিজের এই তড়িঘড়ি আসা। জনাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি, এই তো আমার তৃপ্তি জনাব।

ঃ বহুত খুব! তাহলে যান, শমশের আলীকে পাঠিয়ে দিন। সে ঈমানদার, নির্ভরযোগ্য আর কাজের ছেলে। সে নিজে গেলে, তার লোকের চেয়ে আরো নিখুঁত ছবি আনতে পারবে।

ঃ তাই হবে জাঁহাপনা। আমি সত্বর তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

উজির সাহেব উঠলেন। শাহান শাহও উঠে উজিরের সাথে খোশদীলে মোসাফেহা করলেন এবং তাঁকে দোর অবধি পৌঁছে দিলেন।

এক পড়ন্ত বিকেলে শাহান শাহ এসে দ্বিতল কক্ষের খোলা বারান্দায় বসলেন। পর পর কয়েকদিন ঝক্কি গেছে চরম। সে তুলনায় দীল আজ তাঁর অনেকটা হাল্‌কা ছিল। ঝিরঝিরে খোলা বাতাস অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁকে আমেজে আবিষ্ট করে তুললো। ঢুল ঢুল চোখে বর্ষীয়ান শাহান শাহ ঝিমুতে শুরু করলেন।

এক দুমদাম শব্দে শাহান শাহ চোখ মেলে চাইতেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন শাহজাদা ফিরুজ শাহ। শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর মধ্যম তনয় শাহজাদা নসরত শাহর পুত্র। সুদর্শন, চঞ্চল ও দীল খোলা নওজোয়ান এই শাহজাদা ফিরুজ শাহ। শাহান শাহর সামনে এসে দাঁড়িয়েই শাহজাদা ফিরুজ উচ্ছল কণ্ঠে বললেন—এই যে, দাদু সাহেব এখানে এসে ঘাপ্‌টি মেরে আছেন?

সুলতান হোসেন শাহ পা এলিয়ে ছিলেন। সোজা হয়ে বসে তিনি সহাস্যে বললেন—কি আর করিরে ভাই, দিনরাত উজির নাজির ঠেলতে ঠেলতে হাঁপিয়ে গেছি বড্ড। একটু ফাঁকা আছি দেখলেই, উজির যেতে নাজির আসে, নাজির যেতে সেনাপতি। কি আর করি বলো? বসো—

পাশের এক আসনের প্রতি ইংগিত করলেন শাহান শাহ। বসতে বসতে শাহজাদা বললেন—তা বাইরে বাইরে এই যে দিনরাত উজির নাজির ঠেলছেন, ঘরের খবর রাখেন কিছু?

ঈষৎ বিস্ময়ে শাহান শাহ বললেন—ঘরের খবর!

ঃ আপনার বেগম যে বিলকুল দিউয়ানা হয়ে গেছে, সে খবরটা রাখেন?

ফের মুচকি হাসলেন শাহান শাহ। বললেন—আমার বেগম! কোন বেগম?

ফিরুজ বললেন—ছোটি বেগম। শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগম।

ঃ আরজু?

www.amarboi.org

ঃ জি। সেই নাকি ছোটি বেগম আপনার? পেয়ারের ছোটি বেগম!

পৌত্রের চোখের উপর চোখ রেখে শাহান শাহ্ ভ্রূকুটি করে বললেন—কেনরে? হিংসে হচ্ছে বুঝি?

ঃ হিংসে? কেন, হিংসে হবে কেন?

ঃ হবে না? নিজের জন আনজনের কব্জাগত হলে, জান পুড়ে না কার?

ঃ নিজের জন! কার নিজের জন?

ঃ তোমার।

ঃ আমার! কে আমার নিজের জন?

শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগম ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর ভ্রাতা সৈয়দ ইউসুফ সাহেবের মেয়ের মেয়ে। শিশুকালেই আরজুমান্দ বানু পিতামাতা হারিয়ে এতিম হয়ে গেলে, সুলতান হোসেন শাহ্ মসনদে বসেই ভাইয়ের এই নাতনীকে শাহী প্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং নিজেরই তত্ত্বাবধানে মানুষ করে তোলেন। এর ফলে, ক্রমে ক্রমে আরজুমান্দ বানু ও শাহান শাহ্ একে অপরের সাথে স্নেহের বাধনে এমন শক্তভাবে বাঁধা পড়ে গেছেন যে, শাহান শাহর নিজের পৌত্র-পৌত্রী অনেক দূরে সরে গেছেন এবং তাদের স্থান আরজুমান্দ বানু বেগম একাই দখল করে নিয়েছেন। আরজুমান্দ বানু বেগমই এখন শাহান শাহর দুই নয়নের মনি। অন্যান্যদের প্রতি দরদ তাঁর কম কিছু না হলেও, আরজুর দাবীই আগে। নিজের নাতী শাহজাদা ফিরুজ শাহর সাথে এই আরজুমান্দকে নিয়ে সুলতান হোসেন শাহ্ রসালাপে রত ছিলেন। শাহজাদার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে শাহান শাহ্ কপট রোষে বললেন—বটে! কে তোমার নিজের জন, তা তুমি জানো না? 'ডুবে ডুবে পানি খাও, ভাবছো কে তার জানে ভাও?' আমরা বুঝি চোখে সবাই ঠুলি দিয়ে আছি, না?

ঃ দাদু!

ঃ ভয় নেই-ভয় নেই। কেড়েও নেবো না, গিলেও খাবো না। তোমার বেগম তোমারই থাকবে। আমি স্রেফ খাজিনদার।

ঃ আমার বেগম! কি যে আপনি বলেন দাদু, তার কোন গাছ পাথর নেই। আমার বেগম সে হতে যাবে কোন দুঃখে? ওতো আপনারই বেগম। আপনার বেগম আপনারই থাক। ও নিয়ে আমার কিছুমাত্র মাথা ব্যথা নেই।

ঃ ঠিক তো?

ঃ বিলকুল ঠিক। ও আমার বহিন আছে বহিনই থাক, ওটা আপনিই নিন।

ঃ আমিই নেবো?

ঃ নেবেন না? জিন্দেগী তো কাটালেন কোন এক বিয়ে-পড়ানো কাজীর বেটিকে নিয়ে। বাদশাহর ঘরের আউরাতের মুখ কখনও দেখেননি। জিন্দেগীর শেষ ওয়াক্তে ওটা একটু দেখে নিন।

ঃ মাফ করো ভাই। তোমাদের এই ভেজাল খেয়ে শেষ বয়সে আর পেট পচাতে চাইনে।

ঃ ভেজাল!

ঃ বিলকুল—বিলকুল। বাদশাহর ঘরের মেয়ে মানেই আলালের ঘরের দুলালী। ডাইনে বলতেই ফোঁশ্, বাঁয়ে বলতেই ফোঁশ্। স্রেফ হাজারটা বাহানা, মন ভরে না কিছুতেই।

www.amarboi.org

ঃ আচ্ছা !

ঃ এক খসমের বুকে থেকে খোয়াব দেখবে আর একজনের। দূর–দূর ! এসব ঢং-ভড়ং আর ঝুট-বাত্তিলের চেয়ে আমার ঐ কাজীর ঘরের কাঙ্গাল মেয়েই হাজার গুণে বেহ্‌তর।

ঃ তাই ?

ঃ সোনা, খাঁটি সোনা। তিল পরিমাণ খাদ পাবে না। তালাশ করে।

ঃ বটে ! তা সোনা যত খাঁটিই হোক, বিলকুল তো জড় পদার্থ।

ঃ জড় পদার্থ !

ঃ ওসব গৈ-গেরামের অদ্‌না আউরাত মুহব্বতের বুঝে কি ? ওদের গলায় ঝুলে পড়া আর গলায় দড়ি দিয়ে এই যে থাম দেখছেন এর সাথে ঝুলে পড়া এক কথা। হাত-পাগুলো যত বেগেই ছোড়াছুড়ি করুন, সাড়াও দেবে না, কথাও বলবে না। ওদের প্রাণ আছে ?

শাহান শাহ্ লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—প্রাণ নেই মানে ? এত তাজা প্রাণ তোমাদের এই আল্‌সে কুঁড়ে ফুল বিবিদের আছে ? এরা তো সব ননীর পুতুল। ধরে তুলতে খসে পড়ে।

ঃ তাই নাকি ? তা আপনার ঐ কাজীর বেটি আস্ত একটা বন-বৃষ ছিল বুঝি ? হাত দিতেই লাফিয়ে উঠতো ?

ঃ আরে বৃষ নয়—বৃষ নয়। হরিণী। বন হরিণী।

ঃ বন হরিণী !

ঃ জরুর। মুক্তদীলের প্রাণ চঞ্চল মন হরিণী। হাত দেয়ার জরুরতই ছিল না। চোখ দিলেই নেচে উঠতো আনন্দে।

ঃ সাব্বাস্ !

ঃ নিজের চোখে দেখতে যদি দাদু, তবেই না বুঝতে, ঐ গৈ-গেরামের গরীব মেয়ের প্রাণটা কত তাজা ! একদম ছুটন্ত ফোয়ারা রে ! তোদের এই বদ্ধ দিঘির পানি নয়।

ঃ বলেন কি ! আমার সেই কাজীর বেটি দাদীজান এত্‌না বড়ি উমদা চিজ ছিলেন ?

ঃ এত্‌না বড়ি—এত্‌না বড়ি। সেই দীল, সেই চোখ, সেই মুখ আর আমি কোথাও খুঁজে পাইনি।

পরলোকগতা বেগমের স্মরণে শাহান শাহ্ উদাস হয়ে উঠলেন। এমন সময় শাহজাদার খাসবান্দা শংকিত পদে এসে কুর্ণিশ করে শাহজাদাকে বললো—আলীজা, তামাম পায়রা ফিরেছে। শুধু আপনার ঐ শ্বেত পায়রাটার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি একটু ডাক দিলে—মানে আপনার হাতের আওয়াজ পেলে হয়তো—

শাহজাদা চম্‌কে উঠে বললেন—এইরে ! বাজেই বুঝি খেলে ! আপনি একটু বসুন দাদু, আমি এই এক্ষুণি আসছি—

বান্দাহ্ সহ শাহজাদা দ্রুত পদে ছুটলেন। শাহান শাহ্ ভাবতে লাগলেন বসে বসে। ভাবতে ভাবতে হারিয়ে গেলেন অতীতে। অতীতের সেই সোনালী দিনগুলি তাঁর চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠতে লাগলো। সেই সাথে ভেসে উঠলো কৈশোরের ও যৌবনের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস ঃ

অনেকদিন আগের কথা। তখন তিনি নিতান্তই বালক। সুদূর এডেন বন্দর থেকে একদল আরববাসী বাঙ্গালা মুলুকে এসে চাটিগাঁ (চট্টগ্রাম) বন্দরে অবতরণ করলেন।

www.amarboi.org

এই দলের অনেকেই ছিলেন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক, বাদবাকীরা ব্যবসায়ী। ক্রমে ক্রমে এই দল চাটিগাঁ বন্দর থেকে বাঙ্গালা মুলুকের পশ্চিম দিকে চলে এলো এবং রাধালী বা রাধা অঞ্চলের আলাইপুর এলাকায় (বর্তমান খুলনা জেলার নিকটবর্তী) চাঁদপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করলো। এই দলের মধ্যেই ছিলেন তিনি। তাঁর বাল্য নাম সৈয়দ হোসেন। সঙ্গে ছিলেন পিতা সৈয়দ আশরাফ আল হোসাইনী ও ভ্রাতা সৈয়দ ইউসুফ। পিতা সৈয়দ আশরাফ আল হোসাইনী তাঁদের দুই ভাই ও তাঁদের আম্মাকে নিয়ে এই চাঁদপুর গ্রামে বসবাস শুরু করলেন এবং ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করলেন। ব্যবসায় সক্রান্ত ব্যাপারে তুরস্কের তিরমিজ শহরে কিছুদিন বসবাস করলেও তাঁরা ছিলেন আরবের অধিবাসী। বংশে তাঁদের সৈয়দ বংশ। দুর দিয়ে হলেও তাঁর পূর্বপুরুষ খোদ নবী করিম (সা)-এর বংশধর।

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আজও মনে পড়ে, তাঁর এই বংশের ফজিলতে কিভাবে আলাইপুরের ঐ এলাকাটা ক্রমে ক্রমে সৈয়দ মহল্লায় পরিণত হলো আর কিভাবে তাঁর এই বংশ পরিচয় দুর্দিনে তাঁর জিন্দেগীর মোড় ফিরিয়ে দিলো।

মনে হয়, এইতো সেদিনের কথা। আরব থেকে আগত তাঁদের দলের লোকেরা দিনে দিনে সকলেই গৌড়ের তৎকালীন শাহী দরবারেও প্রশাসনের কাজে জুটিয়ে নিলেন। শুধু তাঁর পিতাই পড়ে রইলেন তেজারতি আঁকড়ে ধরে। তিনি তেজারতি করতে লাগলেন। আর চাঁদপুর নিবাসী এক সম্ভ্রান্ত কাজীর কাছে দুই পুত্রকে এলেম শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিছুদিন কেটে গেল। এরপরেই এলো বিপর্যয়। অকস্মাৎ এই দুই ভাইয়ের প্রথমে মাতৃ ও পরে পিতৃ বিয়োগ ঘটলো। দুই ভাই একেবারে এতিম হয়ে গেলেন। দুই ভাই-ই বালক। অভিভাবক ও উপার্জ্জনের কেউ না থাকায়, অচিরেই তাঁরা চরমতম দুরবস্থায় পড়লেন। এলেম শিক্ষা বিলকুলই বন্ধ হয়ে গেল। অতপর কিছুদিন যাযাবরের মতো তাঁরা হেথা হোথা দিন কাটাতে লাগলেন।

তাঁরা দুই ভাই-ই ছিলেন খুব মেধাবী। তিনি নিজে ছিলেন আরো অধিক মেধাবী। বংশও তাদের উচ্চ বংশ। চাঁদপুরের কাজী সাহেব দেখলেন, এতবড় খানদানী ও উচ্চ বংশের এতিম বালক দু'টি কি করুণভাবে মিসমার হয়ে যাচ্ছে। অথচ একটু সহায়তা পেলেই উচ্চ বংশের মেধাবী ও সৎস্বভাবের এই ছেলে দু'টি অচিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে। চাঁদপুরের কাজী সাহেব নিজেও ছিলেন সম্ভ্রান্ত, বিত্তবান ও হৃদয়বান ব্যক্তি। অবিলম্বে তিনি তাঁদের নিজ মকানে নিয়ে এলেন। পুত্রবৎ নিজে তাঁদের লালন পালন করতে লাগলেন ও এলেম শিক্ষা দিতে লাগলেন। গৌড়ের শাহী দরবারেও কাজী সাহেবের পরিচিতি আর প্রতিপত্তি ছিল কিছু। সেই সুবাদে, পুঁথিগত এলেম শিক্ষার সাথে সাথে নিজ এলাকার সামরিক এক কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কাজী সাহেব এই দুই ভাইয়ের খণ্ডকালীন সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করলেন।

জিন্দেগীর মোড় ঘুরে গেল তাঁদের। এরপরেই তাঁর আনন্দ মুখর সোনালী সেই দিনগুলি। অতিশয় মেধাবী দেখে কিছুদিন পরেই একমাত্র কন্যার এলেম শিক্ষার ভার কাজী সাহেব তাঁর উপরই অর্পণ করলেন। শুরু হলো তাঁর রসঘন বিচিত্র জিন্দেগী। তালেবে-এলেম হয়ে তিনি কাজী সাহেবের কাছে এলেম শিক্ষা করতে লাগলেন এবং পরক্ষণেই উস্তাদ হয়ে কাজী সাহেবের কন্যাকে এলেম শিক্ষা দিতে লাগলেন।

সুলতানের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর উস্তাদগিরির পয়লা সেই দিনটি। আজও তিনি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, কাজী সাহেবের সেই বালিকা কন্যাটি

www.amarboi.org

এলেম শিক্ষার জন্যে পয়লা দিন এসে কেমনভাবে জড়সড় হয়ে তাঁর সামনে বসলো আর কেমন দুরু দুরু মনে আর ভীরু ভীরু চোখে পয়লা ছবক গ্রহণ করতে লাগলো। নাম জিজ্ঞেস্ করলে, নতমস্তক তুলে কেমনভাবে পটলচেরা হরিণ চোখে চেয়ে সে নামটি তার বলেছিল এবং নাম বলার সাথে সাথেই কেমন একটা সলজ্জ হাসির রেখা তার আকর্ষণীয় দুই ঠোঁটে ঝিলিক দিয়ে গিয়েছিল।

নাম ছিল তার মস্তবড়। গোটা নামের খেই টানতে না পেরে, প্রথম প্রথম তিনি নামের শেষ অংশ 'বেগম' টুকুই মস্ত করতে পেরেছিলেন। দুই একদিন পরেই তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন—বাপ্‌রে বাপ্! এতবড় নাম? না-না, তুমি শুধু "বেগম"।

বালিকাটি লজ্জাভরে চোখ তুলে চেয়েছিল। তিনি ফের সহাস্যে বলেছিলেন —তোমাকে শুধু বেগম বলেই ডাকবো আমি। নাখোশ হবে তাতে?

বালিকাটির মায়াভরা ওষ্ঠাধরে আবার একটা হাসির রেখা দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। লজ্জাবনত মস্তকটি নির্দ্বিধায় নেড়ে সে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল। সেই থেকেই তিনি তাকে বেগম বলে ডাকতে শুরু করলেন।

বেগমও ছিল মেধাবী মেয়ে। চঞ্চল প্রকৃতির হলেও, সে ছিল সংস্বভাবের বিনয়ী এক মেয়ে। অল্পদিনের মধ্যেই তার এলেম শিক্ষায় দ্রুত উন্নতি ঘটতে লাগলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই সংস্বভাবের এই দুইটি ছেলেমেয়ে একে অপরের কাছে একান্তই আপন হয়ে গেল। উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠলো মমতা ও প্রীতি।

ক্রমে ক্রমে বাল্যকাল পেরিয়ে তাঁরা কৈশরে এসে পৌছুলেন। বয়স যত বাড়তে লাগলো তাঁর প্রতি কাজী কন্যা বেগমের মমতা ও প্রীতি ভালবাসার রূপ নিতে লাগলো এবং দিন দিন সে ভালবাসা শুক্লপক্ষের চন্দ্রবৎ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এই দুই কিশোর-কিশোরীর মধ্যে গভীর এই সম্প্রীতি লক্ষ্য করে কাজী সাহেব ও তদীয় পত্নী নাখোশ কিছু হলেন না। বরং কখনও কখনও তাঁরা আড়ালে ও আবডালে মুখটিপে হাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা এমন পর্যায়ে এলো যে, তাঁর একদিনের অনুপস্থিতিও বেগমের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে লাগলো।

বেগম ছিল হাসিখুশীতে ভরা চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে সে ছিল খুব চাপা। তাঁর সাথে কপট কলহ করতে সে খুব ভাল বাসতো। নানা প্রকার বায়না ধরে তাঁকে জব্দ করে তৃপ্তি পেতো। কিন্তু চরম মুহূর্তের সময়ে তাঁর প্রতি দরদে সে বিহবল হয়ে পড়তো। তাঁকে সে জব্দ করতে চাইতো বটে, কিন্তু তাঁর এতটুকু দুঃখ কষ্ট, তাঁর কিঞ্চিৎ বিপদ-আপদও সে সহ্য করতে পারতো না। বাপ মায়ের দেয়া নিয়মিত খাদ্য আহারের বাইরেও সে প্রকাশ্যে ও গোপনে অহরহ এটা ওটা এনে তাঁর সামনে হাজির করতো এবং জোর করে হলেও, তাঁকে সেগুলো খাইয়ে তবে সে তৃপ্ত হতো। তাঁর কাছে বেগমের আব্দারের অবধি ছিল না। কিন্তু সে আব্দার পূরণ করার কালে তাঁর গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগুক, তা সে কস্মিনকালেও চাইতো না।

শাহান শাহ্‌র আজও মনে আছে, কিঞ্চিৎ জেদী ঐ কাজীর বেটির দীলে ঐ কিশোরী বয়সেই তাঁর প্রতি কি দরদটাই না ছিল। একদিন সে বায়না ধরলে, কুল নামিয়ে দাও। বাড়ীর পেছনে অত্যন্ত উঁচু এক কুল গাছে অসংখ্য পাকা পাকা কুল ছিল। কুল গাছের মাথা থেকে একটা প্রকাণ্ড ডাল ফলের ভারে নীচের দিকে ঝুঁকে এসেছিল। কুলগুলোকে একান্ত নাগালের মধ্যে দেখে সে বায়না ধরলো, কুল নামিয়ে দাও। তিনি আস্তে অসম্মতি জানালে কিশোরী ঐ বেগম বিপুল বেগে হাত-পা ছুড়তে

লাগলো। নিরুপায় হয়ে তিনি তখন গাছে চড়তে লাগলেন। ক্রমেই তাঁকে উঁচুতে যেতে দেখে বেগম ভীষণ আতংকিত হয়ে উঠলো এবং আতংকে ভরে বললো—ওকি। অত উঁচুতে যাচ্ছো কেন?

জবাবে তিনি বলেছিলেন—দেখছো না, ডালটা একদম গাছের মাথা থেকে নেমে গেছে। গাছের মাথায় না গেলে, ঐ ডালে যাবো কি করে?

চমকে উঠলো বেগম। সে চীৎকার করে বলতে লাগলো—সেকি। না-না, কুলের আমার দরকার নেই। তুমি নেমে এসো, শিগ্গির নেমে এসো—

তার কথায় তিনি কান দিলেন না। গাছের মাথায় উঠে নির্দিষ্ট সেই ডালে গেলেন এবং ডালে গিয়ে শক্ত একটা ঝাঁকুনী দিতেই বেশুমার পাকা কুল জমিনে এসে পড়লো।

কিন্তু হিতে হলো বিপরীত। একটা কুলও বেগম আর হাত দিয়ে ছুঁইলে না। ক্ষিপ্তভাবে পা দিয়ে তামাম কুল দলে মথে একাকার করে দিলো। গাছ থেকে নেমে এসে প্রশ্ন করতেই সাপের মতো ফুঁশে উঠলো বেগম। সে মুখ তুলতেই তিনি দেখলেন, বেগমের দুই চোখ ভরে গেছে পানিতে। সেই পানি ঠেলে বেরিয়ে আসছে আগুন। মুখমণ্ডলে তার নিদারুণ আতংকের ছাপ। সে ফুঁশে উঠে হাত-পা ছুড়ে বললো—নিষেধ করা সত্বেও তুমি ঐ অত উঁচুতে কেন গেলে—কেন গেলে?

জবাবে তিনি বলেছিলেন—বাহ্। অত উঁচুতে না গেলে কুল নামাবো কি করে?

সে বলেছিলো—ওখান থেকে পড়ে যেতে যদি?

তিনি কৌতুক করে বলেছিলেন—তো কি আর হতো? মরেই না হয় যেতাম।

একথা বলাতে সেদিন বেগমের চোখে মুখে যে আতংক দেখেছিলেন, তার চোখে মুখে যে বেদনার ছাপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল, তেমনটির তুলনা আর তিনি কোথাও খুঁজে পাননি। গোস্বায় ফুলতে ফুলতে ঘরে ফিরে সেই গোটা দিন সে ভাল করে কিছুই খেতে পারে না এবং পর পর কয়েকদিন 'কেন তাঁকে গাছে উঠতে বলে সে,'—এই মর্মে আফসোস্ করে কাটায়।

আরো এক ঘটনার কথা মনে পড়ে তাঁর। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরের কথা। বেগম তখন কুল নামানোর এ ঘটনা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। কোন এক কারণে তাঁর হাতে পায়ে বিস্তর ধূলীবালী লেগেছিল। শান বাঁধা পুকুর ঘাটে নেমে তিনি হাত-পায়ের ধূলী সাফ করছিলেন। ঘাটের পাশেই কতকগুলো তরতাজা পদ্মফুল ফুটেছিলো। বেগম এসে বায়না ধরলো, ঐ ফুল তুলে দাও তাকে।

একদম পাড়ের কাছেই ফুল। অল্প পানি বোধে তিনি ফুলের কাছে এগুতেই অথৈ পানির গভীরে হঠাৎ তিনি তলিয়ে গেলেন। পদ্মলতার দামদল ফেঁড়ে তাঁর ভেসে উঠতে বিলম্ব হলো কিঞ্চিৎ। এতে করেই বেগম যে কাণ্ড করে বসলো, তারও নজীর বিরল। "ডুবে মরলো—ডুবে মরলো" বলে সে চীৎকার দিয়ে পড়িমরি এক বুক পানিতে এসে নামলো এবং চীৎকারে ও আতংকে পাড়ার মানুষ ঘাটে এনে জড়ো করলো। তিনি সাঁতার দিয়ে পাড়ে এসে না উঠা অবধি, বেগমের কান্না আর চীৎকার বিরতি কিছু ঘটলো না। এরপর সে নিজে যখন উঠে এলো পাড়ের উপর, তখন তার শরীরের কাঁপুনি আর থামে না।

এভাবে পরস্পর পরস্পরের দীলের সাথে একাত্ম হয়ে দিনে দিনে তাঁরা এসে যৌবনে পদার্পণ করলেন। স্বাভাবিক নিয়মেই বেগমকে তখন পর্দার মধ্যে আসতে হলো এবং বাইরের জগৎ ছেড়ে অন্তরালে এসে আশ্রয় নিতে হলো। কিন্তু অন্তরালে

www.amarboi.org

থাকলেও, তাঁকে সে আদৌ কিছু ফাঁকে-ফারাগে রাখলো না। অন্তরালে থেকেই চোখের দৃষ্টির মধ্যে বেগম তাঁকে এমনইভাবেই বেঁধে রাখলো যে, সে বাঁধন ছিন্ন করে তিনি আর ফাঁকে আসতে পারলেন না।

এরপর আরো কিছুদিন কেটে গেল। দুইয়ের মধ্যে দুর্বার এই আকর্ষণ লক্ষ্য করে বেগমের মাতাপিতা আর বিলম্ব করা সমীচিন বোধ করলেন না। উচ্চ বংশের এই প্রতিভাবান নওজোয়ানটি বর হিসেবে তাঁদের কাছে অতিশয় আকর্ষণীয় ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই উভয়ের সম্মতিতে এক শুভ দিন দেখে তাঁরা উভয়ের শাদি মোবারক সুসম্পন্ন করলেন।

এর পরেই বাসর রাত। বাসর রাতের একটা কথা মনে হলে আজও হাসি পায় সুলতানের। আনমনা হয়ে গিয়ে তাজ্জবও হন তিনি। বাসর রাতে বেগম তাঁকে কৌতুক করে বলেছিল—এরপর আর কিন্তু তুমি আমাকে বেগম বলে ডাকতে পারবে না।

তিনি কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—কেন-কেন?

এর জবাবে বেগম তাঁকে বলেছিলো—কেন আবার? যাঁরা সুলতান, তাঁরাই তো তাঁদের স্ত্রীকে বেগম বলে ডাকেন। তুমি কি সুলতান যে তোমার স্ত্রীকে তুমি বেগম বলে ডাকবে? এখন থেকে আমাকে আমার আসল নামে ডাকতে হবে জরুর। আগে সুলতান হও, এরপর বেগম বলতে এসো—

বলেই সে খিলখিল করে হেসেছিল। বেগমের এটা একটা নিতান্তই কৌতুক ছিল। কৌতুক বোধেই তিনিও সেদিন হেসেছিলেন। সেদিন কি তিনি কল্পনা করতে পেরেছিলেন, বেগমের সেই কৌতুকটাই সত্য হবে একদিন? কাজীর বাড়ীতে লালিত এতিম সেই সৈয়দ হোসেন তামাম বাঙ্গালার সুলতান হবেন একদিন? কাজীর বেটিকে সেই যে, সেই বাল্যকালে বেগম বলে ডাকলেন, সত্যি সত্যিই সেই কাজীর বেটি তামাম বাঙ্গালার বেগম হবে একদিন?

এর পরের জীবন সংগ্রামময়। ভাই সৈয়দ ইউসুফ ইতিমধ্যেই তৎকালীন সুলতানের প্রশাসনে একটা ছোটখাট কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন। এলেমটা পুরোপুরি হাসিল করার জন্যে তিনি আর তখনই কোন কাজের পিছে ছোটেননি। এখন তাঁর কাজে লাগার সময়। তাঁর সাথে কন্যার শাদি দেয়ার পরই কাজী সাহেব জামাইকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে মনোনিবেশ করেন। তৎকালীন বাঙ্গালার সুলতান কাজী সাহেবের পরিচিত হওয়ায়, কাজী সাহেব সরাসরি সুলতানের কাছে আরজ পেশ করলেন। তদনুসারে সুলতান তাঁকে ডেকে নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর পাণ্ডিত্য দেখে সুলতান তাঁকে প্রশাসনের এক আকর্ষণীয় পদে নিয়োগদান করলেন।

অতপর শুরু হলো পদোন্নতির পালা। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি তর তর করে একের পর এক উচ্চ পদের সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগলেন। অবশেষে হাবসী গোত্রের শেষ সুলতান শামসউদ্দীন মুজাফফর শাহের আমলে তিনি উজির বা প্রধান অমাত্যের পদে উন্নিত হলেন। কিন্তু যতই তাঁর পদোন্নতি ঘটতে লাগলো, ততই তিনি রাজনৈতিক কোন্দল ও দলাদলির আবর্তে পতিত হতে লাগলেন।

হাবসী গোত্রীয় সুলতানের স্বল্পকালীন কুশাসন আর স্বেচ্ছাচারের আমলে দরবারের ভেতরে ও বাহিরে এই দলাদলি আর খুনোখুনী চরম আকার ধারণ করে।

www.amarboi.org

একে অন্যকে হত্যা করে, রাতারাতি এক একজন সুলতান হয়ে বসতে থাকেন। সালতানতের আমীর উমরাহ ও কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ প্রজারাও এতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং দলাদলিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। হাবসীদের শেষ সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহর আমলে এই দলাদলি আর স্বেচ্ছাচারের সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সুলতানের অবিচার আর অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমীর উমরাহগণের অনেকেই গৌড় নগর ত্যাগ করে দূরে গিয়ে অবস্থান নিতে থাকেন। এক পর্যায়ে মুজাফফর শাহর কার্যকলাপে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিনিও হাবশী বিরোধী দলে গিয়ে যোগ দেন। ইতিমধ্যেই তিনি আরব গোত্রীয় তামাম আমীর উমরাহ ও কর্মচারীদের নেতৃত্বে এসেছিলেন। তিনি এসে এই দলে যোগ দেয়ার সাথে সাথে তাঁরাও এসে তাঁর সাথে সামিল হন। এভাবে ক্রমেই এই দল স্ফীত হয়ে উঠলে শুরু হয় গৃহ যুদ্ধ। ক্ষুব্ধ আমীর উমরাহ ও প্রজাকুল একযোগে মুজাফফর শাহর শাহী প্রাসাদ ঘিরে ফেলেন। সামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সেপাই-সেনারাই এই হাবসী বিরোধী দলে এসে যোগ দেয়। প্রায় চার মাস কাল স্থায়ী হয় গৃহ যুদ্ধ। উভয় পক্ষের বিপুল সংখ্যক সেপাই সেনা ও ব্যক্তিবর্গ এই গৃহ যুদ্ধে হতাহত হয়। অবশেষে তাঁরই নেতৃত্বে বিদ্রোহী আমীর উমরাহর হাতে হাবসীদের শেষ সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ ধৃত ও নিহত হন।

শেষ হয় গৃহ যুদ্ধ। বাঙ্গালার তখ্ত শূন্য হয়। তাঁর নেতৃত্বে ও যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে বাঙ্গালার তামাম আমীর উমরাহ এবার একবাক্যে তাঁকেই বাঙ্গালা মুলকের সুলতান নির্বাচন করেন এবং তিনি সৈয়দ হোসেন নামের স্থলে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নাম ধারণ করে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। মসনদে যখন উঠেন তিনি, তখন তিনি প্রবীন। জীবনের মধ্যাহ্ন তাঁর পেরিয়ে গেছে বিলকুল।

সেও আজ সতের থেকে আঠার বছর আগের কথা। মসনদে উঠেই তিনি হাবসীদের রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন এবং অকল্পনীয় কম সময়ের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা মুলকে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে। বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করে তিনি যখন প্রাসাদে ফিরে এলেন, সেদিন সেই বয়স্কা কাজীর বেটির চোখে-মুখে কি খোশ-প্রবাহই না ছুটেছিল। ঐ বয়সেও সে অতীতের সেই নববধূটির মতোই সলজ্জ হাসি মুখে বলেছিল—কি দুরন্ত মানুষই না তুমি গো। শেষ পর্যন্ত আমাকে সত্যি সত্যিই বেগম বানিয়ে তবেই ছাড়লে?

আজ আর সেই বেগম তাঁর নেই। সুলতান হওয়ার অল্পকাল পরেই সে বিশাল এই প্রাসাদে সুলতানকে একা ফেলে পরলোকে পাড়ি দিল। সেই থেকেই তিনি বড় একা, বড় অসহায়। পুত্র-কন্যা নাতী-নাতনীর কলকণ্ঠের মাঝেও তিনি আজ একা। আজকের এই শত প্রাণের প্রস্রবন ঐ একটা প্রাণের অভাবজনিত শুষ্কতাকে ভিজিয়ে দিতে পারছে না!

দাদু—

শাহজাদা ফিরোজ শাহ ফিরে এসে সুলতানকে তন্দ্রায় দেখে ডাক দিলেন। চমকে উঠে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সোজা হয়ে কুরসীর উপর বসতে বসতে হাত দিলেন চোখে। দেখলেন, চোখ তাঁর ভেজা। নাতীর অলক্ষ্যেই তিনি ক্ষিপ্রহস্তে চোখ

www.amarboi.org

দু'টি মুছে নিলেন এবং গতমত করে বললেন—এ্যাঁ। কে? ও, তুমি? মানে ছোট সাহেব?

শাহজাদা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—কি ভাবছিলেন দাদু?

ঃ এ্যাঁ। না, ও কিছু নয়। তা কি হলো, মানে ঐ যে কি কাজে যেন গেলে—কবুতর, না কি?

ঃ হ্যাঁ দাদু। আমার শ্বেত পায়রাটা বড্ড সেয়ানা হয়ে গেছে। ঝাবুনী মেরে গাছের আড়ালে বসে ছিল। অনেক সাধাসাধি করার পর স্ববে এসে হাতে আমার বসল।

ঃ আচ্ছা। তা বেশ। ও হ্যাঁ, কি যেন তুমি বলছিলে তখন? আরজু বেগমের কি হয়েছে?

আসন গ্রহণ করে শাহজাদা বললেন—কি আর হবে? সেতো এমন উন্মাদ। বিলকুল দিওয়ানা।

ঃ দিওয়ানা! কেন-কেন?

ঃ কবিতা লেখা নিয়ে। কে যেন এক ফালতু লোক এসে তার কবিতা পড়ে দেখে নাকি বলেছে, তার কবিতা সুন্দর হচ্ছে। ব্যাস্! ঐ শুনেই টপ্‌কে গেছে আপনার সেই আদুরী বেগম। খাওয়া নেই দাওয়া নেই, হরদম ঐ নিয়েই মেতে আছে।

ঃ বলো কি!

ঃ জি দাদু। একদম এই ব্যাপার। কারো সাথে কথা বলার বা বসে একটু গল্প করার কোনো ফুরসুতই আর তার নেই।

ঃ তাজ্জব!

ঃ এমনভাবে চললে তো দু'দিনেই সে বিমারী বনে যাবে। ওকে একটু শাসন-টাসন করো।

ঃ শাসন? তা আমি কেন? তুমিই তো যথেষ্ট। তুমিই তা করতে পারো।

ঃ আমি?

ঃ হ্যাঁ, তোমার ভার তুমি সামলাবে। এর মধ্যে অন্যকে আর টানছো কেন?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শাহজাদা বললেন—ফের শুরু করলেন।

তখনই ফিরে শাহান শাহ বললেন—এ্যাঁ। না—মানে—বলছিলাম, তুমিই ওকে এ ব্যাপারে নসিহত কিছু করো। না শুনলে আমি তো আছিই।

অভিযোগের সুরে শাহজাদা বললেন—নসিহত মানার মেয়ে ওটা? কড়া শাসন দরকার।

ঃ আচ্ছা। তা সে কড়া শাসন তুমি করতে পারবে না?

ঃ শাসন আমি করবো ঠিকই, তবে ওকে নয়। ঐ বেয়াদপ ফালতু লোকটার সাক্ষাৎ পেলে, পিলে আমি তার চমকে দেবো।

শাহান শাহ হাসলেন। হেসে বললেন—তবু আরজুকে কিছু বলবে না?

ঃ আমার কথা শুনলে তো? ঐ বেয়াদপটা কি তাকে বুঝিয়েছে, এখন সেই কথাই বড় হয়েছে তার কাছে। আর কাউকে সে মানছে?

ঃ তাই নাকি? তা কে সে লোক?

ঃ চিনি নাতো। একটা মালীর কাছে শুনলাম, কয়দিন আগে ঐ লোকটা আরজুর সাথে ফুল বাগানে বসে বেলাভর কবিতা নিয়ে মাতামাতি করে গেছে।

www.amarboi.org

ঃ সেকি ! কেমন বয়সের লোকটা, তা মালীর কাছে শোনেনি !

ঃ শুনেছি। বিলকুল নওজোয়ান। দপদপে গায়ের রং। সুদর্শন চেহারা—মানে দেখতে নাকি সে খুবই সুন্দর।

ঃ এই সেরেছেরে !

ঃ দাদু !

ঃ খোঁজ করো—খোঁজ করো। সময়তে না সামলালে পাখী কিন্তু হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ঃ মানে ?

ঃ ওতো আর পায়রা নয়, মানুষ। সাধাসাধি করার ফলে তোমার পায়রা ফিরে এলেও, ও আর ফিরে আসবে না।

ঃ দাদু !

ঃ সময়ে শক্ত করে বেড়ি পায়ে না পড়ালে, অসময়ে বিলকুল হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ এলেম আমার আছে।

ঃ কি বলছেন আপনি ?

ঃ এ পাতা আমি অনেকখানি পড়েছি। তোমার ঐ কাজীর বেটি দাদীজানই আমাকে এ বিদ্যায় কড়া ছবক দিয়েছে। বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্ ! এই আউরাত জাতটা আসলেই যে কি চিজ, তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। একবার গেঁথে গেলে আর টেনে খোলা যায় না।

অসহিষ্ণু হয়ে উঠে শাহজাদা বললেন—আরে দুত্তোর। আপনিও ঐ একই দলের। বদ্ধ পাগল !

ঃ এ্যা ?

ঃ কথায় আমার কোন গুরুত্বই দিলেন না ?

মাগরিবের আজান শুরু হলো। ধড়মড় করে উঠতে উঠতে শাহান শাহ বললেন—দেবো-দেবো, জরুর দেবো। কোথাকার কোন বুনো মোষ এসে ক্ষেতের আমার পাকা ধান খেয়ে যাবে, এটা আমি বরদাস্ত করবো ভেবেছো ? কখ্‌খনো না—কখ্‌খনো না।

শাহজাদা সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—আর ঐ আরজুটা ? ওর পাগলামীর কোন বিহিত করবেন না ?

ঃ এ্যা ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওর পাগলামীও বিলকুল আমি ছুটিয়ে দেবো, দেখে নিও। খোদ সুলতান এই প্রাসাদে বিদ্যমান থাকতে, প্রাসাদের কেউ সাধ করে পাগল হবে, এতবড় সাহস ? এ সাহস আমি চুরমার করে দেবো না ? এসো-এসো, আগে নামাজ আদায় করি এসো—

বলতে বলতে শাহান শাহ দ্রুত পদে সিঁড়ির দিকে ছুটলেন। বিব্রত শাহজাদা ব্যাজোক্তি করে শাহান শাহের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

৩

শাহী প্রাসাদের এক পাশের এক পথ। প্রাসাদ ঘেরা প্রাচীরের কোল ঘেঁষে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এক রাস্তা। শাহী প্রাসাদ পাশে রেখে রাস্তাটি বরাবর ঝিলের দিকে গেছে। প্রাসাদ ছেড়ে কিছুদূর এগুলেই ছোট এক আম বাগান। এর পরেই

www.amarboi.org

খোলামেলা ময়দান ও তার পাশে ঝিল। ঝিলের পাড়ে ফাঁকা ফাঁকা ছোট বড় কয়েকটি সরকারী বাসভবন। ঐ আম বাগানের ভেতর দিয়ে রাস্তাটি সরাসরি ঝিলের ঘাটে এসেছে এবং সেখান থেকে দুই ভাগ হয়ে দুই দিকের বসতির দিকে গেছে। ঝিলের ঘাটে হরওয়াক্ত রং বেরংয়ের বজরা থাকে মোতায়েন। শাহী পুরুষ ও পরিবারবর্গের নৌবিহারে ব্যবহৃত হয় বজরাগুলো।

উল্লেখিত এই পথে লোক চলাচল সীমিত। ঝিলের পাড়ে বসবাসকারী সরকারী লোক সহ নৌভ্রমণে আগ্রহী শাহী মহলের লোকজনেরাই এই পথে গমনাগমন করেন। এই কারণে রাস্তাটির প্রায়শঃই যত্ন নেয়া হয়। বাইরের লোকের চলাচলের এটা কোন পথও নয়, নিতান্তই প্রয়োজনে দুই একজন ছাড়া বাইরের লোক এ পথে চলেও না বড় একটা।

আল-আজাদ এমনই একজন ঝিলের পাড়ের বাসিন্দা। খাওয়াজুগী শিরওয়ানী সাহেবের ঝিলের পাড়ের মকানে তিনি থাকেন। মুন্সী সাহেবের তলব পেয়ে আল আজাদ দুসরা বার এই পথে প্রাসাদের দিকে যাচ্ছেন। সাথে আছে শাহী মহলের হুকুম-বরদার বৃদ্ধ কুদরত খাঁ। কুদরত খাঁ খাওয়াজুগী শিরওয়ানীর নিজ এলাকার লোক। তাঁর পরিচিত ও অনুগত। এই সূত্রে শিরওয়ানী সাহেবের মকানে যাতায়াত আছে কুদরত খাঁর। আজও সে সেখান থেকেই ফিরছে। আল আজাদকে সঙ্গে পেয়ে একত্রেই পথ চলছেন দুইজন।

আম বাগানের মধ্যে দিয়ে গল্পে গল্পে তাঁরা আনমনে এগুচ্ছেন। পাশাপাশি কয়েকটা বৃহদাকার আম গাছ থাকার ফলে রাস্তাটা আচানক একটু বাঁক নিয়েছে সামনে এবং পথ সেখানে অনেকটা সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই বাঁকের মাথায় এসেই সমবেত কণ্ঠের এক উচ্ছল হাসিতে চমকে উঠলেন তাঁরা। চোখ তুলে চাইতেই তাঁদের সামনে পড়লো শাহীমহলের একদল জেনানা। বোরকা আবৃত ছিলেন সবাই। নির্জন পথ পেয়ে মুখের ঢাকনা তুলে তাঁরা কলকণ্ঠে মুখর হয়ে ঝিলের দিকে ছুটছেন। এই জেনানাদের সম্মুখভাগে ছিলেন যাঁরা, সবাই তাঁরা তরুণী। অসামান্য খুব সুরাতের অধিকারিণী সকলেই। এঁদের একজন বিলকুলই পটে আঁকা ছবি। সৃষ্টিকর্তা যেন তাঁর মনের মাধুরী ঢেলে এ মুখটি গড়েছেন। অনুপম সৌন্দর্যের বিপুল সমারোহে এ তরুণী একাই এক জ্যোতিষ্ক বৎ জ্বলছেন।

থমকে দাঁড়িয়ে যেতেই তরুণীদল আল-আজাদের একদম মুখোমুখী হয়ে গেল। হকচকিয়ে গিয়ে পলকের জন্যে আল-আজাদ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। করণীয় স্থির করতে না পেরে লহমাখানেক তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে জেনানাদের, বিশেষ করে তাঁর একদম সামনেই উপস্থিত ঐ অনুপম সুন্দরীর মুখের দিকে এক খেয়ানে চেয়ে রইলেন। তরুণীরাও হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন মুখোমুখী এবং ত্বড়িৎ বেগে মুখের ঢাকনা নামিয়ে দিতে লাগলেন।

অনবদ্য রূপের ঐ অদ্বিতীয় তরুণীটি আল-আজাদকে দেখা মাত্রই ক্ষণিকের জন্যে বিহবল হয়ে গেলেন। মুখের ঢাকনা না নামিয়েই বিস্ফারিত নেত্রে তিনি আল-আজাদের মুখের দিকে একভাবে চেয়ে রইলেন। নিমিষেই তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আল-আজাদকে উদ্দেশ করে তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে কি একটা বলার চেষ্টা করতেই "কি হলো-কি হলো" রবে দুই-তিনজন বর্ষীয়সী মহিলা সামনে এগিয়ে এলো। পেছন থেকে হুংকার এলো—এয়, কৌন হ্যায়—

www.amarboi.org

মহিলাদের পেছনে অন্য কয়েক পাইক সহ জনাদুইয়েক শাহী পুরুষ ছিলেন। এঁদের একজন শাহজাদা ফিরুজ। অন্যজন তদীয় ভগ্নিপতি জালালউদ্দীন শর্কী। তাঁরা ছিলেন মহিলাদের অনেকটা পেছনে। মহিলাদের অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে যেতে দেখেই জালালউদ্দীন আওয়াজ দিলেন—এয়, কৌন হ্যায় ?

আওয়াজ দিয়েই সবেগে তাঁরা সামনে ছুটে এলেন। আওয়াজ শুনেই আল আজাদের সম্বিত ফিরে এলো। তিনি দ্রুতপদে রাস্তা থেকে এক পাশে সরে যেতে লাগলেন। তা দেখে সেই অপরূপা তরুণীটি হাত ইশারায় আল আজাদকে থামিয়ে দেয়ার কোশেশ করলেন এবং মুখের ঢাকনা নামিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে কয়েক কদম এগিয়ে এলেন। এতে আরো শংকিত হয়ে আল আজাদ একদম বৃহৎ এক আম গাছের আড়ালে চলে এলেন। কুদরত খাঁ রাস্তা ছেড়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

সামনে এসে কুদরত খাঁকে দেখেই শাহজাদা ফিরুজ শশব্যস্তে বললেন—আরে খাঁ সাহাব, তুম। কিয়া হুয়া ?

কুদরত খাঁ কুর্ণিশ করে শরমিন্দা কণ্ঠে বললো—কুচ নেহী জনাব। এই গাছ ক'টার দরুন সামনে দেখতে না পেয়ে হঠাৎ আমরা আম্মাজানদের সামনে পড়ে গেছি। তাঁরাও থমকে গেছেন, থমকে গেছি আমরাও—

শরম জড়িত স্মিত হাস্যে কুদরত খাঁ গাছের আড়ালে দাঁড়ানো সংকুচিত আল-আজাদের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করলো। সেদিকে তাকিয়েই হো হো করে হেসে উঠলেন জালালুউদ্দীন শর্কী। হাসতে হাসতে বললেন—ও, এয়সা বাত্ ? আরে দূর-দূর। আমি ভাবলাম, কি নাকি ?

বলেই তিনি মহিলাদের উদ্দেশ করে পুনরায় বললেন—এই চলো—চলো। যত্তসব আউরাতী কারবার।

আউরাতেরা ইতিমধ্যেই এগুতে শুরু করেছিলেন। কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করে সেই অপরূপা তরুণীটিও চিন্তিতভাবে তাঁদের পিছে হাঁটতে লাগলেন। পাইকপেয়াদা সহকারে এই শাহী পুরুষ দু'টিও তাঁদের পেছনে আস্তে আস্তে অপসৃত হয়ে গেলেন।

রাস্তাটি মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর আল-আজাদ পুনরায় রাস্তায় এসে উঠলেন এবং কুদরত খাঁর সাথে পথ চলতে লাগলেন। পথ চলতে শুরু করেই কুদরত খাঁ আল-আজাদকে প্রশ্ন করলো—এদের কাউকে কি চেনেন আপনি বাপজান ?

আল-আজাদ বললেন—জি, পুরুষদের দুইজনকেই চিনি—মানে দেখেছি। একজন তো শাহজাদা ফিরুজ শাহ আর অন্যজন বোধহয় ঐ শাহী পরিবারেরই এক দুলাহ্ মিয়া।

ঃ জি–জি। শাহজাদা জনাবে আলী নসরত শাহ সাহেবের জামাতা। শাহজাদা ফিরুজেরই ভগ্নিপতি। উনার নাম জালালউদ্দীন শর্কী।

ঃ আচ্ছা।

ঃ জেনানাদের কাউকে কি চিনলেন ?

ঃ জিনা। এদের কখনও দেখিনি। সবাই কি এঁরা শাহজাদী ? মানে ঐ কম বয়সের মহিলারা ?

ঃ দুইজন শাহজাদী। কম বয়সের অন্যান্য মেয়েরা তাঁদেরই আত্মীয় আর প্রাসাদে বসবাসকারী পদস্থ লোকদের কন্যা।

ঃ ও, তা কোথায় যাচ্ছেন ওঁনারা ? নৌবিহারে ?

www.amarboi.org

ঃ খুব সম্ভব তাই-ই। দল বেঁধে ঝিলের দিকে যাওয়া মানেই বজরা হাঁকিয়ে ঝিলের মধ্যে ভ্রমণ করতে যাওয়া। কোন কোনদিন অবশ্য ঝিলের ধারে হাওয়া খেতেও যান এঁরা।

ঃ হ্যাঁ—হ্যাঁ। দূর থেকে মাঝে মাঝেই ঝিলের ধারে ঘুরতে অনেককে দেখি।

ঃ তা বাপজান, শাহজাদীদের কাউকেই আপনি চেনেন না?

ঃ জ্বিনা। দেখিনি তো কখনও, চিনবো আমি কি করে?

ঃ ঐ তরুণীদের মধ্যে যিনি সবচে' সুন্দরী—মানে একেবারেই পরীর মতো দেখতে, উনি শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগম। রূপে গুণে তাঁর মতো উমদা মেয়ে ঐ শাহী মহলে দুসরাটি আর নেই।

ঃ তাই নাকি? ঐ যে হাত ইশারায় যিনি আমাকে সওয়াল করতে চাইলেন?

ঃ হ্যাঁ—হ্যাঁ, উনিই। কি কারণে হঠাৎ উনি আপনাকে সওয়াল করতে উদ্যত হলেন, তা আমি জানিনে। তবে এত সুন্দর আদব আখলাক আর মিষ্টি মেজাজের মেয়ে খুব কমই আছেন মহলে।

ঃ বলেন কি!

ঃ আর উনার পাশেই যিনি ছিলেন, ঐ যে লেবাস যার সবচেয়ে জৌলুসদার আর দামী, উনি শাহজাদী ফৌজিয়া বানু বেগম। শাহজাদা ফিরুজ শাহের বহিন আর ঐ জালালউদ্দীন শর্কী সাহেবের বেগম।

ঃ আর ঐ বয়সী মহিলারা? মানে বয়স তাদের খানিকটা বেশী?

ঃ ওরা সবাই পরিচারিকা। সবচেয়ে বেশী বয়সী যিনি, তাঁর নাম মালতী বিবি। মালতী বিবি সাহেবা পরিচারিকা হলেও, খুব সম্ভ্রান্ত মহিলা। মহলের সবাই তাঁকে সমীহ করে চলেন। অন্যান্যরা সবাই মামুলী দাসীবাদী।

ঃ আচ্ছা।

ঃ শাহী মহলে আপনারও তো যাতায়াত আছে বাপজান। কাউকেই কখনও দেখেননি?

ঃ জ্বিনা-জ্বিনা। আমি যাই আমার কাজে। ওসব দিকে নজর দেবো কখন?

বলতে বলতে ইতিমধ্যেই তাঁরা প্রাসাদের কাছে চলে এলেন। আর কিছুটা এগিয়েই কুদরত খাঁ বললো—তাহলে বাপজান, চলি আমি। আল্লাহ্ চাহে তো এর পরে আবার দেখা হবে।

আল-আজাদ স্মিতহাস্যে বললেন—জ্বি—জ্বি। আল্লাহ্ হাফেজ।

অতপর কুদরত খাঁ মহলের দিকে এগুলো, আল-আজাদ মুন্সী সাহেবের মকানের দিকে চললেন।

আল-আজাদকে পেছনে ফেলে কিয়দ্দূর এগিয়েই শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগম এক তাজ্জব কাণ্ড করে বসলেন। রাস্তার উপর অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে শাহজাদী ফৌজিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন—আপা, আপনারা যান সবাই। আমি আজ আর নৌভ্রমণে যাবো না।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে শাহজাদী ফৌজিয়া বানু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—যাবো না মানে?

শাহজাদী আরজু বললেন—আমার ভাল লাগছে না আপা। আমি মহলে ফিরে যাবো।

www.amarboi.org

এঁদের দুইজন দাঁড়িয়ে যাওয়ায় পথের মাঝে আবার সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন। শাহজাদা ফিরুজ এতে বিরক্ত কণ্ঠে বললেন—আবার তোমাদের কি হলো ?

শাহজাদী কৌজিয়া বানু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—কি আর হবে ? আরজুমান্দ্ আর যাবে না।

ঃ যাবে না মানে ?

ঃ মানে সেটা ও-ই জানে। ভাল লাগছে না তার।

ঃ কেন, শরীর খারাপ করেছে ?

ঃ সেটা তাকেই জিজ্ঞেস্ করুন।

ঃ কি ব্যাপার !

জবাব দিলেন আরজুমান্দ্ বানু বেগম। বললেন—আমার একটু জরুরী কাজ আছে ভাইজান। আর তাছাড়া—

ফিরুজ শাহ নাখোশ কণ্ঠে বললেন—কাজ ! সে কাজটা কি পরে গিয়ে করলে তোমার চলবে না ?

শাহজাদী আরজু বানু সংকল্পে দৃঢ় হলেন। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—তা চললেও হয়তো চলতে পারে। কিন্তু আসলেই আর বেড়াতে যেতে ভাল লাগছে না আমার। আমি প্রাসাদেই ফিরে যাবো।

এবার জালালউদ্দীন শর্কী আক্রমণ করে বললেন—ভালই যদি লাগছে না তো এলেন কেন আপনি ?

জবাবে আরজু বানুও শক্ত কণ্ঠে বললেন—সেটা এমন কি কসুর হলো ? যখন আমি বেরিয়েছিলাম, তখন আমার ভাল লাগবে ধারণাতেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর তা লাগছে না। ভাল যেটা লাগছে না, সেটাই আমাকে করতে হবে, এর কোন হেতু আছে ? আপনারা সবাই যান, আমি আর যাবো না—

—বলেই তিনি বাঁদী মেহের বিবিকে লক্ষ্য করে বললেন—মেহের, জনাদুই পাইক নিয়ে তুই আমার সাথে চলে আয়। পাইকেরা আমাদের পৌছে দিয়ে আসুক।

শাহজাদা ফিরুজ হতাশ কণ্ঠে বললেন—চলেই তাহলে যাবে ?

শাহজাদী আরজু এবার নরম কণ্ঠে বললেন—যাই ভাইজান। হয়তো এটা বেয়াদবী হচ্ছে আমার। কিন্তু ভাইজান, আসলেই আমার ভাল লাগছে না একটুও। বেয়াদবী মাফ করে দেবেন।

এরপরই শাহজাদী ফেরত রাস্তা ধরলেন। মেহের বিবি ডাক দিতেই দুইজন পাইক এসে তাঁদের পেছনে হাঁটতে লাগলো। তাঁরা কিছুদূর এগিয়ে গেলে শাহজাদী কৌজিয়া বানু অভিযোগের সুরে বললেন—তাজ্জব ! ব্যাপারটা কি আসলে ?

শাহজাদা ফিরুজ উদাস কণ্ঠে বললেন—কি আর ব্যাপার ! হয়তো কবিতা লেখার ভাব এসেছে ভেতরে।

জালালউদ্দীন শর্কী সাহেব কুপিত কণ্ঠে বললেন—তা যা-ই বলুন ভাই সাহেব, এটা চরম বেয়াদবী। আমি এতে অপমান বোধ করছি।

খসমের গোস্বার প্রতি সমর্থন জানিয়ে শাহজাদী কৌজিয়াও গোস্বাভরে বললেন—দাদু সাহেবের প্রশ্রয়েই এই পরগাছাটার স্পর্দ্ধা এত বেড়ে গেছে। আগে আসিতো ফিরে প্রাসাদে ! এরপর দাদু সাহেবের সাথে চরম একটা বোঝাপড়া আজ না করে ছাড়ছিনে। এই আরজুই যদি দাদু সাহেবের সব হয়, তাহলে দাদু সাহেব তাঁর

www.amarboi.org

ঐ সোহাগের আরজুকে নিয়েই থাকবেন। কালই আমি খসমকে নিয়ে কহল গাঁয়ে চলে যাবো। আব্বাও যদি এ দিকটা না দেখেন, তাহলে আর এখানে থেকে অপমান হয়ে লাভ কি?

গোস্বায় গজর গজর করতে করতে সবাই তাঁরা ঝিলের দিকে এগুলেন।

মহলে ফিরে এসেই আরজু বানু তলব দিলেন কুদরত খাঁকে। আরজু বানুর তলব পেয়ে কুদরত খাঁ চিন্তিত হয়ে পড়লো। তবে কি সেই ঘটনার জের এটা?

শংকিত পদে কুদরত খাঁ এসে আরজুর সামনে দাঁড়ালো। কোন রকম ভূমিকায় না গিয়ে আরজু বানু সরাসরি বললেন—খাঁ সাহেব, তোমার সাথে যে আদমী ছিল—ঐ যে ঐ আম বাগানে মোলাকাত হওয়ার ওয়াক্তে, ও আদমীকো জলদি জলদি বোলাও—

কাচুমাচু করে বৃদ্ধ কুদরত খাঁ নতমস্তকে বললো—তা হুজুরাইন, ওকে আমি পাবো এখন কোথায়?

ঃ কোথায় মানে? ওকে তুমি চেনো না?

ঃ চিনি তো জরুর। লেকেন—

ঃ লেকেন? কোথায় গেছেন উনি?

ঃ সঠিক তো জানিনে। তবে মুন্সী সাহেবের ওখানে না কোথায় যাবেন, সঠিক কিছু বলে যাননি।

ঃ তাতে কি হয়েছে? ঐ একটা মানুষকে শহর খুঁজে বের করতে পারবে না? একা না পারো, নাম ঠিকানা দিয়ে আরো কিছু পাইক পেয়াদা পাঠাও। জরুর ওকে চাই আমি।

আমতা আমতা করে কুদরত খাঁ ভীত কণ্ঠে বললেন—কসুর কিছু নিয়েছেন ওঁর হুজুরাইন? উনি কিন্তু আসলেই—,

তাকে শেষ করতে না দিয়ে আরজু বানু বেগম বললেন—খাঁ সাহেব, এই মহলের পুরোনো লোক তুমি। তোমাকে আমি যথেষ্ট ইযযত করি। খামাখা এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত প্রশ্নের মধ্যে যাচ্ছো কেন? যাও-যাও, একটু তকলিফ করে লোকটাকে আমাদের ঐ ফুলবাগানের বিরাম কক্ষে পাঠিয়ে দাও। আমার কিছু কথা আছে তাঁর সাথে।

আর কথা চলে না। 'জি আচ্ছা-জি আচ্ছা—বলে কুদরত খাঁ রওনা হতে গেল। শাহজাদী কুদরত খাঁকে সান্ত্বনা দিতে বললেন—নাখোশ হলে খাঁ সাহেব?

ঃ জি-না, জি-না। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি—

কুদরত খাঁ ব্যস্ত পদে রওনা হলো। অন্য কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই সে মুন্সী সাহেবের মকানের দিকে ছুটলো। বরাতের জোরে কুদরত খাঁর অধিক তকলিফ হলো না। মুন্সী সাহেবের মকানে এসেই সে সাক্ষাৎ পেলো আল আজাদের। মুন্সী সাহেবের সাথে তিনি আলাপরত ছিলেন। মুন্সী সাহেবকে সালাম দিয়েই কুদরত খাঁ বললো—জনাব, এই সাহেবকে তলব দিয়েছেন শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগম। এক্ষুণি তাঁকে মহলে যেতে হবে।

খোদ শাহজাদীর তলব। তাও আবার আরজুমান্দ বানু বেগমের। সালাম নিয়েই মুন্সী সাহেব ব্যতিব্যস্তভাবে বললেন—তাই নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।

অতপর আল আজাদকে লক্ষ্য করে বললেন—তুমি যাও, জলদি জলদি যাও। শাহজাদীর হুকুম আমিল করো আগে। আমাদের আলাপ পরে হলেও চলবে।

www.amarboi.org

কুদরত খাঁর সাথে আল আজাদ বেরিয়ে এসে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার খাঁ সাহেব ? খোদ আরজুমান্দ বানু বেগম তলব দিয়েছেন আমাকে ?

কুদরত খাঁ বললো—জি বাপজান, জি।

ঃ কোন কসুর ধরলেন নাকি আমার ?

ঃ সঠিক কিছু আঁচ করতে পারলাম না। তবে মনে হয়, ঐ রকমই একটা কিছু।

ঃ তাজ্জব !

আল আজাদ বিস্মিত হলেন। কপালে তাঁর চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। তা দেখে কুদরত খাঁ উৎসাহ দিয়ে বললো—না-বাপজান, না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। শাহজাদী আরজু হয়তো আপনাকে কোন খন্নাস আদমী ভেবেছেন। শিগ্গিরই আপনি তাঁকে একটু ভাল করে জানান, ওটা স্রেফ একটা মামুলী দুর্ঘটনা। ইচ্ছে করে আপনি কিছু করেননি। মানে ঘটনাটা তাঁকে একটু ভাল করে সমঝে দিতে পারলেই আর চিন্তা নেই। আরজুমান্দ বানু সাদা মেয়ে। বহুৎ আচ্ছা লেড়কি। কারো সাথে কোন দুর্ব্যবহার করতে তাঁকে আজ পর্যন্ত দেখিনি।

ফুল বাগানের বিরাম কক্ষের সন্নিকটে এসে কুদরত খাঁ দেখলো, শাহজাদী ইতিমধ্যেই এসে গেছেন। আল-আজাদকে দরজার কাছে পৌছে দিয়েই কুদরত খাঁ সরে গেল। অন্যের সাথে এঁদের কোন কথার মধ্যে চাকর-নফরদের থাকতে নেই।

চিন্তিতভাবে কক্ষের দ্বারে পা দিয়ে আল-আজাদ দেখলেন—বোরকাবৃতা শাহজাদী একাই আছেন কক্ষে। একটা কুরসীর উপর বসে তিনি এন্তেজারে আছেন। সামনেই তাঁর অন্য একটা শূন্য আসন।

আল আজাদকে ইতস্ততঃ করতে দেখে শাহজাদী হাত ইশারায় কাছে ডাকলেন তাঁকে। "আস্সালামু আলাইকুম" বলে আল-আজাদ কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলেন। হাত তুলে অনুচ্চ কণ্ঠে সালাম নিলেন শাহজাদী। অতপর শাহজাদী মুখ খোলার আগেই আল-আজাদ বিনীত কণ্ঠে বললেন—দেখুন, খামাকা একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমি কোন খন্নাস বা বেয়াদব আদমী নই। ইচ্ছে করে আমি গিয়ে আপনার সামনে দাঁড়াইনি। আনমনা থাকার ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই হঠাৎ আমি আপনার একদম মুখোমুখী হয়ে গেছি। এ ছাড়া রাস্তার ঐ বাঁকের জন্যে সামনের কিছু দেখতেও আগে পাইনি।

কুলেই একটু দম নিয়ে আল-আজাদ ফের বললেন—আপনি বোধহয় এ কারণে কসুর নিয়েছেন আমার। তাই আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে অকারণেই ভুল বুঝবেন না। আমার কথায় আমার আদব আখলাক সম্বন্ধে আপনার যদি বিশ্বাস কিছু না আসে, এই মহলে ছোটি মালেকা নামের যে এক শাহজাদী আছেন, তাকেই আপনি মেহেরবানী করে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আপনার আর কোন সংশয় থাকবে না।

আরজুমান্দ বানু বেগমের তখন হাসির বেগ সম্বরণ করা দায় হয়ে পড়েছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে তিনি কোন মতে বললেন—বসুন।

সামনের আসনের প্রতি ইংগিত করলেন শাহজাদী। আল-আজাদ ইতস্ততঃ করে বললেন—জি ?

এবার সশব্দে হেসে ফেলে আরজু বানু বললেন—সেই ছোটি মালেকাই বসতে বলছেন আপনাকে। বসুন—

আল-আজাদের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। তিনি বিহবল কণ্ঠে বললেন—আরে! সেকি ! আপনি ?

www.amarboi.org

ঃ জি, আমি। বসুন।

বসতে বসতে আল-আজাদ বললেন—কি তাজ্জব! তবে যে কুদরত খাঁ বললো, শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানু বেগম সাহেবা তলব দিয়েছেন আমাকে?

ঃ তাঁকে আপনি চেনেন?

ঃ জি—জি। আজকেই তো মোলাকাত হলো তাঁর সাথে।

ঃ কোথায়?

ঃ ঐ আম বাগানে। সেই কথাইতো এতক্ষণ আমি বলছি।

ঃ স্রেফ মোলাকাতই হয়েছে? তিনি কিছু বলেননি আপনাকে?

ঃ জিনা। মুখে কিছু বলেননি। তবে মনে হলো, হাত ইশারায় কি যেন তিনি বলতে চাইলেন আমাকে।

ঃ তবু আপনি তৎক্ষণাৎ সরে গেলেন কেন? কিছুই যে বলার মওকা দিলেন না বা নিজেও কিছু বললেন না।

ঃ এই যে, আপনিও তাহলে শুনেছেন সব। কি বলবো বলুন, তাঁর সাথে তো পরিচয় নেই আমার। এমনিতেই অকস্মাৎ ঘটনা একটা ঘটে গেল। তাঁর সাথে ফের কথা বলে আর একটা কসুর হয়ে যায় যদি?

শাহজাদীর হাসির বেগ দুর্বার হয়ে উঠলো আবার। সবলে হাসি চেপে শাহজাদী বললেন—এই যে এত কথা বলছেন, তাতে কসুর কিছু হচ্ছে না?

ঃ মানে?

পুনরায় সশব্দে হেসে ফেললেন শাহজাদী। হাসতে হাসতে বললেন—আমিই তো সেই শাহজাদী আরজু!

আল-আজাদ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। প্রশ্ন করলেন—কি বললেন?

ঃ আমিই তো শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানু বেগম।

আল-আজাদ দিশেহারা হয়ে গেলেন। থতমত করে বললেন—আপনি!

ঃ জি হ্যাঁ। যার সাথে একটা কথা বললেও কসুর হবে ভাবছেন, তার সাথে তো অনর্গল কথা বলছেন এখন?

ঃ কি কাণ্ড। কি কাণ্ড! আপনিই সেই তিনি?

ঃ কেন, এই যে বললেন, আপনি তাকে চেনেন। সামনা সামনি দেখেও তাকে চিনতে তখন পারলেন না?

বিপুল উল্লাসে আল-আজাদ বললেন—কি করে পারবো? কথাই শুধু শুনেছি। আপনার মুখতো আমি এর আগে কখনও দেখিনি।

বলেই আল-আজাদ শরমিন্দাবোধ করলেন। শাহজাদীও অনেকটা লজ্জা পেলেন এ কথায়। সেই সাথে কিছুটা পুলকিতও হলেন তিনি। বোরকা ঢাকা মুখখানা তাঁর রক্তিম হয়ে উঠলো। একটু থেমে আবার তিনি সহাস্যে বললেন—আজ তাহলে মুখটা আমার দেখলেন?

লজ্জাবনত মস্তকে আল-আজাদ বললেন—জি-জি, আজকেই আমি প্রথম দেখলাম আপনাকে।

ঃ তা দেখবেন তো ঐভাবেই দেখবেন?

ঃ জি?

www.amarboi.org

ঃ লোকটা আপনি সরল-সাধু বলে যত সাফাই-ই গাননা কেন, আসলে কিন্তু অত সাধু নন আপনি।

ঃ মানে?

ঃ এক ধেয়ানে ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন আমার। ভাবখানা এমন যেন, গিলেই খাবেন আমাকে। কি, অমন করে কি দেখছিলেন মুখে আমার?

আল-আজাদ শরমে জড়সড় হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ কথা খুঁজে না পেয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। শাহজাদী আরজু ফের হাসি মুখে বললেন—কি, জবাব কিছু দেবেন তো?

মেঝের দিকে নজর রেখে আল-আজাদ লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—এত সুন্দর দেখতে আপনি? চোখ দিলে আর ফেরানোই যায় না চোখ।

শাহজাদী কপট রোষে বললেন—বটে। তাই বলে ঐভাবেই চেয়ে থাকবেন একটা মেয়েছেলের মুখের দিকে?

সংকুচিত কণ্ঠে আল-আজাদ বললেন—জি-জি, জব্বোর কসুর হয়ে গেছে আমার। এবারের মতো মাফ করে দিন। এমনটি আর কখখনো হবে না।

ঃ আর কখখনো হোক না হোক, সে কথা আমি বলছিনে। আমি বলছি, অত লোকের মাঝে যে ঐভাবে চেয়ে রইলেন আপনি, অন্যেরা তা দেখে কি ভাববে আপনাকে, সেটা খেয়াল হলো না?

ঃ বিশ্বাস করুন, আমার তখন আদৌ কোন হুঁশবুদ্ধি ছিল না। লহমাখানেক বিলকুল আমি বেহুঁশ ছিলাম।

শাহজাদী হেসে বললেন—পাগল।

ঃ জি?

ঃ আপনার মতো এই রকম সব সরল-সহজ লোকগুলোই মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করে বসেন, যা পাগলেও করে না। আর এই জন্যে বিনাদোষেই মুসিবতে পড়েন তাঁরা।

ঃ ঠিক-ঠিক, ঠিক বলেছেন।

ঃ অবশ্য একচেটিয়া দোষ আপনাকে দেবো না। আমারও ক্ষণকাল আপনার দশাই হয়েছিল।

শাহজাদী ফের হাসতে লাগলেন। একটু নড়েচড়ে বসে আল-আজাদ বললেন—তাহলে আপনি কি আমাকে এই জন্যেই—

শাহজাদী তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—না। এ জন্যে আপনাকে ডাকিনি।

ঃ তাহলে?

ঃ এ নিয়ে আপনার কোন কসুর না হলেও, অন্য কসুর আছে আপনার। মস্তবড় অপরাধ।

ঃ অপরাধ!

অভিযোগের কণ্ঠে এবার শাহজাদী বললেন—আপনি লোকটা কি? আমার না হয় ভুলটা হঠাৎ হয়েই ছিল। কিন্তু তাই বলে আপনিও হঠাৎ হারিয়ে যাবেন এইভাবে?

ঃ হারিয়ে গেলাম!

ঃ গেলেনইতো। নাম-ধামটা কিছুই আমাকে না বলে বেমালুম চলে গেলেন

www.amarboi.org

সেদিন। আমি যে আপনাকে বলেছিলাম, এরপর মাঝে মাঝেই আপনাকে দরকার পড়বে আমার? এখন আমি কোথায় খুঁজে বেড়াই আপনাকে?

আল-আজাদ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—এ্যাঁ! তা কথা হলো–ও হ্যাঁ, দরবারে। দরবারে খোঁজ করবেন।

ঃ দরবারে?

ঃ হ্যাঁ। নাম-ঠিকানা বলা হয়নি ঠিকই, কিন্তু আমি তো একদিন বলেছিলাম, আমি শাহী দরবারের সহকারী? দরবারে লোক পাঠালেই তো হদিস পেতেন আমার?

ঃ হদিস পেতাম? দরবারের সহকারী কি একাই আপনি, না আর কোন সহকারী আছেন সেখানে?

ঃ জিনা, অনেক আছেন, অনেক। হরেক রকম কাজতো, দুই পাঁচজনে হয় না। অনেক লোক লাগে।

ঃ তাহলে ঐ অনেকজনের মধ্যে কোনজন আপনি, সে হদিস দেবে কে?

ঃ এ্যাঁ! তাইতো!

আল আজাদ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শাহজাদী সখেদে বললেন—এই সহকারীর হদিস করতে গিয়ে আমাকে যে কি বিব্রত হতে হয়েছে, সে খোঁজ কিছু রাখেন?

ঃ জিনা! কি হয়েছে বলুন তো?

ঃ দরবারের সহকারীর পরিচয়ে তিন তিন বার আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। এই তিন তিন বারই আমার চাকর-নফরগুলো এমন এক একজনকে আমার সামনে এনে হাজির করেছে যে, বিড়ম্বনায় আমি একশেষ হয়ে গেছি। কেন তাকে ডেকেছি, কি তাকে দরকার আমার—এর কোন সদুত্তর ঐ সহকারীদের কাউকেই দিতে পারিনি। স্রেফ 'আপনি নন-আপনি নন'—বলে তিন তিনজনকে তিন তিনবার বিদেয় করতে হয়েছে। আমার অবস্থাটা চিন্তা করে দেখুন তো? ঐ লোকগুলো আমার সম্বন্ধে কি ধারণা নিয়ে গেছে? দরবারের ঐ মামুলী লোকেরা নিশ্চয়ই আমাকে একটা ফালতু বা দিউয়ানা আউরাত ভেবে কত হাসাহাসিই না করেছে আর এখনও করছে?

আল-আজাদ হতবাক হয়ে গেলেন। এদিকে যে এতকাণ্ড ঘটে গেছে, এ সবের কিছুই তিনি জানেন না। এর কি জবাব দেবেন তিনি, স্থির করতে না পেরে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করলেন। এরপর তাঁর খেয়াল হতেই তিনি বললেন—তা যাদের আপনি পাঠিয়েছিলেন, তাদের যদি আমার চেহারাটার বর্ণনা একটু দিতেন—

কথার মাঝেই শাহজাদী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন—আমাকে কি একেবারেই বুরবক আউরাত ভাবেন নাকি আপনি যে, চেহারার কথা না বলেই আন্দাজে আমি লোক পাঠাবো? আপনার চেহারা নিয়ে সবার কাছে অনেক গাহানাই গেয়েছি। দেখতে আপনি বিলকুল রাজপুত্রের মতো, একেবারেই তরুণ তাজা নওজোয়ান, এমন সুদর্শন নওজোয়ান কদাচিত চোখে পড়ে—সব কথাই বলেছি। কিন্তু ফলতো কিছু হয়নি। গায়ের রং যারই একটু ফর্সা উজ্জ্বল দেখেছে, চাকর-নফর গিয়ে তাকেই ধরে এনেছে।

ঃ বলেন কি! এতবড় বেয়াকুফ ওরা?

ঃ এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? বেয়াকুফই যদি না হবে, তাহলে চাকর হয়ে থাকবে কেন ওরা? আপনার মতো জ্ঞানী হলে, ওরাও আপনার মতো বিশেষ ব্যক্তি হতে পারতো?

www.amarboi.org

ঃ এ্যাঁ ! হ্যাঁ-হ্যাঁ। তা একথা আপনার ঠিক।

ঃ শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিয়ে বিলকুল হতাশ হয়ে বসেছিলাম। দয়া করে আপনি যদি নিজেই কখনও আসেন—এইটুকুই শেষ ভরসা ছিল আমার। কিন্তু আপনি তা এলেন না। ফলে, এই আজ আপনাকে দেখেই তো অমনি আপনার পেছনে ছুটতে হলো আমাকে। আর এতে করে আজ আবার আমাকে যা করতে হলো, তাও আর এক নিছকই দৃষ্টিকটু ব্যাপার !

ঃ কি রকম ?

ঃ সঙ্গী সাথী সহকারে হৈ হৈ করে নৌভ্রমণে যাচ্ছিলাম। উপযুক্ত কারণ কিছু না দেখিয়েই সবাইকে ফেলে পথ থেকে ফেরত এলাম আমি। এ নিয়ে তাঁরা আবার কি ভাবছেন, কে জানে ?

ঃ বলেন কি ?

ঃ আপনিই তো তামাম এই অনর্থের মূল। এবার দয়া করে নামটা আপনার বলবেন কি ?

এ প্রশ্নে আল-আজাদ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। নাম আমার আল আজাদ। আল-আজাদ বললে এক ডাকে ঐ সহকারীরা সবাই আমারে চিনবেন।

ঃ আল-আজাদ ? মানে সাকুল্যে স্বাধীন ?

ঃ জি ?

ঃ তাইতো একদম এই কিসিমের স্বাধীন আচরণ আপনার ! কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তা থাকেন কোথায় আপনি ?

ঃ ঐ যে ঐ জনাব খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেবের মকানে।

ঃ যিনি হাদীস শরীফ নকল করছেন ? মানে ঐ ঝিলের ধারে মকান ?

ঃ জি-জি, ঐ মকান।

ঃ কি তাজ্জব ! ঐ মকানের পাশ দিয়েই তো কতবার আমরা বজরায় চড়ে বেড়িয়েছি ! আগে যদি জানতাম—

ঠিক এই মুহূর্তে মেহের বিবি ছুটে এলো। এসেই সে সালাম দিয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—হুজুরাইন, খোদ হুজুরে আলা তালাশ করছেন আপনাকে। খুব নাকি জরুরী।

সালাম নিয়ে আরজু বানু সবিস্ময়ে বললেন—আমাকে তালাশ করছেন দাদু সাহেব ? কোথায় তিনি ?

ঃ হুজুরে আলার খাস কামরায়। হুজুরে আলা বললেন—মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে এসেছে। মাগরিব নামাজ অন্তেই যেন আপনি গিয়ে হাজির থাকেন সেখানে। বিশেষ জরুরী।

ঃ আচ্ছা যাও, তাই থাকবো আমি।

ঃ বিশেষ কিন্তু জরুরী !

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝেছি।

মেহের বিবি বিদেয় হলো। মাগরিবের কথা শুনেই আল-আজাদও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন—তাইতো, বেলা প্রায় ডুবেই গেছে। তা আমাকে আপনি তালাশ করছেন কি কারণে ? কবিতা দেখার জন্যে ?

শাহজাদী আরজু সাগ্রহে বললেন—জি-জি, সেই জন্যেই তো। ইতিমধ্যে পর পর বেশ কয়েকটা কবিতা আমি লিখে ফেলেছি। কি লিখছি, বুঝতে কিছুই না পেরে আপনাকে এই তালাশ করে হয়রান !

www.amarboi.org

ঃ ও আচ্ছা। তা আজকে তো আর—

ঃ না-না, আজ আর এ নিয়ে বসার সময় নেই। আর তাছাড়া শুনলেই তো, খোদ হুজুরে আলার তলব? কি নিয়ে ফের তলব দিলেন, কে জানে?

ঃ তাহলে—

ঃ আর কোন চিন্তা নেই। আপনার নাম ঠিকানা পেয়েছি, এখন আমি সুবিধে মতো ডেকে নেবো আপনাকে।

ঃ বহুৎ আচ্ছা! উঠি তাহলে আজ? মাগরিবের আর দেরী নেই।

ঃ জি আচ্ছা, আসুন—

উভয়েই উঠে পড়লেন। বিদায়ের আগে শাহজাদী সহাস্যে বললেন—অসময়ে তকলিফ দিলাম আপনাকে। এ ছাড়া অনেক কটু কথা বললাম। কিছু মনে করলেন নাতো?

আল-আজাদও হাসলেন। হাসিমুখে বললেন—জিনা-জিনা। চলি তাহলে। আল্লাহ্ হাফেজ!

ঃ আল্লাহ্ হাফেজ!

উভয়েই কামরা থেকে বেরুলেন এবং নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে রওনা হলেন।

মাগরিব নামাজ অন্তেই শাহান শাহর খাস কামরায় আরজু বানুর হাজির হওয়ার কথা। কিন্তু অনিবার্য এক কারণে আরজু বানুর হাজির হতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলো। সেখানে তিনি এসেই দেখলেন, বিলকুল দরবার বসে গেছে। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ফরাশের উপর বসে আছেন শাহান শাহ্। তাঁর সামনেই গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে আছেন কৌজিয়া বানু বেগম এবং নাখোশ দীলে দাঁড়িয়ে আছেন কৌজিয়া বানুর খসম জালালউদ্দীন শর্কী। শাহজাদা ফিরুজও দাঁড়িয়ে আছেন এক পাশে। তবে তাঁর মধ্যে এমন কোন উত্তাপ নেই।

আরজু এসে হাজির হতেই কৌজিয়া বানু বেগম ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, এবার আপনিই বুঝুন দাদু, আপনার হুকুমকেই যে পরোয়া করে না, আমাদের সে ইজ্জত দেবে কি?

জালালউদ্দীন শর্কী ফোঁড়ন কেটে বললেন—উনার তো দাদুর কাছে সাত খুন মাফ! তোমার আমার সে কদর কি দাদুর কাছে আছে? আমরা তো বিলকুল বানের পানিতে ভেসে আসা লোক! আমাদের হাজির হতে বিলম্ব হলে চলবে কেন?

চোখমুখ কালো করে জালালউদ্দীন শর্কী অন্যদিকে তাকালেন। শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ এটা লক্ষ্য করেও করলেন না। এসব কথায় কান না দিয়ে তিনি আরজু বানুকে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার আরজু মান্দ্? আসতে তোমার দেরী হলো কেন?

জালালউদ্দীনকে লক্ষ্য করে আরজু বানু বললেন—দুলাহ্ ভাইয়ের সেই আত্মীয়া, মানে উনার সাথে যে ভদ্র মহিলা এসেছেন, উনি পা পিছলে পড়ে গিয়ে বেকার হয়ে গিয়েছিলেন দাদু। আমার আসার পথেই ঘটনা। মেহমান মানুষ, কাছে কোলেও কেউ নেই। কি আর করি! সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তুলে লোকজন ডেকে তাঁর তদবিরের ব্যবস্থা করে দিয়ে আসতেই এই সামান্য দেরী হলো।

www.amarboi.org

শাহান শাহ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—বলো কি! আঘাত বেশী লাগেনি তো?

আরজুমান্দ্ বানু বললেন—জিনা, তেমন কিছু নয়। পায়ে একটু অল্প আঘাত লেগেছে। আসলে বুড়ো মানুষ তো! আছাড় খেয়েই বেহাল হয়ে গেলেন। দম, কথা বন্ধ। চোখে মুখে পানির ছিটা আর পাখার বাতাস দিতেই ফের তিনি সজীব হয়ে উঠলেন। তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তিনি বিলকুল সুস্থ।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ্!

শাহান শাহ্ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, অথচ আরজু বানু তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করলেন, এ খবরে জালালউদ্দীন বা ফৌজিয়ার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না। তাঁদের অভিযোগ নিয়ে তাঁরা যেমন গোমড়া হয়েছিলেন, তেমন গোমড়া হয়েই রইলেন। বরং জালালউদ্দীন এতে আরো ত্রুটি ধরে বললেন—তা এই জন্যেই শাহান শাহ্র হুকুম খেলাপ হবে, এর কোন যুক্তি নেই।

শাহান শাহ্ নাখোশ হলেন। নাখোশ নজরে চকিতে একবার জালালউদ্দীনের মুখের দিকে তাকালেন। এরপর আরজুকে তিনি বললেন—এরা সবাই তোমার বিরুদ্ধে নালিশ এনেছে, তুমি নাকি এদের সবাইকে চরমভাবে অপমানিত করেছো। কি, ব্যাপারটা কি ঘটেছে?

শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—অপমান! সেকি! আমি তাঁদের অপমান করবো কেন?

ফোঁশ করে উঠে ফৌজিয়া বানু বললেন—করলে না? একগাদা দাসী-বাঁদী আর পাইক-পেয়াদার সামনে আমাদের সবার মুখে চুনকালী মাখিয়ে দিলে, তবু অপমান করা হলো না?

পুনরায় সবিস্ময়ে আরজু বানু বললেন—চুনকালী! একি বলছেন আপনি? বেড়াতে সবাই যাচ্ছিলাম। আমার তেমন ভাল না লাগায় আর একটু কাজ থাকায়, আমি ফিরে এলাম। এতে অপমান করার হলো কি?

জালালউদ্দীন শর্কী সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তা আসবেন কেন আপনি? এতে আমাদের মান থাকলো?

ঃ আরে বাস্‌রে! কোন ঝগড়া নয়, ফ্যাসাদ নয়, আমার গরজে আমি ফিরে এলাম, আর অপমানিত হলেন আপনারা?

জালালউদ্দীন বললেন—যাদের সম্মানবোধ আছে, তারা তাই-ই হয়।

শাহান শাহ্ এদের কথার মাথা মুণ্ডু পেলেন না। তিনি আরজুমান্দকে প্রশ্ন করলে, আরজুমান্দ্ ঘটনা বর্ণনা করে শোনালেন। ঘটনা শুনে শাহান শাহ্ তাজ্জব হয়ে গেলেন। বেড়াতে যেতে ভাল না লাগায়, একজন ফিরে এসেছে পথ থেকে। একেবারেই মামুলী ব্যাপার। এর মধ্যে কোন কসুর বা মান অপমান সম্পর্কিত কোন কিছুই শাহান শাহ্ তালাশ করে পেলেন না। ফলে, নূর মহলকে লক্ষ্য করে তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—তা এই ব্যাপার? আমি ভাবলাম, কি–না–কি গালমন্দ করেছে সে তোমাদের বা তোমাদের কোন কাজে বাধা দিয়ে সবার সামনে হেয় করেছে তোমাদের?

ফৌজিয়া বানু গোস্বাভরে বললেন—তা এইটেই কি কম হলো? ইচ্ছে হলো আর অমনি সে হুট্ করে ফিরে এলো মহলে, দলের সাথে গেল না। দাস-দাসীদের সামনে

www.amarboi.org

মান থাকলো আমাদের ? বিশেষ করে এই শাহী বংশের সম্মানিত একজন দুলাহুমিয়া যে দলে আছেন ?

শাহান শাহ বিব্রত হয়ে বললেন—আরে এটা এমন আসমান ভেঙ্গে পড়ার মতো অপরাধটা তার কি হলো ? এক সাথে যেতে গিয়ে না যাওয়াটা একটু দৃষ্টিকটু হলেও, এটাকে তো চরম কিছু দৃষ্টিকটুও বলা যায় না। একজনের ফিরে আসার গরজ পড়লে, সে ফিরে আসবে না ? এতে মান যাওয়ার কি আছে আর চাকর নফরদের সামনে এ নিয়ে খাটো হওয়ারই বা পেলে কি ? এই ফালতু ব্যাপার নিয়ে একদম নালিশ করতে ছুটে এসেছো ? শাহান শাহর অবসরটা এতবেশী মনে করো তোমরা ?

বিরক্তি ভরে শাহান শাহ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এতে ফৌজিয়া বানু বেগম আরো অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি অভিযোগ করে বললেন—তার মানে ? আরজুর কোন কসুর, কসুরই নয় আপনার কাছে ? ঐ আরজুই আপনার সব ? ওর প্রাধান্যই মেনে নিতে হবে আমাদের ? ওর খেয়াল আর খুশী মতোই এ মহলের সকলকে চলতে হবে ?

ফৌজিয়ার এ অভিযোগ সেরেফ আজকের এই ঘটনার জন্যেই নয়। আরজুর প্রতি শাহান শাহর স্নেহাধিক্যই ফৌজিয়া বানুর এই মর্মপীড়ার কারণ। আজকের এই ঘটনাটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এই ঘটনার সূত্র ধরে আরজুর প্রতি শাহান শাহর স্নেহাধিক্য তিনি খর্ব করতে চান এবং সেই স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু তিনি বুঝতে চান না যে, গায়ের বা মুখের জোরে স্নেহ নামক পদার্থটি আদায় করা যায় না। সে জন্যে ভিন্নতর গুণাবলীর প্রয়োজন।

ফৌজিয়ার কথা শুনে শাহান শাহর বিরক্তি আরো বেড়ে গেল। তিনি অত্যন্ত না-খোশ কণ্ঠে বললেন—তার অর্থ ? তুমি কি বলতে চাও ?

একই রকম অভিযোগ ও খেদের সাথে ফৌজিয়া বানু বললেন—বলার আর রইলো কি ? ঐ আরজুই যখন সব আপনার, আমি যখন কেউই নই, তখন বলে আর হবে কি ?

স্ত্রীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জালালউদ্দীন শর্কী সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আমি আগেই তোমাকে বলেছি, এসব প্রশ্ন তুলে কোন লাভ নেই। কাঠের চেয়ে বাক্লারই মূল্য যেখানে বেশী, সেখানে কথা তুলে না ইযযত পাওয়া যাবে, না মান থাকবে আমাদের ?

জালালউদ্দীন নাতী নন, নাতজামাই। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত জবাব দিতে গিয়ে তাই থেমে গেলেন শাহান শাহ। নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন—আহা ! এত মান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন তোমরা ? সবাই তোমরা স্নেহের পাত্র-পাত্রী আমার। কারো প্রতি অকারণেই আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। কাউকে খাটো করে দেখার বা খোটো করার কোন অভিপ্রায়ও নেই আমার। আরজুর ঐ আচরণেও মানহানী হওয়ার মতো কোন কিছুই নেই। তবু তোমরা অহেতুক অপমানবোধ করছো কেন ?

সৌজন্যের বালাই কিছু না রেখে জালালউদ্দীন শর্কী সদম্ভে বললেন—কেন তা করবো না ? ফৌজিয়া বানু আপনার সরাসরি আপন নাতনী। আপনার নিজ পুত্রের সন্তান। আমিও আপনার সরাসরি আপন নাতজামাই। অথচ আপনার ঐ এক উড়ে আসা নাতনী আমাদের সমীহ করে চলবে না, আমাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রতি গুরুত্ব

www.amarboi.org

দিয়ে চলবে না, উড়ে এসে দম্ভভরে বেড়াবে, এরপরও মান থাকে আমার? যারা মানী লোক তারা মানটাকে অগ্রাধিকার দেবেই।

হায়রে উড়ে আসা! আর হায়রে মানী লোক! পুত্রের তনয়া ফৌজিয়া বানুর ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই মস্তিষ্কের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠা আগুন দাঁতের উপর দাঁত ফেলে চাপতে লাগলেন শাহান শাহ। পুত্র নসরত শাহর মুখের দিকে চেয়েই শুধু, দীলের ক্ষোভ দীলেই তিনি চেপে গেলেন। পরিস্থিতি এমন না হলে, শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর সামনে এইভাবে মানের প্রশ্ন তুলে জালালউদ্দীন শর্কী আজ উঁচু মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না। আর না হোক, সঙ্গে সঙ্গে সেপাই ডেকে শাহান শাহ তাঁকে শাহী প্রাসাদের বাইরে ফিকে দিতেন।

অথচ এমন কিছু দূরের কথা নয়। ঈসায়ী ১৪৯৩ সনে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাঙ্গালার তখতে আরোহণ করেন। তার বছর খানেক পরেরই ঘটনা। শত্রুতার সূত্র ধরে দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদী জৌনপুর আক্রমণ করলেন। জালালউদ্দীন শর্কীর পিতা ও জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মিস্‌মার হয়ে গেলেন। রণক্ষেত্রে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে তিনি ময়দান থেকে পালিয়ে এলেন এবং সিকান্দর লোদীর ভয়ে স্ত্রী-পুত্র সহকারে প্রাসাদ ছেড়ে পথে এসে নামলেন। কিন্তু সিকান্দর লোদী তবুও তাঁকে ছাড়লেন না। তাঁর রাজ্য প্রাসাদ তামামই দখল করে নিয়ে দিল্লী মুলকের সীমানা বাঙ্গালা মুলুকের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত টেনে আনলেন এবং হোসেন শাহ শর্কীকে তাড়া করে ফিরতে লাগলেন। তাড়ার পর তাড়া খেয়ে হোসেন শাহ শর্কী অবশেষে নিজ মুলুক জৌনপুর ত্যাগ করে আশ্রয়ের সন্ধানে নানাস্থানে ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু দিল্লীর শক্তির ভয়ে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহসী হলেন না। সবশেষে হোসেন শর্কী বাঙ্গালা মুলুকে চলে এলেন এবং বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ মহৎ দীলের মানুষ। সিকান্দর লোদীর পরাক্রম সবিশেষ জেনেও তিনি এই শরনার্থীকে ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। দিল্লীর হামলার ঝুঁকি নিয়েই হোসেন শাহ শর্কীকে তিনি রাজকীয় মর্যাদায় গ্রহণ করলেন এবং আশ্রয় দিলেন। ফলাফল যা হবার তাই হলো। অচিরেই বাঙ্গালা মুলুক দিল্লী কর্তৃক আক্রান্ত হলো। হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রয় দেয়ার খবর পেয়ে দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদী হুংকার দিয়ে উঠলেন এবং বিশাল এক বাহিনী দিয়ে সেনাপতি মাহমুদ খান ও মুবরাক খান লোহানীকে বাঙ্গালা মুলুক আক্রমণ করতে পাঠালেন। বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহও তৈরী ছিলেন এজন্যে। তিনি জানতেন, পলাতককে আশ্রয় দিয়ে দিল্লীর দুষমনি তিনি সেধে ঘাড়ে নিয়েছেন। এর মোকাবিলা করতেই হবে তাঁকে। তাই খবর পেয়ে তিনিও এক বিশাল বাহিনী সুসজ্জিত করলেন। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্ধর্ষ লড়াইয়া শাহজাদা দানিয়েল তখন জীবিত। তিনি সবিক্রমে এসে বাঙ্গালার বাহিনীর সৈনাপত্যে দাঁড়ালেন এবং বাঙ্গালার বাহিনী নিয়ে দিল্লীর ফৌজের বিরুদ্ধে দুরন্ত বেগে ছুটলেন।

বিহারের রাঢ়ে উভয় পক্ষের ফৌজ মুখোমুখী হয়ে গেল। বাঙ্গালার ফৌজের দুরন্ত প্রকৃতি ও বিশালতা দেখে দিল্লীর সেনাপতিরা সবিশেষ ঘাবড়ে গেলেন। তাঁরা আর তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে এগিয়ে এলেন না। অদূরে ছাউনি ফেলে চিন্তা-ভাবনা করতে

www.amarboi.org

লাগলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিকে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে না দেখে শাহজাদা দানিয়েলও আপাততঃ ছাউনি ফেলে বসলেন এবং দুশমনের অবস্থান, গতিবিধি ও তাদের সামরিক শক্তির সন্ধান নিতে লাগলেন।

বিহারে তখন দুর্ভিক্ষ। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বিহারে তখন নিদারুণ খাদ্যাভাব বিরাজমান ছিল। দিল্লীর ফৌজে আগেই অনেকটা খাদ্য ঘাটতি ছিল। এই দুর্ভিক্ষের ফলে, এখানে এসে আদৌ কোন খাদ্য সংগ্রহ হলো না। এবং দিল্লীর শিবিরে অচিরেই চরম খাদ্যাভাব দেখা দিল। দিল্লী অনেক দূরে। সেখান থেকে খাদ্য আসার সম্ভাবনাই ছিল না। এতে করে, লড়াই করা পড়ে মরুক, বিশাল সৈন্যদলের প্রাণ ধারণের উপযোগী রসদের অভাবে দিল্লীর শিবিরে শিগ্গিরই হাহাকার পড়ে গেল।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে শাহজাদা দানিয়েল তৈয়ার হয়ে গেলেন। দিল্লীর শিবির আক্রমণ করার ইরাদা নিয়ে তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনী দাঁড় করিয়ে দিলেন। কিন্তু তবুও লড়াই হলো না। বাঙ্গালার ফৌজের মতিগতি লক্ষ্য করে আঁতকে উঠলেন দিল্লী ফৌজের সেনাপতিরা। নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাতের অন্ধকারেই ছাউনি তুলে পড়িমড়ি তাঁরা দিল্লীর দিকে ছুটলেন। এই লজ্জা ও ব্যর্থতার গ্লানী ঢাকা দেয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে পৌঁছেই তাঁরা রটনা করে দিলেন যে, উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হওয়ার ফলেই তাঁরা বিনাযুদ্ধে ফিরে এলেন। কোন পক্ষের শত্রুকে কোন পক্ষই আর কখনও আশ্রয় দেবে না, এই হলো এই সন্ধির শর্ত।

এই মিথ্যাচারকে উলঙ্গ করে দিয়ে বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ তাঁর আশ্রিত হোসেন শাহ শর্কীকে সপরিবারে আশ্রয় দিয়ে রাখলেন এবং দিল্লীর ফৌজের পশ্চাদ্ধাবনের পর, শাহজাদা দানিয়েল দিল্লী অধিকৃত বিহারের প্রায় অর্ধেকটাই দখল করে নিলেন।

এ ঘটনা বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর মসনদ লাভের পর পরের ঘটনা। দিল্লীর ফৌজ ঐ যে ফিরে গেলো, সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছরকাল শাসনামলে দিল্লীর ফৌজ আর কখনও বাঙ্গালার দিকে আসেনি, এমনকি বিহারের অর্ধেকটা বেদখল হওয়া সত্ত্বেও।

এরপর বাঙ্গালার সুলতান রাজ্য হারা মেহমানদের বাঙ্গালা রাজ্যে সসম্মানে অবস্থানের জন্যে ভাগলপুরের নিকটবর্তী কহল গাঁও (খিলগাঁও)-এ স্থান নির্ধারণ করলেন এবং রাজকীয় সম্মানে কহল গাঁও-এ তাঁদের পুনর্বাসন করলেন। হোসেন শাহ শর্কী আজ বেঁচে নেই। কিন্তু সেই থেকে তাঁর পরিবারবর্গ আজও কহল গাঁওয়েই আছেন।

জৌনপুরের রাজ্য হারা সুলতান হোসেন শাহ শর্কী সৎব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আচরণে বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ প্রীত হন এবং উভয়ের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠে। এর ফলে, তাদের এই আশ্রয়দান কায়েমী ও নিশ্চিত করার খাতিরে শাহজাদী ফৌজিয়া ও তাঁর পিতা শাহজাদা নসরত শাহর সম্মতিক্রমে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, হোসেন শাহ শর্কীর পুত্র এই জালালউদ্দীন শর্কীর সাথে নূর মহলের শাদি দেন এবং এই শরনার্থীদের আত্মীয় করে নেন।

এই হলেন জালালউদ্দীন শর্কী। রাজ্য হারা হয়ে কত বিখ্যাত শাহানশাহ ও সুলতান মান তো দূরের কথা, প্রাণটাই তাঁদের তাঁরা রক্ষা করতে পারেননি। তাঁরা ও তাঁদের পরিবারবর্গ নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে গেছেন। এমনকি এই সুলতান আলাউদ্দীন

www.amarboi.org

হোসেন শাহরই এক কালের মুনিব পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শেষ সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ্ শাহ্ যখন হাবসীদের হাতে অতর্কিতে নিহত হলেন এবং মসনদ যখন হাবসীদের কবজাগত হলো, তখন তাঁর বেগম ও ফুটফুটে শিশু পুত্রটিও হেফাজতির অভাবে কোথায় গিয়ে অসহায়ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন, সে খবর আলাউদ্দীন হোসেন শাহও জানেন না। অথচ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর দয়ায়, বদান্যতায় ও মহত্ত্বে সপরিবারে এই জালালউদ্দীন শর্কীর মান ও প্রাণ উভয়ই সুরক্ষিত হয়েছে। এহেন অবস্থায়, এতটুকু লজ্জাবোধ আর কাণ্ডজ্ঞান থাকলে, এই মহাপরাক্রম সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর সামনে মানের বড়াই জালালউদ্দীন শর্কী কখনও করতে পারতেন না।

জালালউদ্দীনের কথা শুনে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বাকশক্তিও ক্ষণিকের তরে হারিয়ে ফেললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কিছুই বলতে না পেরে হতভম্ব অবস্থায় বসে রইলেন চুপচাপ। ক্রমেই তাঁর মুখমণ্ডলে এক অস্বাভাবিক কাঠিন্য নেমে এলো। যে কথা তিনি বলতে চান না, সেই কথাটাই বলতে শেষে বাধ্য হলেন তিনি। গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং অত্যন্ত গম্ভীর ও স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন —দেখো এত অল্পতেই মান নিয়ে এত অস্থির হও যদি, তাহলে তুমি অতপর কহল গাঁও-এ গিয়ে বসবাস করতে পারো বা আমার সীমানার মধ্যে থাকতেও যদি মান সম্মানে বাধে তোমার, তুমি যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারো—

তাঁর কথার মাঝেই চমকে উঠে ফৌজিয়া বানু বললেন—দাদু- ফৌজিয়া বানুর কথায় আদৌ কোন কর্ণপাত না করে জালালউদ্দীনের উদ্দেশ্যে একই মেজাজে সুলতান তাঁর বক্তব্যের শেষ অংশটুকু বললেন—মান তোমার এত ভঙ্গুর হয় যদি, তা হেফাজত করার সাধ্য আমার নেই। সে দায়ও আমার নেই।

সুলতানের মুখাকৃতি ইস্পাতবৎ শক্ত হলো। নিজ গতিতে চলার পথে অকস্মাৎ সর্প দৃষ্টবৎ এবার থমকে গেলেন জালালউদ্দীন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চমকে উঠে বললেন—দাদু—

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একই কণ্ঠে সুলতান সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন—সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব এখন তোমার।

ফৌজিয়া বানু বেগম আবার মরিয়া হয়ে বললেন—দাদু, একি বলছেন আপনি!

সুলতান আর কোনই জবাব দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যেমন শক্ত হয়েছিলেন তিনি, তেমনই শক্ত হয়েই বসে রইলেন।

এতক্ষণে জালালউদ্দীনের হুঁশের উদয় হলো। সুলতানের কাছে বরাবর অসামান্য স্নেহ খাতিরই পেয়ে আসছেন জালালউদ্দীন। এতবড় শক্ত কথা সুলতানের মুখ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে আগে কখনও বেরোয়নি। এই সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর মেজাজ তিনি সবিশেষ জানেন। অত্যন্ত সহিষ্ণু ব্যক্তি সুলতান। উদার ও স্নেহশীল। কিন্তু মেজাজ তাঁর কোন ক্রমে একবার যদি বিগড়ে যায়, আর তাতে করে একবার যদি বদ হুকুম করে বসেন, তা রোধ করার সাধ্য এই বাঙ্গালা মুলুকে দুসরা কারো নেই, তাঁর শ্বশুর শাহজাদা নসরত শাহরও নয়।

শাহান শাহর কথায় আঁতকে উঠলেন জালালউদ্দীন শর্কী। তাঁর মুখমণ্ডল পাংশু হয়ে গেল। সত্যিই যদি সুলতান কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তার গতি কি?

www.amarboi.org

শাহান শাহর আশ্রয়ের বাইরে কোথাও আর তাঁর কোন চাল-চুলা নেই। শাহান শাহর স্নেহ-মুহব্বত হারালে, শ্বশুর সাহেবের কাছেও আর ভরসা কিছু নেই। কারণ, ফৌজিয়া আর তাঁর প্রতি যত দরদ সুলতানের, তার অর্ধেকটাও শ্বশুরের মধ্যে কখনও তিনি দেখেননি। হুঁশের উদয় হতেই তিনি বুঝলেন, ঝোঁকের মাথায় অনেক পানি ঘুলিয়েছেন ইতিমধ্যেই।

আসলেই জালালউদ্দীন শর্কী একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন হুঁশ-কাটা মানুষ। জ্ঞানবুদ্ধি কম। অবিন্যস্ত আদব-আখলাক নিয়ে তিনি দকের উপর চলেন। স্থান-কাল-পাত্রের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো যথেষ্ট ধীশক্তি তাঁর ছিল না। তাপ পেলেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেন তিনি। আহম্মকীর কথা তখন আদৌ কিছু না ভেবে বাহাদুরী জাহিরে তৎপর হয়ে পড়েন। স্ত্রী ফৌজিয়া বানু বেগমের মর্মপীড়ার সাথে তিনি নিবিড়ভাবে পরিচিত এবং নিজের অনেকটা অজ্ঞাতেই তিনি সেই পীড়ায় আক্রান্ত। ঠিক স্ত্রৈণ বলা না গেলেও স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য তার অপরিসীম। স্ত্রীর চালনায় চালিত হতে অধিক তিনি অভ্যস্ত। মানের এই প্রশ্নটাও নিজস্ব প্রশ্ন নয় তাঁর। এ প্রশ্নটা মূলত তাঁর স্ত্রীর। ফলে, নিজের ভেতরে প্রদাহ কিছু থাক না থাক, স্ত্রীর তাপেই তিনি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং স্ত্রীর তালে তাল মিলিয়ে উষ্মা ও ওজন জাহির করছিলেন। এতে করে কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে স্থান-কাল-পাত্রের কথা ভুলে তিনি এমন এক আবর্তের পয়দা করে ফেললেন, যা থেকে বেরিয়ে আসা এখন তাঁর দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। শাহান শাহর এই চরম বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এখন তিনি কি করবেন বা কি বলবেন—ঠাহর করতে না পেরে স্ত্রী ফৌজিয়া বানুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কেবলই থতমত করতে লাগলেন।

ফৌজিয়া বানুর মুখমণ্ডলও বিবর্ণ হয়ে গেল। কেঁচো খুঁড়তে এসে হঠাৎ করে এইভাবে সাপ বেরিয়ে পড়ায়, ক্ষণিকের তরে তিনিও দিশেহারা হয়ে গেলেন। কিন্তু ফৌজিয়া বানু চালাক মেয়ে। তৎক্ষণাৎ তিনি সামলে নিলেন নিজেকে। পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার মতলবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুর বদল করলেন। গোমড়া মুখে হাসির রেখা টেনে তিনি বললেন—আরে। সেকি দাদু ? সত্যি সত্যিই তাই বলে আমাদের উপর গোস্বা হলেন আপনি ?

শাহজাদা ফিরুজ সেই এসে অবধি এতক্ষণ চুপচাপই ছিলেন। অভিযোগটা শুরু থেকেই তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর কিয়দ্দূরে অবস্থিত একটা কুরসীতে গিয়ে বসে তিনি চুপচাপ এঁদের কথা শুনছিলেন। আর সইতে না পেরে তিনিও এবার সক্রোধে বললেন—না, গোস্বা হবেন না সোহাগ করবেন ! কেমন লোক তোমরা ? কি নিয়ে এলাম আর তোমরা এসব কি শুরু করলে ?

ফাঁক পেয়ে ফৌজিয়া বানু তৎক্ষণাৎ বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো ? আসলে দাদু কথায় কথায় আমরা অন্য মনোক্ষ হয়ে অন্যদিকে সরে গেছি। মানের কথাটা স্রেফ একটা কথার কথা মাত্র। ওটা আমাদের কোন বড় কথাই নয়। বলতে না জেনে ঝোঁকের মাথায় আমিও কি সব উল্টাপাল্টা বলে ফেললাম আর উনিও আরো বলতে না জেনে কথাটাকে উগ্র করে ফেললেন। আমাদের বেয়াদবী হয়েছে দাদু। আপনি আমাদের মাফ করে দিন।

শাহান শাহ পূর্ববৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বটে !

ফৌজিয়া বানু বললেন—জি দাদু, জি। কথাটা আমার আসলে এই আরজুটার ইদানিং কালের চালচলনটা নিয়ে। আমাদের নিজেদের নিয়ে কথা। একান্তই আপনজনের ব্যাপার। এর মধ্যে মানের প্রশ্ন এমন কোন বড় প্রশ্ন হবে কেন ?

www.amarboi.org

এবার জালালউদ্দীনও এই ফাঁকে নরম কণ্ঠে বললেন—জি-জি। আসল কথা এইটেই দাদু। বলতে না জেনে কসুর করে ফেলেছি। আপনি আমাদের মাফ করে দিন।

ফৌজিয়া বানু আরও একধাপ উপরে গিয়ে বললেন—আপনি জানেনই তো দাদু, আপনার এই নাত্‌জামাইটা একটু পাগলাটে ? জেনে শুনে আমাকে এই পাগলের হাতেই দিয়েছেন। এখন যদি পাগলের উপর গোস্বা হন, তো আমি দাঁড়াই কোথায় ?

ফৌজিয়া বানু হাসতে লাগলেন। শাহান শাহ তাঁর দিকে মুখ ফেরাতেই ফৌজিয়া ফের হাসি মুখে বললেন—আমার অবস্থা তো তাহলে না ঘরকা না ঘাটকা।

বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ একেবারেই নির্বোধ নন। জালালউদ্দীনের হুঁশ-আক্কেল কিছুটা যে কম, তা তিনি অনেক আগেই অনুধাবন করেছেন। কিন্তু ফৌজিয়া বানুর হুঁশ বুদ্ধি যে আদৌ কিছু খাটো নয়, স্বার্থজ্ঞান তাঁর যে খুব টনটনে, শাহান শাহ তাও জানেন। কাজেই, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ফৌজিয়া যে চাল বদল করলেন, শাহান শাহর দৃষ্টি তা এড়ালো না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি আর চুপ থাকতে পারলেন না। বাইরের কিছু ব্যাপার নয়, এটা তাঁর নেহায়েতই পরিবারিক ব্যাপার। সুতরাং জিদটা কিছু খাটো করে শাহান শাহ প্রশ্ন করলেন—কেন, আরজুকে নিয়ে অন্যায়ভাবে এই যে এতক্ষণ এত ধূলো ছেঁটালে, এগুলোও কি ঝোঁকের মাথার ব্যাপার ? এসবও কি অন্যমনোস্ক হয়েই তোমরা বলেছো—এটা বলতে চাও ?

সুচতুরা ফৌজিয়া সাথে সাথেই বললেন—জিনা দাদু, জিনা। আরজুর উপর অভিযোগ আমাদের মিথ্যা নয়। আমরা তো ঐ নিয়েই এসেছি। আরজুটা বড় বেয়াড়া হয়ে গেছে, অভিযোগ আমাদের এইটে। কিন্তু কথাটা একটু উল্টাপাল্টা হয়ে যাওয়ার জন্যেই না—

কপট শরমিন্দাভাব প্রকাশ করে ফৌজিয়া বানু মাথা নীচু করলেন এবং আঁড়চোখে ও অলক্ষ্যে স্বামীর দিকে তাকালেন। স্ত্রীর ইংগিত বুঝতে পেরেই জালালউদ্দীন সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—জি দাদু, জি। এই আরজুটা বেয়াড়া হয়ে গেছে। এই অভিযোগ নিয়েই আমরা এসেছি।

নাখোশ কণ্ঠেই সুলতান ফের বললেন—বেয়াড়া হয়ে গেছে মানে ?

জালালউদ্দীন না বুঝেই তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—জি-জি, জবেোর বেয়াড়া হয়ে গেছে। ওকে শাসন করার দরকার, না কি বলেন ভাই সাহেব ?

তিনি শাহজাদা ফিরুজের সমর্থন কামনা করলেন। কারণ, তিনি জানতেন, শাহজাদা ফিরুজের অভিযোগটা এই ধরনের একটা কিছু। এই 'বেয়াড়া' শব্দটাও ঐ শাহজাদা ফিরুজেরই।

শাহান শাহ ফিরুজের দিকে চাইতেই শাহজাদা ফিরুজ এবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা ধরলেন আর এতে করেই পরিস্থিতিটা হাল্‌কা হয়ে এলো। কুরসী থেকে উঠে শাহজাদা ফিরুজ সামনে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন—হ্যাঁ দাদু, ওকে একটু শক্ত করে শাসন করা দরকার। সত্যিই ও বড্ড বেয়াড়া হয়ে গেছে।

বিস্মিত কণ্ঠে শাহান শাহ বললেন—বেয়াড়া হয়ে গেছে ! বেয়াড়া বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছো তোমরা ?

শাহজাদা ফিরুজ বললেন—মানে ওর মাথায় বোধহয় কিছুটা গোলমাল দেখা দিয়েছে।

www.amarboi.org

ঃ গোলমাল।

ঃ ওর চালচলনটা ইদানিং একেবারেই অসামাজিক হয়ে পড়েছে। নিজের ভাবে, নিজের খেয়ালে ও যে কখন কি করছে, তার দিশে পাওয়া দুষ্কর। কারো কথায় কান না দিয়ে, কারো সাথেই কোন রকম সঙ্গ-সংশ্রব না রেখে ও এখন স্রেফ নিজের মধ্যেই তন্ময় থেকে পৃথক হয়ে চলছে। নিজের খেয়াল-খুশী মতোই যা ইচ্ছে করছে—যেদিকে ইচ্ছে যাচ্ছে।

ঃ বলো কি!

ঃ এর উপর আবার কবিতা লেখার বিমার। মনে হয় ঐটেই সব নষ্টের মূল। সেদিন তো এ নিয়েই আমি আপনার সাথে কথা বলতে গেলাম, আপনি তাতে গুরুত্বই দিলেন না।

ঃ তাই নাকি?

ঃ ওর চেহারার দিকে ভাল করে তাকিয়ে একবার দেখুন তো? সময় মতো গোছল নেই, খাওয়া নেই, হাসি-খুশী হৈচৈ নেই, দিনরাত ঐসব নিয়ে আওয়ারা হয়ে থেকে থেকে সুরাতটা কি বেগুনপোড়া বানিয়েছে দেখুন তো?

শাহান শাহর মুখে এবার সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি এবার অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন—আওয়ারা?

ঃ বিলকুল আওয়ারা। হুঁশবুদ্ধি তার আসলেই যে ঠিক মতো কাজ করছে না, ওর কাণ্ডকারখানা দেখলেই তা বোঝা যায়। এক এক সময় এমন এক এক কাজ করছে, যা দেখলে, আওয়ারা ছাড়া কিছুই আর তখন ভাবা যায় না ওকে।

ঃ কি রকম?

ঃ এই আজকেই দেখুন, হাসি খুশীতে যেতে যেতে পথের মধ্যে হঠাৎ যেই এক অচেনা লোক সামনে পড়লো, আর অমনি মাথায় তার গোলমাল দেখা দিল। আব্রু-পর্দা কিছু নেই, মুখের ঢাকনা না ফেলেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে হা করে তার দিকে চেয়ে রইলো।

ঃ সে কি!

ঃ বিশ্বাস না হয়, এই ফৌজিয়াকেই জিজ্ঞেস করুন। ওরা তো তখন একসাথেই ছিল।

জিজ্ঞেস করতে হলো না। এমন মওকা ফৌজিয়া বানু কস্‌কে যেতে দেবেন, সে আউরাতই তিনি নন। সুলতান কিছু না বলতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠে বললেন—জি দাদু, একদম সাচ্চা কথা। শুধুই কি চেয়ে থাকা? দেখলেই আপনি বুঝতে পারতেন, একদম যেন গিলে খাবে লোকটাকে। ছি-ছি-ছি! এক গাদা দাসদাসীর সামনে শরমে আমার মাথা কাটা গেল।

জালালউদ্দীনের মাথাও ফের গরম হয়ে গেল। স্ত্রীর তাপে তপ্ত হয়ে উঠে তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—এরপরও তো কথা আছে! সেখানে আমরা যেতেই আবার কি দেখলাম? দেখলাম, শরম পেয়ে আর আমাদের ভয়ে লোকটা পালিয়ে যাচ্ছে। তাকে পালিয়ে যেতে দেখেই আরজুমান্দ্ বানু বেগম সাহেবা তার পেছনে ছুটলেন!

পুনরায় শাহান শাহ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—ছুটলেন!

জালালউদ্দীন শরীর জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললেন—জি। তা, কথা হলো, কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন সেদিকে।

www.amarboi.org

সুলতান বললেন—মানে ?

জবাব দিলেন ফিরুজ শাহ। তিনি বললেন—এর কিছুই মানে নেই। ঐযে বললাম—আওয়ারা, ব্যাপারটা ঠিক তাই। পথের লোক পথেই পড়ে রইলো, হুঁশ ফিরতেই সে আবার আমাদের সাথে চলতে লাগলো। বিলকুল তখন ঠিকঠাক।

শাহান শাহর চোখের ভ্রূ তবুও একটু কুঁচকে গেল। তিনি প্রশ্ন করলেন —লোকটা তাহলে কে ?

শাহজাদা ফিরুজ তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন—কেউ নয়, কেউ নয়। মামুলী এক পথিক। আমাদের দপ্তরেই কোথায় যেন দেখেছি। মামুলী কোন নকরী-নফরী করে বোধহয়। আরজুকে যে সে কখনো দেখেনি বা চেনে না, তার ভাব দেখেই তা বোঝা গেল। আসলে এসব বিলকুলই তার ঐ খেয়ালী মগজের কারবার। যেতে যেতে আবার কি তার খেয়াল চাপলো, অম্‌নি ফের জিদ ধরলে, আর বেড়াতে যাবো না। ব্যস্‌ ! গেলই না আর !

ঃ আচ্ছা !

ঃ আগে তবু যা বলতাম তা শুনতো। অনেক সময় নিজেই এসে গল্প-আলাপ জুড়ে দিতো, ফাইফরমায়েশও খেটে দিতো। এখন একদম উল্টো কারো কোন কথাই সে আর গায়ে মাখে না একটুও। কোন বাধা নিষেধ শুনে না। একেবারেই আপন ভাবে মশগুল।

ঃ তাই ?

ঃ এক সাথে এক মহলে থেকে ও যদি এইভাবে একদম এড়িয়ে চলে সবাইকে, কাউকে কোন পাত্তাই যদি না দেয় বা পরোয়াই কিছু না করে, তাহলে মেজাজটা খারাপ হয় না কার ?

ফৌজিয়া বানু লুফে নিলেন কথাটা। বললেন—ঐ কথাই–ঐ কথাই। নালিশটা আমাদের ঐটেই দাদু। আমাদের না হয় পরোয়া না করবে, না করো। আমরা না হয় আলতু ফালতু দূরের লোক। কিন্তু ভাইজান ? ভাইজান তো আর তা নন ? আজ বাদে কাল ঘর করবে যার তুমি, তামামজনের মধ্যে যে জন একান্তই আপনজন হবে তোমার, তার সাথেও এই আচরণ করলে, আফসোসে পেরেশান হয় না কে ?

নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে আরজু বানু এতক্ষণ কিছুটা কৌতুকের সাথেই এদের অভিযোগ শুনছিলেন। এর মাঝে ফৌজিয়া বানু হঠাৎ করে এসব কথা শুরু করায় শরমে তিনি সংকুচিত হয়ে গেলেন। শাহজাদা ফিরুজও এতে অত্যন্ত বিব্রতবোধ করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—আহ্‌ ! এসব কি ফালতু কথা শুরু করলে আবার !

একটুও না দমে ফৌজিয়া বানু আরো অধিক জোশের সাথে বললেন—ফালতু কথা কিসের ভাইজান ? ফালতু কথা হবে কেন ? এটা একদম দিন বরাবর স্পষ্ট কথা। ঐ আরজুর সাথেই শাদি হবে আপনার, এ মহলের কে না এটা জানে ? দাদু সাহেবের এ উম্মিদ তো আজকের নয়, অনেক আগে থেকেই এ ফায়সালা করে রেখেছেন তিনি। ঠিক কথা নয় দাদু ?

আরজুমান্দ্‌ বানু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—দাদু, আমি চললাম—

খেয়াল হতেই শাহান শাহ্‌ বললেন—এ্যাঁ ! যাবে ?

সঙ্গে সঙ্গে ফৌজিয়া ফের খোঁচা দিয়ে বললেন—কেন, যাবে কেন ? ভাইকে আমার পছন্দ হয় না ? এর চেয়েও উম্‌দা কোন বাদশাহজাদার খোয়াব দেখো তুমি ?

www.amarboi.org

অত্যন্ত বিরক্তিভরে আরজুমান্দ্ বানু বললেন—দাদু, এসবের মধ্যে নেই আমি। আমার বেয়াদবী মাফ করবেন।

আরজু বানু রওনা হতে গেলেন। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সুলতানও বললেন—আচ্ছা যাও—

আরজু বানু বিদ্যুৎ বেগে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফৌজিয়া বানু হৈ হৈ করে উঠলেন—সেকি ! কথা তো শেষই হয়নি আমাদের ? ও চলে গেল মানে ?

জ্বলে উঠলেন শাহজাদা ফিরুজ শাহ। তিনি সক্রোধে ও তিক্ত কণ্ঠে বললেন—না যাবে না, তোমার এই খিস্তিপনা শোনার জন্যে ও এখানে বসে থাকবে ! সাব্বাস তোমার রুচি আর মনোবৃত্তি। কখন যে কিসব আজগুবি প্রসঙ্গ টেনে আনছো পর পর, যা দেখলে সত্যি সত্যিই আগুন ধরে গায়ে। কিযে তোমার মতলব, কি যে তোমার প্যাঁচ, আর কোনভাবে কোন কায়দায় কোন ঝাল যে ঝাড়ছো তুমি, দাদু কিছু না বুঝলেও আমার একদম ঘেন্না ধরে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ফৌজিয়া বানু প্রতিবাদ করে বললেন—ভাইজান—

তাঁর কথায় কান না দিয়ে রুষ্ট কণ্ঠে বলেই চললেন শাহজাদা—দূর-দূর ! যে কথা বলতে এলাম, নিজেদের মতলব হাসিলের তালে থেকে তোমরা সেসব কিছুই বলতে দিলে না। থাকো, মতলব হাসিলই করো তোমরা। যত বিষ আছে সব এক সাথে উগ্‌ড়ে দাও। আমিও চললাম দাদু। আমারও কোন বেয়াদবী নেবেন না। আমারি শেষ কথা হলো, হয় ওকে কবিতা লিখা ছাড়ান, নয় পাকাপোক্তভাবে ঐ কাজেই বসিয়ে দিয়ে ওর স্বাস্থ্য শরীর ঠিক রাখার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এইভাবে চললে ওর স্বাস্থ্য-মগজ দুইটেই বিগড়ে যাবে, এটা আপনাকে আবার আমি বলে গেলাম।

কামরা থেকে গট গট করে বেরিয়ে গেলেন শাহজাদা ফিরুজ শাহ। গোস্বা হওয়ার পরিবর্তে শাহান শাহ এতে বরং খুশীই হলেন মনে মনে। হতভম্ব ফৌজিয়া আর জালালউদ্দীন এক সাথে বললেন—সেকি !

শাহান শাহ আবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ঢের হয়েছে। এবার তোমরা এসো দেখি। আমার কাজ আছে।

দুইজনই ফের এক সাথে বললেন—তার মানে !

তাকিয়া ছেড়ে উঠতে উঠতে শাহান শাহ বললেন—দীলটা আরো সাফ করো আর আদব-কায়দা আরো কিছু রপ্ত করতে শেখো।

অতপর শাহান শাহ্ আর কিছুই বলার সুযোগ দিলেন না তাঁদের। বাধ্য হয়ে তারাও কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। আরজু বানুকে জব্দ করতে এসে তাঁরা নিজেরাই এই যে আজ এইভাবে জব্দ হয়ে গেলেন, আদি পীড়ার সাথে এই নিদারুণ মর্মপীড়া দীলে তাঁদের অক্ষয় হয়ে রইলো।

৪

—লাকড়ি চাই, লাকড়ি ? এই যে শুকনো লাকড়ি। লাকড়ি লেবেন গো, লাকড়ি—

সকাল সন্ধ্যা সর্বক্ষণ লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে নবদ্বীপ শহরের অলিগলি সর্বস্থানে নিরলস ঘুরে বেড়ায় এক মাঝ বয়সী লাকড়িওয়ালা। কাঁধের উপর কুঠার,

www.amarboi.org

মাথায় মোটা পাগড়ি আর মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। চেহারা তার উস্কোখুস্কো, আচ্ছাদনে দারিদ্রের সুস্পষ্ট ছাপ। স্থানীয় এক লাকড়ি ব্যবসায়ীর আড়ত থেকে সস্তাদামে কিনে চড়া দামে বেচার আশায় প্রতিদিন সে ঘুরে বেড়ায় শহরবাসীদের দ্বারে দ্বারে। কোন কোন দিন বেচাকেনা তার জমজমাট হয়ে উঠে, কোনদিন ফের দুই এক বোঝা বেচতেই গোটা দিন উৎরে যায়। দরাদরির নামে ক্রেতাদের গালমন্দ আর পথচারীদের কটুকথা হরওয়াক্তই হজম করতে হয় তাকে। এগুলোই এ কাজের নিত্যদিনের ব্যাপার। এসব দিক দেখতে গেলে এ কারবার চলে না। তাই, কারো কোন তিরস্কারই গায়ে মাখে না লাকড়িওয়ালা। আধ ময়লা কাপড়ের পুরুষ্টু এক বেঁড়ে 'সদৃশ' পাগড়ির উপর চেলা কাঠের বোঝা নিয়ে প্রতিদিন সে ঘুরে আর হাঁকে —লাকড়ি চাই, লাকড়ি?

আজও সে বেরিয়েছে প্রত্যুষেই। লাকড়ি নিয়ে পথে পথে ঘুরছে আর হাঁকছে। নবদ্বীপ শহরটি গঙ্গা নদীর (ভাগীরথীর) একদম তীরের উপর। লম্বা-লম্বি তীরে অগ্রণিত ঘাট। ঘাটে ঘাটে হাজার হাজার পুর্ণ্যার্থীর ভিড়। গঙ্গা স্নানে যাচ্ছে কেউ, কেউ আসছে স্নান সেরে। অধিকাংশরাই তীর বরাবর জটলা করে দাঁড়িয়ে গল্পালাপে মশগুল। এই নদী তীরের উপর দিয়েই এদিক থেকে শহরে ঢোকার পথ।

ভিড় এড়িয়ে এড়িয়ে সতর্ক লাকড়িওয়ালা এই পথে হাঁটছে। সতর্কতা সত্ত্বেও লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে একদল পুর্ণ্যার্থীর সামনে পড়ে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠলেন পুর্ণ্যার্থীরা। বললেন—এই ব্যাটা ছোট লোক, অসভ্য-ইতর, খড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে এই ভদ্দর লোকের ভিড়ের মধ্যে এসেছিস্ কেন? এটা খড়ি বেচার জায়গা?

লাকড়িওয়ালা সবিনয়ে বললো—না বাবু, আমি ঐ শহরের ভেতরে যাবো।

তাঁরা বললেন—যাবি তো ঐ দূর দিয়ে যেতে পারিস্‌নে অস্পৃশ্য? এই নোংরা চেহারা নিয়ে ভদ্দর লোকের মধ্যে এসে ঢুকেছিস্ কোন আক্কেলে? ভাগ্, ভাগ্ শিগ্গির—

ঃ আচ্ছা বাবু, আচ্ছা।

লাকড়িওয়ালা পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে সরে গেল। আর কিছুদূর এগুতেই এক খদ্দের এসে বললো—আরে এই ব্যাটা কাঠুরে, দাম কত তোর খড়ির?

লাকড়িওয়ালা হৃষ্টচিত্তে বললো—দুই কড়ি বাবু, এক বোঝা দুই কড়ি।

দাঁত খিঁচিয়ে খদ্দেরটি বললো—ইঃ! ব্যাটা অস্পৃশ্য ছোট লোকের লোভ কত? এক কড়িতে কেউ এটা ঠুকবে না, আর দুই কড়ি দাম চায়? এক কড়িতে দিবি?

ঃ না বাবু, দুই কড়ির কমে দেয়া যাবে নানে।

ঃ আরে ব্যাটা, এত মোটা খড়ি তোর, এক কড়িতো ফের আমার ফাড়াই করতেই লাগবে।

ঃ আজ্ঞে না বাবু, এই তো কুড়াল আমার সাথেই আছে। যদি বুলেন, আমিই এসব ফাড়াই করে দেবানে। দাম ঐ দুই কড়িই লাগবেনে।

ঃ আরে দূর ব্যাটা, ফাড়াই করে দিবিনাতো অমনি নেবো? এক কড়িতে দিস্ তো চলে আয় আমার সাথে।

ঃ আজ্ঞে না বাবু, ঐ দুই কড়ি লাগবেনে।

ঃ তবেরে ব্যাটা ছোটলোক, নরাধম নরকের কীট! আমি কে জানিস? কুলীন

www.amarboi.org

ব্রাহ্মণ। নৈকষ্য কুলীন। তুই ব্যাটা অস্পৃশ্য তর্ক করিস্ আমার সাথে! নরকে যেতে হবে না? দাম যে দিতে চাচ্ছি, এই তো তোর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

ঃ তা যা-ই বুলেন বাবু, কমে দেবার পারবানানে।

অগ্নি মূর্তি ধারণ করলেন খদ্দেরটি। সগর্জেনে বললেন—দূর হ, দূর হ অস্পৃশ্য অচ্ছুত্! এই পবিত্র গঙ্গা স্নানের তিথিটাই মাটি করে দিলি আমার? সর! সর শিগ্গির পথ থেকে—

মুখাকৃতি বিকৃত করে স্পর্শ থেকে গা বাঁচিয়ে দ্রুতপদে ঘাটের দিকে গমন করলেন খদ্দেরটি।

পুনরায় হাঁটতে লাগলো লাকড়িওয়ালা। নদীর তীর পেছনে রেখে সামনে একটু এগুতেই আবার সে আর এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। স্নানার্থী কয়েকজন উঁচু দরের ব্রাহ্মণ গল্পে গল্পে এসে অকস্মাৎ লাকড়িওয়ালার একদম মুখোমুখী হয়ে গেলেন। পথের মাঝে এমন এক অবাঞ্ছিত লোক দেখেই জ্বলে উঠলেন তাঁরা। জনৈক ধমকে উঠে বললেন—আরে এই হতচ্ছাড়া, অকালকুষ্মান্ড! এই পথে ধেই ধেই করে যাচ্ছিস্ তুই কোন সাহসে? এটা ভদ্দর লোকের পথ তা জানিস্নে?

ঃ আজ্ঞে?

ঃ তোরা যাবি ঐ পাশ দিয়ে ভাগাড় জঙ্গল পেরিয়ে। পূতপবিত্র মনুষ্যগণ যে পথে চলেন, সেই পথে তোরাও চলতে চাস্? দিনে দিনে এসব হতে লাগলো কি আশ্চর্য মশাই?

অন্য একজন সঙ্গীকে সম্বোধন করে বক্তাটি তাঁর শেষ কথাটা বললেন। প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্তি বললেন—কলিকাল, ঘোর কলিকাল। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের চূড়ান্ত অবনতির ফল ছাড়া এসব আর কিছুই নয়।

অতপর তিনি লাকড়িওয়ালাকে বললেন—আরে এই ব্যাটা, এদিকে যাস্ কোথায়?

লাকড়িওয়ালা বললো—এই শহরে লাকড়ি বেচার লেগে বাবু।

ঃ লাকড়ি বেচার লেগে! তা রাস্তা পথে ভদ্রশূদ্র দেখে চলতে পারিসনে?

ঃ আজ্ঞে?

ঃ নাম কি তোর?

ঃ আজ্ঞে গনী মিঞা।

আঁত্কে উঠে ব্রাহ্মণ ক'জন ছিটকে কয়েক ধাপ পেছনে গেলেন এবং এক সাথে আওয়াজ দিলেন—রাম-রাম-রাম!

বক্তাটি ফের নাক সিটকিয়ে বললেন—এ্যাঁ! সেকি! তুই ব্যাটা তাহলে আস্ত একটা যবন—মানে ম্লেচ্ছ? কি বিভ্রাট! কি বিভ্রাট!

তৃতীয়জন বললেন—এই ব্যাটা অচ্ছুৎ গঙ্গা স্নানের এই পুণ্য লগ্নে এ পথে তুই আসতে গেলি কেন?

ঃ আমি ঐ মহল্লায় যাবো বাবু।

লাকড়িওয়ালা সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সেদিকে চেয়ে আর এক দফা আঁত্কে উঠলেন ভদ্রলোক। চোখমুখ গরম করে বললেন—অবেরে ব্যাটা! ওটা তো পরম পবিত্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের এলাকা। পূজনীয় পন্ডিত লোকদের বাসস্থান। তুই ব্যাটা ম্লেচ্ছ যবন সেখানে যাবি মানে?

www.amarboi.org

ঃ উরাও যে লাকড়ি কেনে বাবু।

ঃ লাকড়ি কেনে !

ঃ উদেরও যে রান্না করতে লাকড়ি লাগে।

ঃ লাকড়ি ! রাম-রাম। ওঁরা লাকড়ি দিয়ে রাঁধেন ? অসভ্য বর্বর ! খড়ি বলতে পরিস্নে ?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, খড়ি।

ঃ তো সে খড়ি নিয়ে তুই যাবে কেন ? ম্লেচ্ছ হয়ে কুলীন ব্রাহ্মণের দ্বার-দোর মাড়াবি ?

কাঁচুমাচু করে লাকড়িওয়ালা বললো—কেনে বাবু ? কুকুর বেড়ালও তো যায় সেখানে ? আমি তো মানুষ ?

গর্জে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন—তবেরে ম্লেচ্ছ ! কুকুর যাক আর শেয়াল যাক, তাতে তোর কি ? তুই যাবি কেন ?

ঃ আজ্ঞে আমরাই তো বরাবর যাই।

ঃ তোরাই যাস ! একদম ভেতরে ?

ভদ্রলোকের চোখ দু'টি কপালে উঠে গেল। লাকড়িওয়ালা বললো—আজ্ঞে না, দেউটি পর্যন্ত যাই। দুই একজন হিন্দু মনিষ্যি বাদে খড়িওয়ালা আমরাই তো বেশী।

ঃ তোরাই বেশী !

অন্য একজন এ প্রেক্ষিতে বললেন—এতে আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ঠাকুর মশাই ? এসব কাজ তো এদেরই, মানে এইসব যবন ম্লেচ্ছেরই কাজ। এইসব ছোট আর নোংরা কাজগুলো এরাই তো করবে। এসব কাজ তো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর ভদ্রলোকের নয়।

ঃ এ্যাঁ ?

ঃ হীনাতিহীন শূদ্র আর যবন ম্লেচ্ছের কাজ।

ঃ হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

ঃ ঠিক মানে ! একশো বার ঠিক।

প্রথম বক্তা এবার সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—এই ঠিকটা বেঠিক হয়ে যাওয়াতেই না যত অঘটন আর অনাচার দেখা দিচ্ছে চারদিকে। যার যেটা কাজ, সে সেটা নিয়ে না থেকে লাফিয়ে উপরের দিকে উঠছে বলেই না ঈশ্বরের যত অভিশাপ নেমে আসছে পৃথিবীতে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।

বলেই চললেন প্রথম বক্তা—তুই ব্যাটা ম্লেচ্ছ, তুই তোর কাজ নিয়ে থাক। খড়-খড়ি যোগান দে, আদেশ নির্দেশ খেটে দে, অগাড়-পগাড় সাফ কর, সৃষ্টির সাম স্য বজায় থাকুক। তা নয়, ম্লেচ্ছ গিয়ে একদম সিংহাসনে বসে পবিত্র জনদের উপর খবরদারী শুরু করেছে। দেবতার রুদ্ররোষ আর আমরা এড়িয়ে যাবো কি করে।

পঞ্চমজন ইতস্ততঃ করে বললেন—তা এতে আমাদের দোষটা কি ?

প্রথমজন সখেদে বললেন—আমাদের নিষ্ক্রীয়তা—আমাদের উদাসিনতা। অনাচার অনিয়ম চোখের উপর হতে দেখেও আমরা তার প্রতিবিধানে ব্রতী না হয়ে চুপ করে আছি। প্রতিবিধান না করার অর্থই তো অনাচারকে সহায়তা করা। ভগবান এটা সইবেন কেন ? উত্তম করবে উত্তমের কাজ, অধম করবে অধমের কাজ। শাস্ত্রের

www.amarboi.org

এই পবিত্র বিধান যদেচ্ছাভাবে লঙ্ঘিত আর উপেক্ষিত হচ্ছে দেখেও আমরা চুপচাপ আছি বা দেখেও দেখছিনে।

ষষ্ঠজন মুচকি হেসে বললেন—ও নিয়ে আর বেশীদিন অনুতাপ করতে হবে না পণ্ডিত মশাই। ভগবানের কৃপায় শিগ্গিরই সে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

ঃ না, ভুলিনি। আমি বলছি, এই যে এতদিন এইভাবে চুপচাপে গেল, এর কি কোন প্রায়শ্চিত্য করতে হবে না আমাদের?

ঃ গতস্যঃ শোচনা নাস্তি। এখন সামনের দিকের চিন্তা-ভাবনা করুন।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, অবশ্যই। অবশ্যই তা করতে হবে। শাস্ত্র যেখানে স্পষ্ট করে বলছে—এ রাজ্য তোমাদের, এ সিংহাসন তোমাদের, সেখানে আর আমাদের চুপ থাকলে চলছে?

ঃ কখ্খনো না, কখ্খনো না। নিন, চলুন। যথাশীঘ্র পুণ্যস্নানটা সেরে নিই। ওবেলা আবার ভয়ানক তাড়া আছে আমার। এ নিয়ে এক মস্তবড় বৈঠক বসবে আজ রাতেই। তার যোগান গুছানোর দায়িত্ব আবার আমার ঘাড়েই। চলুন—চলুন—

বলেই শেষ বক্তা লাকড়িওয়ালাকে উদ্দেশ করে বললেন—এই ব্যাটা, তা যাবি তো যা। কিন্তু ভদ্রশূদ্র দেখেশুনে যাস্। সুলতান মুচলমান বলে তোরা একদম ধরাটাকে সরাজ্ঞান করিস্নে—

লাকড়িওয়ালা ইতিমধ্যেই রাস্তা থেকে সরে এক পাশে এসেছিল। তবুও তার পদচিহ্ন স্পর্শ করার ভয়ে ব্রাহ্মণেরা রাস্তার অপর পাশ ঘেঁষে সংকুচিত হয়ে নদীর দিকে রওনা হলেন।

এই সমস্ত ঝুট ঝামেলা এড়িয়ে লাকড়িওয়ালা অনেকখানি দূরে এক নির্জন স্থানে চলে এলো। এ স্থানটা একেবারেই ফাঁকা। এই ফাঁকা এলাকার পরেই ফের বসতি। এখানে এসে পৌঁছেই সে দেখলো, এদিক ওদিক চাইতে চাইতে একজন পথচারী আনমনাভাবে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে দেখেই লাকড়িওয়ালা দ্রুতপদে তার সামনে হাজির হলো। হাজির হয়েই বললো —লাকড়ি লেবেন বাবু, লাকড়ি?

পথচারিটি থমকে গিয়ে বল্লো—কি বললে?

ঃ লাকড়ি লেবেন? খুব কমদামে দেবানে।

ঃ লাকড়ি! লাকড়ি আমি কি করবো?

ঃ রান্না করবেন বাবু। ভাত রান্না—ডাল রান্না, মানে চুলা ধরাতে গেলেই তো—

ঃ আরে দূর! গরজ থাকলে তো আমিই তোমাকে ডাকতাম। সরো-সরো—

তবুও না সরে লাকড়িওয়ালা অনুনয় করে বলতে লাগলো—একদম সস্তাতেই দেবানে বাবু। সকাল থেকে এখন তক্ এই একটা বোঝাই বিক্রি করতে পারিনি। বইতে বইতে ঘামানি ধরে গেছে বাবু। ল্যান্-ল্যান্—

পথচারীটি বিব্রতভাবে বললেন—আরে যন্ত্রণা! আমি বলছিই তো লাগবে না?

ঃ লাগবানে বাবু লাগবানে। কখন কোনটা কোন কামে লাগে—

লাকড়িওয়ালাকে বিশেষভাবে নিরিক্ষণ করে দেখে পথচারী ফের সবিস্ময়ে বললো—আরে! এ ব্যাটা পাগল নাকি? এই, বাড়ী কোথায়?

ঃ বাড়ী-ঘর নাই বাবু, এর ওর চালার নীচে থাকি। বলতে গেলে, পথে ঘাটেই দিন কাটে আমাগের।

www.amarboi.org

ঃ নাম ? নামটা কি ?

ঃ আজ্ঞে গনী মিঞা।

ঃ গনী মিঞা ?

ঃ হয় বাবু, হয়। বাপে মায়ে খাহেশ করে নাম দিলো—গনী মিঞা। গনী মানে ধনী। হায়রে নসীব! সেই ধনী আজ পথে পথে লাকড়ি লিয়া ঘুরতাছে।

ঃ তাজ্জব! হুঁশবুদ্ধিও তো ভালই আছে!

এবার ঈষৎ হেসে লাকড়িওয়ালা বললো—হুঁশবুদ্ধি আমাদের কম থাকলে চলবে কেন শুকুরউদ্দীন? পান থেকে চুন খস্‌লে আর রেহাই আছে? নাও, বোঝাটা একটু ধরো।

ভূত দেখারও অধিক চমকে উঠলো শুকুরউদ্দীন। সে সন্ত্রস্ত হয়ে বললো—সেকি। আস্‌সালামু আলাইকুম! হুজুর আপনি!

এবার সশব্দে হেসে ফেললেন শমশের আলী। হাসতে হাসতে সালাম নিয়ে বললেন—কি ব্যাপার একটুও চিনতে পারলেন না?

ত্রস্তহস্তে বোঝা ধরে নামাতে নামাতে শুকুরউদ্দীন বললো—জি-না হুজুর, চেহারাতো নয়ই, কণ্ঠস্বরও এমন তাজ্জবভাবে বদল করে ফেলেছেন যে কার সাধ্যি চেনে?

ঃ আচ্ছা!

ঃ বয়সটাও এমনভাবে পাল্‌টে ফেলেছেন যে, যত সতর্ক হয়েই যে দেখুক, আস্‌লী ছাড়া নকলী ভাবার জাররা মাত্র ফুরসুৎ নেই।

ঃ তাই?

ঃ ছোটখাটো হলেও আমিও তো একজন গোয়েন্দা হুজুর? আমি চোখ বুজে ছিলাম না। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা সত্ত্বেও কিছুই ধরতে পারিনি।

ঃ যাক, আশ্বস্ত হলাম।

ঃ হুজুর।

ঃ তোমাকে দিয়েই এতক্ষণ বাজিয়ে নিয়ে দেখলাম, খুঁত কোথাও কিছু আমার আছে কিনা।

ঃ এ ব্যাপারে আপনি হুজুর নিঃসন্দেহে থাকতে পারেন। নিজে আপনি ইচ্ছে করে নিজের পরিচয় না দিলে, দেখে আপনাকে চিনতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই। তা এখানে আপনি কবে এসেছেন হুজুর?

ঃ বেশ কয়েকদিন হলো।

ঃ সেকি! তবু আমাদের তলব দেননি যে?

ঃ ঘুরতে ফিরতে অনেককেই তোমাদের দেখেছি। তবু ইচ্ছে করেই পরিচয়ও দেইনি, তলবও দেইনি।

ঃ কেন হুজুর?

ঃ তোমাদের মুখে না শুনে আর তোমাদের চোখে না দেখে, অবস্থাটা সম্পর্কে আমি নিজেই কিছু ধারণা নিতে চেয়েছিলাম আর ইতিমধ্যে তা নিলামও।

ঃ কিন্তু এতে যদি মুসিবত কিছু হতো আপনার?

ঃ মুসিবতের ভয় করলে আমাদের চলবে কেন? সে ভয়টা তো তোমাদেরও আছে?

www.amarboi.org

ঃ আমরা তো হুজুর তবু একটা দল বেঁধে আছি। একে অপরের মুসিবতে দাঁড়ানোর মওকা আছে। কিন্তু আপনি একদম একা ! আপনি তো হুজুর আমাদের মতো অজ্ঞাত অখ্যাত লোক নন ! পদস্থ লোক আপনি। প্রশাসনের ডাক সাইটে চেনাজানা গোয়েন্দা !

শমশেরর আলী স্মিতহাস্যে বললেন—তাতে কি ? সাময়িকভাবে আত্মরক্ষার জন্যে হাতে তো এই কুড়োলখানা আছেই। লাকড়ি ফাড়াই ছাড়াও নেহায়েতই গরজে দুশমন ফাড়াই করার কাজেও লাগবে এটা। আর তাছাড়া, একেবারেই অরক্ষিত নই আমি এখানে। পিরুলিয়ার প্রশাসনের নজর আছে আমার উপর। তাদের কিছু লোক লস্করের সাথে যোগাযোগ আছে আমার।

ঃ তবু ভাল। তা এই কয়দিন ধরে দেখে শুনে কি বুঝলেন হুজুর ?

শমশের আলী এবার একটু গম্ভীর হলেন। অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তোমরা যে খবর পাঠিয়েছো, তা অনেকটা খাটো করেই পাঠিয়েছো বলে মনে হচ্ছে। অবস্থা তো ঢের ঢের জটিল !

ঃ জি হুজুর, জি। যে কয়জন আমরা এখানে আছি সবাই আমরা অবস্থার দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করছি।

ঃ এই যে ঘাটে এত লোক দেখলাম, তা বড় তা বড় লোক, অধিকাংশই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। সবাই এরা পুণ্যার্থী এমন মনে হলো না। বাঙ্গালা মুলুকের লোকও সবাই নয় এরা। বাইরের লোকও অনেক দেখলাম।

ঃ জি–জি। এদের নিয়ে অনেক কথা আছে। তা আপনি ঐ ঘাটের দিকেও গিয়েছিলেন হুজুর ?

ঃ শুধু আজ নয়, প্রায়ই যাই।

ঃ সেকি ! তাহলে কেমন আচরণ পেলেন হুজুর ?

শমশের আলী একটু থামলেন। থেমে বললেন—নোংরা ভাষায় বললে আমাকে বলতে হয়, কুকুরের আচরণ।

ঃ হুজুর !

ঃ এখানের এই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা একটা কুকুরকে যত পবিত্র মনে করে, একজন মুসলমানকে—অর্থাৎ তাদের ভাষায় একজন যবনকে, তাও তারা করে না।

ঃ হুজুর !

ঃ উদাহরণটা কটু আর উগ্র হলেও, বদ নসীব ! এই অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা।

ঃ বিলকুল–বিলকুল। অনেকদিন এখানে থেকে এ তিক্ততা আমরা প্রায় দিনই হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি।

ঃ মানুষ হয়ে মানুষকে যে ঘৃণা করতে নেই, তাতে সৃষ্টিকর্তা কষ্ট পান, পণ্ডিত হলেও, এ জ্ঞান তাদের এক বিন্দুও নেই।

ঃ অথচ ভড়ংএর এদের অবধি নেই হুজুর।

ঃ শুকুরউদ্দীন !

ঃ ভাবতে বড়ই তাজ্জব লাগে, এই যেখানে আসল রূপ এদের, এই এত জঘন্য দৃষ্টিতে যেখানে এরা আমাদের দেখে, সেখানে দরবারে গেলে কতই না বিনয় এদের, কতই না আনুগত্য, কতই না ভক্তি আর প্রীতির কথা !

ঃ এতে তাজ্জব হবার কিছুই নেই শুকুরউদ্দীন। ঈমানদার আর বেঈমানের তফাৎটাতো এখানেই।

www.amarboi.org

ঃ হুজুর!

ঃ নাম-কা-ওয়াস্তে মুসলমান আর অমুসলমান বলে কোন কথা নেই, প্রশ্নটা ঈমানের আর রুচির।

ঃ রুচির!

ঃ হ্যাঁ, ঐ রুচিটারও লেশমাত্র নেই এদের। রুচি যাদের মার্জিত, এত জঘন্য আরচণ করতে তাদেরও বিবেকে কিছুটা বাধবে। আল্লাহ্-রসূলের প্রতি ঈমান যাঁদের মজবুত, তাঁরা তো একদম এসব কথার উর্ধে। কারণ, তাঁদের দ্বারা এই ধরনের দুই আচরণ হওয়ার প্রশ্নই কিছু আসে না।

কথা বলতে বলতে শমশের আলী চারদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করলেন। অদূরে কিছু লোকজনের আনাগোনা দেখে তিনি ফের ঝটপট বললেন—তা থাক এখন এসব কথা। কাজের কথা বলি শোনো। এই শহরের দক্ষিণ প্রান্তে একদম এক নির্জন জায়গায় লাকড়ির একটা আড়ত আছে দেখেছো?

ঃ জি হুজুর, দেখেছি।

ঃ দুপুরের পর আড়তে কেউ থাকে না। ঐ আড়তের একটু পেছনেই আরো একদম নির্জন আর ফাঁকা জায়গায় অনেক মোটা মোটা কাঠ স্থানে স্থানে গাদা করা আছে। কিছু চেলা কাঠও আছে ওখানে যেগুলো আমার। ফাড়াই করার অছিলায় দুপুরের পর আমি ওখানে থাকবো। ঐ সময় তুমি ওখানে আসবে।

ঃ জি আচ্ছা হুজুর।

ঃ বুঝতে পেরেছো?

ঃ জি-জি।

ঃ লোকজনের আনাগোনা বেড়ে যাচ্ছে। নাও, যদিও আমি একাই পারি, তবু একটু হাত লাগাও বোঝাটাতে।

শুকুরউদ্দীনের সাহায্যে লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে সামনের দিকে রওনা হলেন শমশের আলী। হাঁকতে লাগলেন—এই যে শুকনো লাকড়ি, লাকড়ি লেবেন গো। লাকড়ি—

নির্দিষ্ট সময়ে আর নির্দিষ্ট স্থানে এসে শুকুরউদ্দীন দেখলো, কাঠের একটা গুঁড়ির উপর কুঠার হাতে বসে আছেন শমশের আলী। সামনেই তাঁর সদ্য ফাড়াই করা কয়েকখানা ক্ষুদ্রাকার চেলা কাঠ। শুকুরউদ্দীন সামনে এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালে, সালাম নিয়ে শমশের আলী বললেন—বসো।

একান্ত পাশেই অবস্থিত আর একটি গুঁড়ির দিকে নির্দেশ করলেন শমশের আলী। শুকুরউদ্দীন বসতে বসতে সবিস্ময়ে বললো—কি তাজ্জব ব্যাপার। এতবড় লাকড়ির আড়ত, অথচ একটা লোকও নেই। দরজায় দেখলাম, তালা ঝুলছে?

শমশের আলী বললেন—হ্যাঁ, এ সময়ে সকলেই খেতে যায়। বিরাম আরাম নিয়ে ঐ শেষ বিকেলে আসে।

ঃ ভেতরে কেউ নেই তো হুজুর?

ঃ না, কেউ নেই। ওটা আমি আগেই যাচাই করে দেখেছি। আর তাছাড়া, আড়ত ঘরতো ঐতো অনেকখানি দূরে। চেঁচিয়ে কথা না বললে কেউ কিছু শুনতে পাবে না। তা এবার বলো, আছো কেমন তোমরা?

www.amarboi.org

ঃ আমরা তো ভালই আছি হুজুর। কোন বিপদ-আপদ কারো এখনও হয়নি। কিন্তু আপনি একদম এইভাবে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরছেন? অন্য কিছু ফেরি করে বেড়ালে তো—

ঈষৎ হেসে শমশের আলী বললেন—অন্য আর কি নিয়ে ঘুরে বেড়াবো বলো? এই স্থানটাই যে আলাদা। খাদ্য দ্রব্য তো নয়ই, আমাদের ছোঁয়া কোন চিজটা নেবে এরা? এই কাঠখড়ি নিতে গিয়েই কতজনের কত রকম নাকের ভাঁজ!

ঃ কিন্তু এতে তো আপনার জবোর মেহনত হচ্ছে!

ঃ তাতেই তো আমাদের মেহনতের কাজ। রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝাপটা আর জানের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে, খেয়ে না খেয়ে থেকে, এই তকলিফ করার কাজটাইতো বেছে নিয়েছি আমরা। ওসব কথা থাক। এবার বলো, এই এত লোক সমাগত দেখছি এই শহরে—মানে পথে ঘাটে সর্বত্র, এদের সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? এদের ব্যাপারে কি তথ্য তোমার কাছে আছে?

ঃ হুজুর, এই নবদ্বীপ হলো বাঙ্গালা–অহম–উৎকল–বিহার, তামাম মুলুকের হিন্দু পণ্ডিতদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। এখানে এসে শাস্ত্র অধ্যয়ন না করলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শিক্ষাই নাকি পোক্ত হয় না। সেই কারণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কিছুটা ভিড় আগে থেকেই ছিল এখানে। এমনিতেই নবদ্বীপে বিপুল সংখ্যক ও নির্জলা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বাস। তার উপর বাইরের এইসব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সমাগম আর সংশ্রবের ফলে এ মুলুকে হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপনের আজিদের খাহেশ তাদের ক্রমে ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠে। এর মধ্যে কেউ পেয়ে গেছে ধর্মগ্রন্থের পূর্বাভাস—অচিরেই এ রাজ্য হিন্দু রাজ্য হবে। ব্যস! আর কথা আছে? অতপর তারা বহিরাগত শিক্ষার্থী আর পুণ্যার্থীদের মাধ্যমে দেশের ও বিদেশের বাছাই বাছাই শাস্ত্রজ্ঞ, জোতদার, জমিদার আর সঙ্গতি সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের এখানে এনে সমবেত করতে থাকে। এতে করে দিন দিন বেড়েই চলে ভিড়। সে ভিড় এখন এই পর্যায়ে এসেছে। কালক্রমে এ ভিড় যে আরো বাড়বে, এতে সন্দেহ নেই।

ঃ তারপর?

ঃ ধর্মালোচনার নামে ওদের নিয়ে এই নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা এখন বাঙ্গালা মুলুকে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আঁটছে। তাদের যে শাস্ত্রে তারা পেয়েছে, অচিরেই বাঙ্গালার তখ্‌তে হিন্দুরাজ্য বসবে, সেটা তারা সবাইকে ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছে আর সেই লক্ষ্যে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। সে পরিকল্পনা এখন তাদের জমজমাট।

ঃ আচ্ছা।

ঃ ব্রাহ্মণেরা আগে সংঘবদ্ধ হবে-তাদের মাধ্যমেই অন্যান্য হিন্দুদের একত্রিত করবে তারা, এই তাদের চিন্তা-ভাবনা। পরপর কয়েকটি বৈঠকে ব্রাহ্মণেরা এখন স্রেফ একমত আর সংঘবদ্ধই নয়, অচিরেই তারা তামাম হিন্দুদের ডাক দিয়ে ময়দানে নেমে পড়ার এন্তেজার করছে।

ঃ হুঁ। তা বহিরাগত ব্রাহ্মণদের মত-অভিমত কি?

ঃ তারাও টপকে গেছে। টপকে গেছেই নয়, নিজ নিজ এলাকার আর মুলুকের সাধ্য শক্তি দিয়ে এদের পেছনে যোগান দেয়ার ওয়াদাও তারা দিয়েছে।

ঃ তাদের স্বার্থ কি এখানে?

ঃ ঐ একটাই। সাম্প্রদায়িক অনুভূতি। তাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ আর ধর্মীয় ও পবিত্র স্থান যবনদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হোক—এই তাদের ঐকান্তিক কামনা। এর পেছনে তারা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

www.amarboi.org

ঃ তোমাদের ধারণা কি ? এই ব্রাহ্মণেরা আন্দোলন করেই বাঙ্গালার মসনদ দখল করতে পারবে ?

ঃ দখল করার প্রকৃত কাজ ব্রাহ্মণেরা করবে কেন ? এদের কাজ সাংগঠনিক কাজ। সবাইকে সংগঠিত করা, মন্ত্রণা দেয়া, প্রেরণা দেয়া আর জড়িয়ে দেয়ার কাজ। দখল করার প্রকৃত কাজ যাদের, দখল তারাই করবে।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ মসনদ দখল করবে দরবারের আমিরেরা, উমরাহরা, সেপাই-সেনা-সভাসদেরা। প্রয়োজনে আর চরম মুহূর্তে তাদের সাথে যোগ দেবে বাইরের ঐসব সম্ভাব্য শক্তি।

তকুরউদ্দীনের এই ইংগিত শমশের আলী বুঝলেন। বুঝেও কের বললেন—আরো খোলাসা করো তকুরউদ্দীন। আড়াল করছো কেন ? কোন্ দরবারের আমির-উমরাহ, সেপাই-সেনা ?

তকরউদ্দীন এবার ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন। এরপর সে বললো—রাজা গণেশ যে বাঙ্গালার তখ্তে বসেছিলেন, কোন দরবারের আমির-উমরাহ সেপাই-সেনা তাঁকে সেটা দখল করে দিয়েছিল হুজুর ? সুলতানের নিজ দরবারের লোকজনরাই নয় কি ?

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমাদের দরবারের লোকেরাই ব্রাহ্মণদের এ মকসুদ হাসিল করে দেবে। অবস্থাটা এই পর্যায়ে এসেছে বলেই না এই ব্রাহ্মণদের এতটা নাচন-কুঁদন।

ঃ হুঁ।

ঃ মরহুম সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের দরবারের মতোই আমাদের সুলতান জনাবে আলা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের দরবার এখন কার হাতে ? ওদের হাতেই তো হুজুর।

ঃ যথা ?

ঃ আমাদের সর্বোচ্চ পদগুলোই তো ওদের হাতে—মানে ঐ অমুসলমানদের হাতে। সেনাসৈন্য অধিকাংশই তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। এ মওকা ছাড়বে কেন হিন্দু সম্প্রদায় ?

ঃ তকুরউদ্দীন !

ঃ হুজুর, আপনার ধীশক্তির কাছে আমার ধীশক্তির দরিয়ার পাশে শিশির কণা। সনাতন সাহেব, রূপ সাহেব, বল্লভ সাহেব, শ্রীকান্ত সাহেব, রঘুনন্দন, বিদ্যাবাচস্পতি, কেশব ছত্রী, রামচন্দ্র খান, যশোরাজ খান, চিরঞ্জিব সেন, হিরণ্য দাস, গোবর্ধন দাস, কবি রঞ্জন, গোপাল চক্রবর্তী—মানে কার কথা বলবো ? এদের এই অসংখ্যজনের সংস্পর্শে এসেও কি এদের মনোভাবটা আপনি আঁচ করতে পারেননি হুজুর ? এরাই যেখানে বাঙ্গালার দরবার তথা বাঙ্গালা মুলুকের মালিক, সেখানে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের এই অভিলাষ অহেতুক বা অযৌক্তিক হবে কেন ?

শমশের আলীর মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি স-উল্লাসে বললেন—সাব্বাস !

ঃ তকুরউদ্দীন হকচকিয়ে বললেন—হুজুর।

ঃ তুমি শুধু শিষ্যই নও, বিলকুল গুরুমারা শিষ্য। অচিরেই তুমি আমাকে ছাড়িয়ে যাবে।

www.amarboi.org

ঃ মানে !

ঃ এইতো চাই। এই এলেম আর অন্তর্দৃষ্টি গোয়েন্দাগিরির কাজে একান্ত অপরিহার্য। কিসে কি হয় আর হচ্ছে—এটা অনুধাবন করতে পারার নামই গোয়েন্দাগিরি।

ঃ তা-মানে—

ঃ তোমার এই উপলব্ধি আর দর্শন এত নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন যে, আমি সত্যি সত্যিই তাক লেগে গেছি। আমার উপলব্ধির মধ্যে কোন ফাঁক আছে কিনা, সেটা যাচাই করে দেখার জন্যেই তোমাকে এত প্রশ্ন করলাম এতক্ষণ। সাব্বাস শুকুরউদ্দীন—সাব্বাস !

ঃ হুজুর।

ঃ আমার অত্যন্ত খোশ নসীব যে তোমার মতো এত দক্ষ সহকারী আমি পেয়েছি।

সংকুচিত হয়ে শুকুরউদ্দীন বললো—আমাকে শরমিন্দা করছেন হুজুর !

শমশের আলী দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—না, মোটেই কোন শরমিন্দা করার ব্যাপার নয়। তুমি আমার গর্ব, তুমি আমার শক্তি। তোমার এই মেধার মূল্য অচিরেই আল্লাহ তায়ালা দান করুন তোমাকে, সর্বান্তঃকরণে আমি এই কামনা করি।

ঃ হুজুর !

ঃ তোমার এই দর্শন সম্পূর্ণ নির্ভুল। কিন্তু আফসোস্, এই সহজ সরল উপলব্ধির খানিকটাও শাহান শাহর থাকতো যদি ! বা তাঁকে সেটা সমঝানো আদৌ সম্ভব হতো যদি !

ঃ এ আফসোস্ আপনার শুধু একার নয় হুজুর, আমাদের অনেকেরই।

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে শমশের আলী বললেন—আমি আগেই জানতাম, তুমি যে খবর পাঠিয়েছো নিশ্চয়ই তা সঠিক। তোমার মতো দক্ষ একজন গোয়েন্দা একেবারেই আন্দাজের উপর আজগুবী কোন খবর পাঠাতে পারে না। কিন্তু শাহান শাহর ঐ একই বিমার—এতটা উনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না। আরো সঠিক খবর চাই তাঁর ! ফলে বাধ্য হয়ে আমাকে এই অকারণেই আসতে হলো।

ঃ হুজুর !

ঃ থাক, যা একেবারেই দূরপনেয়, তা নিয়ে আফসোস্ করে লাভ নেই। নয়া কিছু খবর আছে ?

ঃ আছেই তো হুজুর। এক নয় একাধিক খবর আছে।

ঃ যথা ?

ঃ আজ রাতেই বৈঠক বসবে এদের এই পরিকল্পনা নিয়ে। জব্বোর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

ঃ আমি আবার বলি—সাব্বাস শুকুরউদ্দীন, সাব্বাস। আমার বুকখানা সত্যিই ভরে উঠেছে আনন্দে।

ঃ হুজুর !

ঃ কোথায় বসছে বৈঠকটা ?

ঃ ঐ মূল জায়গায়। বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের এই নবদ্বীপের বাসভবনে। অর্থাৎ আমাদের সুলতানের সভাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের পৈতৃক আলয়ে।

ঃ তাজ্জব।

www.amarboi.org

ঃ আরো খবর আছে হুজুর। বাঙ্গালার দরবারের অনেক হোমড়া-চোমড়া সভাসদেরাই এ বৈঠকে হাজির থাকবেন বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভাই সভাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য গতকালই এসে গেছেন। রূপ সাহেবের মতোই একজন কাউকে আজ সকালে একটু দেখলাম বলেও মনে হলো।

ঃ আর কাউকে দেখোনি?

ঃ আমি নিজে আর দেখিনি। তবে আমাদের লোকেরা আরো কাকে কাকে যেন দেখেছে।

ঃ সনাতন সাহেব, যশোরাজ খান, কেশবছত্রী—এঁদের?

ঃ না হুজুর, এদের আমি দেখিনি।

ঃ তোমার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে আসার পথে এদেরও আমি দেখলাম। ভাবখানা এমন দেখাচ্ছেন তাঁরা, যেন জরুরী এক সরকারী কাজে এদিক হয়ে তাঁরা পিরুলিয়ায় যাচ্ছেন।

ঃ সরকারী কোন কাজে নয় হুজুর। তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা এই জন্যেই এসেছেন। সময় মতো বৈঠকে এসে ঠিকই হাজির হবেন।

ঃ এ ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা তাহলে—

ঃ এখানকার অনেকেই হুজুর। তবে একেবারেই মূল উদ্যোক্তা ঐ বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পরিবার। তিনি নিজে, তাঁর পিতা বিশারদ ভট্টাচার্য, তাঁর ভাই বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য সহ তাঁর অন্যান্য ভাই-বেরাদর পরিজনরা। এঁদের নিত্য সঙ্গী রূপে আছেন সনাতন পণ্ডিত, বিদ্যাবিরিঞ্চি, কৈলাশ পণ্ডিত, শ্রী নিবাস পণ্ডিত—এই রকম কয়েকজন।

ঃ হুঁ!

ঃ দরবারের সাথে এদের যোগাযোগ এই বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের মাধ্যমেই যে চলছে, এ ব্যাপারে এখন আমি নিঃসন্দেহ।

শমশের আলী চিন্তা মগ্ন হলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন—আজকের বৈঠকের খবর তাহলে যোগাড় করা যায় কিভাবে?

শুকুরউদ্দীন সানন্দে বললেন—লোক লাগিয়ে দিয়েছি হুজুর। আমাদের দুই তিনজন একেবারেই ঐ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ীর আশেপাশে ভিড়ে গেছে। আশেপাশের বাড়ীগুলোতে মজুরের কাজ করছে তারা।

শমশের আলীর মুখমণ্ডল পুনরায় রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—আচ্ছা?

ঃ বৈঠকে কি কথা হবে, সিদ্ধান্ত কি হবে তাদের—এটা জানার উপায় কিছু করতে পারিনি হুজুর। তবে কারা কারা হাজির থাকছেন বৈঠকে, এ তথ্য নির্ভুলভাবেই জানা যাবে।

ঃ ব্যস্-ব্যস্! ঐটুকুই আমাদের প্রয়োজন। বৈঠকের উদ্দেশ্য তো জানা। কে কি বললো, এতটা জানার প্রয়োজন তেমন নেই। কারা এসে যোগ দিচ্ছেন, এটা জানলেই বোঝা যাবে, ষড়যন্ত্রটা কোন্ পর্যায়ে এসেছে আর কতখানি প্রকট হয়ে উঠেছে।

ঃ ঠিক-ঠিক। তবে ওয়ালীকে নিয়ে তো বিশ্বাস নেই, ওয়ালী মাহমুদ। যে ডানপিটে ছেলে, জানের মায়া নেই বললেই চলে। হয়তো কোন না কোনভাবে সে তাদের কথাবার্তা শোনারও কোশেশ করতে পারে।

www.amarboi.org

ঃ সাব্বাস ! এসব কাজে তো ডানপিটে আর সাহসী লোকই চাই। তা যদি সে পারে তো উমদার উপর জিয়াদা। না পারলেও ক্ষতি নেই।

ঃ হুজুর।

ঃ তাহলে তুমি যাও। এখন এক লহমা সময়ও বাজে কাটানোর অবকাশ নেই। আমিও এখ্‌খুনি বেরুবো। দেখি, আর কিছু হদিস করতে পারি কিনা। তুমি গিয়ে তোমার লোকদের যতটা পারো অন্যদিক থেকে গুছিয়ে এনে আজকের এই বৈঠকের পেছনে লাগাও। এ নিয়ে ফের কাল বসবো এই সময়।

ইতিমধ্যেই আড়ত ঘরের দুয়ার খোলার শব্দ হলো। সচকিত হয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো শুকুরউদ্দীন। সে ইশারায় সালাম দিয়ে বিদেয় হলো। শমশের আলী উঠে গিয়ে কাঠ ফাড়াইয়ে লাগলেন।

রাত তখন অনেক। অনেক আগেই শেষ হয়েছে খেয়াতরীর পারাপার। পথে প্রান্তে থেমে গেছে পথচারীদের আনাগোনা। বেচাকেনা লেনাদেনা শেষ হয়েছে বাজারে। দ্বার-দেউটি কুটির-কক্ষ রুদ্ধ হয়ে গেছে। নিভে গেছে বাতি। গৃহকর্মের পাঠ চুকিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে কর্মব্যস্ত নগরবাসী। লা-ওয়ারিশ সারমেয় আর বিবাগী ফেরুপাল নিস্তব্ধ নবদ্বীপের অস্তিত্ব ঘোষণায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছে।

জেগে গেছে একটি গৃহ। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিশারদ ভট্টাচার্যের রুদ্ধদ্বার বাসভবনে এই লগ্নে চলছে এক জমজমাট বৈঠক। বৈঠকের উদ্যোক্তা বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য। নাটের গুরু তিনিই। তারই উদ্যোগে গড়ে তোলা চক্রান্ত আজ পূর্ণতা লাভের পথে। বৈঠকে যোগ দিয়েছেন নবদ্বীপের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণেরা। কিছু কিছু বহিরাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আছেন। পুরোভাগে রয়েছেন বিশারদ ভট্টাচার্য, সনাতন পণ্ডিত, শ্রী নিবাস পণ্ডিত, কৈলাশ পণ্ডিত, বিদ্যাবিরিঞ্চি, বিদ্যারণ্য ঠাকুর প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন ব্রাহ্মণ। সুলতানের দরবারের একদল বিশিষ্ট সভাসদও সন্তর্পণে এসে সামিল হয়েছেন বৈঠকে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সুলতানের সভাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য, দবীর-ই-খাস বা সুলতানের একান্ত সচিব সনাতন সাহেব, সাকের মল্লিক বা মহামাত্য রূপ সাহেব, রক্ষীপ্রধান কেশবছত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ গোরাই মল্লিক, সীমান্তরক্ষী রামচন্দ্র খান, বিশেষ অমাত্য বল্লভ ঠাকুর, শ্রীকান্ত, হিরণ্য মজুমদার, কবি ও সভাসদ যশোরাজ খান, কবি রঞ্জন, বিজয় গুপ্ত, দামোদর ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ। কেউ কাজের অছিলায় আর অধিকাংশই সংগোপনে এসে হাজির হয়েছেন বৈঠকে। এক পাল অশ্ব বিশারদ ভট্টাচার্যের দেউটির ভেতর পাশে বাঁধা।

আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ার পর বিশারদ ভট্টাচার্য মতামত যাচাই করে বললেন—এদেশ যে আমাদের, এ সিংহাসন যে আমাদের, আমরা এই ব্রাহ্মণকুলই যে সমগ্র মনুষ্যকুলের শিরোমণি, এ নিয়ে কি সন্দেহ কিছু আছে আর?

উপস্থিত সকলেই একবাক্যে বললেন—মোটেই না—মোটেই না। আকাশের চন্দ্র-সূর্যের মতোই এটা সত্য ও সুস্পষ্ট।

ঃ গন্ধর্বের ঐ অমোঘবাণী? এ রাজ্য অচিরেই আমাদের হবে, এ নিয়ে?

সমবেত কণ্ঠের উৎফুল্ল আওয়াজ উঠলো—জয় প্রভু ! জয় প্রভু ! এতো স্বয়ং ভগবানের অভিপ্রায়। কোন পাপিষ্ঠের অন্তরে আর প্রশ্ন থাকবে এ নিয়ে?

www.amarboi.org

এবার নাটের গুরু ও মূল উদ্যক্তা বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য সরবে ও সখেদে বললেন—তাহলে ঐ ম্লেচ্ছেরা, ঐ অস্পৃশ্য যবনেরা আর কতকাল লাঠি ঘোরাবে এই পূত-পবিত্র উত্তমজনদের মাথার উপর ? অনন্তকাল ধরেই কি এই দুর্বিষহ অবস্থা স্থায়ী হয়ে থাকবে ?

এবার সুলতানের সভাসদ ও সভাকবি যশোরাজ খান দীপ্ত কণ্ঠে বললেন —কখখনো না-কখখনো না। পায়ের পাদুকা আর মাথায় করে বয়ে বেড়াতে কেউ আমরা রাজী নই।

এর জবাবে বিদ্যাবিরিঞ্চি বললেন—তাই যদি নন, তাহলে আপনারা এখনও নীরব কেন ? স্থানীয় ও বহিরাগত সমস্ত ব্রাহ্মণেরাই এ নিয়ে যেখানে একমত, গোটা দেশের বিশিষ্ট হিন্দু সমাজ যেখানে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে আপনাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে, সেখানে আপনারা যারা দরবারে আছেন, তাঁদের গড়িমসি শেষ হচ্ছে না কেন ? সক্রীয় ভূমিকা কৈ আপনাদের ?

কথা ধরলেন বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহোদর সভাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য। তিনি বললেন—সক্রীয় ভূমিকা মানে ? নীরব দেখলেন কোথায় ?

শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন—নীরব নয়তো কি ? দরবারের প্রায় সমস্ত বড় পদ—মানে দরবারের চাবিকাঠি এখন প্রায় আপনাদেরই হাতে, এটা তো ঠিক ?

ঃ হ্যাঁ, অনেকটা ঠিক। তা কি বলতে চান, বলুন ?

ঃ বলার কথা ঐ একটাই। সবকিছু গুছিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে, সবাইকে সংঘবদ্ধ করে নিয়ে আমরা যখন এক পায়ে খাড়া, তখন আপনারা একযোগে একটুখানি গা-নাড়া দিয়ে উঠলেই তো এক পলকে ঐ ম্লেচ্ছদের মাতবরী ধূলোর সাথে মিশে যায়। আর কত খড়ি পোড়াবো আমরা এ নিয়ে ?

বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় আশ্বাস দিয়ে বললেন—না-না, আর অধিক পোড়াতে হবে না। এই জন্যেই তো আজ দরবারের মোটামুটি সবাইকে এনে হাজির করেছি এখানে। সবাই তাঁরা এ ব্যাপারে সোচ্চার। নিক্রীয় কেউ নন।

ঃ নিক্রীয় কেউ নন ?

এবার দবীর-ই-খাস সনাতন সাহেব গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললেন —আপনারা কি ভাবেন ঘুমিয়ে আছি আমরা সবাই ? এতবড় একটা ঝুঁকির কাজে এত ব্যস্ত হলে চলবে কেন ? সবদিকে সব ঘাট বেঁধেছেঁদে নিয়েই না নামতে হবে মাঠে। হুড়মুড় করে লাফিয়ে উঠে ঠ্যাং ভেঙ্গে পড়ে গেলে অবস্থা কি দাঁড়াবে, তা একটুও ভাবছেন না ?

জবাব দিলেন বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য—না-না, তা ভাববো না কেন ? কথাটা হলো, প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই যখন আমাদের অর্থাৎ আপনাদের হাতে, তখন খুব বেশী চিন্তার অবকাশ তো বড় একটা দেখিনে।

রক্ষী প্রধান কেশবছত্রী বললেন—অবকাশ কেন থাকবে না ? প্রায় ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকলেও, কিছু ক্ষমতা অবশ্যই তো ঐ ম্লেচ্ছদের হাতে আছে। সেপাইরাও অধিকাংশ এখনও ঐ ম্লেচ্ছেরাই। চরম মুহূর্ত এলে ওরা যে কি পরিমাণ মরিয়া হয়ে উঠবে, কে বলতে পারে ?

ঃ কিন্তু সেনাপতি বা সামরিক অধিকর্তা আপনারাই তো বেশী। সামরিক বিভাগে আপনাদের কর্তৃত্বই তো অধিক বলে জানি। আপনারা একমত হলে—

সীমান্তরক্ষী ও সৈন্যাধ্যক্ষ রামচন্দ্র খান বললেন—তাদেরও সেনাপতি অনেকজনই আছে। কেউ তারা তুচ্ছ বা ফালতু যোদ্ধা নয়। সুতরাং আমাদের তো ঐ একজোট আর একমত হয়ে গুছিয়ে উঠতে সময় দেবেন ?

www.amarboi.org

বিশারদ ভট্টাচার্য শান্ত কণ্ঠে বললেন—তা বটে-তা বটে।

সাকের মালিক রূপ সাহেব বললেন—আসলে সেই উদ্দেশ্যেই আজ এখানে একত্র হয়েছি আমরা। রাজধানীতে বসে চূড়ান্তভাবে কোন কিছুই আলোচনা করার সুযোগ নেই। চারদিকে গুপ্তচর। এখানে বসে খোলাখুলিভাবে সেই চূড়ান্ত আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে চাই আমরা। নিরঙ্কুশভাবে সকলেই একমত হতে চাই।

ঈষৎ বিস্ময়ে সনাতন পণ্ডিত বললেন—এখনও তাহলে আপনারাই একমত হতে পারেননি ?

বিশেষ অমাত্য বল্লভ সাহেব কিঞ্চিৎ অনুতাপ করে বললেন—কি করে পারবো ? জানেন তো নানা মুনির নানা মত। অন্যান্য সেনাসৈন্য সহকারে মোটামুটি সবাই আমরা একমত হলেও তো সবাই আমরা একমত হতে পারিনি। আমাদের শক্তির বিশেষ এক অংশ এখনও দোটানায় ভুগছেন।

কৈলাশ পণ্ডিত আরো অধিক বিস্মিত হয়ে বললেন—বলেন কি !

সভাসদ ও সভাকবি কবি রঞ্জন বললেন—আমাদের সুবিখ্যাত সেনাপতি এই গোরাই মল্লিক মহাশয়কে নিয়ে আমাদের বোঝাপড়াটা শেষ হলেই আর অপেক্ষার কিছু নেই আমাদের। উনার কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই উনাকে আমরা এখানে টেনে এনেছি সেই খোলাখুলি আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই।

বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য ম্লান মুখে হাসি টেনে গোরাই মল্লিককে প্রশ্ন করলেন—কেন, মল্লিক মহাশয় কি চান না, আমাদের প্রধান্য আবার প্রতিষ্ঠা হোক এদেশে ?

গোরাই মল্লিক তৎক্ষণাৎ কোন জবাব না দেয়ায় বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—মল্লিক মহাশয়ের অভিমতটা আজ আমরা সরাসরি শুনতে চাই।

জবাবে গোরাই মল্লিক ধীর কণ্ঠে বললেন—দেখুন, নিজেদের প্রাধান্য কে না চায় ? কিন্তু চাইলেই তো সবকিছু পাওয়া যায় না। আর সবসময় সবকিছু আশা করাও সমীচিন নয়।

রূপ সাহেব সবিস্ময়ে বললেন—অসমীচিন ভাবছেন কেন এটাকে ?

গোরাই মল্লিক বললেন—ভাবছি এই কারণে যে, ঢেলে পড়া দুধ মুছে তোলা দুষ্কর। বিশেষ করে দুধের প্রয়োজনটা প্রকট নয় যখন, তখন ঐ কর্দমাক্ত দুধের জন্যে প্রাণপাত করাটাকে সমীচিন ভাবা যায় না।

সনাতন সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন—কথাটা এত পেঁচিয়ে ফেলছেন কেন ? স্পষ্ট করে বলুন।

গোরাই মল্লিক বললেন—এর চেয়েও আর স্পষ্ট করে বলবো কি ? আমিও তো একটা ছোটখাটো সেনাপতি। পরিস্থিতি আমি বুঝি। বাঙ্গালার এই প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শক্তিটাকে একটানে উপড়ে ফেলা দুরূহ কাজ। ইতিপূর্বে অনেকেই এটা করতে গিয়ে অনেক মাসুল দিয়েছে। প্রত্যেকটা ফসলেরই একটা অনুকূল সময় লাগে। কাজেই আমার ধারণা, সুখে খেতে ভূতে কীলানোর এই ব্যাধি আমাদের না থাকাই উচিত।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য গোস্বাভরে বললেন—আপনি কি বলতে চান ? সুখে খেতে ভূতে কীলানো মানে ?

গোরাই মল্লিক অবিচল কণ্ঠে বললেন—নির্মম হলেও কথাটা তাহলে আরো স্পষ্ট করে বলি শুনুন। এই মুসলমান শাসকেরা আমাদের প্রতি যখন অত্যন্ত কঠোর থাকেন,

www.amarboi.org

সুযোগ-সুবিধে দেয়ার প্রশ্নতো দূরের কথা, যখন আমাদের একদম তাঁরা তাচ্ছিল্য করে চলেন, এর প্রতিবিধান করার প্রয়োজন যখন চরমভাবে প্রকট হয়ে উঠে ও আমাদের অবশ্য করণীয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন আমরা সকলেই "হুজুর-হুজুর" বলে লেজ গুটিয়ে তোয়াজ করি তাঁদের। প্রতিবিধানের কথা আদৌ তখন ভাবিনে। অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রাণ বিসর্জন দেয়ায় যে অক্ষয় স্বর্গলাভ, এটা তখন একদম ভুলে যাই। কিন্তু যেই কোন সদাশয় সুলতান আমাদের মর্যাদার চোখে দেখতে চান, আমাদের সুখ-শান্তি কামনা করেন, অমনি তাঁর ঠ্যাং ভাঙ্গতে সোচ্চার হয়ে উঠি আমরা। এর অর্থটা কি দাঁড়ায় তাহলে ? সুখে খেতে ভূতে কীলানো নয় ?

কেশবছত্রী ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—মল্লিক সাহেব !

বলেই চললেন গোরাই মল্লিক—এরপরও কোন দূরদর্শী সুলতান কি খাতিরের চোখে দেখবেন আমাদের, না দেখা তাঁর উচিত ?

মুখ্যমন্ত্রী সনাতন সাহেব তিক্ত কণ্ঠে বললেন—ছি-ছি-ছি ! দাসত্ব বৃত্তি আপনার এতটা ধাতস্থ হয়ে গেছে ?

গোরাই মল্লিক এর জবাবে বললেন—হয়তো তাই-ই ভাববেন সবাই। কিন্তু এটা কেউ ভাবছেন না যে, যে ব্যধি নিরাময় হবার নয়, সে ব্যধির প্রদাহটা বৃদ্ধি না করে লঘু হয়ে থাকতে দেয়াই বা লঘু করে রাখাটাই উৎকৃষ্ট পথ।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ পরিকল্পনা যত শক্তই করুন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের ফুঁৎকারে এদেশ থেকে উড়িয়ে দেয়ার কোন সম্ভাবনা চোখে আমার পড়ছে না। গোটা এই ভারতবর্ষে তাদের এখন অপ্রতিহত প্রাধান্য। এক গেলে আর আসবে। এ অবস্থায় খামাখা আমরা আমাদের দুঃখ বাড়াতে যাচ্ছি কেন ?

রামচন্দ্র খান প্রশ্ন করলেন—এত হীনবল ভাবেন আমাদের সবাইকে আপনি ?

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগেই ফের বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য বিদ্রূপের সুরে বললেন—তাহলে আপনি বলতে চান, এ দেশে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয় ?

গোরাই মল্লিক নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন—আপাততঃ তাই আমি মনে করি।

জ্বলে উঠলেন সার্বভৌম। বললেন—আমাদের ঐ পবিত্র গ্রন্থের চেয়েও নিজেকে আপনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন ?

ঃ মানে ?

ঃ ধর্মগ্রন্থে যেখানে স্পষ্টভাবে বলছে, এ দেশ অচিরেই আমাদের হবে, সেখানে আপনি বলছেন হবে না ? আপনি তার চেয়েও বড় ? ঈশ্বরের ইচ্ছাকেও তাচ্ছিল্য করেন আপনি ?

ঃ তাই যদি বলেন, তাহলে আমি বলবো, মহাপরাক্রম হোসেন শাহর আমলে আপনারা সেই ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর করতে এত আগ্রহী হলেন কেন ? ইতিপূর্বে এই যে এত দুর্বল সুলতান বাঙ্গালার তখ্তে রইলেন, হাবসী সুলতানদের মেরুদণ্ড বলে যখন কোন কিছুই ছিল না, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন ?

ঃ এখানে, এই নবদ্বীপেই ছিলাম। আজকের চেয়ে আরো বরং তরুণই ছিলাম তখন।

ঃ তখন তাহলে পদক্ষেপ নেননি কেন ?

www.amarboi.org

ঃ কি করে নেবো ? ঐ হাবসীদের দরবারে আপনারা কেউ ছিলেন তখন ? না কোন হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু সালার, হিন্দু সভাসদ রাখতে গেছে তারা ? ওদের দরবারে ওরাই, মানে ঐ ম্লেচ্ছরাই তো ছিল সর্বেসর্বা। আমাদের ইচ্ছে আমরা বাস্তবায়ন করাবো কাকে দিয়ে ?

ঃ বটে !

ঃ এই হোসেন শাহর আমলেই না সে সুযোগ পেয়েছি আমরা। ভগবানের কৃপায় বড় পদগুলো সমস্তই প্রায় আমাদের লোকের দখলে। প্রশাসনটা মোটামুটি এই হোসেন শাহ্ আমাদের লোকের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। এ সুযোগ ছাড়বো কেন আমরা ? এ সুযোগ আগে কখনও ছিল ?

ঃ আচ্ছা !

ঃ হোসেন শাহর এই নির্বুদ্ধিতা কোথায় থেকে এলো ? অমনি অমর্ষি ভেবেছেন ? শাস্ত্রের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করবেন বলেই ভগবান তাকে এ ব্যাপারে এতটা নির্বোধ করেছেন।

ঃ নির্বোধ ?

ঃ কেউ কেউ আবার সোহাগ করে বলেন উদারতা। তা এই অদূরদর্শিতার নাম যে যা খুশী দিক না কেন, এইটেই তো চাই আমরা। এইটেরই তো প্রয়োজন ছিল আমাদের। নাকি বলেন—

অন্যান্যদের মুখের দিকে চেয়ে তৃপ্তির হাসি হাসলেন বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য। গোরাই মল্লিক এ প্রেক্ষিতে বললেন—তাই যদি মনে করেন আপনারা, তাহলে আর আমার কিছু বলার নেই। আপনাদের কাজ করুন আপনারা।

সভাকবি ও সভাসদ দামোদর সাহেব বললেন—আর আপনি ? এই যে এত দৌড়ঝাঁপ করে আয়োজনটা এতখানি এগিয়ে এনেছে সবাই, গঙ্গাস্নানের ভিড়ের একটা অছিলায় এই যে এত ঝুঁকি নিয়ে আমরা সবাই এখানে একত্র হলাম যে উদ্দেশ্যে আপনার ভূমিকা কি থাকবে সেখানে ?

গোরাই মল্লিক উদাস কণ্ঠে বললেন—দেখুন, আপনাদের যা করার তা আপনারা করুন, আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না।

ঃ কেন–কেন ?

ঃ আমি একজন সৎব্যক্তির সদাশয়ের সাথে বেঈমানী করতে পারবো না।

অনেকেই সবিস্ময়ে আওয়াজ দিলেন—সেকি !

লাফিয়ে উঠলেন সভাকবি ও সভাসদ বিজয়গুপ্ত। বললেন—কি, কি বললেন আপনি ? সৎ ব্যক্তি ? সদাশয় ? ঐ একটা হীনাতিহীন ম্লেচ্ছ-যবন সৎ ব্যক্তি হলো আপনার কাছে ?

সভাকবি কবিরঞ্জন বললেন—একজন নির্গুণ দুরাচারকে এতবড় ভাবেন আপনি ?

কবি যশোরাজ খান নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। উন্মত্তের মতো চীৎকার করে বললেন—রাম-রাম-রাম ! একজন পাপিষ্ঠ নরাধম, অস্পৃশ্য-অচ্ছুত, যে আমাদের পবিত্রস্থান পুরীতে অভিযান চালিয়ে দেবদেবীর মন্দিরগুলো তছনছ করেছে, হিন্দুরাজা হিন্দুরাজ্যের সাথে যার সার্বক্ষণিক সংঘর্ষ বিদ্যমান, সেই দুর্বৃত্ত হিন্দুবিদ্বেষী কুলাঙ্গারকে আপনি সৎ ব্যক্তি ভাবেন ?

চঞ্চল হয়ে উঠে কেশবছত্রী বললেন—আহ্ ! কবি বাবু, ধীরে। ভুলে যাবেন না, দেয়ালেরও কান আছে।

www.amarboi.org

সজ্ঞানে ফিরে এসে যশোরাজ খান আফসোস্ করে বললেন—কি করি বলুন, এমন উক্তি শুনলে আর আত্মসংবরণ করা যায় ?

গোরাই মল্লিক ঠাণ্ডা কণ্ঠে বললেন—কবি বাবুর এটা কেবলই রাগের কথা হলো। কবি বাবু নিশ্চয়ই জানেন, দুই পক্ষের লড়াই চলে যেখানে সেখানের মন্দির-মসজিদ-ধর্মীয় স্থান তছনছ কিছু হয়ই, কিছু উগ্রপন্থী সেপাইরাও আধিক্য করে ফেলে। এটা সুলতানের কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে নয়। আর সার্বক্ষণিক যুদ্ধের কথা বলছেন ? এটাও আপনি জানেন যে, সুলতান কোন হিন্দুরাজ্য আগে আক্রমণ করেননি, হিন্দু রাজারাই আগে আক্রমণ করছেন বলেই তাঁকে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে। কামতা, কামরূপ, অহম, উৎকল—সবকয়টি সংঘর্ষেরই কারণ সকলের জানা আছে। কাজেই, এ থেকে তার হিন্দু বিদ্বেষের প্রশ্ন কিছু আসে না। আক্রান্ত হলে পাল্টা আক্রমণ করতেই হবে তাঁকে। দিল্লীর মুসলমান সুলতানের বিরুদ্ধেও ফৌজ পাঠাতে কার্পণ্য তিনি করেননি।

বৈঠকের সকলেই এবার এক সঙ্গে ছি-ছি করে উঠে বললেন—আপনি কি হিন্দু, না আসলেই একজন যবন ? একি আপনার যবন প্রীতি ? ,

গোরাই মল্লিক অবিচল কণ্ঠে বললেন—তা আপনারা যে যা-ই বলুন, সুলতানের কাছে ঋণ আমার আকণ্ঠ। তাঁর দয়াতেই আমি আজ এত উর্ধে উঠেছি। নেমক খেয়ে সরাসরি নেমকহারামী করতে পারবো না আমি।

বৈঠকটা পুনরায় ছি-ছি রবে মুখরিত হয়ে উঠলো। কেউ বললো—ধিক্, শত ধিক্ আপনাকে !

এ প্রেক্ষিতে সভাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য করুণ কণ্ঠে আক্ষেপ করে বললেন—তাহলে আপনার জন্যেই আমাদের এই সমস্ত আয়োজন, তথা হিন্দুকুলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতটা নস্যাৎ হয়ে যাবে ? সমস্ত কিছু পণ্ড করে দেবেন আপনি ?

গোরাই মল্লিক বললেন—না, না, পণ্ড করতে যাবো কেন আমি ? সরাসরি এতে আমি অংশ নিতে পারবো না, এইটুকুই আমার বক্তব্য। আপনারা আপনাদের করণীয় করে যান।

সনাতন সাহেব ক্ষোভের সাথে বললেন—এটা একটা কথা হলো ?

ঃ কেন, কথা হলো না কেন ?

ঃ সামরিক বাহিনীর বিরাট এক অংশ আপনার হাতে। বিপুল সৈন্য সামন্ত ! বিপক্ষে না গেলেও, এটা যদি নিষ্ক্রীয় থাকে—

ঃ নিষ্ক্রীয় থাকবে কেন ? ইচ্ছে করলে ওটা আপনারা ব্যবহার করুন, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নিজে আমি কোন ভূমিকা নিতে পারবো না। আর এতে আমাকে টানবেন না, এইটুকুই আমার অনুরোধ।

গোরাই মল্লিকের এ কথায় নির্জীব বৈঠক আবার সজীব হয়ে উঠলো। রক্ষীপ্রধান কেশবছত্রী খোশদীলে বললেন—ব্যস্-ব্যস্ ! তাহলে আর আপনার উপর অভিযোগ নেই আমাদের।

মহামাত্য রূপ সাহেব সপুলকে বললেন—সত্যি সত্যিই আপনার বাহিনী কাজে লাগাতে দেবেন আমাদের ?

গোরাই মল্লিক কিছুটা ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন—দেখুন, আমাকে আপনারা আর যা-ই ভাবুন, মিথ্যাবাদী ভাববেন না।

www.amarboi.org

সনাতন সাহেব উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—ধন্যবাদ মল্লিক বাবু, ভগবান আপনার কল্যাণ করুন। আপনার কাছে এর বেশী আর চাইবো না।

সভাসদদের অনেকেই খোশ কণ্ঠে বললেন—এই ঢের-এই ঢের!

গোরাই মল্লিকের আগের কথায় বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুটা ইতস্তত করে এবার তিনি হাসি মুখে বললেন—আর একটা অনুরোধ ছিল মল্লিক বাবু—

গোরাই মল্লিক বললেন—বলুন—

ঃ আমাদের এই বৈঠক আর পরিকল্পনার গোপনীয়তা—

ঃ আমাকে দুঃখিত করলেন সভাপণ্ডিত মশাই! নিজে আমি অংশগ্রহণ করতে পারছিনে, এইতো অনেক। এর উপর আবার আপনাদের এই উদ্যোগ ফাঁশ করে দিয়ে আমার স্বজাতির সাথে আমি বেঈমানী করবো, এতটা পাষণ্ড আমাকে ভাবছেন কেন?

বৈঠকের তামাম লোক খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। সবাই তাঁরা সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলেন—জয় রাম! জয় রাম! মল্লিক বাবুর মঙ্গল হোক, ধনেজনে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হোক।

অতপর বৈঠকের কাজ খাটো হয়ে এলো। অল্প কিছু কথাবার্তার পর অবশিষ্ট সকলেই একবাক্যে এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার নিরঙ্কুশ ওয়াদা দান করলেন এবং সেই লক্ষ্যে উদ্যত হয়ে উঠলেন।

বৈঠকের সমাপ্তিক্ষণে বিদ্যাবাচস্পতি পুনরায় বৈঠকের তথা পরিকল্পনার গোপনীয়তা রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। সনাতন সাহেব বললেন—খুব অধিক কাল নয়। আর মাত্র মাসখানেক সর্বোতভাবে সকলেই সবকিছু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপন করে চলবেন। এর মধ্যেই আমরা লোক-লস্কর গুছিয়ে নিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলবো আর অতর্কিতে আক্রমণ করে কার্যোদ্ধার করে ফেলবো। সুতরাং গোপনীয়তা এখানে সবিশেষ প্রয়োজন।

অবিচল সমর্থন দিয়ে সকলেই বললেন—অবশ্যই-অবশ্যই।

কেশবছত্রী সেই সাথে যোগ দিয়ে বললেন—খেয়াল রাখবেন, অতর্কিতে ছাড়া প্রকাশ্যে ময়দানে নেমে কিছুই করতে পারবো না আমরা। সুলতান একবার সজাগ হয়ে গেলে, শত চেষ্টা করেও আর ফল কিছু হবে না, মারাই পড়বো আমরা শুধু। কাজেই, হুঁশিয়ার! ঘুণাক্ষরেও যেন এই কয়টা দিন একটা কাকপক্ষীও এ বিষয়ে কিছুই জানতে না পারে। প্রকাশ পেলে শুধু বিপর্যই নয়, মহা বিপর্যয়!

আবার সবাই বললেন—তথাস্তু-তথাস্তু।

"জয় রাম—জয় রাম! জয় গুরু—জয় প্রভু" ইত্যাদি প্রার্থনামূলক ধুয়া-ধ্বনী ও বিপুল আশা উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বৈঠকের কাজ শেষ হলো।

৫

নবদ্বীপ থেকে ফিরে এসেই শমশের আলী ধরে বসলেন আল-আজ্জাদকে। বললেন—এসব কি শুনছি?

আল-আজ্জাদ সবিস্ময়ে বললেন—এসব মানে? কি সব?

শমশের আলী বললেন—তুমি নাকি রাজসভায় যাচ্ছো?

www.amarboi.org

আরো অধিক বিস্মিত হয়ে আল-আজাদ বললেন—সেকি ! রাজসভায় আজ এই নতুন যাচ্ছি নাকি ?

ঃ রাজসভা মানে কি রাজদরবার ? আমি কি দরবারের কথা বলছি ?

ঃ তবে ?

ঃ তুমি নাকি কাব্য সভায় যাচ্ছো ? সভাকবিদের নিয়ে শাহান শাহর সাহিত্য সভায় ?

আল-আজাদ এবার স্মিতহাস্যে বললেন—ও-হ্যাঁ। তা যাচ্ছি বৈ কি ?

ঃ যাচ্ছি বৈ কি ? কি নিয়ে যাচ্ছো ?

ঃ আমার কবিতা নিয়ে।

ঃ তোয়াজ-স্তুতি, রাজবন্দনা—এসব তাহলে জুড়ে নিয়েছো তো ?

ঃ কেন, তা নেবো কেন ?

ঃ তার মানে ! তোয়াজ-স্তুতি ছাড়াই তোমার ঐ নাঙ্গা কবিতা নিয়ে তুমি রাজসভায় যাচ্ছো ?

ঃ হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি।

শমশের আলীর গায়ে জ্বালা ধরে গেল। তিনি দাঁত পিষে বললেন—তাই যাচ্ছো ? মরণের এত খাহেশ পয়দা হয়েছে দীলে তোমার ?

ঃ মরণের খাহেশ !

ঃ যাও, গেলেই সেটা বুঝবে। আরামে আহলাদে দিন কাটছে তো ? দুনিয়ার আসল রূপ দেখোনি। গিয়ে একবার তাহলে দেখে এসো খানিকটা।

ঃ দুনিয়ার আসল রূপ ! কি বলছো এসব ?

ঃ মাথা নিয়ে ফিরে আসতে পারলে হয়। সব স্থানে যে সব আচরণ চলে না, ন্যায় আচরণ ন্যায় কথাও অনেক স্থানে যে বেআদবী, এটা আর কত বোঝাবো আমি ?

আল-আজাদ বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—কি ব্যাপার দোস্ত ? এ নিয়ে তুমি এত উতলা হয়ে উঠলে কেন ?

শমশের আলী তিক্ত কণ্ঠে বললেন—সখ হয়েছে আমার। খাহেশ ! পরম পুলকে আমি উতলা হয়ে উঠেছি। আহম্মক কাঁহাকার।

ঃ দোস্ত।

ঃ আরে বেয়াকুফ, এই সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন-শাহকে আজও চিনতে পারলে না ? লোক তিনি যত ভালই হোন, এতবড় তোয়াজ প্রিয় লোক এই সারে জাহানে দুস্‌রাটি আর আছে ? তোয়াজ যে করতে পারে, তাঁর কাছে তার সাত খুন মাফ। তোয়াজ যে জানে না, তাঁর কাছে তার মূল্য যে খুব একটা বেশী, এমনটি মনে করার আদৌ কোন কারণ আমার নজরে পড়েনি। তার মূল্য বোধ করি গরুছাগলের বড় একটা উপরে নয়।

ঃ কিন্তু দোস্ত এটা তুমি এতটা জোর দিয়ে বলছো কেন আজ ? কিছুটা তোয়াজ প্রিয় যে ঠিকই তিনি, এটা আমিও মনে করি। কিন্তু তাই বলে যে ওটা নিয়ে এতটা অন্ধ হবেন তিনি—

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে শমশের আলী অধীর কণ্ঠে বললেন—অন্ধ-অন্ধ, একেবারেই দৃষ্টিহীন। যা জানো না, তা নিয়ে তর্ক করছো কেন ?

আল-আজাদ ঘাবড়ে গেলেন। দিশেহারা হয়ে তিনি বললেন—তা, মানে—

www.amarboi.org

আরো অধিক দৃঢ় কণ্ঠে শমশের আলী বললেন—কোন, মানে অর্থ নেই। ঐ কাব্যসভায় যাওয়া তোমার হবে না, এই হলো সাফ কথা। পাগলামী আর যা-ই করো, এতবড় পাগলামী আমার সামনে করতে তোমাকে দেবো না।

আল-আজাদ নীরব হয়ে গেলেন। গোলমাল শুনে ঘরে ঢুকলেন খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেব। শিরওয়ানী সাহেব বাইরে ছিলেন সারাদিন। এই এতক্ষণে ফিরেই গরম গরম কথাবার্তা শুনে আল-আজাদের কক্ষে এসে ঢুকলেন। কক্ষে ঢুকে শমশের আলীকে দেখেই তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—আরে! এই যে শামশের আলী! কখন ফিরলে?

উভয়েই শিরওয়ানী সাহেবকে সালাম দিলেন। সালাম দিয়ে শমশের আলী বললেন—এই ওবেলা হুজুর।

সালাম নিয়ে শিরওয়ানী সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন—তা তবিয়ত? মানে শরীর স্বাস্থ্য ভাল তো?

শমশের আলী ভার কণ্ঠে জবাব দিলেন—তবিয়ত আমার মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে হুজুর। তবে—

ঃ তবে?

ঃ অন্যান্য তামাম খবর খারাপ। খুবই খারাপ।

ঃ কি রকম?

ঃ সে সব কথা পরে বলছি হুজুর। কিন্তু এখানে এই এসেই যে কথাটা শুনছি, তাও তো হুজুর খুব উমদা কথা নয়। শুনেই তো আবার বিগড়ে গেল মাথা আমার।

শিরওয়ানী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—কি কথা?

ঃ আল-আজাদ নাকি রাজসভায় যাচ্ছে? শাহান শাহর সাহিত্য মজলিসে?

ঃ হ্যাঁ যাচ্ছে।

ঃ সাহিত্য সভায় যে যাবে। মানে সে সুযোগ হঠাৎ করে আল-আজাদ পেলো কি করে? শাহান শাহ্ কি অনুমতি দিয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ, দিয়েছেন।

ঃ শাহান শাহ্ কি করে জানলেন, আল আজাদ একজন শায়ের?

ঃ আমিই তাঁকে বলেছি।

ঃ বলেন কি হুজুর! আপনি তাঁকে বলেছেন? তাজ্জব!

ঃ কেন, তাজ্জব হলো কেন?

ঃ আপনি তা বললেন আর শাহান শাহ্ অমনি তাকে ডেকে পাঠালেন সভায়?

ঃ না, তা পাঠাননি। অনুমতিটা আমিই চেয়ে নিয়েছি। নিজে আমি সুপারিশ করায় শাহান শাহ্ আর আপত্তি কিছু করেননি। বরং খুশী হয়েই সে অনুমতি তিনি দিয়েছেন।

শমশের আলী বিব্রত কণ্ঠে বললেন—আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে হুজুর। লোকটা আরামে ছিল, থাক। ওকে জানে প্রাণে না মারলেই কি নয়?

শিরওয়ানী সাহেব বারপর নেই বিস্মিত হলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—এসব কি বলছো তুমি?

ঃ বড় দুঃখে বলছি হুজুর। রাজসভায় সে যাবে, তাতে আমার আপত্তি কিছু ছিল না। বরং আমার অত্যন্ত খুশী হওয়ারই কথা এটা। কিন্তু শাহান শাহার তোয়াজ-স্তুতি কিছুই কবিতায় না থাকলে, ওখানে গিয়ে স্রেফ তো সে মারা পড়বে হুজুর।

www.amarboi.org

ঃ মারা পড়বে। কেন, এতবেশী ভাবছো কেন?

ঃ আমার নিদারুণ আর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এ ধারণা মীলে এসেছে আমার।

ঃ তিক্ত অভিজ্ঞতা!

ঃ হুজুর, এই সুলতান যে তোয়াজ প্রিয়, এটা আমি জানতাম। কিন্তু এতটা তোয়াজ প্রিয়, আর তোয়াজ পেলেই যে উনি আর একেবারে কিছুই দেখতে পান না, এমন ধারণা এর আগে আদৌ আমার ছিল না।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ দুঃখজনক হলেও আমাকে বলতে হয়, ব্যাপারটা বড় জঘন্য ব্যাপার হুজুর। তাঁর ঐসব সস্তা কবিরা যে কতটা দোংরা, কতবড় বেঈমান, সুলতানের যে কত বড় দুশমন তারা, এসবের কিছুমাত্রও আপনি জানতেন যদি হুজুর, আপনি স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। অথচ ভাবতে তাজ্জব লাগে, একমাত্র তোয়াজ পাওয়ার জন্যেই তাদের আসল চেহারা সুলতান আজ পর্যন্ত একটুও দেখতে পাননি আর দেখতেও তা চান না?

ঃ শমশের আলী!

ঃ এসেই শুনি, এদের নিয়েই সুলতান এখনও বিভোর হয়ে আছেন, এদের নিয়েই মেতে আছেন আনন্দে। এদেরকেই ইনাম খেতাব দেয়ার জন্যে তিনি ঘটা করে কাব্য সভা বসাচ্ছেন আর এই সভা নাকি আধাহপ্তা কাল ধরে চলবে!

ঃ হ্যাঁ, সেই এলানই করেছেন তিনি।

ঃ তাহলেই বুঝুন, একেবারেই নিদারুণ ও মারাত্মক এক খবর নিয়ে সাক্ষী প্রমাণ সহকারে এসে হন্যে হয়ে ঘুরছি আমি, অথচ এ নিয়ে নিরিবিলিতে বসার প্রসঙ্গ পড়ে মরুক, স্রেফ মোলাকাত করার মওকাটাও পাচ্ছিনে। উনি নাকি মহাব্যস্ত এখন।

ঃ সেকি! তুমি যে তার মোলাকাত চাও, একথা উনি শোনেননি?

ঃ শুনেছেন। কিন্তু শুনলে কি হবে? উনি বলে পাঠিয়েছেন, পরে উনি কথা বলবেন, এখন ভীষণ ব্যস্ত আছেন।

ঃ আচ্ছা! তা, কি? খবরটা কি ওদিকের?

ঃ সে অনেক কথা হুজুর। অবসর মতো সব আপনাকে বলবো। কিন্তু এখনই আ-মাকে উজিরে আলার কাছে না গেলেই নয়। অনেক জরুরী কাজ আছে সেখানে। তবে সারকথাটা হচ্ছে, ঐ কথাই। অন্যান্যদের সাথে ঐসব সস্তাকবিরা অধিকাংশই পাক্কা বেঈমান। এ মুলুকে মুসলমান সালতানাতের ওরা ঘোরতর দুশমন।

শিরওয়ানী সাহেব গম্ভীর হলেন। তা দেখে শমশের আলী বললেন—হুজুর!

ঃ ওরা যে আসলেই বেঈমান, তা অনেকেই আমরা অনেক আগেই বুঝেছি। কিন্তু সুলতানকে এটা বুঝায় কে? উনি তো এসব কথা কানে তুলতেই চান না। বলতে গেলেও নাখোশ হন।

ঃ হুজুর!

ঃ উল্টা আবার আমাদেরকেই ভুল বুঝে বসেন। এইটেই আমাদের এক মস্তবড় বদনসীব। মাঝে মাঝে কিছু অত্যন্ত প্রকট ব্যাপারে রাজশক্তি এমনইভাবে উদাসীন হয়ে চলে যা ভাবতেও দুঃখ লাগে।

ঃ হ্যাঁ, মানে সেই কথাইতো—

www.amarboi.org

ঃ তুমিও যে পুরোপুরি বোঝাতে পারবে তোমার কথা, এমন ভরসা কম। তবু এর মধ্যে দিয়েই চলতে হবে আমাদের। আফসোস্ করে ফায়দা কি?

শমশের আলী সঙ্গে সঙ্গে বললেন—সেইজন্যেই তো বলছি হুজুর, আমার এই নীরিহ দোস্তটাকে কেন সেখানে পাঠাচ্ছেন? এতবড় তোয়াজ প্রিয় লোক, তোয়াজ না পেলে তিনি যে একে কোন নজরে নেবেন, তা ভেবে দেখছেন না কেন? চাইকি বদ হুকুমও দিয়ে বসতে পারেন কিছু?

ঃ বদ হুকুম। না-না, এতটা—

ঃ বেয়াদব বোধে চরম দণ্ডও দিয়ে বসতে পারেন তো। অসম্ভব ভাবছেন কেন? আর যদি হঠাৎ এই রকমই একটা কিছু ঘটে—মানে—এই রকম একটা প্রাণ—

শমশের আলী আকুল হয়ে উঠলেন। তা দেখে শিরওয়ানী সাহেবের মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি হাসি মুখে বললেন—ভাবতে আমার বড়ই আনন্দ লাগছে শমশের আলী যে, আল-আজাদ যেন স্রেফ তোমার দোস্ত নয়, ও যেন একদম তোমার আপন ছোট ভাই। তুমি তোমার দীলের সাথে বিলকুল ওকে এক করে নিয়েছো।

ঃ হুজুর।

ঃ তার প্রতি তোমার এটা চরম দরদেরই বহিঃপ্রকাশ।

ঃ জি?

ঃ তুমি একজন রসিক মানুষ—এটা অনেকেই জানে। সেই সাথে এটাও তারা জানে যে, ঐ রসিকতাটুকুর বাইরে তুমি একজন ইস্পাত কঠিন লোক। ধীরস্থির আবেগহীন মানুষ। বাস্তব ক্ষেত্রে অত্যন্ত চাপা মানুষ বলেই তোমার পরিচিতি। একজন নিরপেক্ষ আতিশয্যহীন গোয়েন্দা তুমি। তোমার মধ্যে আদৌ কোন ভাবাবেগ নেই বলে সুলতানও তোমাকে অনেক বেশী বিশ্বাস করেন। অথচ আল-আজাদের ব্যাপারে তোমার শিশুর মতো সীমাহীন আকুলতা আমাকে আনন্দের সাথে বার বার এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল-আজাদের গায়ে কাঁটার আচড় লাগা ঠিক যেন তোমারই দীলে চরম আঘাত লাগা।

লজ্জিতভাবে মেঝের দিকে চেয়ে শমশের আলী বললেন—হুজুর।

ঃ তোমারই এই পরম অনুভূতির তারিফ করি আমি। এ নিয়ে আমি গর্ববোধ করি।

আল-আজাদ শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন—আমাকে শরম দেবেন না হুজুর। আসলে এ একটা নীরিহ বেয়াকুফ। একদম মাসুম বাচ্চার মতো সরল আর ঐ বাচ্চার মতোই কিছুটা জেদীও। ওর প্রতি কার দীল দরদ পয়দা হবে না হুজুর?

শরম পেলেন আল-আজাদই বেশী। স্মিতহাস্যে তিনি কিঞ্চিৎ দূরে সরে গেলেন। শিরওয়ানী সাহেব হাসিমুখে বললেন—আল-আল। তা একটা কথা ভুলে যাচ্ছো কেন, সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর ঐ একটা ব্যাপারে জিয়াদা ভ্রম থাকলেও, আসলেই তো উনি একজন ভাল মানুষ। মহৎ ব্যক্তি। একটা বিশাল মুলুকের তিনি সুলতান। সামান্য একটা ত্রুটির জন্যেই হঠাৎ তিনি চরম বদ হুকুম দিয়ে বসবেন, এটা ভাবা ঠিক নয়।

শমশের আলী আমতা আমতা করে বললেন—তবুতো হুজুর মুসিবত কিছু—

ঃ দেখো, বালামুসিবতও যা-ই বলো, সবকিছুর মালিক ঐ একজন। তিনি যদি চান, আমরা যত সতর্ক হয়েই চলি না কেন, মুসিবত কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবো

www.amarboi.org

না। তার চেয়ে বরং আল-আজাদ তার এই নতুন দিকটা নিয়ে গিয়ে সভায় একটা ধাক্কা দিয়ে দেখুক না, ফলাফলটা কি আসে? সব ব্যাপারেই সবাইকে এত বুযদীল হয়ে চলতে গেলে চলবে কেন? কোন কোন ক্ষেত্রে ঝুঁকিও তো নিতে হবে কিছু?

শমশের আলী আর আপত্তি তুললেন না। সম্মতির সুরে বললেন—ঠিক আছে হুজুর। আপনি যখন বলছেন, এখন আর আপত্তি করবো না। ওর নসীবটাই একটু দেখা যাক বাজিয়ে।

ঃ হ্যাঁ, তাই দেখা হোক। আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা হারালে চলবে কেন আমাদের? তা যেখানে তুমি যেতে চাইলে যাও, দেরী হয়ে গেল তোমার। আমিও কিছুটা পরিশ্রান্ত। আমি এখন যাই।

শিরওয়ানী সাহেব অন্দর মহলে চলে গেলেন। হাসিমুখে ও অল্প কথায় আল-আজাদের কামিয়াবী কামনা করে শমশের আলীও ব্যস্তভাবে উজিরে আলা খান রুকন খান সরহাটি সাহেবের মকানের দিকে ছুটলেন।

কবিতা উৎসব এখনই শুরু হবে। শাহান শাহ্র সাহিত্য মজলিস বা সভাকবিদের কাব্য সভা। রমারম কাব্য সভার চেয়ে এই সভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৎসরান্তের এই বিশেষ সময়ে একবার করে মহাধুমধামে কাব্য চর্চার অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠান অর্থাৎ কবিতা পাঠের আসর চলে তিন চার দিন ধরে। শেষ দিনে গুণানুসারে কবি ও লেখকদের মধ্যে পুরস্কার ও খেতাব বিতরণ করা হয়।

বিশেষ সভা সমিতি আর অনুষ্ঠানাদির জন্যে নির্মিত বিশাল এক কক্ষে এই কাব্য সভার আনযাম করা হয়েছে। সুলতানের জন্যে তৈরী উঁচু এক মঞ্চের নীচে প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ মেঝে জুড়ে মখমলের সুমসৃণ ফরাশ পাতা। ফরাসের সম্মুখ ভাগে কাতার ধরে বসে গেছেন সুলতানের সভাকবি ও মশহুর শায়েরগণ। তাঁদের দুই পাশে শ্রেণীমতে বসেছেন শাহী পুরুষ ও সাহিত্যামোদী আমির-উমরাহ্-অমাত্যগণ। সবার পেছনে বসেছেন বিপুল সংখ্যক সাহিত্যামোদী শ্রোতামণ্ডলী। শ্রোতারাও প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনেকেই উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং শাহীমহল ও প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত গণ্যমান্য লোকজন। বাইরের ও সাধারণ লোকের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ।

মঞ্চের উপর মূল্যবান ও সজ্জিত এক আসন পাতা। সুলতানের বসার আসন। এর পেছনেই ও দুই পাশে দেয়ালের গায়ে মহিলা দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রশস্ত ও বিন্যস্ত অনেকগুলো ঝরোকা। ঝরোকার পাশে শাহী মহলের মহিলাদের বসার আসন। মহিলারাও এসে আসন গ্রহণ করেছেন। কাব্যসেবী শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগম বসেছেন সকলের আগে ও একদম সামনের ঝরোকাটির কোল ঘেঁষে।

মশহুর শায়েরদের মধ্যে রয়েছেন যশোরাজ খান, কবিরঞ্জন, বিজয় গুপ্ত, দামোদর, বিপ্রদাস, শেখ কুতবন, কেশবছত্রী ও আরো অনেকে। রূপ সাহেব ও সনাতন সাহেবও কবিদের কাতারের মধ্যভাগে বসেছেন। শাহী কর্মের সাথে সাথে কমবেশী তাঁরাও কাব্য চর্চা করেন। চাটিগাঁ থেকে মশহুর শায়ের কবীন্দ্র পরমেশ্বরও এসে সামিল হয়েছেন সুলতানের এই সভায়। চাটিগাঁয়ের প্রশাসক পরাগল খানের

www.amarboi.org

পৃষ্ঠপোষকতায় ইনি চাটিগাঁয়ে কাব্য সাধনা করেন। ধনুর্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা, বৃদ্ধ উর্ক সৈয়দ মীর আলাওলী সাহেবও হাজির আছেন সভায়।

মুহম্মদ-বিন-ইয়জদান বকৃশ্‌ ওরফে খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেব আল-আজাদকে সঙ্গে নিয়ে এসে এই সমস্ত লেখক শায়েরদের কাতারের পেছনে গিয়ে বসলেন। আল-আজাদ বসলেন শিরওয়ানী সাহেবের পাশ ঘেঁষে তাঁরও একটু পেছনে। আল-আজাদ সভাকক্ষে প্রবেশ করতেই শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমের চোখ পড়লো তাঁর উপর। তাঁকে দেখে শাহজাদী আরজুবানু অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠলেন। এই কাব্যসভায় আল-আজাদ এসে হাজির হবেন, এটা তিনি কল্পনাও করেননি। অনুষ্ঠানের প্রতি আকর্ষণ তাঁর শতগুণে বৃদ্ধি পেলো।

শাহান শাহ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন উপস্থিত সকলেই এবং শাহান শাহকে অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। সুলতান তাঁর নির্দিষ্ট আসনে উপবেসন করলে সকলেই ফের নিজ নিজ স্থানে বসে পড়লেন।

অতপর শাহান শাহর ইঙ্গিতে খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেব সামনে এসে পবিত্র কুরআন শরীফের কিছু অংশ পাঠ করলেন। কুরআন তিলাওয়াত শেষ হলে শুরু হলো কবিতা পাঠ।

পদাধিকার বলে প্রথমে সনাতন সাহেব ও তাঁর পরে রূপ সাহেব—এই দুই ভাই—কবিতা পাঠ শুরু করলেন। লেখা থেকে পাঠ করার আগে তাঁরা পর পর উভয়েই দীর্ঘক্ষণ ধরে শাহান শাহর গুণ, বদান্যতা, মহত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায় বিচার, উদারতা, শৌর্যবীর্য ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সুলতানের অকৃত্রিম প্রজাবাৎসল্য নিয়ে মৌখিক বক্তৃতাদান করলেন এবং সুলতানের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠলেন। অতপর তারা উভয়েই পর পর তাঁদের লেখা থেকে কিয়দংশ পাঠ করে শোনালেন—যা কিছুমাত্র কাব্য নয়, স্রেফ ঐ একই ধরনের তোয়াজেরই পুনরাবৃত্তি। নিরপেক্ষ শ্রোতারা এতে অত্যন্ত বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁদের দলভুক্ত কবি মহল আর স্বজাতীয় স্বগোত্রীয় সভাসদ ও শ্রোতারা তাঁদের ভূয়সী প্রশংসায় পুনঃপুনঃ হর্ষধ্বনীর সাথে "বাহবা বাহবা" বলতে গিয়ে "ওয়া-ওয়া" করে সভাকক্ষ মাতিয়ে তুললেন।

তাঁদের পরে কেশবছত্রীও ঐ একই পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ লেখা থেকে আর অধিক মুখে একটানা সুলতানের সুনাম সুখ্যাতি গেয়ে সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় জার জার হয়ে উঠলেন এবং নির্দিষ্ট ঐ মহল একইভাবে তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে ঘন ঘন উৎসাহ দান করলেন।

অতপর এলেন মশহুর কবি যশোরাজ খান। তিনি প্রথমেই মুখে কিছু না বলে সরাসরি কবিতা পাঠ শুরু করলেন। অন্যকথায়, কবিতার নামে প্রশস্তি গাইতে লাগলেন—

"শ্রীযুক্ত হুসায়ন জগৎ ভূষণ
সেহ ইহ রস জান
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান ॥......................."

www.amarboi.org

—এইভাবে শুরু করে তিনি কাব্যে ও তৎপরে কথায় শাহান শাহ্ হোসেন শাহ্র কাব্যপ্রীতি, কবিদের প্রতি শাহান শাহ্র উদারতা, বদান্যতা, তাঁকে এই যশোরাজ খান উপাধি দান, অন্যান্যদের নানাবিধ উপাধি ও ইনাম দানের বিষয় নিয়ে সুদীর্ঘ তোয়াজ পেশ করলেন। শ্রোতারা তাঁর কবিতায় ও কথায় যা পেলেন তা সাকুল্যে ঐ সুলতানের কাব্য প্রীতির কথা। কবিতায় তাঁর অন্য কিছু থাকলেও ঐ তোয়াজটুকুর বাইরে তিনি আর কিছু পড়লেন না। নিরপেক্ষ শ্রোতাদের তরফ থেকে উৎসাহ কিছু না এলেও ঐ নির্দিষ্ট মহল একইভাবে যশোরাজ খানের কবিতার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

এলেন কবি রঞ্জন। তিনি শুরু থেকেই বেছে বেছে শাহান শাহ্র যে সব স্তুতি পাঠ করে গেলেন, তা—

"শাহ্ হুসেন অনুমানে যারে হানল্যে মদন বাণে

চিরঞ্জীব হউ পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি-বিদ্যাপতি ভাণে॥ ....

............"

—এইরূপ সুলতানের দুর্বোধ্য প্রশংসা। নির্দিষ্ট মহল থেকে তিনিও সমর্থন আর তারিফ পেলেন প্রচুর। অভিজ্ঞ শ্রোতাদের নতুন করে বোঝার কিছু ছিল না ; নয়া শ্রোতারা নিরঙ্কুশভাবে বুঝলেন, কাব্যচর্চা নয়, স্রেফ শাহান শাহ্র গুণ গানের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন এঁরা।

অতপর যশহর শায়ের বিজয়গুপ্ত শুরু করলেন তাঁর "মনসামঙ্গল" বা "পদ্মপুরাণ" কাব্য। শুরুতেই তিনি শুরু করলেন প্রশস্তি—

"যেই মতে পদ্মাবতী করিল সম্বিধান।
সেই মতে করে সব গীতের নির্মাণ॥
ঋতুশশী (শূন্য) বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙরোড়া তকসীম॥
............"

এইভাবে অনেকক্ষণ প্রশস্তি গাওয়ার পর তিনি কিছুক্ষণ সাপের গীত ও সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর প্রশংসা গাইলেন। তিনিও তাঁর কবিতা পাঠের মধ্যে সর্বক্ষণ বিপুল প্রশংসা পেলেন স্বগোত্রীয়দের পক্ষ থেকে।

কবি বিপ্রদাস পিপিলাই এসেও পদ্মাবতীর গীত ও তার সন তারিখ বর্ণনার নামে সুলতানের গীত শুরু করলেন—

"সিন্ধু ইন্দু বেদ শশী শক পরিমাণ
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।
হেনকালে রচিল পদ্মাবতীর গীত
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পিরীত।
....

www.amarboi.org

—এই সমস্ত কিছুক্ষণ পাঠ করে তিনিও সমমনা ব্যক্তিবর্গের তারিফ কুড়িয়ে নিলেন। দামোদর সাহেব পাঠ করলেন শাহান শাহর বীরত্ব ও দিগ্বিজয়ের প্রশংসার এক সদ্য তৈরী কবিতা এবং লাভ করলেন ঐ একই গোত্রের তারিফ।

তারপর শুরু করলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর—

"নৃপতি হোসেন শাহা হএ মহামতি
পঞ্চম গৌড়েত যার পরম যে খ্যাতি
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ প্রতাপে অপার
কলি যুগে এই ভেল পৃথিবীর সার।
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের ঈশ্বর..........
তান এক সেনাপতি................
লস্কর পরাগল খান মহামতি
"
....

—ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি সুলতান হোসেন শাহ ও তাঁর চাটিগাঁয়ের প্রশাসক পরাগল খানের প্রশংসাসহ তাঁর মহাভারত সংক্রান্ত কাব্য রচনার ইতিহাস বর্ণনা করলেন।

এরপর মশহুর শায়ের শেখ কুতবন তাঁর আরবী ভাষায় রচিত "মৃগবতী" কাব্যের অনুবাদ সহ কিয়দংশ পাঠ করলেন। লেখক বুদই উর্ফ সৈয়দ মীর আলাওয়ী রাজবন্দনা সহ তাঁর ধনুর্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ "হিন্দুয়েতুল রামী" থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনালেন। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য দু' একজন এঁদের লেখার কিছু তারিফ করলেও এঁদের বেলায় ঐ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী একটা কথাও বললেন না।

এই সমস্ত নীরস ও একঘেঁয়ে স্তুতি তোষামোদের সাহিত্য পাঠের আসরে নিরপেক্ষ শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত বিব্রত হয়ে উঠলেন। অনেকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তবুও যাঁরা এসবের সাথে পরিচিত তাঁরা সবকিছু সহ্য করে মুখ বুজে বসে রইলেন। যাঁরা নতুন শ্রোতা তাঁরা সভার অবমাননা হবে ভয়ে উঠে যেতে না পেরে তিতে ওষুধ গেলার মতো মুখাকৃতি করে বসে বসে উসখুস করতে লাগলেন। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ তোয়াজে তৃপ্ত হয়ে প্রথম দিকে উষ্ণ সমর্থন আর বাহবা জ্ঞাপন করলেন বটে, কিন্তু পরে তিনিও উদাস ও আগ্রহহীন হয়ে পড়লেন। সেই সাথে অধিকাংশ শ্রোতারাদেরই নিষ্প্রাণ দেখে তিনি কিছুটা অস্বস্তিবোধও করতে লাগলেন। ঝরোকার পাশে উপবিষ্টা মহিলারা অনেকেই চুপি চুপি উঠে গেলেন। কিছু অতি উৎসাহী মহিলারাও উঠে যাবেন, না থাকবেন, বসে বসে ভাবতে লাগলেন। শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমও এতক্ষণ উঠে যেতেন। কিন্তু আল-আজাদকে উপস্থিত দেখে তিনি ধৈর্য ধরে বসে রইলেন এবং কিছুটা কৌতুকভরে আল-আজাদের মুখমণ্ডলের চেহারা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

কিছুটা নিম্নমানের হলেও আরো অনেক সভাকবির কবিতা পাঠ এখনও বাঁকী। তারা এবার শুরু করতে যেতেই সুলতান গা-নাড়া দিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসলেন এবং কবিদের উদ্দেশে বললেন—দেখুন, এসব তো অনেকই হলো। মশহুর কবি-

www.amarboi.org

সাহিত্যিকগণ সত্যিই অত্যন্ত মূল্যবান আর জ্ঞানগর্ভ কাব্য কবিতা পাঠ করলেন। সবগুলোই তারিফ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এখানে একটা কথা না বলে আমি পারছিনে।

কবি রূপ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে বললেন—জি জাঁহাপনা, বলুন–বলুন—

ঈষৎ হেসে সুলতান বললেন—যত সুস্বাদ্যই হোক, একটানা কি স্রেফ কোর্মা-পোলাওই খেতে ভাল লাগে? এর মাঝে কিছু টক-মিষ্টি-ঝালও তো দরকার?

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে রূপ সাহেব বললেন—খোদাবন্দ!

সুলতান তাকে বসার ইংগিত করে গুরুত্ব সহকারে বললেন—কাব্য সভায় যে বিষয়টির আমি কিছুটা অভাববোধ করছি, তাহলো—দীলকে আকর্ষণ করার মতো কিছু রসঘন কথাবার্তা। আপনারা যা শোনালেন তা খুবই ভাল এবং আন্তরিক। কিন্তু তবু যেন বরাবরের মতো কেমন একটা ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে গেল। বৈচিত্র কিছু এলো না।

স্বস্থানে বসে রূপ সাহেব বললেন—জাঁহাপনা!

: রাজকীয় অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিত অনেক নয়া শ্রোতা আছেন। তাঁরা অনেকেই বেশ সমঝদারও। বৈচিত্র কিছু না এলে—

রূপ সাহেব থতমত করে বললেন—তা মানে—বৈচিত্র? অনেক বিচিত্র কথাবার্তাই তো হলো জনাব। সবই তো সরস আর প্রাণবন্ত। জাঁহাপনা ঠিক কি বলতে চাইছেন—

: আমি কবি নই, ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিনে। কথাটা হলো—প্রেমপ্রীতি স্নেহ ভালবাসা—মানে দীলকে টানার মতো কিছু ব্যাপার স্যাপার—

শাহান শাহর এক আমন্ত্রিত আত্মীয় শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। ইনি নয়া শ্রোতা। তিনি এবার উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে বললেন—জাঁহাপনা ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছেন। অনুমতি পেলে এ বিষয়ে আমি কিছু বলতাম—

তাঁকে দেখে শাহান শাহ্ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি সাগ্রহে বললেন—হ্যাঁ–হ্যাঁ, এই যে আসল সমঝদার পাওয়া গেছে। পণ্ডিত মানুষ। বলুন—বলুন, কথাটা আপনি বুঝিয়ে বলুনতো একটু।

আমন্ত্রিত ভদ্রলোকটি বললেন—জনাব, এই সম্মানিত শায়েরগণ যে অত্যন্ত রাজভক্ত আর দেশভক্ত, তা এদের লেখায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁরা যা পাঠ করলেন সেগুলো খুবই মূল্যবান ও উত্তম। কিন্তু জনাব ঠিকই বলেছেন। এগুলো কতকটা যেন ঘরের কথা আর ঘরোয়া ব্যাপার। কাব্য সভায় আমরা শ্রোতারা যা আশা করি, তা শুধু এইসব একই ধরনের ভারী কথা নয়। দীলের খোরাকও চাই আমরা। দীলকে যা নাড়া দেয়, শিহরিত করে, অভিভূত করে, দীলে যা রসের সঞ্চার করে, ভাবান্তর আনে, অন্য কথায়—প্রেম-প্রীতি, দুঃখ-বেদনা, মিলন-বিরহ, আনন্দ-হাসি আর সেই সাথে প্রকৃতির রূপ ও আল্লাহ প্রদত্ত সুষমার বিবরণ–বিশ্লেষণ—এসবও কিছু কিছু চাই আমরা। সকলেই সম্মানিত আর দানেশমান্দ্ শায়ের। আমার পক্ষে এসব বলা ধৃষ্টতা। তারা সবই বুঝেন। তাই আমার আরজ, ওসবের মাঝে মাঝে মেহেরবানী করে এগুলোও যদি তারা কিছু কিছু পরিবেশন করেন, তাহলে আমরা বড়ই কৃতার্থ হই।

ভদ্রলোক থামলে শাহান শাহ বিপুল উল্লাসে বললেন—সাব্বাস! আমি যা বলতে চাই, একেবারেই তা সুন্দর করে বলেছেন আপনি। বসুন—

www.amarboi.org

ভদ্রলোক বসলেন। সভাকবিরা অনেকেই মনমরা ও নিস্তেজ হয়ে গেলেন। কিন্তু শ্রোতামণ্ডলীর মধ্যে এতে প্রাণ ফিরে এলো। অনুচ্চকণ্ঠে অনেকেই এবার বলাবলি করতে লাগলেন—ঠিক-ঠিক। একদম আসল কথা—কায়েমী কথা।

হাত ইশারায় শ্রোতামণ্ডলীকে থামিয়ে দিয়ে শাহান শাহ্ সভাকবিদের বললেন—আজ এই পর্যন্তই থাক। আগামী কাল আপনারা মেহেরবানী করে এদিকে নজর দেবেন, এই আশা করি। এক একদিন এক একদিকে আলোকপাত করা হলে উৎসাহটা জমজমাট হয়ে উঠবে।

সনাতন সাহেব পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলেন এবং নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন—আজ কি তাহলে সভা এখানেই শেষ জনাব?

শাহান শাহ্ বললেন—হ্যাঁ, শেষই বলা যায়। অনেকেই তো হলো, আজ এই পর্যন্তই থাক। তবে উঠার আগে আর একজনের কয়েক সারি কবিতা আমরা শুনবো।

যেসব সভাকবিদের কবিতা পাঠ তখনও বাকী ছিল, তাঁরা সবাই এ কথায় অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। তাঁদের মধ্যে কে সে ভাগ্যবান, যার কবিতা শাহান শাহ্ নিজ আগ্রহে শুনতে চান? কে সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি? তাঁরা উন্মুখ হয়ে সুলতানের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সনাতন সাহেব প্রশ্ন করলেন—কোন কবির আজমপনা?

শাহান শাহ্ স্মিতহাস্যে বললেন—আজ আর কোন সভাকবির কবিতা নয়। পাকা কথা তো অনেকই শুনলাম, এবার কয়েক পয়ার কাঁচা কথা শোনা যাক।

উদগ্রীব সভা কবিরা চুপসে গেলেন। তাঁদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। সনাতন সাহেব হতোদ্যম হয়ে বললেন—তাহলে কে সে কবি জনাব?

শাহান শাহ্ বললেন—কবি বলা ঠিক হবে না। হবু কবি বলা যায়। সে কবিতা লেখার কসরত করছে, এইটুকুই শুনেছি।

ঃ কসরত করছেন। শাহী মহলের কেউ কি জনাব?

আবার শাহান শাহ্ ঈষৎ হাসি হাসলেন। হাসি মুখে বললেন—না-না, শাহী মহলের কেউ নয়। অন্য লোক।

ঃ অন্য লোক।

সনাতন সাহেবের ললাটে অনেকগুলো ভাঁজ পড়লো। খাওয়াজগী শিরওয়ানীকে উদ্দেশ করে শাহান শাহ্ বললেন—কৈ শিরওয়ানী সাহেব, সেই নওজোয়ান কোথায়?

শিরওয়ানী সাহেব ইংগিত করতেই আল-আজাদ উঠে দাঁড়িয়ে সুলতানকে কুর্নিশ করলেন। তাঁকে দেখেই সভাকবিরা যারপর নেই বিস্মিত হলেন। অনেক সভাসদও বিস্মিত হলেন সমভাবে। যাঁরা আল-আজাদকে চেনেন না, তাঁরা সবাই অনুচ্চকণ্ঠে বলাবলি করতে লাগলেন—একি। এত্তো একটা নিতান্তই ছেলে মানুষ। মায়ের দুধের গন্ধ বোধ হয় লেগেই আছে মুখে এখনও। এ আবার এমন কি লেখে যে শাহান শাহ্ নিজ আগ্রহে শুনতে চাইছেন এর কবিতা?

পাশেরজনকে ঠেলা দিয়ে সভাকবিদের কেউ কেউ আবার চাপা কণ্ঠে বিদ্রূপ করে বললেন—এবার শাহান শাহ্ বৈচিত্র্যের স্বাদ ঠিকই পাবেন। সাধনা নেই, তালিম নেই, এই বয়সের এক ছেলের কাছে কবিতার নামে উদ্ভট যে কথাবার্তা শুনতে পারেন এখন তিনি, তাতে বৈচিত্র্য কাকে বলে, এবার তা টের পাবেন হাড়ে হাড়ে।

অন্য এক সভাকবি নাক ছিটকিয়ে বললেন—শেষে সভা ছেড়ে দৌড় দিতে না হয় আবার আমাদের। কি যে কিস্তিপনা শুরু করবে, কে জানে?

www.amarboi.org

যেসব সভাকবি ও সভাসদেরা আল-আজাদকে চেনেন, তাঁদের তাজ্জব হওয়ার ব্যাপার শুধু এইটেই নয়, আল-আজাদের পদমর্যাদাই আরো বড় দিক তাঁদের কাছে। একেবারেই নগণ্য আর নীচ পর্যায়ের এক দপ্তর কর্মচারীকে কাব্য সভায় ডেকে এনে এইভাবে ফলাও করে জাহির করায় তারা অনেকে নিরতিশয় ক্ষুণ্ন হলেন। সনাতন সাহেব রীতিমতো আহত কণ্ঠে বললেন—সেকি জনাব! ওতো দরবারের মামুলী এক সহকারী।

সুলতান বললেন—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে ছেলেটি খুব সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ আর বেশ খানিকটা এলেমদারও। শুনলাম, সে কবিতা লেখে। তাই তাকে ডেকে এনেছি, দেখি কেমন লেখে সে।

সনাতন সাহেব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—এটা কেমন হলো খোদাবন্দ? এমন একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপার—

ঃ অসামঞ্জস্যপূর্ণ!

ঃ গোস্তাকী মাফ হয় মেহেরবান। এটাতো আমাদের অপমান করার ব্যাপার হলো।

সুলতান নাখোশ হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—দবীর-ই-খাস সাহেব!

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কুর্নিশ করে সনাতন সাহেব বললেন—কথা জনাব এই যে, এ সভা একটি উচ্চ পর্যায়ের অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন সভা। সভাকবিরা সকলেই খ্যাতিমান ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁদের সাথে এই সভায় একই আসরে এই একটা মামুলী কর্মচারী কবিতা পাঠ করলে, মান-সম্মান আর থাকে কারো কিছু জনাব?

শাহান শাহ রীতিমতো গম্ভীর হলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ব্যাপারটাকে আপনারা এমনভাবে নিচ্ছেন কেন? ও আমাদের নিতান্তই ছেলের বয়সী মানুষ। আপনাদের সাথে কাব্যকবিতার পাল্লা দিতে আসেনি সে। তার বড় সখ হয়েছে, কাব্য সভায় কবিতা পড়ার। তাই তার আগ্রহের দিকে তাকিয়ে তাকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে আমিই তাকে ডেকে এনেছি এখানে। এটাকে আপনারা স্নেহের চোখে দেখলেই তো সমস্যা কিছু থাকে না।

খোদ সুলতান ডেকে পাঠিয়েছেন তাকে। এ নিয়ে অধিক পেঁচতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তাই, পরিস্থিতি উপলব্ধি করে কেশবছত্রী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে বললেন—জি জাঁহাপনা, জি-জি। আপনি ঠিকই বলেছেন। একটা ছেলে মানুষ কিছু যখন লিখেছে তখন তো সেটা আমাদের শোনা উচিত আর তাকে উৎসাহ দেয়া উচিত। এ নিয়ে আমরা পেরেশান হতে যাবো কেন? বিশেষ করে জনাবে আলা নিজে যেখানে ডেকে এনেছেন তাকে—

কেশবছত্রী আঁড় চোখে সনাতন সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন। বুঝতে পেরে সনাতন সাহেব নীরস কণ্ঠে বললেন—তা বটে, তা বটে।

কুর্নিশ করে সনাতন সাহেব ও কেশবছত্রী বসে পড়লেন। ওদিকে ঝরোকার আড়ালে আরজুমান্দ্ বানুর আনন্দ তখন দেখে কে? আল আজাদ কবিতা পড়বেন সভাকবিদের আসরে, আল আজাদ আসলেই কেমন লেখেন সেটা আজ জানতে পারবেন তিনি, আল আজাদের কবিতা আজ দশজনে শুনবে—এসব ভেবে শাহজাদী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। সেই সাথে অজানা এক শংকাও দীলে তাঁর মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। কি জানি কি হয়, আল আজাদ শেষ পর্যন্ত মুখ রাখতে পারেন কি-না, শাহান শাহর প্রীতি না বিরাগ অর্জন করেন—এসব ভেবে আনন্দের সাথে শংকায় তিনি দোল খেতে লাগলেন।

www.amarboi.org

সুলতানের নির্দেশে আল-আজাদ তাঁর কবিতার খাতা নিয়ে সামনে চলে এলেন। তিনি সভাকবিদের কাতারের একপাশে অনেকখানি দূরে গিয়ে বসলেন। আল-আজাদের কর্মদক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্যে সুলতান সেবার তাঁর পিঠ চাপড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই থেকেই তাঁর উপর সুলতান সুপ্রসন্ন ছিলেন। ফলে, এই সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আল-আজাদের প্রতি সুলতানের প্রীতি ও অনুকম্পা কিছুই খাটো হলো না। আল-আজাদ কবিতার খাতা খুলতে গেলে শাহান শাহ তাঁকে লক্ষ্য করে খোশদিলে বললেন—দেখোতো নওজোয়ান, যেমন উমদা তোমার সুরাত, তেমনি কাঁচা তোমার বয়স। তোমার কাছে আমরা কিন্তু ভারী কিছু আশা করিনে। তোমার বয়স অনুযায়ী কিছু রসরঙ্গ আর প্রেফ-পিরীতের কথা কাহিনী শুনাও আমাদের।

আল আজাদের ইচ্ছে ছিল, রাজসভায় গিয়ে উচ্চভাবের কিছু জীবনদর্শন পেশ করবেন তিনি। এতবড় গুরুগম্ভীর সভায় হালকা কিছু পাঠ করা সমীচিন হবে না। কিন্তু সভার বর্তমান হাওয়ায় আর সুলতানের নির্দেশে ভরসা পেয়ে তিনি তাঁর অত্যন্ত হাল আমলের মানসিক অবস্থা ও অনুভূতি নিয়ে সদ্য লেখা কবিতাটাই খুলে বসলেন। পাঠ করার আগে সুলতানকে উদ্দেশ করে তিনি একান্ত তাজিমের সাথে বললেন—জাঁহাপনা, আমি একটি ছোট্ট উপখ্যান পাঠ করছি। ত্রুটিবিচ্যুতি আর কসুর যা আগে এতে, মেহেরবানী করে তামামই মাফ করে দেবেন—এই আমার সবিনয় আরজ। ঐ একই আবেদন হাজেরান মসলিসের কাছে রেখে আল-আজাদ কবিতা পড়তে শুরু করলেন—

মাস তিথি রোজ
নাই তার খোঁজ॥
গিরি মরু সমতল সুদূর সাগর
বনভূমি লোকালয় নিবিড় নগর
সব ঠাঁই ঘর ঘাটে
প্রাসাদ কুটির পাটে
ফিরে এক মুসাফির অতি মনোহর
বৈমুখ বৈরাগী মস্‌ত্‌ কলন্দর॥

এই পর্যন্ত পাঠ করতেই সভাকবিরা মারমুখো হয়ে উঠলেন। এক সাথে হৈ হৈ করে উঠে তাঁরা সমস্বরে বলতে লাগলেন—এসব কি জাঁহাপনা, এসব কি?

হকচকিয়ে গিয়ে আল-আজাদ থেমে গেলেন। সুলতান সবিস্ময়ে বললেন—কি হলো? হঠাৎ কি হলো আপনাদের?

যশোরাজ খান লাফিয়ে উঠে কুর্ণিশ করে বললেন—এটা কি কোন কবিতা হলো জাঁহাপনা?

শাহজাদা ফিরুজ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। সভাকবিদের একচেটিয়া তোরাজি শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে তিনিও আনমনাভাবে অন্য কথা ভাবছিলেন। সভার আর কোন কার্যক্রমের প্রতি তাঁর আগ্রহ নজর ছিল না। হঠাৎ করে কবিতার একটা নতুন সুর কানে যেতেই তিনি সজাগ হয়ে উঠেছিলেন এবং উৎসুকভাবে আল-আজাদের মুখের দিকে চেয়ে মনোযোগ সহকারে তাঁর কবিতা শুনতে শুরু করেছিলেন। এর মধ্যেই হঠাৎ এই হৈচৈ শুরু হওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং বিরক্তিভরে বললেন—কেন, কবিতা হলো না কেন?

www.amarboi.org

কবি যশোরাজ খান বললেন—কি করে হবে? সূচনা নেই, বন্দনা নেই, শাহান শাহর প্রতি আনুগত্য, শ্রদ্ধা নিবেদন, এসব কিছু নেই, লিখলেই অমনি কবিতা?

এ প্রেক্ষিতে শাহজাদা ফিরুজ কিছু বলার আগেই কবিরঞ্জন বললেন—এতো আমরা আগেই বুঝে নিয়েছি খান সাহেব। আনাড়ি লেখকের কবিতা যে কবিতা কিছুই হবে না, এটা আমাদের আগেই বোঝা সারা।

রুষ্ঠ কণ্ঠে শাহজাদা ফের বললেন—তার মানে! কি বলছেন আপনারা এসব? কবিতা লিখলেই বন্দনা, শ্রদ্ধা নিবেদন—এ সমস্ত থাকতেই হবে?

যশোরাজ খানও জোর দিয়ে বললেন—হ্যাঁ শাহজাদা, থাকতেই হবে। ওসব না থাকলে তো কবিতাই কিছু হবে না। কবিতার কোন গোত্রেই পড়বে না। কবিতার একটা ছক, মাত্রা, উপাদান আর সজ্জা নেই? এটা তো বরং চরম এক বেয়াদবী।

ঃ বেয়াদবী!

ঃ বিলকুল। শাহান শাহকে অপমান করা। তাঁর নুন খেয়ে নুনকে অস্বীকার করা।

সমগোত্রের সকলেই সমস্বরে বললেন—জরুর-জরুর। কি নেমক হারামী! কি ঔদ্ধত্য!

কেশবছত্রী বললেন—থাক জাঁহাপনা। যা হয়েছে ঐ ঢের। নোংরামী আর অধিক বাড়িয়ে কাজ নেই।

এতদৃশ্যে ঝরোকার আড়ালে আরজুমান্দ বানু বেগম গোস্বায় ও ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠলেন। কি করবেন, কি বলবেন, কিছুই ঠিক করতে না পেরে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। কবিতা পাঠ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি সুলতানের কাছে আরজ পাঠানোর চিন্তা-ভাবনা করতেই সুলতান কথাটা ফের ধরলেন এবং শক্ত কণ্ঠে বললেন—দেখুন, আপনারা অনর্থকই হৈচৈ শুরু করেছেন। আমি আগেই বলেছি, সে একজন নয়া শায়ের। কাঁচা লেখক। ভুলচুক তার থাকবেই। সে জন্যে সেও ক্ষমা চেয়ে রেখেছে আপনাদের কাছে। তবু এই সামান্য জিনিসটাকে আপনারা এতবড় করে তুলে আমার ধৈর্যচ্যুতির কারণ ঘটাচ্ছেন কেন?

সুলতানের মেজাজ দেখে সকলেই খামুশ হয়ে গেলেন। যশোরাজ খান ম্লান কণ্ঠে বললেন—মেহেরবান!

শাহান শাহ বললেন—বন্দনা-প্রশস্তি কেন যে কবিতাতে থাকতেই হবে এর যুক্তি কিছু দেখছিনে। আর তাছাড়া ঐ একটা ছেলে মানুষ যদি বন্দনা প্রশস্তি না গেয়েই থাকে তো কি হয়েছে? আপনরা তো সে ভুল কেউ করেননি যে দোষের হবে? ত্রুটি যদি কিছুই তার না থাকবে, তাহলে সেতো আপনাদের মতোই মশহুর শায়ের হতো। আমার গুণগান কিছু না থাকলেও, ও যেটুকু পড়লো, তাতো বরং ভালই লাগলো আমার কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের তরফ থেকে বিপুল সমর্থন এলো—ঠিক জাঁহাপনা, ঠিক। আমরা শুনতে চাই—আমরা শুনতে চাই—

পরিস্থিতি একেবারেই প্রতিকূল দেখে সনাতন সাহেব বললেন—না, আমাদের কোন আপত্তি নেই। বন্দনা প্রশস্তি নেই দেখে জনাব যদি নাখোশ হন, এই জন্যেই আমাদের বলা।

ঃ আমার নাখোশ হওয়ার কোন কারণ নেই। তাকে পড়তে দিন।

ঃ জি জাঁহাপনা, জি। পড়ুক। অবশ্য তার লেখার ভঙ্গিটা ভালই।

www.amarboi.org

সবাই ফের বসে পড়লেন। সুলতানের নির্দেশে আল-আজাদ আবার পড়তে লাগলেন :

নসীব নারাজ
হীন দাগাবাজ ॥
মানি অরি আচানক, বালা বেশুমার—
মারে রাজা, রয় বেঁচে রাজার কুমার
নাবালক দিশেহারা
শিয়রে অরাতি খাড়া
তা দেখি বালক ত্বরা তেয়াগি' প্রাসাদ
পথে নামে পাশরিয়া বিষয়ের সাধ ॥
সেই থেকে হীন
কেটে যায় দিন ॥
মাসুম বালক হয় তরুণ যুবক
নানা পাঠ নেয় নানান ছবক
এলেম যতই বাড়ে
বাসনা ততই ছাড়ে
চায়নাকো তাজ, নাই বিষয়ের আশ
যে তাজ বিষয় আনে নিমেষে বিনাশ ॥
উদাস পথিক
ফেরে নানাদিক ॥
বাড়িতে বয়স বাড়ে গুণ রূপরাশী
পুলকিত হরষিত যত পুরবাসী
হাতছানি দিয়ে তাকে
নিয়তই কাছে ডাকে
পথিক সবারে দিয়ে মৃদু হাসি প্রীতি
আবার এগিয়ে চলে, নাই তার স্থিতি ॥
রাজার তনয়
জানে না প্রণয় ॥
নাই ইশ্‌ক্‌ দীলে তার, নাই কোন খেদ
রূপে ও কুরূপে কিছু না রাখে বিভেদ
প্রতিজনে সমাদরে
সোহাগ সমীহ করে
নিজে দূরে পাওয়া থেকে যোজন অধিক
ভবের প্রভাবহীন আজব পথিক ॥
হঠাৎ প্রমাদ
ঘোর বিসম্বাদ ॥
অকস্মাৎ মুসাফির পিছু ফিরে চায়
অকস্মাৎ বাঁধা পড়ে ভবের মায়ায়।
পায়েৰী পরমজন

www.amarboi.org

যা করে আকিঞ্চন

তার 'পরে হাত রাখে সাধ্য আছে কার

ভবের তাবৎ খেলা মহিমা তাহার ॥

আল-আজাদ থেমে শাহান শাহর মুখের দিকে তাকালেন। সভা কক্ষে ইতিমধ্যেই নিঃসীম এক নীরবতা নেমে এসেছিল। সকলেই তন্ময় হয়ে তাঁর কবিতা শুনছিলেন। শাহান শাহও মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। আল-আজাদ হঠাৎ করে থেমে যাওয়ায় তিনি চমকে উঠে বললেন—এ্যাঁ! কি হলো? থামলে যে?

আল-আজাদ সসংকোচে বললেন—আর পড়বো জনাব?

শাহান শাহ বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—পড়বে না মানে?

ঃ মানে ধৈর্যচ্যুতির কারণ যদি ঘটে কিছু—

বিপুল উৎসাহে শাহান শাহ বললেন—মোটেই না, মোটেই না। বড় অপূর্ব লাগছে। পড়ো-পড়ো, শেষ না করে থামাথামি নেই।

শ্রোতারাও আবার বিপুল সমর্থন দিয়ে বললেন—বড় চমৎকার-বড় চমৎকার! পড়ুন-পড়ুন—

আল-আজাদ আবার পড়তে লাগলেন ঃ—

দূর নদী তীর

আসে মুসাফির ॥

নদীর কিনারে ফেরে বিবশ চরণে

রাজার কুমারী এক পানিয়া ভরণে

ঘাটে আসি অকস্মাৎ

হয় দোঁহে মোলাকাত

মুখোমুখী হয়ে দোঁহে দাঁড়ায় থমকি'

উভয়ের রূপে উঠে উভয়ে চমকি' ॥

অতি রূপবতী

জৌলুস ও জ্যোতি ॥

দুনিয়া নিঙাড়ি আর রবি শশী কাড়ি

যতরূপ নিজ অঙ্গে ধরেছে কুমারী

হেরি সে কনক প্রভা

মনোরম মনোলোভা

পথিকের চোখে লাগে নেশার ঝলক

কুমারীর মুখে রাখে দৃষ্টি অপলক ॥

সম অভিভূতা

রাজার দুহিতা ॥

সমান সরাব পিয়ে বেহুঁশের মতো

পথিকের মুখপানে চায় অবিরত

হেন শ্রী, কান্তি হেন

হেরে নাই আগে কোন

www.amarboi.org

হেরিয়া কুমারী হলো সম আত্মহারা
সম্বিত ফিরিতে দ্রুত সরে গেল তারা ॥

ঘোর আকর্ষণ
আবার দর্শন ॥

সেই ঘাটে পরদিন সেই কাল ক্ষণে
মুখোমুখী হলো তারা আবার দু'জনে।
আবার শরমে লাজে
যায় নিজে নিজ কাজে
ফিরে ফিরে চায় দোঁহে দোঁহার পশ্চাৎ
আবার পোহালে রাত হয় মোলাকাত ॥

এবম্প্রকার
ঘটে বারবার ॥

এইভাবে প্রতিদিন ধরাবাঁধা খাতে
উভয়েই দেখা করে উভয়ের সাথে
হয় তারা পাশাপাশি
চোখাচোখি হাসাহাসি
বাৎচিৎ চেনাজানা হৃদয়ে হৃদয়
এইভাবে গড়ে উঠে গভীর প্রণয় ॥

নাই তিথি ক্ষণ
উভয়ে মগন ॥

আহার বিরাম নাই, নাই আর কার্য
মিলে দোঁহে দোঁহা সনে সবেরা কি শাম
একদিন অবশেষে
কুমারী কহিল হেসে—
চাও শুধু মোর এই সাক্ষাৎ দিদার
চাওনাকো এ ধরায় অধিক ইহার ?

মুসাফির কহে
তোমা বিনে নহে ॥

এ ধরায় চাহিবার আর কিছু নেই
কায়মনে আমি শুধু চাই তোমাকেই।
বালা কয় পেয়ে দিশে—
শাদি ছাড়া পাবে কিসে ?
কিন্তু তুমি মুসাফির, ধন কিছু নাই
পিতা মোর রাজা, তারে কি দিয়ে বুঝাই ?

নর কয়, তবে ?
নারী কয় হবে ॥

আনো যদি মোর তরে গজমতি হার
তা দেখিলে দেবে শাদি জনক আমার।
পথিক উঠিল ঘামি

www.amarboi.org

কহিল ক্ষণিক থামি
আনিবোই হার তবে সেঁচিয়া সাগর
সময় লাগিবে বটে অনেক প্রহর ॥
রাজবালা কয়—
দিলাম সময় ॥
যাবৎ না আসো ফিরে হার হাতে নিয়া
তব এন্তেজারে আমি রহিব বসিয়া।
তখনি পথিক উঠি
ইরাদায় যায় ছুটি
নাই তার অর্থ কড়ি, আছে শুধু শ্রম
মেহনতে লেগে যায় না দেখি সম্ভ্রম ॥
না আছে বিরাম
ঝরে শুধু ঘাম ॥
টানে বোঝা ভাঙ্গে ইট পাথর পাহাড়
কড়ি চাই কিনিবারে গজমতি হার
দিনে দিনে তিলে তিলে
কণা কণা মিলে মিলে
জমে উঠে লহুবেচা কড়ি বেশুমার
তাই দিয়ে কিনে সাধু কাংখিত হার ॥
এতে বহু দিন
হয়েছে বিলীন ॥
বছর পেরিয়ে গেছে বছরের পরে
কুমারীর বাসে সাধু হার হাতে করে
এসে দেখে রাজপুরে
লোকজন নাহি ধরে
বাদ্যবাজী ধুমধাম আহার ফলার
শুনে সাধু, শাদি হলো রাজার বালার ॥
পথিক উতলা
কোন্ রাজবালা?
দেখে গিয়ে বায়ু বেগে আঙ্গিনায় পশি'
বিদায়ের আগে আছে বর-বধু বসি'
প্রজাকুল ঘিরে নিয়ে
কুমারীর হাতে দিয়ে
একে একে নানাবিধ প্রীতি উপহার
এক বার আর আসে ধরিয়া কাতার ॥
আরো কাছে গিয়া
উঠে চমকিয়া ॥
এ বধু তাহারই প্রিয়া অন্য কেউ নয়
দেখেও সাধুর তবু কাটে না সংশয়

www.amarboi.org

আরো যায় কাছে তাঁর
মুখ করি অতি ভার
কুমারী ক্ষণিক চাহি চায় নাকো পুনঃ
ভাবখানা, তারে যেন দেখেনি কখনো ॥

সকলে সরব
পথিক নীরব ॥

ঘোরে মাথা বনবন কাঁপে দশদিক
কি করিবে কি কহিবে পায়নাকো ঠিক
পথিক দাঁড়ায়ে রয়
ডাক দিয়ে সবে কয়—
বধূরে কি দেবে দান, দাও তাড়াতাড়ি
আরো লোক আছে পিছে, দাও পথ ছাড়ি ॥

মুরছিত হিয়া
জেবে হাত দিয়া—

পথিক দাঁড়ালো আসি কুমারীর পাশে
আওয়ারা ভাবিয়া তারে সকলেই শাসে
রোষভরে চেয়ে রয়,
কেহবা হাসিয়া কয়—
কাঙ্গাল কি দেবে দান, কি আছে তাহার—
পথিক পরায়ে দিলো গজমতি হার ॥

শেষ হলো কবিতা পাঠ। আল-আজাদ থামলেও, কাহিনীর মূর্ছনায় সভাকক্ষ এক পলক নিঃঝুম হয়ে রইলো। অভিভূত শ্রোতারা নিমেষখানেক নিঃশ্বাস ফেলার কথাটাও বিলকুল ভুলে গেলেন। মুসাফিরের নিদারুণ ঐ বেদনার পরশে নিথর হয়ে রইলেন তাঁরা। শাহান শাহও ক্ষণকাল আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। ঝরোকার ওপারে বিমুগ্ধা আরজুমান্দ্ বানু বেগমের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। আনন্দে আবেগে তিনি প্রায় সজ্ঞালুপ্তা তখন।

কবিতা পাঠ চলা কালে কাহিনীর দুর্বার টানে শ্রোতৃমণ্ডলী এতই তন্ময় হয়ে ছিলেন যে, বাহবা দান বা প্রশংসা জ্ঞাপনের কোন ফুরসুতই কারো ছিল না। কবিতা পাঠ শেষ হলেও, লহমা খানেক ঐ অবস্থা। সম্বিত ফিরে আসতেই অকল্পনীয় উল্লাস, উচ্ছ্বাস ও প্রশংসায় সভাকক্ষ প্রচণ্ড বেগে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন সবার আগে শাহান শাহ। আল-আজাদ থামলে এক পলক পরেই 'মারহাবা-মারহাবা' বলে উন্মত্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন তিনি এবং খুশীর আধিক্যে গলা থেকে তৎক্ষণাৎ একছড়া মালা খুলে নিয়ে আল-আজাদের দিকে ছুঁড়ে দিতে গেলেন। তা দেখে চমকে উঠে আল-আজাদ শাহান শাহর আরো খানিক সামনে ছুটে এলেন এবং দুই হাত জোড় করে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—দোহাই মেহেরবান, দোহাই। কোন ইনাম খেতাব নয়, বিলকুল নয়! আমি স্রেফ শাহান শাহর দোআ আর স্নেহ চাই—

www.amarboi.org

প্রসারিত হাতখানা সংকুচিত করার আগেই চমৎকৃত শাহান শাহ পুনরায় আওয়াজ দিলেন—মারহাবা ! মারহাবা !

অতপর উল্লাস ও প্রশংসায় ভেঙ্গে পড়লো সভাকক্ষ। নির্দিষ্ট ঐ বিরূপ মহল হতবুদ্ধি অবস্থায় বরাবরই রয়ে গেলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ।

সকাল বেলাই তলব এলো আল-আজাদের কাছে। তলব নিয়ে হাজির হলো কুদরত খাঁ। শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানুর তলব। সভা ভাঙ্গার পর আর সময় হাতে না থাকায় সে রাতটা কোন মতে আরজুমান্দ্ বানু বেগম ধৈর্য ধরে ছিলেন। কিন্তু রাত পোহালে আর তিনি ধৈর্য ধরতে পারলেন না। কুদরত খাঁকে পাঠিয়ে দিলেন।

কুদরত খাঁর পিছে পিছে আল-আজাদ শাহী প্রাসাদের ফুল বাগিচায় চলে এলেন এবং সেই নিরিবিলি বিরাম কক্ষের দ্বারে এসে হাজির হতেই দ্বারপ্রান্তে ছুটে এলেন আরজু বানু। "খোশ আমদেদ-খোশ আমদেদ ! আসুন—আসুন—" বলে শাহজাদী প্রথমে তাঁকে উষ্ণ কণ্ঠে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন এবং সমাদরে কক্ষে এনে বসালেন। উভয়ে আসন গ্রহণ করার পর আরজু বানু বিলকুল চুপ মেরে গেলেন। আল-আজাদ স্মিতহাস্যে বললেন—কি ব্যাপার ! এত সকালেই জরুরী তলব ?

আরজু বানু তবুও কিছু বললেন না। তা দেখে আল-আজাদ ফের হাসিমুখে বললেন—কি হলো, কিছুই যে বলছেন না ?

আরজু বানু এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কি বলবো, কিছুই আমি ভেবে উঠতে পারছিনে। আমার আহবানে যে সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হবেন আপনি, এটুকু বিশ্বাস করতেও জোর পাচ্ছিনে আমি।

আল-আজাদ একইভাবে বললেন—কেন-কেন ?

ঃ আপনার উপর আর আমার আস্থা নেই। আপনি যে আসলেই একটা কে আর কি, সারারাত চিন্তা করে কিছুই আমি ঠাহর করতে পারিনি।

ঃ কি রকম ?

ঃ প্রথম দিনেই কেন যেন আপনাকে এক আজব লোক বলে আমার ধারণা একটা হয়েছিল। এখন দেখছি, আমার সেই ধারণাটাই তাজ্জবভাবে ফললো।

ঃ যথা—?

ঃ এমনই এক তাজ্জব লোক, একেবারেই স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনার ঊর্ধে আর স্বাভাবিক মানবজাতির একেবারেই গোত্র ছাড়া এমনই এক আজব লোক আপনি যে, আপনাকে ঠাহর করে সাধ্যি কার ?

আল-আজাদ হাসিমুখে বললেন—তাই ?

ঃ এমন একজন অসাধারণ মানুষ আপনি, অথচ তুচ্ছ মানুষের ভেক ধরে কি খেলাটাই না আমাকে নিয়ে খেললেন আপনি এতদিন ! আমি অতি অল্প বুদ্ধির সাধারণ এক মেয়েছেলে। শাহান শাহের নাতনী আমি, এইটুকুই যা বিশেষত্ব। আমার কাছে এতটা আত্মগোপন করার আদৌ কোন গরজ ছিল আপনার ?

www.amarboi.org

শাহজাদীর কথাবার্তায় আল-আজাদ গম্ভীর হলেন। মুখের হাসি বন্ধ করে বললেন—আত্মগোপন।

ঃ নয়তো কি? বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ! কি এক কল্পনাতীত উঁচু দরের শায়ের আপনি! কি আপনার রচনা ভঙ্গি আর ভাবের কি গভীরতা। অত্যন্ত জ্ঞানবান, এলেমদার আর দক্ষ লোকের ব্যাপার স্যাপার। অথচ বরাবর এসব গোপন করে আমাকে আপনি জানিয়ে আসছেন, আপনি একজন নেহাতই কাঁচা লেখক, কবিতা লেখার কোশেশ করেন মাত্র। এসব বলার এতই কি গরজ ছিল?

আল-আজাদ ফের হেসে ফেললেন। হাসিমুখে বললেন—তাই নাকি? আমার কবিতা তাহলে সত্যিই ভাল লেগেছে আপনার?

ঃ আমার ভনিতা করছেন?

ঃ জি?

ঃ আমার কথা থাক। কবিতা পাঠ অন্তর গতকাল কি বুঝলেন সভায়?

ঃ জি, সবার ভাল লেগেছে, এইটেই বুঝলাম।

ঃ স্রেফ, ঐটুকুই? আচ্ছা আচ্ছা শায়েরদের সবারই যে মুখগুলো চুন করে দিলেন, এটা বুঝতে পারেননি?

ঃ জিনা, এতটা লক্ষ্য করার ফুরসুৎ আমি পাইনি। আর তাছাড়া, কারো মুখ চুন করার কোন বিশেষ উদ্দেশ্যও আমার ছিল না।

ঃ কিন্তু করলেন তো ঠিক তাই-ই।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ঐসব ডাক সাইটে শায়েররা যে আপনার কাছে শিশু, আপনার অভিনব ভাব-ভাষা আর ছন্দ-শৈলী দিয়ে এইটেই তো সবাইকে বুঝিয়ে আপনি ছাড়লেন।

ঃ বলেন কি?

ঃ এত সহজ আর আটপৌরে কথাবার্তা দিয়ে এমন অদ্ভুত কবিতা লেখা যায়, ঐসব সভাকবিরা এটা কখনো কল্পনাও করেছেন বলে মনে হয় না।

মুখের হাসি চেপে আল-আজাদ ফের প্রশ্ন করলেন—ওদের কথা থাক। আপনার তাহলে সত্যিই ভাল লেগেছে, বলুন?

কিঞ্চিৎ থেমে কপট রোষভরে শাহজাদী বললেন—বটে?

ঃ জি?

ঃ না, আমার একটুও ভাল লাগেনি। ভাল লাগার মতো কাজ আপনি করেননি।

ঃ তার মানে?

ঃ ঐ মুসাফিরের দীলে এত আঘাত দিলেন কেন?

ঃ ও, এই কথা? তো ভাগ্যহীনেরা আঘাতই তো পায়। তাদের নসীবে এর বেশী আশা করা তো অবাস্তব।

ঃ অবাস্তব!

ঃ তাই আমি মনে করি।

ঃ কেন, তা আপনি মনে করেন কেন?

ঃ কোন অবাস্তব খোয়াব আমি দেখিনে।

বোরকার তলে শাহজাদীর চোখের নজর স্থির হলো। পলক খানেক পরে তিনি কণ্ঠস্বরে ভাবান্তর এনে বললেন—তাই বুঝি এইভাবে নিজেকে এত আড়াল করে চলেন আপনি?

www.amarboi.org

ঃ আমি ! আমি কি চলি না চলি, সে কথা তো আলাদা। আমার সাথে ঐ মুসাফিরের সম্পর্ক কি এখানে ?

ঃ ঐ মুসাফির যে নিজেই আপনি, এই কথাই তো মনে হয়েছে আমার।

আল-আজাদ চমকে উঠলেন। চকিতে একটু থেমে ফের প্রশ্ন করলেন—আপনার এমনটি মনে হওয়ার কারণ ?

ঃ আপনার বর্ণনা থেকেই হয়েছে।

ঃ তাজ্জব ! আমি কোন রাজপুত্র, এটাও আপনি ভাবেন নাকি ?

ঃ তা না ভাবলেও, আপনি যেমন নির্লোভ, বিষয়বিত্ত-পদমর্যাদা—কোন কিছুরই উপর যেমন একবিন্দু আসক্তি নেই আপনার, ঐ মুসাফিরকে তো অবিকল তাই বানিয়েছেন আপনি।

ঃ আমি নির্লোভ ?

ঃ শুধুই নির্লোভ ? বিলকুল বৈরাগী।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ নইলে শাহান শাহর ঐ অতবড় ইনাম আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন কেন ? জানেন, এতবড় ইনাম কোন সভাকবির কিস্মতে আজ পর্যন্ত জোটেনি ?

ঃ তাই নাকি ?

ঃ শাহান শাহর গলার ঐ একছড়া মালার মূল্য কত জানেন ? ছোটখাটো একটা জমিদারীর সমান।

এর জবাবে আল-আজাদ সঙ্গে সঙ্গে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা আমি বুঝতে পেরেছি, আর তা বুঝেই তো নেইনি।

ঃ কেন নেননি ?

ঃ বাহ্ ! আমি একা মানুষ। কোনমতে দিন চলে গেলেই আমি খুশী। এত সম্পদ কোন কাজে লাগবে আমার ?

ঃ তবু আপনি বলবেন, ঐ মুসাফির আর আপনি এক ব্যক্তি নন ?

ঃ আরে বাপ্ ! এক ব্যক্তি হলেম আমি কি করে ? এটাতো আমার স্রেফ একটা কল্পনা। আমি কবে কোন রাজ কুমারীর মুহব্বতে পড়লাম যে, তার কথা আর আমার কথা এক হবে ?

শাহজাদী অবিচল কণ্ঠে বললেন—পড়তেও তো পারেন ?

ঃ পড়তে পারি !

ঃ মানে, আপনাকে কোন রাজকুমারী ভাল লাগতেও তো পারে ?

ঃ আচ্ছা !

ঃ সেই কথা ভেবেই এই রকম ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আপনি আপনাকে আগে থেকেই সতর্ক করে রেখেছেন।

আল-আজাদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শাহজাদী এত গভীরে যাবেন, এটা তিনি কল্পনাও করেননি। সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে আল-আজাদ বললেন—এতটাই ভাবলেন আপনি ?

শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানু বেগম এবার হাসলেন। হেসে বললেন—আমি ভাবতে যাবো কেন ? আপনিই তো তাই আমাকে ভাবিয়েছেন।

ঃ কি তাজ্জব ! আমাকে কোনো রাজকুমারীর ভাল লাগবে, এমন এক উদ্ভট ধারণা দীলে আপনার এলো কি করে ?

www.amarboi.org

ঃ কেন ভাল লাগবে না ? ঐ মুসাফিরের মতো শুধু অর্থটাই নেই আপনার, তাও আবার আপনি একান্তই চান না বলে নেই। ওটুকু ছাড়া, আর আপনার না আছেটা কি? রূপ-গুণ-জ্ঞান-গরিমা, কিসের আপনার অভাব ?

ঃ তাই নাকি ?

ঃ তাই তো আমি সারারাত ভেবেই সারা হয়েছি, আপনি লোকটা কি ? এতজ্ঞানী এতগুণী, অথচ একেবারেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মতো জীবন যাপন করতে চান, আপনি পাগল, না আউলিয়া ?

ঃ ওরে–ব্যস্‌রে ! আমাকে নিয়ে এসবও ভেবেছেন আপনি ?

পুনরায় ঈষৎ হেসে শাহজাদী বললেন—ভাবিয়ে তোলার মতোই একটা লোক যে আপনি আসলে !

ঃ তাই ?

ঃ স্রেফ কি এই আজ ? প্রথম থেকেই তো একটানা আপনি ভাবিয়েই তুলছেন আমাকে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই আমি তাজ্জব হচ্ছি আপনার কাণ্ডকারখানা দেখে। গতকাল আমাকে সেই তাজ্জব হওয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিয়ে ছাড়লেন।

শাহজাদীর কণ্ঠস্বরে খোশ প্রবাহ বইতে লাগলো। এর জবাবে আল-আজ্জাদ খোশদীলে বললেন—আপনি আমাকে অত্যন্ত নেক নজরে দেখেন বলেই, এতটা বেশী ভাবছেন আমাকে। আসলেই আমি একজন—

তাঁর কথার মাঝেই শাহজাদী সহাস্যে বললেন—বর্ণচোরা। মস্তবড় বর্ণচোরা। কি করে যে সামলাবো এখন আমি আপনাকে, এইটেই একটা দায় হয়ে পড়লো দেখছি।

ঃ কেমন–কেমন ?

ঃ এই যে এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছি আপনাকে এতদিন, সে কথা আজ ভাবতেও আমি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছি। মহামূল্যবান মুক্তোর মালার প্রতিও যার তিল পরিমাণ আকর্ষণ নেই, সে মানুষ কি মানুষ ? তাঁর সাথে কি রকম আচরণ করে চলবো আমি এরপর, কি ধরনের আচরণ আমার করা উচিত কোন খেই খুঁজে পাচ্ছিনে।

ঃ এই সেরেছেরে ! আপনি যে বিলকুল আমাকে আসমানে তুলে দিলেন !

ঃ তা যেখানেই তুলে দেই, আপনার কাছে কবিতা নিয়ে বসতেও তো এখন ভয় করবে আমার।

ঃ ভয় ?

ঃ বড় শায়েরের সামনে যাওয়ার সাহস হয়নি বলেই কাঁচা শায়ের ডেকে এনে কবিতা দেখিয়ে নিচ্ছি। ওম্মা ! পড়বি তো পড় একদম বাঘের মুখে ?

আল-আজ্জাদ হেসে বললেন—ভয় নেই। খেয়ে ফেলবো না।

ঃ খাবেন না ?

ঃ না।

ঃ বলা যায়, বাঘের মুখে পড়লে বাঘ কখনও খায় না ?

ঃ তা যদি এত ভয়ই করেন, তাহলে আপনার কবিতা দেখে দিতে আর না হয় আসবো না—

ঃ আসবেন না ? তাহলে কি খেয়ে বাঁচবেন এখন ? কাজ তো একটা করতে হবে কিছু ?

ঃ কাজ !

www.amarboi.org

ঃ নকরী তো খতম। দাদু বলেছেন, আপনার মতো লোককে দিয়ে এ যাবত এত ছোট কাজ করিয়ে নিয়ে অনেক গুনাহ্ করে ফেলেছেন তিনি। ও কাজ আর আপনাকে দিয়ে করাবেন না।

ঃ তার অর্থ?

ঃ চাকুরী শেষ। এবার আপনি খাবেন কি করে?

ঃ তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কাজ দেবেন।

ঃ বিলকুল না, বিলকুল না। কবিতা লেখার সময় পান না বলে এই যে এত আফসোস্ করেছেন এতদিন, সেই বেধাড়াক সময়টাই স্রেফ দেবেন এখন তিনি আপনাকে।

ঃ সময় দেবেন!

ঃ অবশ্য কিছু মাসোহারাও দেবেন বলে জানিয়েছেন।

ঃ মাসোহারা! কাজ দেবেন না?

ঃ না।

ঃ বিনে কাজে মাসোহারা?

ঃ জ্বি, কাজ না করে মাহিনে।

ঃ সেকি! তাই কখনও নেয়া যায়।

ঃ যায় না?

ঃ কখখনো না, বিলকুল না।

শাহজাদী ঈষৎ হাস্যে বললেন—সে আমি আগেই বুঝেছি, এটাও আপনি নেবেন না। আপনার মতো মানসিকতার লোক এটাও কখনও কবুল করতে চাইবে না। সুতরাং, আমার কাছে না এলে আপনি খাবেন কি করে?

শাহজাদী হাসতে লাগলেন। আল-আজ্জাদ সবিস্ময়ে বললেন—আপনার কাছে না এলে মানে?

ঃ মাঝে মাঝে এসে আমার কবিতা শুধরে দেয়াও একটা কাজ মানে নকরী। ঐ কাজটা মাঝে মধ্যে করলে আর ঐ মাসোহারাটা বিনে কাজে মাহিনে নেয়া হবে না। কাজ করে বিনিময় নেয়া নাজায়েজ নয়।

ঃ বটে!

ঃ রাজী তো তাহলে?

ঃ রাজী মানে?

ঃ মানে ঐ উস্তাদগিরি করতে রাজী তো?

আল-আজ্জাদ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

ঃ এরপরও ভাবনা? আপনার কোন চিন্তা-ভাবনার অবকাশ এখানে আছে বলে মনে করেন?

ঃ নেই?

ঃ সে মওকা আপনাকে দিচ্ছে কে? এ মুলুকে থাকবেন আর শাহজাদীর আগ্রহ-ইচ্ছে মানবেন না, এরপরও এ মুলুকে থাকবেন আপনি?

শাহজাদী ফের হাসতে লাগলেন। আল-আজ্জাদও হেসে ফেললেন। হেসে বললেন—তা না পারি, দেশান্তরী হবো।

ছুটতে ছুটতে পুনরায় কুদরত খাঁ এসে হাজির হলো। এসেই সে সালাম দিয়ে আল-আজ্জাদকে বললো—বাপজান, আপনাকে এখনই মকানে যেতে হবে। শমশের আলী বাপজানের লোক এসে আপনাকে তালাশ করছে। খুব নাকি জরুরী।

www.amarboi.org

সালাম নিয়ে আল-আজাদ বললেন—জরুরী।

ঃ ঐ রকমই কি যেন সে বললো। এদিকে তেমন কোন জরুরী কাজ না থাকলে, আপনাকে মকানে যেতে বললো।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমি যাই বাপজান। আমার দাঁড়াবার সময় নেই। এদিকের অবস্থা খুব গরম। আমির-উমরাহ সকলেই আওয়ারা হয়ে গেছেন। কখন যে কোন দিক থেকে তলব আসে—আমি যাই—

দৌড়ের উপর এসে সালাম দিয়ে ফের দৌড়ের উপরই বিদেয় হলো কুদরত খাঁ। সালাম নিয়ে নিমেষখানেক উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অতঃপর আল-আজাদ শাহজাদীকে বললেন—আর তাহলে থাকা যায় না। এযাবত দিন, আজকের মতো উঠি।

আনমনাভাবে শাহজাদী বললেন—উঠবেন?

ঃ হ্যাঁ। এদিকের বাতাসও কেমন গরম শুনছি। আমি যাই—

বলতে বলতে আল-আজাদ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দেখাদেখি শাহজাদীও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ঠিক আছে। তা যাবেন যান। কিন্তু দেখবেন, তাই বলে সত্যি সত্যিই দেশান্তরী হয়ে যাবেন না যেন?

উভয়েই ফের হেসে ফেললেন।

৬

বাতাস স্রেফ গরমই নয়, অত্যধিক গরম। শাহী চত্বরের হাওয়া হঠাৎ যারপরনেই তপ্ত হয়ে উঠলো। আধা হপ্তার কবিতা উৎসব একদিনে চলেই হঠাৎ করে স্থগিত হয়ে গেল। শায়ের-পণ্ডিত আমির-উমরাহ—সকলেরই ডাক পড়লো দরবারে। আকস্মিক তলব।

দেখতে দেখতে দরবার কক্ষ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। উজির-নাজির আমির-উমরাহ সহকারে সর্বস্তরের সভাসদ ও কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ব্যস্তভাবে এসে দরবার কক্ষে হাজির হলেন এবং নিজ নিজ আসনে উপবেসন করলেন। ঘটনাটা সঠিক কিছু আঁচ করতে না পেরে সকলেই একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। ঘটনা কি? চারদিকে তো যুদ্ধ প্রায় লেগেই আছে। বিপর্যয় ঘটলো নাকি কোন দিকে? ধস্ নেমেছে নাকি বড় ধরনের কোথাও কিছু? শুরু হলো ফিস্‌ফাস্।

ইতিমধ্যেই ঝড়ের বেগে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন বাঙ্গালার সুলতান শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। তাঁর চোখ থেকে ছুটে আসছে আগুন। শাহান শাহ প্রবেশ করতেই সকলে উঠে কুর্ণিশ করলেন এবং শাহান শাহ মসনদে উঠে বসলে সকলেই নিজ নিজ আসনে ফের উপবেসন করলেন।

মসনদে বসার পর শাহান শাহ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তৎপরেই কোন রকম ভূমিকায় না গিয়ে তিনি গম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন—সভাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়—

বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে পুনরায় কুর্ণিশ করলেন এবং শংকিত কণ্ঠে বললেন—খোদাবন্দ্।

www.amarboi.org

শাহান শাহ শাণিত কণ্ঠে বললেন—বাঙ্গালার এই মসনদ কি এতই আপনার কাম্য ?

চমকে উঠলেন সভাপণ্ডিত। বললেন—মেহেরবান !

ঃ এই মসনদটা একান্তই চাই আপনাদের ?

ঃ সেকি কথা আলমপনা ! তা চাইবো কেন ?

ঃ তাই যদি না চাইবেন, তাহলে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন কেন ?

ঃ জঘন্য ষড়যন্ত্র ! কোথায় জাঁহাপনা ? ষড়যন্ত্রে কোথায় কখন লিপ্ত হলেম আমি ?

ঃ কোথায় কখন লিপ্ত হলেন, সেটাতো আপনারই অধিক জানার কথা। আমাকে তা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

শুধু সভাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্যেরই নয়, সংশ্লিষ্ট সকলেরই মুখমণ্ডল ইতিমধ্যেই বিবর্ণ হয়ে গেল। তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা ফাঁশ হয়ে গেছে আঁচ করে সকলেই আঁতকে উঠলেন। সভাপণ্ডিত কেঁপে উঠে থতমত করে বললেন—আমারই অধিক জানার কথা !

ঃ হ্যাঁ, আপনারই অধিক জানার কথা। কারণ, আপনিই সেই ষড়যন্ত্রের মূল ব্যক্তি।

ঃ আলমপনা !

ঃ নবদ্বীপে আপনারই পৈতৃক আলয়ে বসে রাতভর যে ষড়যন্ত্রটা পাকালেন, এখন কি তা অস্বীকার করতে চান ?

ঃ মেহেরবান !

ঃ বলুন, সে ষড়যন্ত্রের বৈঠকে আপনি ছিলেন কি-না ?

ঃ আমি কোন ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত নই জাঁহাপনা।

শাহান শাহ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেম। তাঁর দুই চোখের আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—জড়িত নন ? তিনদিন যাবত নবদ্বীপে গিয়ে রইলেন আপনি, বৈঠক হলো আপনারই বাড়ীতে আর আপনি তাতে জড়িত নন ?

সভাপণ্ডিত কাঁপতে কাঁপতে জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললেন—তা জাঁহাপনা নবদ্বীপে আমি গিয়েছিলাম আমার পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির গোলমাল নিয়ে। বাপ ভাইদের সাথেই আমার গোলমাল। আমি ঐ বাড়ীতে ছিলামও না আর কোন ষড়যন্ত্র করার জন্যেও নবদ্বীপে আমি যাইনি জনাব।

ঃ তাহলে আপনি বলতে চান, ষড়যন্ত্রের বৈঠকটা যে ও বাড়ীতে হলো, এটাও আপনি জানেন না ?

ঃ তা মানে—আমি কি করে—

ঃ বটে ! তবুও আত্মগোপনের প্রয়াস পাচ্ছেন ? আমি এই রাজধানীতে থেকে যে খবরটা জানি, আপনি নবদ্বীপে থেকে নিজ বাড়ীতে কি হলো, তা জানেন না ? জানেন কি না দেখুন—

বলেই শাহান শাহ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আওয়াজ দিলেন—দরবার রক্ষী শেখ মুয়াজ্জেম—

শেখ মুয়াজ্জেম কুর্ণিশ করে বললেন—হুকুম জনাব—

ঃ প্রহরীদের বলুন, আমার সভাপণ্ডিত মহাশয়ের খাস নওকর জগদীশকে হাজির করুক দরবারে।

ঃ জো হুকুম মেহেরবান !

কুর্ণিশ করে দরবার রক্ষী দরবার কক্ষের দ্বারের দিকে ছুটলেন। শংকিত কণ্ঠে রূপ সাহেব বললেন—জগদীশ !

www.amarboi.org

সুলতান বললেন—হ্যাঁ স্যাকের মালিক। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের সাথে অর্থাৎ বাসুদেব সার্বভৌমের সাথে যোগাযোগকারী আমার সভাপণ্ডিতের বিশেষ দূত জগদীশ চক্রবর্তী। ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত হওয়ার পরও সভাপণ্ডিতের পত্র নিয়ে আবার সে নবদ্বীপে যায় আর আমার গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে সে সেখানেই পাকড়াও হয়।

জগদীশকে এনে ইতিমধ্যেই হাজির করা হলো। সুলতানের নির্দেশে সে সামনে এগিয়ে এলে সুলতান তাকে প্রশ্ন করলেন—নবদ্বীপে তুমি কি কারণে গিয়েছিলে?

থরথর করে কেঁপে উঠে জগদীশ চক্রবর্তী আকুল কণ্ঠে বললো—দোহাই হুজুর, আমি হুকুমের গোলাম। আমার কোন দোষ নেই। আমি নিরপরাধ।

সুলতান তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—তোমার কোন দোষের কথা হচ্ছে না। নবদ্বীপে তুমি কি কারণে গিয়েছিলে, তাই বলো।

বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্যকে ইংগিত করে জগদীশ বললো—আমার এই মুনিব ঠাকুরের পত্র নিয়ে।

ঃ পত্র নিয়ে গিয়ে কাকে তুমি দিলে?

ঃ আজ্ঞে এই মুনিব ঠাকুরের ভাইকে।

ঃ কতবার তুমি তাদের কাছে এই রকম পত্র নিয়ে গিয়েছো?

ঃ অনেকবার হুজুর, অনেকবার।

ঃ পত্রে কি লেখা ছিল, তা জানো?

ঃ আজ্ঞে না, পত্র খোলা বারণ ছিল। আমার এই মুনিবের শক্ত বারণ।

ঃ মুখে কোন খবর তুমি নিয়ে যাওনি কোনদিন? মানে তোমার মুনিব কোনদিন মুখে কোন খবর পাঠাননি তোমাকে দিয়ে?

ঃ আজ্ঞে হুজুর, একদিন পাঠিয়েছিলেন। এই বারের কয়েকদিন আগে পত্র লেখার সময় না পেয়ে, উনি আমাকে মুখে মুখে এক সংবাদ দিতে নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন।

ঃ কি সে সংবাদ?

ঃ গঙ্গা স্নানের অজুহাতে গঙ্গাস্নানের রাতে আমার মুনিবেরা সবাই গিয়ে হাজির হবেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সেই মোতাবেক আমার এই মুনিবের পিত্রালয়ে জড়ো করে নিয়ে তৈরী হয়ে থাকতে হবে তাঁদের। সেই রাতেই সবকিছু চূড়ান্ত করা হবে। আমার মুনিব একদিন আগেই পৌঁছবেন সেখানে—এই সংবাদ জাঁহাপনা।

শাহান শাহর দুই চোখে পুনরায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। ইশারায় জগদীশকে সরিয়ে নেয়ার ইঙ্গিত দিয়েই তিনি সগর্জনে বললেন—সভাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য—

থর থর করে কেঁপে উঠে সভাপণ্ডিত বললেন—খোদাবন্দ্‌!

ঃ এই মিথ্যাচার আর রাজদ্রোহিতার শাস্তি কি জানেন?

সভাপণ্ডিতের মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হয়ে গেল। ঝড়ের মুখের পাতার চেয়েও অধিক বেগে কাঁপতে কাঁপতে সভাপণ্ডিত অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—মেহেরবান!

ঃ সেই শাস্তি গ্রহণের জন্যে আপনি তৈয়ার হোন—

বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য সজ্জালুপ্তির পর্যায়ে এসে দাঁড়ালেন। শাহান শাহ এখনই এক চরম বদহুকুম দিয়ে বসবেন দেখেই দবীর-ই-খাস সনাতন সাহেব ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন এবং কুর্ণিশ করে বললেন—মেহেরবান—

www.amarboi.org

রোষ নজরে চেয়ে শাহান শাহ্ বললেন—আপনি !

সনাতন সাহেব বললেন—আমার একটি সবিনয় আরজ আছে মেহেরবান—

ঃ আরজ।

ঃ বিনীত আরজ। বিনা বিচারে দণ্ড দেয়া কানুন বিরোধী জাঁহাপনা। বাঙ্গালার ন্যায় বিচারক মহামতি সুলতান কানুনের বরখেলাপ কখনও করেন না, এইটুকুই আমি সবিনয়ে পেশ করতে চাই।

ঃ বিনা বিচারে দণ্ড ! এরপরও আরো বিচার করার প্রয়োজন কিছু আছে, না সে অবকাশ আপনারা রেখেছেন ?

'আপনারা' বলায় সনাতন সাহেবও মনে মনে চমকে উঠলেন। নিজেকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে বললেন—খোদাবন্দ্ !

ঃ আপনি আমার বুক বরাবর বল্লম ছুঁড়ে মারছেন, এটা দেখেও আপনি অপরাধী কিনা সেই বিচারই করবো আরো, না ঐ বল্লমের ফলাটা আগে সামলাবো ?

ঃ আলমপনা !

ঃ প্রাণনাশে উদ্যত কোন দুশমনকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আঘাত বা কবৃজা করার আগেও সুলতানকে বিচার করে দেখতে বলেন আপনি ?

ঃ জাঁহাপনা !

ঃ কি আপনাদের অভিযোগ ? কি এমন নির্যাতনে আছেন আপনারা যে, সে কারণে এই মসনদটাই চাই আপনাদের ?

ঃ নির্যাতন !

ঃ এ মুলুকে আমার মুসলমান প্রজারাও প্রশাসনের যতটুকু সুযোগ-সুবিধে আর শাহান শাহের সহানুভূতি পায়নি, তার চেয়ে অনেকগুণে অধিক পেয়েছেন আপনারা। পক্ষীশাবকের মতো আমি দুই পালকে আগলে রেখেছি আপনাদের। আপনারা আপনাদের ধর্মবিশ্বাস আর আচার অনুষ্ঠান নিয়ে যাতে করে স্বাধীনভাবে ও খুশী আনন্দে জীবন যাপন করতে পারেন, প্রশাসনের বিরুদ্ধে যাতে করে কোন অভিযোগ বা বিরূপভাব দীলে আপনাদের না থাকে, এই সালতানতকে যাতে করে ভালবাসতে পারেন আপনারা, আপন করে নিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে সর্ববিধ পদক্ষেপই গ্রহণ করেছি আমি। তবু আপনাদের এই হীনমন্যতা কেন ? জনাব !

উপযুক্ত, বিশ্বস্ত, জ্ঞানবান, গুণবান, কর্মনিষ্ঠ আর চরিত্রবান মুসলমানের কোন অভাব আছে এ মুলুকে ? স্থানীয় ও বহিরাগত অসংখ্য দানেশমন্দ, শীর্ষস্থানীয় আর এলেমদার মুসলমানদের প্রত্যাশা উপেক্ষা করে দরবার ও প্রশাসনের প্রায় সমস্ত উচ্চপদই আমি আপনাদের দিয়েছি আপনাদেরকে দীলের সাথে একাত্ম করে নেয়ার জন্যে আর আপনাদের প্রীতি কামনায়। সেই প্রীতির নমুনা কি এই ?

আফসোসে শাহান শাহ পর্যুদস্ত হতে লাগলেন। না জানার ভান করে সনাতন সাহেব বললেন—আমি বুঝতে পারছিনে, কি কারণে জাঁহাপনা এসব কথা বলছেন !

ঃ কি কারণে বলছি, তা এখনও অনুধাবন করতে পারেন নি ?

ঃ কি করে পারবো জনাব ? আমি তো এ সবের কোন কিছুই জানিনে আর ঐ একটা কালতু লোকের কথায় সভাপণ্ডিত মহাশয়ের রাজদ্রোহিতাও সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় না। এ খবরটাতো তাঁর বৈষয়িক ব্যাপার নিয়েও হতে পারে জনাব।

ঃ বটে ! বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভবনে বাঙ্গালার এই মসনদটা দখল করার ষড়যন্ত্র যে চূড়ান্ত করা হলো, আপনাদের ধর্মীয়গ্রন্থের আভাস অনুযায়ী এই

www.amarboi.org

মসনদে হিন্দু রাজা বসানোর যুক্তি বুদ্ধি যে পাকাপোক্ত করা হলো, তার কিছুই আপনি জানেন না ?

সনাতন সাহেব প্রবল একটা ধাক্কা খেলেন। ব্যাপারটা যে একেবারেই উলঙ্গভাবে ফাঁশ হয়ে গেছে, এটা বুঝতে পেরে তিনি যারপর নেই বিস্মিত হলেন। তবুও ঘটনাটা উড়িয়ে দেয়ার যথাসাধ্য প্রয়াস নিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আমি? না জনাব, আমি তা জানবো কি করে ?

ঃ কিন্তু আমার কাছে খবর আছে, যে রাতে সেখানে বৈঠক বসে, সেদিন আপনিও ঐ নবদ্বীপেই ছিলেন।

সনাতন সাহেব ঘাবড়ে গিয়ে বললেন—এ্যাঁ ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, পিরুলিয়া যাবার পথে নবদ্বীপ হয়েই গিয়েছিলাম আমরা একদিন।

ঃ পিরুলিয়া কি এমন জরুরী কাজ ছিল যে, সুলতানের অজ্ঞাতেই দল বেঁধে সেখানে ছুটতে হলো আপনাদের ?

ঃ ঐ যে ঐ রাজস্বের ব্যাপারটা জাঁহাপনা। হিরণ্য মজুমদার মহাশয়ের রাজস্বের ব্যাপার নিয়ে পিরুলিয়ায় একটা গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। জনাব খুব ব্যস্ত ছিলেন বলে কর্তব্যের আহবানে তৎক্ষণাৎ ছুটতে হলো আমাদের।

ঃ তাই যদি ছুটলেন, এতই যদি জরুরী হলো ব্যাপারটা, তাহলে সোজাপথে পিরুলিয়ায় না গিয়ে ঐ অত ঘুরে আর উল্টা পথে নবদ্বীপ হয়ে গেলেন কেন ?

সনাতন সাহেব আটকে গেলেন। একটার পর একটা মিথ্যা অজুহাত পয়দা করতে করতে তিনি আলকানা হয়ে গেলেন। এ প্রশ্নের কি জবাব দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে স্থির করতে না পেরে কেবলই আমতা আমতা করতে লাগলেন। গতিক নেহাত খারাপ দেখে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন যশোরাজ খান। তিনি কুর্ণিশ করে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—গঙ্গা স্নানে আলমপনা। ঐ দিনটা ছিল আমাদের ধর্মীয় দিন। গঙ্গা স্নানের বিশেষ একটা তিথি ছিল সেদিন জনাব। তাই সেখানে গঙ্গা স্নানে গেলাম আমরা।

শাহান শাহর নজর আরো তীক্ষ্ণ হলো। যশোরাজ খানের মুখের দিকে স্থির নয়নে চেয়ে তিনি বললেন—সেই গঙ্গা স্নানেই গেলেন তো পিরুলিয়া গেলেন কখন ?

ঃ গঙ্গা স্নান সেরেই খোদাবন্দ্।

ঃ নবদ্বীপে তাহলে ফিরে এলেন কখন আবার ?

ঃ নবদ্বীপে !

ঃ আসমান থেকে পড়লেন যে ? আপনি আমার সভাকবি। কাব্যচর্চা করেন। কাব্যচর্চা রেখে আপনি হঠাৎ রাজনীতি চর্চায় এত উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন কেন ?

ঃ রাজনীতি ! সেকি মেহেরবান ? আমি কবি মানুষ। কাব্যের জগতে থাকি। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ কোথায় আমার ?

ঃ কিন্তু বড়ই আফসোস্ ! রাতের আড়ালে বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাসভবনে আপনাকেও প্রবেশ করতে দেখা গেছে আর ঐ বৈঠকে আপনার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে জোরদারভাবে শোনা গেছে।

হকচকিয়ে গিয়ে যশোরাজ খান বললেন—এ্যাঁ। তা হবে কেন ? না-না, মিথ্যা কথা।

www.amarboi.org

ঃ মিথ্যা কথা ?

সনাতন সাহেব ইতিমধ্যেই শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে যশোরাজ খানের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে সমর্থন দিয়ে বললেন—জি হাঁ জাঁহাপনা, বিলকুল মিথ্যা কথা। জনাবকে যাঁরা এই তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাঁরা রাতের আঁধারে কাকে ভেবে কাকে দেখে ভুল আর মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছেন। খান সাহেব বরাবর আমাদের সাথেই ছিলেন।

ঃ আপনাদের সাথেই ছিলেন ?

ঃ জি জনাব, জি। এ খবর মিথ্যা। বিলকুল বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক। এখনতো দেখছি, জাঁহাপনাকে এ কথাও কেউ বলতে পারে যে, ঐ বৈঠকে আমি বা আমরাও ছিলাম ! ঐ বৈঠকে আমাদেরও যেতে সে দেখেছে ?

শাহান শাহর মুখাকৃতি কঠিন হলো। তিনি তিক্ত কণ্ঠে বললেন—তা যদি কেউ বলেই, তাহলে কি খুবই অন্যায় বলা হবে সেটা ?

ঃ অবশ্যই অন্যায় বলা হবে জনাব। আর জনাব যদি সেই কথাই বিশ্বাস করে আমাদের উপর সন্দিহান হন, তাহলে সেটা হবে একদিকে যেমন আমাদের চরম দুর্ভাগ্য, অন্যদিকে তেমনি হবে কতকগুলো একান্তই রাজভক্তের দীলে জনাবের অকারণেই আঘাত হানা।

ঃ তাজ্জব !

শাহান শাহ তৎক্ষণাৎ আওয়াজ দিলেন—উজিরে আজম খান রুকন খান সাহেব—

রুকন খান সরহাটি সাহেব আসন থেকে উঠে কুর্ণিশ করে বললেন —জাঁহাপনা !

জাঁহাপনা বললেন—এ প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি ?

ঃ কোন প্রসঙ্গে জনাব ?

ঃ রাতের আঁধারে ভুল করেছে গোয়েন্দারা ? ভুল দেখেছে—ভুল শুনেছে ?

ঃ জাঁহাপনা, রাতের আঁধার চোখের শক্তি দুর্বল করতে পারে, কিন্তু কান ? কানতো কোন রাতদিনের তফাৎ রাখে না জনাব। বরং নিঃঝুম রাতে কানের শক্তি আরো জোরদার হয়।

লাফিয়ে উঠলেন রূপ সাহেব। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন—না, কানও সবসময় সঠিক শোনে না।

উজিরে আজম বললেন—যথা ?

রূপ সাহেব বললেন—রাতের আঁধারে যখন ভূতের ভয় জাগে, তখন একটা পাতা পড়ার শব্দও ভূতের শব্দ বলেই মনে হয়। সুতরাং, ভুল করে কেউ যদি কবি সাহেব বা অন্য কাউকে সেই বৈঠকে যেতে দেখে থাকেন আর সেই অনুভূতিই তাঁর মধ্যে কাজ করতে থাকে, তাহলে তিনি অবশ্যই সেই বৈঠকের যে কোন কণ্ঠস্বরকেই তাঁদেরই কণ্ঠস্বর বলে ভাববেন, এ আর বিচিত্র কি ?

ঃ যুক্তি আপনার চমৎকার। কিন্তু আপনি তো এটা স্বীকার করেছেন, ঐ বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাসভবনে বৈঠক একটা বসেছিল ?

ঃ বসতে পারে। বৈঠক বসা কি অসম্ভব কিছু ? কিন্তু তার সাথে এঁদের সম্পর্ক কি ?

ঃ এঁদের কথা থাক। এঁদের কথা এদের সাথেই বলবো। আপনিও তো সেদিন ঐ গঙ্গাস্নানেই গিয়েছিলেন, না যাননি ?

www.amarboi.org

রূপ সাহেব থমকে গিয়ে থতমত করতে লাগলেন। তা দেখে উজিরে-আলা বললেন—যদি অস্বীকার করেন, সেদিন আপনি সেখানে যাঁদের বাড়ীতে ছিলেন আর যাদের সাথে ছিলেন, তাঁরাও হাজির আছেন এখানে। ডাকবো কি তাদের?

রূপ সাহেব চমকে উঠলেন। বেকায়দায় পড়ে বললেন—এ্যাঁ! তা মানে—হ্যাঁ, পবিত্র ধর্মক্রিয়া। ধর্মক্রিয়া পালন করতে যাবো না কেন আমি?

ঃ তাহলে এই দরবারের আপনারা এতলোক ঐ নবদ্বীপে হাজির রইলেন, অথচ কেউ আপনারা জানলেন না যে, সুলতানের বিরুদ্ধে এক হীনতম ষড়যন্ত্র চলছে সেখানে?

ঃ কি করে? আমরা গিয়েছি পুণ্য কাজে। এসব খবর আমরা জানবো কি করে?

এবার সেনাপতি হৈতন খান সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কেমন করে মানে? বাঙ্গালার তখতে অচিরেই হিন্দু রাজা বসানো হচ্ছে বলে নবদ্বীপ শহরে শহরত পড়ে গেছে, সাজ সাজ রবে অনেকে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, আর আপনারা তার কিছুই জানতে পারলেন না?

ঃ তা—মানে—

ঃ এতবড় দিন বরাবর ঘটনাটা কেমন করে চাপা দেবেন সাকের মালিক সাহেব? আপনারা শুধু নবদ্বীপেই যাননি, ঐ বৈঠকেও হাজির ছিলেন। তার অভ্রান্ত আর চাক্ষুষ প্রমাণ মওজুত আছে আমার কাছে। যদি চান তো—

দিশেহারা রূপ সাহেব উন্মত্ত কণ্ঠে বললেন—মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। সে বৈঠকে কখনই আমি ছিলাম না।

কথা ধরলেন সুলতান। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন—হুঁশিয়ার সাকের মালিক! প্রবঞ্চনার অধিক প্রয়াস পেলে এখনই তা প্রমাণ করা হবে, আর প্রমাণিত হলে, রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের যে শাস্তি সেই মৃত্যুদণ্ডই গ্রহণ করতে হবে আপনাকে। বলুন, প্রমাণ আপনি চান?

সঙ্গে সঙ্গে কেশবছত্রী উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষোভের সাথে বললেন—গোস্তাকী মাফ হয় জাঁহাপনা! আমি এর প্রতিবাদ করছি।

শাহান শাহ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—প্রতিবাদ!

ঃ প্রকাশ্যে দরবারে হিন্দু সম্প্রদায়ের তামাম পদস্থ ব্যক্তিদের এইভাবে অপদস্থ করা হলে আমরা বুঝবো, পরধর্মের প্রতি শাহান শাহর সহিষ্ণুতার কথাটাও স্রেফ একটা কথার কথা মাত্র, আন্তরিক কিছু নয়।

শাহান শাহ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—শাহান শাহর আন্তরিকতার অভাব দেখার আগে নিজেদের আন্তরিকতার অভাবটা দেখছেন না কেন?

ঃ আমাদের আন্তরিকতার অভাবটা ঘটলো কোথায় জনাব? আমাদের স্বজাতির প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করে, এই সালতানতের খেদমতে অহর্নিশ এই যে আমরা প্রাণপাত করছি, তবু শাহান শাহ আমাদের আন্তরিকতার ঘাটতি দেখলেন কোথায়?

ঃ শাহান শাহ তা খুঁজে দেখতে যাবেন কেন? আপনারাই তো নানাভাবে শাহান শাহকে তা দেখাচ্ছেন।

ঃ আমরা তা দেখাচ্ছি!

ঃ বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মকানে দিনের মতো সুস্পষ্ট যে বৈঠকটা হলো, সেটা আপনারা সকলেই অস্বীকার করতে চাইছেন কেন?

www.amarboi.org

ঃ বৈঠক যে একটা হয়েছে, সেটা এখন বুঝতে পারছি জনাব। কিন্তু সে বৈঠকের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি?

ঃ সাব্বাস রক্ষী প্রধান। আপনাদের সকলের এই বিচিত্র মানসিকতা দেখে আমি বাহবা না দিয়ে পারছিনে।

ঃ তার অর্থ কি জাঁহাপনা?

শাহান শাহ সক্রোধে বললেন—সে বৈঠকটা যে আপনারাই করেছেন আর আপনিও যে সে বৈঠকে ছিলেন, এটা আপনিও অস্বীকার করতে চাইছেন?

ঃ আমিও ছিলাম!

ঃ জি-হাঁ রক্ষী প্রধান। বৈঠক থেকে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে আসার কালে আপনার কাঁধের মূল্যবান চাদরখানা যে বাসুদেব সার্বভৌমের দেউটির বাইরে ফেলে এলেন, সে চাদরখানা কি দেখতে চান?

পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন যশোরাজ খান। তিনি গোস্বাভরে বললেন—জাঁহাপনা, এইভাবে সবাইকে লাঞ্ছিত না করে যে শাস্তি জাঁহাপনার অভিপ্রায় তা আমাদের দিতে পারেন। এতটা আর সহ্য করা যায় না।

ঃ যশোরাজ খান সাহেব!

ঃ অপ্রিয় হলেও আমি বলবো জনাব, কেশবছত্রী মহাশয়ের কথাটাই ঠিক। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি এই দরবারের বিদ্বেষ একেবারেই প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আর সেই কারণেই উদ্দেশ্য প্রবণ ব্যক্তিদের প্ররোচনায় আর তাদেরই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তৈরী করা কিছু তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে সেই বিদ্বেষকেই চরিতার্থ করা হচ্ছে।

যশোরাজ খানের স্পর্দ্ধা দেখে শাহান শাহ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দিশেহারার মতো তিনি বললেন—তাজ্জব! এতবড় কথা আমার সামনে বলতেও সাহস করেন আপনি?

যশোরাজ খান কূর্ণিশ করে বললেন—একান্ত নিরুপায় হয়েই বলতে হচ্ছে জাঁহাপনা। আজকের এই দরবারে সাকুল্যে যা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা আমাদের স্বজাতির প্রতি অপরিসীম ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, সন্দেহ আর বিদ্বেষ। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতির লেশমাত্রও উপস্থিত নেই এখানে।

ক্রোধোন্মত্ত সুলতান ছটফট করতে লাগলেন। এর জবাব দিলেন উজিরে আজম খান রুকন খান সরহাটি সাহেব। তিনি বললেন—পরধর্মের প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা কি একতরফা খান সাহেব? নিজে আপনি মুসলমানদের নর্দমার কীটের চেয়েও ঘৃণার চোখে দেখবেন আর তাদের তরফ থেকে একতরফা শ্রদ্ধা আদায় করবেন?

ঃ আমি মুসলমানদের ঘৃণার চোখে দেখি?

ঃ সে প্রশ্ন আপনি নিজেকেই করুন। মুসলমানদের আপনি অচ্ছুত, অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন, পায়ের পাদুকা—এসব কোন কিছু বলতেই কম করেননি। আমাদের প্রতি আপনাদের অন্য কারো ঘৃণা-বিদ্বেষ যা-ই থাকুক, আপনার মধ্যে যে বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে তার মাপ পরিধি নেই।

ঃ মিথ্যা, বানোয়াট! আপনি এসব কি উদ্ভট কথা বলছেন?

খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেবও হাজির ছিলেন দরবারে। তিনি এতক্ষণ চুপচাপই ছিলেন। এবার তিনি মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। তিনি উঠে বললেন—শুধু আপনার একার কথাই নয়, আমি যা জেনেছি, তাতে আপনার মতো আরো অনেকে

www.amarboi.org

আর নবদ্বীপের গোটা ঐ পূতপবিত্র ব্রাহ্মণকুল যে কি চোখে দেখেন আমাদের তা আর প্রমাণ করার কিছুমাত্র অপেক্ষা নেই। তামাম বাঙ্গালার লোকেরই তা এখন জানা। আপনাদের প্রতি বাঙ্গালার সুলতানের অপরিসীম প্রীতি শ্রদ্ধা আর উদারতা সত্ত্বেও যদি এই মনোবৃত্তি হয় আপনাদের, তাহলে এক তরফা প্রীতি আপনি আশা করেন কি করে ?

ঃ সেই জন্যেই এইভাবে আমাদের যদেচ্ছা অপমান করছেন আপনারা ?

শাহান শাহ্ এর জবাবে সক্রোধে বললেন—শুধুই অপমান ? নিজেদেরকে এতবেশী পূতপবিত্র ভেবে মুসলমানদের এতটা এনকার করেন যদি, আমার সংশয়হীন হৃদ্যতা সত্ত্বেও আমারই রাজ্যে থেকে আমাকে আর আমারই স্বজাতিকে শেয়াল কুকুরের চেয়েও অধম ভাবেন যদি, তাহলে অপমানের চেয়েও আরো অধিক কিছু প্রাপ্য আপনাদের। মাত্রাধিক ছুৎমার্গ যে বরদাস্ত করি না আমি, সুবুদ্ধি রায়ের পরিণামই তার নজীর। নিশ্চয়ই তা ভুলে যাননি কেউ। সেইটেই কি আশা করেন আপনারা ?

ঃ জাঁহাপনা !

ঃ আপনাদের যা অপরাধ তাতে যে তার শাস্তি সুবুদ্ধি রায়ের ঐটুকুতেই পার যায় না, এখনও তা অনুধাবন করতে পারেননি ?

সুবুদ্ধি রায়ের পরিণাম কারো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। এঁদেরকে নয়ই। এমন কিছু দূর অতীতের কথাও নয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ মসনদে বসার কয়েক বছর পরেরই ঘটনা। অবশ্য ঘটনার সূত্রপাত ঘটে অনেকদিন আগেই। সুলতান হোসেন শাহ তখন বালক সৈয়দ হোসেন। মাতাপিতাহীন হয়ে এতিম সৈয়দ হোসেন ও তদীয় ভ্রাতা সৈয়দ ইউসুফ যখন যাযাবরের মতো জীবন যাপন করতে থাকেন, তখন এক সময় বালক সৈয়দ হোসেন গৌড় শহরে আসেন। তখন সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড় শহরের কোতোয়াল। সৈয়দ হোসেন তাঁর অধীনে কাজ জুটিয়ে নিয়ে কিছুদিন সেখানে কাজ করতে থাকেন। একদিন এক গোয়ালা সুবুদ্ধি রায়ের ভবনে দুধ দিতে এসে অভিযোগ করে বলে যে, সৈয়দ হোসেন নামক এক যবন ছেলে তার দুধের ভাণ্ড ছুইয়ে দিয়েছে। পথে আসার কালে অবশ্য অসাবধানতা বশতঃ গোয়ালার দুধের ভাণ্ড সৈয়দ হোসেনের গায়ে ঠেকে। অভিযোগ শুনেই সুবুদ্ধি রায় জ্বলে উঠেন। সৈয়দ হোসেনকে ডেকে এনে তাকে যদেচ্ছা অপমান ও তিরস্কার করার পর তিনি দুধ সহ ভাণ্ডটি ভাগাড়ে ফেলে দেন এবং সৈয়দ হোসেনের মুজুরী থেকে দুধ ও ভাণ্ডের দাম কেটে নেন।

অতপর আর একদিন আর এক ঘটনা ঘটে। প্রাতঃ স্নান সেরে ভেজা কাপড়ে যবন-ম্লেচ্ছ-অচ্ছুত্দের ছায়া এড়িয়ে সুবুদ্ধি রায় এক বিশেষ পথে গৃহের দিকে আসছিলেন। কাজের তাড়ায় ও অজ্ঞতা হেতু সৈয়দ হোসেন অকস্মাৎ সেই পথে ছুটে আসার কালে উদীয়মান সূর্যসৃষ্ট সৈয়দ হোসেনের দীর্ঘ ছায়া সরাসরি সুবুদ্ধি রায়ের গায়ে এসে পড়ে। সৈয়দ হোসেনের উপর তিনি আগে থেকেই বিরূপ ছিলেন। এই ঘটনার ফলে ক্রোধে তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সৈয়দ হোসেনকে তখনই তিনি পাইক দিয়ে বেঁধে আনেন এবং নির্মমভাবে চাবুক মেরে তখনই তাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেন। অতপর পুনরায় গিয়ে প্রাতঃ স্নান সম্পন্ন করে আসেন।

বাঙ্গালা মুলুকের সুলতান নিজে মুসলমান। ঘটনাটি একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারীর দৃষ্টিগোচর হয়। একজন এতিম ছেলের উপর কেন এই নির্মম আচরণ করা

www.amarboi.org

হলো, ঐ কর্মচারীটি সুবুদ্ধি রায়কে এ প্রশ্ন করলে, সুবুদ্ধি রায় আসল কথা গোপন করে ঐ কর্মচারীকে তখন সবিনয়ে জানান এবং পরে রটনা করে দেন যে, কর্তব্য কাজে একটানা ফাঁকি দেয়ার জন্যে এবং তার মাত্রাধিক বদ স্বভাবের কারণে তাকে তিনি কিছুটা শাসন করতে বাধ্য হয়েছেন। কর্মচারীটি ঐ শুনেই তুষ্ট হন এবং সৈয়দ হোসেন অতপর গৌড় থেকে চাঁদপুরে ফিরে আসেন।

এরপর অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। কালক্রমে সৈয়দ হোসেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ রূপে বাঙ্গালার তখ্তে বসেন। অন্য কোন হিন্দুর কাছে এ ধরনের আচরণ আর না পেয়ে তিনি সুবুদ্ধি রায়ের আচরণটা একেবারেই ব্যক্তিগত আচরণ বলেই গণ্য করেন এবং পরবর্তীতে কিছু কিছু হিন্দুর সাথে সদ্ভাব গড়ে উঠায় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তার সম্প্রীতি আদৌ কিছু ক্ষুণ্ন হয় না।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ মসনদে বসার পর সুবুদ্ধি রায় তাঁর অতীত আচরণের কথা স্মরণ করে অতিশয় শংকিত হয়ে পড়েন। শাহী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি গৌড় থেকে পালায়নের উদ্যোগ করেন। সুলতান তা জানতে পেরে তার হিন্দুপ্রীতি মজবুত করার ইরাদায় প্রবীন সুবুদ্ধি রায়কে ডেকে এনে যথেষ্ট খাতির যত্ন করেন এবং পূর্ব ঘটনার আতংক সুবুদ্ধি রায়ের মন থেকে মুছে ফেলে দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সুবুদ্ধি রায়কে আরো বড় পদে নিয়োগ দান করেন।

সুলতানের বেগম তখন জীবিত ছিলেন। বালক সৈয়দ হোসেনের প্রতি সুবুদ্ধি রায়ের দুর্ব্যাবহারের কথা তিনি জেনেছিলেন। তাই, সুলতান হওয়ার পর হোসেন শাহকে তিনি সুবুদ্ধি রায়ের উপর প্রতিশোধ এমনকি তাঁকে হত্যা করার জন্যেও উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সুলতান তাতে কর্ণপাত করেন না। এরপর সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি এই অত্যধিক সদাচরণ করা দেখে বেগম সাহেবা আরো নাখোশ হন এবং এই সদাচরণ করার তিনি বিরোধিতা করেন। এবারও সুলতান তা ভ্রূক্ষেপে আনেন না।

কিন্তু কয়লার ময়লা কখনো পরিষ্কার হবার নয়। উচ্চপদে উঠে এবং হোসেন শাহর মাত্রাধিক হিন্দুপ্রীতি দেখে স্বভাবে তাঁর কিছুমাত্র পরিবর্তন আসে না। বরং নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে পড়ে তাঁর সেই ছুৎমার্গ পূর্বাপেক্ষা আরো অধিক উগ্র হয়ে উঠে। রাষ্ট্রীয় কাজে একদিন সপ্তগ্রামের এক মুসলমান পেয়াদা সুবুদ্ধি রায়ের কাছে এসে কাজের প্রয়োজনে সুবুদ্ধি রায়ের বহির্বাটির এক পরিত্যক্ত ঘরে সুবুদ্ধি রায়ের নির্দেশে রাত্রি যাপন করে। সকাল বেলা প্রাতঃক্রিয়ায় যাবার কালে শৌচকার্যের জন্যে কোন পাত্র খুঁজে না পেয়ে দেউটির এপারে সুবুদ্ধি রায়ের পরিত্যক্ত গাড়ুটি সে দেখতে পায় এবং তাই নিয়ে গিয়েই সে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে আসে। তা দেখতে পেয়েই সুবুদ্ধি রায়ের মাথায় দাবানল জ্বলে উঠে। তখনই তিনি ঐ পেয়াদাকে ধরে ঐ গাড়ুর অবশিষ্ট পানি পান করতে বাধ্য করেন এবং তৎপরে ঐ গাড়ু আর পেয়াদা–উভয়কেই বাড়ী থেকে বহিষ্কার করেন।

বহিরাগত তুচ্ছ এক পেয়াদা বোধে সুবুদ্ধি রায় তার সাথে এমন ব্যবহার করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করেন না। কিন্তু বাড়ী ভরা লোকজন ও আশপড়শীর সামনে প্রকাশ্যে দিবালোকের ঘটনা। লাঞ্ছিত পেয়াদাটি এ মর্মদাহ হজম করতে না পেরে সরাসরি সুলতানের কাছে ফরিয়াদ পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান ঘটনাটি সরজমিনে তদন্ত করে দেখেন যে, সুবুদ্ধি রায়ের ছুৎমার্গের প্রশ্নটিই এখানে প্রকট এবং

www.amarboi.org

এ-ই আচরণের একমাত্র কারণ। নিজের পূর্ব স্মৃতি আর বেগমের ঐ নসিহত একবার তীব্রভাবে অনুভব করেন সুলতান। তিনি তৎক্ষণাৎ সুবুদ্ধি রায়কে কয়েদ করে আনেন। হত্যা না করে শাহী দরবারের প্রকাশ্য প্রাঙ্গনে তামাম সভাসদ ও বহু লোকের উপস্থিতিতে সুবুদ্ধি রায়কে নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়ে তাঁর ভূস্বার্গের পরিসমাপ্তি ঘটান।

এই হলো সুবুদ্ধি রায়ের পরিণাম। আজকের এই দরবারে সুলতান সেই সুবুদ্ধি রায়ের প্রসঙ্গ টানায় সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে মনে আঁতকে উঠলেন। তাঁদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা যে আর গোপন কিছু নেই, শাহান শাহর কাছে তা সন্দেহাতীতভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে, এটা তাঁরা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করলেন। ফলে, তাঁদের দীলে এই আতংকই পয়দা হলো যে, অন্য কোন চরম শাস্তি না দিলেও, অন্ততঃ মুসলমানদের প্রতি তাদের এই ঘৃণা আর বিদ্বেষের জন্যে সুলতান সুবুদ্ধি রায়ের ঐ অবস্থা তাদেরও করতে পারেন। চকিতে একবার স্বগোত্রীয় সকলের আতংকগ্রস্ত মুখের দিকে চেয়ে সনাতন সাহেব ঝটপট কুর্ণিশ করে বললেন—জাঁহাপনা কি সত্যিই অাহলে এতটা বিশ্বাস করলেন ?

কুপিত কণ্ঠে শাহান শাহ বললেন—এতটা অর্থে কি বলতে চাচ্ছেন আপনি ?

সনাতন সাহেব বললেন—মানে আমরা সত্যিই এতটা মুসলিম বিদ্বেষী আর এত বড় নেমকহারাম ? জাঁহাপনার স্বজাতির সাথে একাত্ম হয়ে আছি আমরা। চলনে বলনে আদরে আখলাকে এমন কি খানাপিনার মধ্যেও খুব বেশী একটা ফারাগ রেখে এই দরবারের কেউ আমরা চলি না। জাঁহাপনার কৃপা আর হৃদ্যতার বদৌলতেই দরবারে আজ আমরা এই উচ্চাসনে বসে আছি। এ কথা বিলকুল ভুলে গিয়ে সবাই আমরা রাতারাতি এতবড় অকৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম, জাঁহাপনাকে উৎখাত করতে উদ্যত হলাম, এতবড় পাষণ্ডই জাঁহাপনা মনে করলেন আমাদের ?

জবাব দিলেন সেনাপতি হৈত্তন খান। বললেন—সন্দেহের অবকাশটা আর কি আছে এর মধ্যে ? আপনারা যে দল বেঁধে গিয়ে বৈঠক করলেন সেখানে, বদমতলব আটলেন, এটা একদম দিন বরাবর পরিষ্কার। ঐ নবদ্বীপের কয়েকজন উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেও হাজির করা হয়েছে এখানে—যাঁরা সব ঘটনা জানেন আর যাঁরাও কমবেশী জড়িত আছেন আপনাদের সাথে। তাঁদের এই দরবার কক্ষে আনা হলে আপনাদের অনেকেরই মুখের আবরণ খুলে পড়বে। আপনাদের অকৃতজ্ঞতা, আপনাদের বিদ্বেষ—কিছুই চাপা রইবে না। ডাকবো কি তাঁদের ?

একান্তই ঘাবড়ে গিয়ে সনাতন সাহেব বললেন—তার মানে ?

হৈত্তন খান সাহেব বললেন—এর মধ্যে আর মানে নেই। আপনারা আরামে বসে কাব্যচর্চা করেছেন আর আপনাদের এই লুকোচুরির জবাব দেয়ার জন্যে আহার নিদ্রা হারাম করে দিনরাত আমাদের এগুলো যোগাড় করতে প্রাণান্ত হতে হয়েছে।

হৈত্তন খানের সুর ধরে সুলতানও গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বলুন, ডাকা হবে তাঁদের ?

আর পাশ কাটানোর উপায় নেই দেখে সনাতন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে সুর বদল করলেন। তিনি এবার অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বললেন—জাঁহাপনা, ভুলত্রুটি মানুষেরই হয়। কেউ আমরা কসুর মুক্ত নই খোদাবন্দ্। কিঞ্চিৎ কসুর যদি হয়েই থাকে আমাদের, জাঁহাপনা মহানুভব, সদাশয় ও হৃদয়বান। ভাল মন্দ নির্বিশেষে প্রজাবৎসল

www.amarboi.org

ও প্রজার পালক। অনেক অপদস্থই হয়েছি আমরা সকলে। এই প্রকাশ্য দরবারে আর কত অপদস্থ করবেন আমাদের মহানুভব?

তোয়াজের কিঞ্চিৎ পরশেই শাহান শাহ খানিকটা নরম হয়ে গেলেন। তিনি উষ্মা খাটো করে প্রশ্ন করলেন—তাহলে এখন আপনি স্বীকার করছেন, কসুর আপনারা করেছেন?

ঃ কিঞ্চিৎ কসুর তো হয়েছেই ধর্মাবতার!

ঃ কিঞ্চিৎ কসুর!

ঃ জি জাঁহাপনা। ঐ বৈঠকে আমরাও গিয়েছিলাম। জাঁহাপনাকে না জানিয়ে যাওয়াটাই কসুর হয়েছে আমাদের।

ঃ তাহলে এই সত্যটা এতক্ষণ অস্বীকার করলেন কেন?

কপট শরমিন্দাভাব প্রকাশ করে সনাতন সাহেব নতমস্তকে বললেন—লজ্জায় জাঁহাপনা। অপরাধ আমাদের যত কিঞ্চিৎকরই হোক, এমন একটা স্পর্শকাতর ঘটনা প্রকাশ্যে দরবারে স্বীকার করার সাথে সাথে সকলেই আমাদের কি চোখে দেখবেন, এই লজ্জায়।

ঃ লজ্জায়!

সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—জি মেহেরবান, সংকোচে আর লজ্জায়।

সনাতনের দেখাদেখি সকলেই তাঁরা মাথাটা মেঝের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। কেশবছত্রী বললেন—নিদারুণ লজ্জা আর সংকোচের হাত না এড়াতে পেরেই এই টালবাহানা করলাম আমরা এতক্ষণ জনাব। নইলে কসুরটা আমাদের খুব বড় নয়।

ঃ বড় নয়?

ঃ জি না জাঁহাপনা। ঐ যে সনাতন সাহেব বললেন, ঐটেই আসল কথা। জনাবকে না জানিয়ে যাওয়াটাই কসুর হয়েছে আমাদের। নইলে আর কোন কসুর আমাদের নেই।

ঃ নেই?

জবাব দিলেন সনাতন সাহেব। তিনি যে যুক্তি মনে মনে খাড়া করেছেন, কেশবছত্রী তা না জেনে কি বলতে কি বলেন ভেবে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন—জি না জনাব। কিছুদিন আগে থেকেই শাস্ত্রের কি এক ফালতু কথা নিয়ে নবদ্বীপের কিছু কিছু ব্রাহ্মণ হৈচৈ করে আসছে। শুনলাম, সেদিন এ নিয়ে তারা এক জোরদার বৈঠক দিতে যাচ্ছে। সভাপণ্ডিত সাহেবই খবরটা আমাদের জানালেন। শুনেই তো আমাদের মাথা ঘুরে গেল। তৎক্ষণাৎ আমাদের স্বজাতীয় যাদেরকেই হাতের কাছে পেলাম, তাদের সাথেই বলাবলী করলাম, একি অকৃতজ্ঞতা! একি পাগলামী! চলুন তো দেখি, যাই একবার সেখানে। এতটা তো হতে দেয়া যায় না।

ঃ তাই যদি বুঝলেন, আমাকে তা জানালেন না কেন?

ঃ বড় নাজুক ব্যাপার জাঁহাপনা। আমাদেরই স্বজাতির কিছু কিছু লোকের আজগুবী এক মতিভ্রম। ঘটনাটা পুরোপুরি আঁচ করার আগেই জাঁহাপনাকে এমন কথা জানালে, তৎক্ষণাৎ জাঁহাপনা কিভাবে তা গ্রহণ করেন—এই ভেবে খোদাবন্দ।

ঃ বটে! তাহলে সেখানে গিয়ে তাদের সাথে আপনারাও সেই ষড়যন্ত্রের বৈঠকে সামিল হলেন কেন?

জো পেয়ে কেশবছত্রীও বুঝোতে শুরু করলেন—উপায় ছিল না জনাব। গিয়ে দেখি, হুলস্থুল কাণ্ড। ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই এতটা গড়িয়েছে যে, তাদের সাথে বৈঠকে

www.amarboi.org

বসে ঠাণ্ডা মাথায় তাদের শান্ত করতে না পারলে, উত্তেজনার বশেই তারা হয়তো এমন কাণ্ড করে ফেলবে, যা আর ফালতু বলে জাঁহাপনাকে সমঝাতে আমরা পারবো না বা যা থেকে আমাদের সংশ্লিষ্টতার দায়ও এড়িয়ে যেতে পারবো না।

ঃ বটে!

ঃ তাই বাধ্য হয়েই তাদের সাথে বসতে হলো জনাব। তাদের ঐ মনোভাব যে কতটা জঘন্য, একজন মহামতি সুলতানের মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে এই ধরনের পাগলামী যে মস্তবড় পাপ, নেমক খেয়ে নেমকের দাম অস্বীকার করা যে চরমতম বেঈমানী—এই সমস্ত বুঝিয়ে তাদের শান্ত করতে হলো। অকৃতজ্ঞ না হয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলে শাহান শাহর করুণা আর মহানুভবতার অভাব যে কিছু হবে না, এই তাদের বুঝনো হলো।

অসহিষ্ণু হয়ে সালার হৈতন খান তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন—ঝুট-ঝুট, বিলকুল ঝুট। চরমতম মিথ্যা কথা জাঁহাপনা। এও আর এক চাল। তারা যে সেখানে কি মারাত্মক এক বদমতলব পাকিয়েছেন, তার চাক্ষুষ ও জ্বলন্ত প্রমাণ দরবার কক্ষের বাইরে মওজুদ আছে জাঁহাপনা।

হৈতন খানকে শান্ত করার প্রয়াস পেলেন রূপ সাহেব। তিনি বিনম্র কণ্ঠে বললেন—মাননীয় সালার সাহেব, একটা ঘটনা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক প্রমাণই দাঁড় করানো যায়। আপনি আমাদের সহকর্মী, আমাদের বন্ধু। তুচ্ছ ঐ ভট্টাচার্যদের নগণ্য এক চীৎকার, যা এক ফুঁৎকারেই উড়িয়ে দেয়া যায়, যা ঠাণ্ডা করতে একদল পাইকের তাড়াই যথেষ্ট, ষড়যন্ত্রের আতংকে ঐ তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে আর কত হেনস্থা করবেন আপনারা আমাদের?

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে হৈতন খান ফের মজবুত কণ্ঠে বললেন—হেনস্থার প্রশ্নটাই আমাদের কাছে বড় নয়, এই সালতানাতের হেফাজতটাই আমাদের কাছে বড়। এমন একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র এইভাবে চাপা দেয়া মানেই সালতানাতের জন্যে কবর খুঁড়ে রাখা। আদেশ দিন জাঁহাপনা, আমি ঐ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হাজির করি। লেপের তলে সাপ লুকিয়ে না রেখে, সাপটা বের করে আনি।

হৈতন খান পরম আগ্রহে সুলতানের অনুমতির অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সুলতানের স্বভাবজাত অনুভূতি আর দুর্বলতা ইতিমধ্যেই সক্রীয় হয়ে উঠলো। তিনি হৈতন খানকে থামিয়ে দিতে হাত ইশারায় বললেন—থাক। তুচ্ছ একটা ঘটনা নিয়ে পানি আর অধিক ঘুলিয়ে কাজ নেই।

হৈতন খান সবিস্ময়ে বললেন—আলমপনা!

শাহান শাহ শান্ত কণ্ঠে বললেন—যতই হোক, এরা সবাই আমার এই দরবারের মাননীয় সদস্য। তাঁদের এই বর্তমানের মতিভ্রমের বাইরে, প্রশাসনে এঁদের কমবেশী সকলেরই অবদান আছে অতীতে। অপরাধ তাঁরা স্বীকার যখন করছেনই তখন আর প্রকাশ্যে দরবারে তাঁদের অধিক লাঞ্ছিত করে আমি অকৃতজ্ঞের পরিচয় দিতে চাইনে।

ঃ জাঁহাপনা—

ঃ আর তা ছাড়া আমি যতদূর বুঝতে পারছি, এঁরা সবাই প্ররোচণার শিকার। আমার এই সভাপতিই রাজধানীতে বসে বসে সবাইকে প্ররোচিত করেছেন। তিনিই এই হীন কাজে উদ্বুদ্ধ করে সবাইকে দিক ভ্রান্ত করেছেন। তার চেয়েও বড় কথা, এই

www.amarboi.org

সভাপণ্ডিত সাহেবের পরিবারবর্গই সর্বাধিক অপরাধী। তারাই অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও হিন্দু সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করার কাজে লিপ্ত আছে। চরম শাস্তি তাদেরই প্রাপ্য।

উজির-এ-আজম খান রুকন খান সরহাটি সাহেব তাজ্জব হয়ে বললেন—কিন্তু জনাব, এতবড় ষড়যন্ত্র—

তাঁকে কথার মাঝেই থামিয়ে দিয়ে শাহান শাহ বললেন—ষড়যন্ত্র যতবড়ই হোক, অন্যান্য ব্রাহ্মণদের আর আমার সমগ্র হিন্দু প্রজাদের ভূমিকা এখানে একেবারেই গৌণ। কয়েকটি মাত্র লোকের জন্যেই পানি এতদূর গড়িয়েছে। কাজেই তুলা উড়াতে ঝড় তোলার প্রয়োজন কিছু নেই এখানে আর আমার দরবারটা প্রায় গোটাই এ নিয়ে তছনছ করার হেতুও কিছু নেই।

সংশ্লিষ্ট সকলেই এবার একবাক্যে আওয়াজ দিলেন—সাধু-সাধু!

সনাতন সাহেব অতি উৎসাহে বললেন—জাঁহাপনার ন্যায়বিচার আর প্রজাপ্রীতির তুলনা নেই ধরাধামে। ত্রুটি-বিচ্যুতি যা কিছুই হোক, পরিস্থিতির চাপে পড়ে যা কিছুই তা করা হইনে কেন আমরা, আমরাতো জাঁহাপনারই লোক, তাঁরই প্রায় পরিবারভুক্ত ব্যক্তি। তাঁর এই পিতৃতুল্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিই তো কিনে রেখেছে আমাদের, একাত্ম করে রেখেছে।

কেশবছত্রী বললেন—সেই জন্যেই তো সালতানত আর শাহান শাহর খেদমতে প্রাণপাত করতে আমি অনুক্ষণ প্রস্তুত।

অন্যান্যরাও সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দিলেন—আমরাও-আমরাও।

শাহান শাহ হাত তুলে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—থামুন। তাই বলে এটাকে আমি একেবারেই উপেক্ষা করতেও চাইনে। আসল যে বিষদাঁত, সে কয়টি না ভেঙ্গে অমনি অমনি ছেড়ে দেয়া যায় না।

পুনরায় শংকিত হলেন সংশ্লিষ্ট সভাসদেরা। কেশবছত্রী শুষ্ক কণ্ঠে বললেন—মেহেরবান!

শাহান শাহ বললেন—ঝড় না তুললেও ঝাপটা একটা জরুর এখানে প্রয়োজন।

—বলেই শাহান শাহ সভাপণ্ডিতের মুখের দিকে চেয়ে কঠিন কণ্ঠে বললেন—সভাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য—

পুনরায় থর থর করে কেঁপে উঠলেন সভাপণ্ডিত। তিনি মুমূর্ষু কণ্ঠে বললেন—ধর্মাবতার!

ঃ তামাম অনিষ্টের মূল আপনারই পরিবার। আপনিই আমার দরবারটা দূষিত করে তুলেছেন। আপনার এই অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এতটা নির্মম হতে চাইনে আমি। যান, আপনাকে আমি সভাপণ্ডিতদের পদ থেকে বরখাস্ত করলাম। এক্ষুণি এই দরবার থেকে বেরিয়ে যান। এই শহরেই অবশ্য থাকতে পারেন আপনি। কিন্তু হুঁশিয়ার! আপনার জন্যে মৃত্যুদণ্ড তোলা রইলো। আর কখনও যদি এই ধরনের হীন কাজে প্রবৃত্ত হন, তাহলে ঐ মৃত্যুদণ্ডই ভোগ করতে হবে আপনাকে। যান, সভাকক্ষ ত্যাগ করুন—

কুর্নিশ করে বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য নত মস্তকে দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। তৎপরেই শাহান শাহ সেনাপতি হৈতন খাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন—সালার হৈতন খান সাহেব—

হৈতন খান কুর্নিশ করে বললেন—খোদাবন্দ—

www.amarboi.org

ঃ আপনি কিছু ফৌজ নিয়ে আগামীকাল প্রত্যুষেই নবদ্বীপে যাত্রা করবেন। বিশারদ ভট্টাচার্য, বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিরিঞ্চি-প্রমুখ মূল ষড়যন্ত্রকারীদের আমার চাই। ওদের কয়েদ করে আগামীকালই পাঠিয়ে দেবেন দরবারে।

হৈতন খান পুনরায় কুর্নিশ করে বললেন—জো হুকুম খোদাবন্দ্।

ঃ খেয়াল রাখবেন, ঐ একান্তই নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণমাত্র। এর বাইরে অন্য কারো উপর কোন জুলুম যেন না করা হয়।

ঃ খেয়াল থাকবে জাঁহাপনা।

ঃ আমি আগেই বলেছি, নবদ্বীপের অন্যান্য ব্রাহ্মণ আর এ মুলুকের তামাম হিন্দু সম্প্রদায় এ ব্যাপারে নিরপরাধ। তাদের দীলে কোন দুঃখ দিতে চাইনে আমি। তারা পূর্বের মতোই স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবে।

ঃ তাই হবে জাঁহাপনা।

ঃ ওদের কয়েদ করে নবদ্বীপ ত্যাগ করার আগে পিরুলিয়ার গোটা প্রশাসনকে সসৈন্যে নবদ্বীপে মোতায়েন করে আসবেন। তাদের কাজ হবে, রাজনৈতিক দিক নিয়ে নবদ্বীপে আর কেউ কোথাও মাথা ঘামাচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধান করা এবং অপরাধীকে কয়েদ করে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া।

ঃ খোদাবন্দ্!

ঃ তাদেরকেও আপনি বিশেষভাবে হুঁশিয়ার করে দেবেন, নিরপরাধ ব্যক্তিদের ধর্মক্রিয়া আর আচার অনুষ্ঠান নিয়ে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করার মধ্যে যেন কোন প্রকার বিঘ্ন পয়দা না হয়।

ঃ জো হুকুম মালেক।

অতপর শাহান শাহ্ তামাম সভাসদদের উদ্দেশ করে বললেন—দরবার আজ এখানেই শেষ। আপনারা কেউ কোন মর্মপীড়া, কোন ক্ষোভ-ব্যথা-অনুযোগ দীলে কিছু না রেখে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করুন—এই আমার অনুরোধ।

শাহান শাহ্ দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন। উজিরে আজম, হৈতন খান, খাওয়াজগী শিরওয়ানী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হতবুদ্ধি অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে শাহান শাহ্কে কুর্নিশ করলেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উঠে দাঁড়িয়ে শাহান শাহ্কে কুর্নিশ করতে করতে সরবে আওয়াজ দিলেন—সাধু! সাধু!

সভা ভাঙার খানিক পরেই খান জাহান খান সরহাটি সাহেবের মকানে ব্যস্তভাবে ছুটে এলেন শমশের আলী। শমশের আলীর খবরে উজিরে আজম বাইরে বেরিয়ে আসতেই তাঁকে সালাম দিয়ে শমশের আলী প্রশ্ন করলেন—একি হলো জনাব? পর্বতের মূষিক প্রসব একেই বলে নাকি? এইভাবেই দরবারটা শেষ হলো?

সালাম নিয়ে সরহাটি সাহেব শমশের আলীকে আসন গ্রহণ করতে বললেন এবং নিজেও তাঁর সামনে বসে ম্লান কণ্ঠে বললেন—কি বলবো, বলো? এইতো এই সালতানতের হালত।

ঃ কি তাজ্জব! এর জন্যে কত তকলিফই না করতে হলো আমাদের। কত দৌড়াদৌড়ি-ছুটোছুটি। এমন অকাট্য প্রমাণাদি যোগান দেয়া সত্ত্বেও, স্রেফ ঐ সভাপণ্ডিতের পদচ্যুতি? আর কারো গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগলো না?

www.amarboi.org

ঃ কি করে লাগবে ? শাহান শাহ স্বয়ং যদি এতটা দুর্বল হোন, ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সর্বক্ষণই তিনি যদি বুঁদ হয়ে থাকেন, তাহলে আর সাক্ষ্য প্রমাণে হবে কি ?

ঃ আপনারা কিছু বললেন না ? এর প্রতিবাদ কিছু করলেন না ?

ঃ যথা সম্ভব করেছি। কিন্তু তাতে হবে কি ? সব কথার আগা-মাথা কেটে দিয়ে খোদ সুলতানই যদি ওদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন, তাহলে আর আমরা প্রতিবাদ করে করবো কি ?

ঃ আশ্চর্য ! শাহান শাহর এই দুর্বলতার আসলেই হেতু কি জনাব ?

ঃ উজিরে আলা থামলেন। একটু চিন্তা করে বললেন—

—আমি যতটা বুঝি, তিনি নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছেন।

ঃ কেমন ?

ঃ ওদের দিয়ে দরবার আর প্রশাসনিক দপ্তরগুলো এই যে এভাবে ভরে ফেলেছেন তিনি, এখন লোম বাছতে গেলে যে কম্বলটাই থাকে না।

ঃ জনাব !

ঃ দরবারের হিন্দু সভাসদ আর প্রশাসনের হিন্দু আমলারা সকলেই ঐ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। সকলেই এক সমান অপরাধী। শাস্তি উনি দেবেন কাকে এখন ?

ঃ কেন, যারা অপরাধী তাদের সকলকেই ?

ঃ তাহলে তো দরবারটা প্রায় গোটাই উজাড় করতে হয় আর প্রশাসনের প্রায় দপ্তরই শূন্য করতে হয় ?

ঃ তা করতে হলে করবেন।

ঃ না, তা করতে তিনি পারেন না।

ঃ কেন পারেন না জনাব ?

ঃ প্রথমতঃ তাতে উদারতা নামের ঐ প্রিয় গুণটি তাঁর বিলকুলই মিসমার হয়ে যায়। আর তার চেয়েও বড় কথা, এ মুলুকের তামাম হিন্দু সমাজ তাতে করে বিক্ষুব্ধ হয়। সুলতানের বিব্রত অবস্থা থেকেই বোঝা গেল, অন্ততঃ এদিকটা গভীরভাবেই চিন্তার মধ্যে নিয়েছেন তিনি।

ঃ জনাব !

ঃ ওদের অপরাধ যে বুঝতে তিনি পারেননি, তা নয়। কিন্তু আসল সমস্যা ঐখানেই। কর্মচারীদের ব্যাপারটা জটিল তেমন না হলেও, দরবারটাই বড় আপদ। দরবার আর শোধন করার উপায় তাঁর আছে কিছু ? পঙ্গপালের মতো সভাসদ আর আমির-উমরাহর বিশাল ঐ পালকে এক সাথে সাজা দিয়ে বসলেই তো গোটা মুলুকের হিন্দুরা হৈ হৈ করে উঠবে। গোটা হিন্দু সম্প্রদায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

ঃ তারা কি কেউ স্বপক্ষে আছে জনাব ?

ঃ নেই, একথা বলাও ঠিক নয়। সাধারণ প্রজাদের অধিকাংশেরই রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে তেমন কোন মাথা ব্যাথা নেই। বরং প্রশাসনের তরফ থেকে কোন প্রকার জুলুম-উৎপাত না থাকায় তারা নিশ্চিন্তে আর খোশহালে জীবন যাপন করছে। এক্ষণে হঠাৎ করে ওদের ঐ তামাম সভাসদ আর আমীর-উমরাহদের এক সাথে সাজা দেয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে এ খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে আর তাতে করে মাথা ব্যাথা নেই যাদের, তাদেরও মাথা ব্যাথা শুরু হবে। অন্য কথায়, এই স্বার্থান্বেষী মহলই তাদের মাথা ব্যাথা ধরিয়ে তবে ছাড়বে।

www.amarboi.org

ঃ তাতে কি এই সালতানাতের এতই ভীত হওয়ার কারণ আছে ?

ঃ ঝামেলা তো বাড়ে একটা ! প্রশাসনের শৃঙ্খলা তাতে বিঘ্নিত হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অশান্তি নেমে আসে।

শমশের আলী চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—জনাব।

ঃ প্রথম থেকেই দরবারে তাদের কোন আসন না থাকলে বা সীমিত আসন থাকলে, এসব ঝামেলা ছিল না। কিন্তু তা বড় তা বড় প্রায় তামাম লোক আর গোটা দরবার নিয়ে টানাটানি। পাশ ফেরার মওকা আর তেমন কিছু রেখেছেন কি সুলতান ?

ঃ তাজ্জব !

ঃ দেখে শুনে আর পরিস্থিতি অনুধাবন করে আমরাও শেষ অবধি নীরব হয়ে গেলাম।

ঃ কিন্তু জনাব, আমি ভাবছি, দুষ্ট বীজাণু দেহের মধ্যে এইভাবে চেপে রাখলে কি শেষ পর্যন্ত এই সালতানতের স্বাস্থ্য রক্ষা হবে ?

ঃ তোমাকে আমাকে আমাদেরকে সেজন্যে সজাগ থাকতে হবে। বীজাণুদের নড়ন চড়ন বিঘ্নিত করতে হবে। এইভাবে মাঝে মাঝে কিছু প্রতিষেধক দিয়ে ওদের কমজোর করে দিতে হবে।

ঃ জনাব—

ঃ আর তাছাড়া তুমিও তো বুঝো, বীজাণু যত দুষ্টই হোক, একটু সজাগ থাকলে, ওদের কামড় হাঁটুর উপরে পৌঁছবে না। সালতানতের অধিক কিছু ক্ষতি করার তাকত্ ওদের নেই। এই রকম ধাক্কার পর ধাক্কা পড়লেই তামাম বীজাণু দেহ ছেড়ে পালাবে।

ঃ ধাক্কা !

ঃ কমবেশী ধাক্কা তো একটা লাগলো তাদের গায়ে ? সভাপণ্ডিতের নকরী গেল, নবদ্বীপের অপরাধী ঐ ব্রাহ্মণদের কয়েদ করার ব্যবস্থা হলো, হয়তো প্রাণদণ্ডও হতে পারে তাদের—এই বা কম কি ?

শমশের আলী ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি উদাস কণ্ঠে বললেন—কম কিছু না হলেও, বেশী কিছুও নয় জনাব।

ঃ কেন ?

ঃ ঐ যে কথায় বলে, নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও বাঁকীর খাতা শূন্য থাক। আমাদের ঐ নগদটাকেই ধর্তব্যের মধ্যে নেয়া উচিত। বাঁকীর আশা অর্থহীন।

ঃ কি রকম ?

ঃ আমাদের এই ধাক্কা মারার সাকুল্যে যা ফল আমরা পেলাম, তা ঐ সভাপণ্ডিতের নকরী চ্যুতিটুকুই আর কিছু নয়।

ঃ কেন, নবদ্বীপের ঐ ব্রাহ্মণদেরও তো কয়েদ করা হবে।

ঃ জনাব, সৈনিক হলেও, আমি তো মূলতঃ একজন গোয়েন্দা। আমি কিছুটা আগাম দেখার চেষ্টা করি। ঐ নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণদের কয়েদ করা হবে, এইটুকুই সার। কয়েদ ওরা হবে না।

ঃ হবে না।

ঃ আমাদের পাগল হলে চলবে কেন জনাব। ঐ ধড়িবাজ সভাসদেরা হতে দেবে তা ? এই রাতেই খবর যাবে নবদ্বীপে। আগামী কাল সালার হৈতন খান সাহেব গিয়ে দেখবেন, নবদ্বীপের নির্দিষ্ট ঐ মকানগুলোই ঢন ঢন করছে শুধু, নির্দিষ্ট লোকেরা কেউ নেই।

www.amarboi.org

রুকন খানের মুখমণ্ডলে আলো জ্বলে উঠলো। শমশের আলীর মুখের দিকে এক ধেয়ানে চেয়ে থেকে তিনি খোশদীলে আওয়াজ দিলেন—সাব্বাস্ ! সত্যিই তুমি একজন মজবুত গোয়েন্দা। তোমার অন্তর্দৃষ্টি আছে।

ঃ তা থেকেই বা লাভ কি জনাব ! সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে আসতে আমার সমস্ত লোকজনদের নবদ্বীপ থেকে গুটিয়ে এনেছি এখানে। নবদ্বীপ এখন ফাঁকা। এই রাত্রি কালে কোন পথে কে যাবে নবদ্বীপে, হঠাৎ করে কাকে কোথায় আটকাতে যাবো এখন। কার মারফত কিভাবে খবর যাবে সেখানে সেইটেই বা বুঝবো এখন কি করে ? হুকুম হওয়ার সাথে সাথেই সেনাবাহিনী ছুটতো যদি সেখানে, তাহলে কিছু হতো। এই অসময়ে আমরা আর কি করবো বলুন ?

উজিরে আলার মুখের আলো ধীরে ধীরে নিভে গেল। তিনি ম্লান কণ্ঠে বললেন—না, এখন আর কিছু করা সম্ভব নয়। তবে তোমার এই সন্দেহটা আমার মনেও তখন তখনই জেগেছিল। কিন্তু করার কিছুই ছিল না আর তখন।

ঃ কেন জনাব ?

ঃ শাহান শাহতো হুকুমটা জারী করেই ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে শাহান শাহর হুকুমের উপর কথা বলতে যাওয়াটা কতবড় গোস্তাকী, ভেবে দেখো ?

ঃ কিন্তু জনাব, দরবারের পরে তো—

ঃ সে চিন্তাও করেছি আমি। কিন্তু শাহান শাহ সে মওকাও দিলেন না। হুকুম জারী করার পরই তিনি দরবার থেকে উঠে মহলে গিয়ে ঢুকলেন। দরবার ভাঙ্গার পর আর মুহূর্তের জন্যে তাঁকে দরবার কক্ষের দপ্তরে বা বাইরে কোথাও পেলাম না।

শমশের আলী তবুও নিবৃত্ত হতে পারলেন না। আমতা আমতা করে বললেন—তাহলে ঐ মহলেই একবার গিয়ে—

রুকন খান হাসলেন। নিষ্প্রভ হাসি হেসে তিনি বললেন—এবার কিন্তু তেমন কিছু দূরদর্শিতার পরিচয় তুমি দিলে না ?

ঃ জনাব—

ঃ ওদের তোয়াজে আর নিজের উদারতা ও নসিহতের আলোকে শাহান শাহ হয়তো এই বুঝেই গেলেন যে, শাহান শাহর প্রতি আনুগত্য আর অনুরাগ ওদের দীলে পুনঃ প্রতিষ্ঠ হয়েছে। ওদের দ্বারা আর কোন বেঈমানী হবে না। স্বভাবগত এ দুর্বলতা তো তাঁর বরাবর আছেই, তদুপরি দরবারের শেষের দিকে শাহান শাহর ভাব দেখেও তাই আমার মনে হয়েছে। এমতাবস্থায় কর্মক্লান্ত শাহান শাহকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খাস কামরা থেকে পুনরায় টেনে নামিয়ে এই কথা বলতে গেলে ফলাফলটা কি আসতে পারে, এ কথাটা ভাবছো না ?

শমশের আলী লা-জবাব হয়ে গেলেন। উজিরে আজম ফের বললেন—উনি শুধু বিরক্তই হবেন না, চাই কি আমি তাকে কুমন্ত্রণা দিতে এসেছি, এটা ভাবাও বিচিত্র নয়।

শমশের আলী হতাশ কণ্ঠে বললেন—তা ঠিক-তা ঠিক !

ঃ কাজেই, কয়েদ যদি নাও হয়, আপাততঃ ঘর ছাড়া তো হতেই হবে তাদের। রাজা হওয়ার খোয়াবটা এতে করেই ছুটে যাবে অনেকখানি।

www.amarboi.org

ঐ একইভাবে শমশের আলী বললেন—তা ঠিক-তা ঠিক !

শমশের আলী বা রুকন খান সাহেবের ঐ অনুমান কোন কষ্ট কল্পিত অনুমান নয়, শাশ্বত ব্যাপার। শাহান শাহর উদারতায় সনাতন সাহেবের দল দরবারে যে আনুগত্য প্রকাশ করলেন, দরবারের বাইরে এসেই গায়ের ধূলোর মতো বিলকুলই তা ঝেড়ে ফেললেন গা থেকে। গোয়েন্দার নজর এড়িয়ে তাঁরা মোটামুটি কয়েকজন তৎক্ষণাৎ এক অজ্ঞাত আবাসে এসে ক্ষণিকের জন্যে পুনরায় মিলিত হলেন এবং আকস্মিক এই পরিস্থিতি ও তৎ কারণে উদ্ভূত তাঁদের আশু করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। দীর্ঘ দিনের ত্যাগ তিতিক্ষায় তৈরী তাঁদের ঐ ঐকান্তিক পরিকল্পনা এভাবে ফেঁশে যাওয়ার আফসোসে সকলেই পেরেশান ছিলেন। ব্যর্থতা আর লাঞ্ছনার নিদারুণ গ্লানীতে সবাই ছিলেন মূহ্যমান। মিলিত হওয়ার পরই সীমান্ত রক্ষী রামচন্দ্র খান অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বললেন—মাননীয় সভাপণ্ডিত মহাশয়ের ঐ চণ্ডালবৎ লাঞ্ছনা সবাই আপনারা নীরবে মেনে নিলেন ? এর প্রতিবাদ কিছু করলেন না ?

সনাতন সাহেব বললেন—প্রতিবাদ ?

ঃ একেবারে ঐভাবে চোরের মতোই দরবার থেকে বের হয়ে যেতে হলো তাঁকে ?

শ্রীকান্ত সাহেব বললেন—একেবারে আসনটাই গেল তাঁর ?

সনাতন সাহেব সার্বিক চিন্তায় পর্যুদস্ত ছিলেন। এঁদের এই অমলতু কথায় জ্বলে উঠলেন তিনি। দাঁত পিষে বললেন—মাথাটাই যে যায়নি তাঁর, এই ঢের। এর উপর আরো চান ?

ঃ তা—মানে—

ঃ বাঘের ডেরায় মাথা গলিয়ে মাথাগুলো যে ফিরিয়ে আনতে পারলেন সবাই, সেই জন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। সভাপণ্ডিতের আসন ! হুঃ ! যেভাবে সরাসরি আটকে গেলেন উনি। তাতে এই আলাউদ্দীন হোসেন শাহর মতো একজন বেয়াকুফ বাঙ্গালার তখতে না থাকলে, তাঁর তো মাথা যেতোই, আমাদেরও রেহাই ছিল না কারো।

কেশবছত্রী বললেন—ঠিক-ঠিক, এতে কোন সন্দেহই নেই।

ঃ কি সাঁড়াশী আক্রমণ ! বেড়াজালে পড়ার মতো এমনভাবে আটকে গেলাম আমরা যে, বেরিয়ে আসার একবিন্দু ফাঁক কোথাও ছিল না। ঐসব ধুরন্ধর লোকেরা যে কি করে ইতিমধ্যেই এতগুলো জ্বলন্ত তথ্য প্রমাণ যোগাড় করে ফেললো, আমি চিন্তা করেই পাচ্ছিনে।

রূপ সাহেব আক্ষেপ করে বললেন—আপদ তো ওরাই। ওদের জন্যেই যত আমাদের বিপত্তি। ওরা এত চতুর আর এত তৎপর না হলে, এই একটা অদূরদর্শি আর দরকে চলা সুলতানকে চিৎ করতে বেশী সময় লাগে ?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে যশোরাজ খান বললেন—কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছিনে এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার মতো আমাদের সব আয়োজন এমনভাবে ফাঁশ হলো কি করে ?

এর জবাবে কেশবছত্রী বললেন—গলার আওয়াজ আর কিছুটা বাড়িয়ে দিতে পারেননি ? নিস্তব্ধ রাত। একটা সুঁই পড়লেও তার শব্দ আধা ক্রোশ দূরে যায়। সেখানে কিনা আপনি গোয়ালার হাঁক হাঁকতে লাগলেন। এই আমাদের মতো বেফাঁশ-বেহুঁশ লোকেরাই সকল যজ্ঞ পণ্ড করেছে যুগে যুগে।

www.amarboi.org

খোঁচা খেয়ে যশোরাজ খান কোঁশ করে উঠে বললেন—আর আপনিই বা কোন হুঁশের পরিচয় দিলেন। কাঁধের চাদর কাঁধে আপনার আছে কিনা, তাও খেয়াল করলেন না? ভাগ্যিস্ পরণের ধুতিখানাই খুলে ফেলে আসেননি?

পাল্টা হামলায় যশোরাজ খান তাল হারিয়ে ফেলে আমতা আমতা করতে লাগলেন। যশোরাজ খান ফের বললেন—সৈনিক মানুষ আপনি, পরিস্থিতির প্রয়োজনে গেলেনই না হয় গঙ্গাস্নানের বেশে। নিজের ঢাল তলোয়ার আছে কিনা তা খেয়াল করে দেখবেন না?

রূপ সাহেব রুক্ষ কণ্ঠে বললেন—থামুন! আপনারা যা করেছেন, তা নিয়ে আর আদিখ্যেতা করেন না কেউ? আমি তো দেখছি, আমাদের সব ডাকসাইটে পণ্ডিতেরা জ্ঞানবুদ্ধির বহর নিয়ে যত ফালই পাড়ুন, সুলতানের ঐসব ব-কলম গোয়েন্দাদের কাছে তাঁরা একদম শিশু। জ্ঞানের জোশে এক একজন এমন কাণ্ড করেছেন, যা থেকে মাঠের একটা রাখালও তাঁদের পেটের খবর টেনে নিতে পারে।

দামোদর সাহেব আহত কণ্ঠে বললেন—এক একজন বলতে আপনি কাকে কাকে বোঝাচ্ছেন?

ঃ কার কথাই বা বলবো? মহাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ই বা এটা করলেন কি? জগদীশের মতো ঐ রকম একটা বেয়াকুফ আর বেঈমানের উপর এমন গুরু দায়িত্ব দিয়ে বার বার তাকেই তিনি পাঠাতে গেলেন কোন বুদ্ধিতে? আমি তো দেখছি, ঐ জগদীশটা ধরা পড়াই সবকিছু ফাঁশ হওয়ার মূল কারণ। গোয়েন্দার কাছে ঐ ব্যাটা উল্টা পাল্টা বলাতেই আসল খবর বেরিয়ে গেছে। তার কথার সূত্র ধরেই ওরা বাদ-বাকী সব খবর তালাশ করে করে বের করেছে আর এই রকম শক্ত শক্ত প্রমাণাদি টেনে আনতে পেরেছে।

কেশবছত্রী বললেন—ঠিক-ঠিক। ঐ ব্যাটা বিশ্বাসঘাতককে একবার কায়দা মতো পেলে হয়। কোন্ সুলতানের বাবা ওকে বাঁচায় তখন দেখবো।

অধৈর্য হয়ে সনাতন সাহেব বললেন—আরে রাখেন এসব ফালতু কথা। কাজের কথা নেই, কেবলই সব দোষারোপ!

কেশবছত্রী বললেন—আজ্ঞে!

ঃ দোষ কারোই কম নেই। নবদ্বীপের ঐ ব্রাহ্মণেরাই কি কম দায়ী এ ব্যাপারে? বরাবর তাদের এত করে বলে আসছি, আপাততঃ কিছুদিন চুপচাপ থাকুন সবাই। এসব কোন আলোচনাই বাইরে কোথাও করবেন না। কিন্তু শুনলেন তাঁরা কেউ? গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। এ রাজ্যটা আমাদের ফের হতে যাচ্ছে—এই সম্ভাবনা দেখেই আহলাদে ফুটিফাটা হয়ে তাঁরা হাটে মাঠে এমনভাবে ঢোল পেটা শুরু করেছেন যে, তার ধাক্কা এখন নবদ্বীপ উপচিয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ছে। নাও, এখন মজা বোঝো। পাইক-পেয়াদার পিটুনীতে রাজা হওয়ার সাধ তোমাদের কোথায় যায়, আগামী কালই টের পাবে।

সচকিত হয়ে উঠে কেশবছত্রী বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই কথাই তো ভাবছি আমি মুখ্যমন্ত্রী মশাই। ধরা পড়লে ঐ কয়জনের নির্ঘাত তো প্রাণ যাবে?

সনাতন সাহেব বললেন—শুধু ঐ কয়জনেরই নয়, ওদের সাথে আরো অনেকেরই গুষ্ঠীর চিহ্ন থাকবে না।

ঃ তাহলে?

www.amarboi.org

ঃ সেই কথা বলার জন্যেই তো আপনাদের আমি আসতে বললাম এখানে। ওসব অপরাধের হিসেব নিকেশ থাক। ওদের জন্যে কি করা যায়, সেই কথায় আসুন—

সকলেই উদগ্রীব হয়ে বললেন—আজ্ঞে বলনু-বলুন—

সনাতন সাহেব বললেন—এখানে আসার আগেই দুইজন বিশ্বস্ত লোককে ত্বরিৎ গতিতে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েই এসেছি আমি। তারা গিয়ে নবদ্বীপ থেকে ওঁদের এই রাতেই সরে পড়তে বলবে।

আশ্বস্ত হয়ে কেশবছত্রী বললেন—ব্যস ব্যস ! তাহলে আর চিন্তা নেই।

সনাতন সাহেব বললেন—না, চিন্তা আছে। পথে কোন বিঘ্ন ঘটায় তারা যদি খবর দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মৃত্যু ওদের নির্ঘাৎ।

সমর্থন দিয়ে অনেকেই ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিঘ্ন ঘটতে পারেই তো। সুলতানের চরেরা যে রকম এখন তৎপর, তাতে কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না।

ঃ সেই কথাই বলছি। আপনাদের তো চেনাজানা অনেক লোক আছে। তাজি অশ্ব দিয়ে কিছু লোক আপনারাও পাঠিয়ে দিন নবদ্বীপে। কোন কর্মচারী বা চিহ্নিত কেউ হলে কিন্তু চলবে না। অজ্ঞাত অখ্যাত বাইরের লোক হওয়া চাই। নানা পথে নানাজন খবর নিয়ে ছুটলে, কেউ না কেউ সময় মতো দিতেই পারবে খবরটা।

সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই বললেন—ঠিক-ঠিক।

কিন্তু পরক্ষণেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে তাঁরা আবার শংকিত চিত্তে বললেন—কিন্তু তেমন বিশ্বস্ত আর সাহসী লোক এই মুহূর্তে—

সীমান্ত রক্ষী রামচন্দ্র খান বললেন—কাউকে কিছু করতে হবে না। আজকেই আমি এই রাতেই আমার সীমান্তে ফিরো যাবো। গতকালই শাহান শাহর সাথে সে কথা আমার হয়েছে। দরবারে ডাক পড়ায় দিনে যেতে পারিনি। সুতরাং রাতে যাওয়া নিয়ে আমার প্রশ্ন কিছু আসবে না। ওদিকে আবার, আমাকে ঘাঁটানোর কোন সাহসও মামুলী ঐ গোয়েন্দাদের হবে না। আমার লোক-লস্কর দিয়েই এ খবর তাঁদের পৌছে দিয়ে সীমান্তে আমি যাবো।

সকলেই ম্লান মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সনাতন সাহেব অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন—চমৎকার-চমৎকার ! তাহলে তো আর কথাই নেই। আজ রাতেই সবাই ওঁরা নবদ্বীপ ত্যাগ করে বাঙ্গালা মুলুকের বাইরে চলে যাক। এ ব্যবস্থাটা দয়া করে আপনিই তাহলে করেন।

রামচন্দ্র খান বললেন—অবশ্য-অবশ্যই। তা আর বলতে হবে না।

কেশবছত্রী বললেন—খবরটা তাঁরা পেলেন কিনা, সেটা নিশ্চিত করে তবে আপনি যাবেন কিন্তু।

সীমান্ত রক্ষী এর জবাবে ঈষৎ হেসে বললেন—আমি কি আর জগদীশ ? এত কাঁচা ভাবছেন কেন আমাকে ?

সনাতন সাহেব বললেন—বেশ বেশ। আর তাহলে অন্য কোন কথা নয়। এখনকার মতো কথা আমাদের শেষ। আপনি সত্ত্বর যাত্রা করুন, আমরাও যার যার মতো এখনই ঘরে ফিরি। পরিবেশ এখন গরম। বলা যায় না, কখন কার খোঁজ পড়ে আর গোয়েন্দারা কখন কোথায় সন্ধান করে বেড়ায় ?

এ কথায় সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন —তাই-তাই। চলুন, শিগ্গির আমরা ঘরে ফিরি—

www.amarboi.org

ক্ষণিকের মধ্যেই সবাই তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এবং এক একজন এক এক দিকে আঁধারে গা মিশিয়ে দিলেন।

শমশের আলী গোয়েন্দার অন্তর্দৃষ্টি আছে। পরের দিন যথাসময়ে সালার হৈতন খান সসৈন্যে নবদ্বীপে পৌঁছে দেখলেন, তাঁর তালিকাভুক্ত একজন লোকও নবদ্বীপে নেই। বড় বড় তালা ঝুলছে প্রত্যেকের দুয়ারে।

বিক্ষুব্ধ সেনাপতি পিরুলিয়ার তামাম ফৌজ নবদ্বীপে এনে কিছু দিনের জন্যে স্থায়ীভাবে মোতায়েন করে দেয়ার ফলে উজিরে আজমের কথাটাও ফললো। আতংকগ্রস্ত ব্রাহ্মণদের রাজা হওয়ার খোয়াবটা বিলকুলই ছুটে গেল। অন্য কথায়, যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার কারণে চরম এক মুসিবত থেকে বাঙ্গালার এই সালতানত অল্পতেই মুক্তি পেলো।

৭

—ও শরকী ভাই, আরে ও বল্লমদা, শুনেন-শুনেন—একটু শুনেন—

শাহী প্রাসাদের সদর ফটকে কর্তব্যরত প্রহরীদের একজন ফটক ছেড়ে খানিকটা বাইরের দিকে এসে ঘোরাফেরা করছিল। ডাক শুনে সে ময়দানের দিকে তাকালো। তাকিয়েই সে দেখলো, অচেনা এক আদমী অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ফটকের দিকে আসছে আর হাত তুলে ডাকছে। আদমীটা কাছে আসতেই তার সুরাত আর লেবাস দেখে তাজ্জব হলো প্রহরীটা। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী লম্বা এক হাড্ডিসার মানুষ। তার হাড় চামড়ার মাঝখানে মাংস নামক পদার্থটি আদৌ কিছু আছে বলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। মোটা হাড়ে চামড়ার আবরণ থাকার কারণেই গোর ফেঁড়ে উঠে আসা কংকালের অপবাদটা সে কোন মতে এড়িয়েছে। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা। লম্বাটে মুখ ভর্তি লা-ওয়ারিশ দাড়ি। পরণে তার আধ ময়লা পায়জামা আর ইঁদুর কাটা আচকান। আচকানের উপর দিয়ে চাদর-মাফিক অন্য আর এক আধময়লা বস্ত্র খণ্ডে তার বুক পিঠ ঢাকা। এক হাত তার চাদরের মধ্যে গুটানো, অন্য হাতে মাথা বাঁকানো মোটা এক বেতের লাঠি।

অদ্ভূত সম্বোধন করে লোকটাকে ব্যস্তভাবে আসতে দেখেই প্রহরীটা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আরে এই-এই, এদিকে আসছো কোথায়?

আগন্তুকটা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—এই আপনার কাছেই বল্লমদা, মানে—শরকী ভাই।

প্রহরী এবার রুষ্ঠ কণ্ঠে বললো—কি বললে? শরকী ভাই? কে শরকী ভাই?

ঢোক চিপে আগন্তুক ফের বললো—জি-আজ্ঞে আপনি। শরকী ভাই না হলে, তাহলে বল্লমদা।

প্রহরী আরো ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো—তবেরে! মশকরা করতে এসেছো? ভাগো! ভাগো, শিগ্গির এখান থেকে—

www.amarboi.org

হাতের বল্লম শক্ত করে চেপে ধরলো প্রহরী। আগন্তুক ঐ একই রকম রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—তওবা-তওবা, না-না, মাইরী-মাইরী, মশ্‌করা নয় ভাই-দাদা, এক ফোঁটাও মশ্‌করা নয়।

ঃ মশ্‌করা নয় ? আমার নাম শরকী—বল্লম ?

ঃ না-না, আপনার নাম হবে কেন ? আমি আপনার ঐ হাতিয়ার দেখে বলছি। ওটাকে তো এই রকমই বলে সবাই।

ঃ ফের ইয়ারকী ? এটার নাম বল্লম বলে আমার নামও বল্লম ?

ঃ কি মুস্কিল ! আপনার নাম তো জানিনে আমি ভাই-দাদা ! এ নিয়ে বড় পেরেশান আছি। জলদি জলদি বলুন দেখি নামটা আপনার ?

ঃ আমার নাম ! আমার নামে তোমার কাম কি ?

ঃ আদাব দেবো, না সালাম দেবো, সেটা স্থির করতে হবে তো ? মানুষ দেখলে, সবার আগে ও কাজটা করতে হয়।

প্রহরীটা বিস্মিত হয়ে বললো—আরে ! এ ব্যাটা বলে কিরে ! বিলকুল আওয়ারা নাকি ? এই-এই মিয়া, এখানে তুমি এলে কোত্থেকে ?

ঃ সে কথা পরে হবে ভাই-দাদা। দয়া করে নামটা ঝট্‌পট্ বলুন। আদবটা আমার মিস্‌মার হয়ে যাচ্ছে যে, আপনি মুসলমান, না হিন্দু ?

ঃ খবরদার ! হিন্দু মানে ? হিন্দু হতে যাবো কেন আমি ? একজন ঈমানদার মুসলমানকে হিন্দু বলতে চাও তুমি ? ভাগো-ভাগো—

আগন্তুকের শুকনো মুখে রক্ত ফিরে এলো। সে খোশদীলে বললো—এঁয়া ! সাচবাত ? আপনি একজন মুসলমান ?

ঃ একজন মানে ? আমার চৌদ্দ পুরুষ মুসলমান।

ঃ সাব্বাস্-সাব্বাস্ ! ঠিক লোক পেয়েছি। তা মিয়া ভাই, ঐ যে ওরা ? ঐ যে বড় দরজার কাছে শরকী হাতে ওরা ?

আগন্তুক ফটকের পাশে জমায়েত প্রহরীদের প্রতি ইংগিত করলো। জবাবে এই প্রহরী বললো—ওরাও মুসলমান।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ ! আর তাহলে ভয় নেই—

—বলতে বলতে আগন্তুক তার গায়ের আবরণ গুটিয়ে ফেললো। আবরণের তলে এক হাতে ধরে রাখা এক ঝুঁটিওয়ালা লাল রঙের তুর্কি টুপি বের করে ত্রস্তহস্তে মাথায় এঁটে নিলো এবং লাঠির উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। অতপর কেতাদুরস্তভাবে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে মোসাফেহা করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো।

আলাপরত এই প্রহরীটারও হুঁশবুদ্ধি নিতান্তই নিম্নমানের ছিল। আগন্তুকের কাণ্ড দেখে সে অনেকটা ভড়কে গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে সালাম নিয়ে সে কেবলই ভাবতে লাগলো, কে এই লোক ? পাগল না অন্য কিছু। আচমকা তার ঘাড়ের উপর পড়বে না তো ? তাল গাছের মতো বেজায় যা লম্বা ! মোসাফেহার হাতের দিকে না তাকিয়ে যে চকিতে একবার সঙ্গীদের দিকে তাকালো। সঙ্গীরা তার অনেকটা দূরে ছিল এবং কি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনায় মসগুল ছিল। এদিকে কারো ভ্রুক্ষেপটিও ছিল না।

www.amarboi.org

ডাক দিতে মানে বাধলো প্রহরীর। সে আবার সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো এবং শক্ত কণ্ঠে বললো —এই মিয়া? এতসব ভড়ং করছো কেন?

বাড়িয়ে দেয়া হাতটা গুটিয়ে নিতে নিতে আগন্তুক হতাশ কণ্ঠে বললো —ভড়ং! ভড়ং কি ভাই-দাদা? তওবা, ভাই–ভাই, স্রেফ ভাই।

ঃ এই যে ফের ভড়ং করছো? ভাই-দাদা, হিন্দু-মুসলমান, এসব কি?

খেয়াল হতেই আগন্তুক ফের ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেশের রাজা এখন কে মিয়া ভাই? হিন্দু, না মুসলমান?

ঃ তাজ্জব! এ কোন চিড়িয়ারে! হিন্দু মুসলমান মানে?

ঃ কেন, নবদ্বীপের বামুনেরা নাকি এ রাজ্যটা নিয়ে নিয়েছে?

ঃ নিয়ে নিয়েছে!

লহমাখানেক স্তব্ধ হয়ে আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে রইলো প্রহরীটা। এরপর গোস্বাভরে বললো—আরে এই মিঞা, নেশা করে এখানে এসেছো কেন?

ঃ নেশা!

ঃ কয় ছিলুম টেনে এসেছো?

ঃ তওবা-তওবা! ঐ হারাম চিজ জিন্দেগীতে ছুঁইনি আমি কোনদিন।

ঃ ছোঁওনি তো এই ভর দুপুরে খোয়াব দেখছো কেন?

ঃ আরে মিয়া ভাই, খোয়াব নয়-খোয়াব নয়। এই কথাই শুনেছি আমরা ওদিকে। নেয়নি তাহলে এখনও?

ঃ নেবে মানে? ছেলের হাতের মোয়া?

আগন্তুকটি আশ্বস্ত হয়ে বললো—ও, তাহলে পরে নেবে? যাক বাবা, আপাততঃ বাঁচা গেল! এখন একটু কনতো মিয়া ভাই, রাজ বাড়ীটা কোন দিকে?

ঃ রাজ বাড়ী!

ঃ মানে সুলতানের থাকার ঘর।

ঃ সে তো ঐ ভেতরে।

ঃ ঐ বড় দুয়ারের ভেতরে?

আগন্তুক ফটকের দিকে ইংগিত করলো। হতবুদ্ধি প্রহরীটা সায় দিয়ে বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, একদম ভেতরে।

খুশী হয়ে আগন্তুকটি রওনা হতে গেল। তা দেখে প্রহরীটা চমকে উঠে বললো—এই-এই, যাও কোথায়?

আগন্তুক ঝুটমুট জবাব দিলো—আমার ভাইয়ের কাছে।

ঃ তোমার ভাই! সে কোথায় থাকে?

ঃ ঐ সুলতানের বাড়ীর পাশেই।

ঃ সুলতানের বাড়ীর পাশে!

ঃ পথেই একজন বললো তো, একদম লাগালাগি বাড়ী?

ঃ তার মানে! কি করে তোমার ভাই?

ঃ আমি এখন তা জানিনে। জেনে নিয়ে যাবার পথে বলবো সব।

ঃ যাবার পথে বলবে?

www.amarboi.org

ঃ জরুর-জরুর। বলবো না মানে ? আপনি আমাকে ঠিকানা বলে দিলেন, আর আপনাকে আমি বলবো না ? তা ইয়ে, নামটা কি মিয়া ভাইয়ের ?

ঃ আমার নাম ?

ঃ হ্যাঁ, যাবার পথে তালাশ করবো কি বলে ? তাছাড়া একজন উপকারীর নাম জানাটা ভাল।

ঃ আমার নাম জনাব আলী।

ঃ জনাব আলী ?

ঃ হ্যাঁ, তোমার নাম ?

ঃ আমার নাম হুজুর আলী।

ঃ হুজুর আলী !

ঃ স্রেফ হুজুরই বলতে পারেন। সবাই তাই বলে।

ঃ সবাই তোমাকে হুজুর বলে ?

ঃ বলেই তো। হুজুর-হুজুরই বলে। আপনিও তাই বলবেন।

ঃ আমি তোমাকে হুজুর বলবো ?

ঃ আরে ! হুজুরকে হুজুর বলবেন না, বলবেন কি ? উঠতে বসতে বলবেন।

ঃ বটে !

ঃ এখন যাই, ফিরে এলে বলবেন।

হুজুর আলী ফের ফটকের দিকে এগুতে গেল। প্রহরী জনাব আলী লাফিয়ে উঠে বললো—তবেরে মতলব বাজ ! আমার সাথে মশ্‌করা ? ভাগো-ভাগো, বাঁচতে চাও তো ভাগো জলদি। নইলে—

জনাব আলী বল্লম তুলতে গেল। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে হুজুর আলী বললো—আরে মিয়া, ডর দেখাও কারে ? জানো, আমি লোকটা কে ? একজন তা বড়ো লোকের ভাই। খোদ সুলতান তাকে খাতির করেন। আমার সাথে বেয়াদবী করবে তো মাথাটাই যাবে তোমার।

জনাব আলী বল্লম তোলা হলো না। সে আবার নরম কণ্ঠে বললো—তাহলে তোমার সেই তা বড় ভাই থাকে কোথায়, ঠিক ঠিক বলবে তো ?

ঃ আরে গজব ! বললামই তো সুলতানের মকানের পাশে আমার শিরওয়ানী উস্তাদের মকানে থাকে। একদম লাগালাগি ঘর।

ঃ লাগালাগি ঘর !

ঃ হ্যাঁ, সুলতান আর শিরওয়ানী উস্তাদের বাড়ী শুনেছি একদম লাগালাগি। গেলেই আমি তালাশ করে বের করবো। সরো-সরো, বড্ড দেরী হয়ে গেল।

—বলেই হুজুর আলী প্রায় দৌড়ের উপর ফটকের দিকে ছুটতে লাগলো। পুনরায় চমকে উঠে জনাব আলী তার পেছনে ছুটতে ছুটতে এন্তার হাঁকতে লাগলো—পাকড়ো উস্‌কো, পাক্‌ড়ো-পাক্‌ড়ো—

এতক্ষণে অন্যান্য প্রহরীদের নজর পড়লো হুজুর আলীর উপর। হুজুর আলীকে বিপুল বেগে ফটকের দিকে আসতে দেখে আরো কয়েকজন প্রহরী হৈ হৈ করে ছুটে এসে ঘিরে ধরলো হুজুর আলীকে। এরপর তারা জনাব আলীকে ফৌজী কায়দায় প্রশ্ন করলো—কৌন হ্যায়, কৌন হ্যায় ইয়ে আদমী ?

জনাব আলী ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—হুজুর-হুজুর—

www.amarboi.org

তাদের একজন বললো—হুজুর ! কিয়া মাংতা ইয়ে হুজুর ?

জনাব আলী বললো—শিরওয়ানী-শিরওয়ানী। শিরওয়ানী কো মাংতা।

ঃ শিরওয়ানী মাংতা। কেয়া তাজ্জব।

অপর একজন প্রহরী ফস্ করে বললো—নেহি-নেহি, শিরওয়ানী নেহি। তব্ আচকান মাংতা।

ঃ আচকান !

ঃ দেখিয়ে না, ইয়ে আচকান তেলাচুরানে কাট লিয়া। নয়া আচকান মাংতা হ্যায় জরুর।

প্রহরীদের দলপতি এগিয়ে এলেন এতক্ষণে। এসেই তিনি হুজুর আলীকে রুক্ষ কণ্ঠে বললেন—আরে এই মিয়া, আচকান-শিরওয়ানী—এসব কি ? এসব তোমাকে কে দেবে এখানে ?

দিশেহারা হয়ে হুজুর আলী বললো—আরে তাজ্জব ! এতো এক জব্বোর পাগলের দলে পড়েছি দেখছি। আচকান শিরওয়ানী মাংতে এসেছি আমি ?

দলপতি বললেন—তবে ?

ঃ আমার উস্তাদ শিরওয়ানী সাহেবকে তালাশ করতে এসেছি।

ঃ কোথায় থাকেন তিনি ?

ঃ হায় মুসিবত ! বললামই তো সুলতানের মকানের পাশে।

ঃ সুলতানের মকানের পাশে !

ঃ তাঁর ঘরের সাথে লাগানো ঘর। দুইজনেরই চালের পানি এক জায়গায় পড়ে। সরো-সরো, রাস্তা দাও—

আবার এগুতে গেল হুজুর আলী। দলপতি তার পথ আগলে বললেন—কোথায় যাবে ?

ঃ ঐ সুলতানের মকানে তো যাই আগে ! সুলতান কে জিজ্ঞেস্ করলেই তিনি আমাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যাবেন।

ঃ সুলতানের মকানে গেলেই সুলতানকে পাবে ?

দলপতি মুচকি হাসলেন। হুজুর আলী অধৈর্য হয়ে বললো—আরে, সুলতান বাড়ীতে না থাকলে, তাঁর বউ-বাচ্চা তো কেউ না কেউ আছেই বাড়ীতে। ঘরে তালা দিয়ে সবাইতো আর পাড়া বেড়াতে যায়নি ? তাদের জিজ্ঞেস করলেও তারা আমাকে লোক দিয়ে সঠিক জায়গায় পৌছে দেবে।

পুনরায় মুচকি হেসে দলপতি বললেন—আচ্ছা-আচ্ছা, ঠিক আছে। আমিই তোমাকে সঠিক জায়গায় পৌছে দিচ্ছি—

—বলেই তিনি প্রহরীদের ইংগিত করলেন। ইংগিত পেয়েই প্রহরীরা গড়মড় করে হুজুর আলীকে চেপে ধরলো এবং তাকে পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধতে লাগলো। আঁতকে উঠে হুজুর আলী বললো—সেকি-সেকি ! তোমরা আমাকে বাঁধছো কেন ?

দলপতি মশকরা করে বললো—না বাঁধলে তোমাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যাবো কি করে ? দৌড় দাও যদি ?

ঃ কেন, দৌড় দেবো কেন ?

ঃ গারদে কেউ খুশী মনে যেতে চায় ?

ঃ গারদ !

ঃ ফাটক, কয়েদখানা।

www.amarboi.org

ঃ কেন—কেন, সেখানে কেন ?

ঃ ঐটাই তো সঠিক জায়গা তোমার।

ঃ খবরদার—খবরদার ! হুঁশিয়ার ! ভাল হবে না বলছি—

ঃ খামুশ ! গোলমাল করলে, তোমার ঐ হাতের লাঠি তোমার পিঠেই ভাঙবো। আহম্মক কাঁহাকার !

অতপর দলপতি প্রহরীদের বললেন—নিয়ে যাও। এই উন্মাদটাকে নিয়ে গিয়ে ঐ থামের সাথে বাঁধো, আর এরপর কয়েদখানায় খবর দাও। তারা এসে নিয়ে যাক এই উল্লুকটাকে। কাজী সাহেব বিচার করে যা বোঝেন, তাই করবেন।

প্রহরীরা হুজুর আলীকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে থামের সাথে বাঁধলো। হতবুদ্ধি হুজুর আলী সমানে চীৎকার করতে লাগলো—ওস্তাদ, ও শিরওয়ানী উস্তাদ, আপনাদের হুজুরের সাথে কি সব বেয়াদবী করছে এইসব রাস্তা পথের লোকেরা। ও শিরওয়ানী উস্তাদ—

ঠিক এই সময় অন্দর মহলের হুকুম বরদার কুদরত খাঁ ফটক পেরিয়ে বাইরের দিকে যাচ্ছিল। শিরওয়ানী শব্দটা কানে পড়তেই সে ফটকের উপর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। থামের সাথে বাঁধা লোকটাই 'শিরওয়ানী—শিরওয়ানী' করছে দেখে সে তার কাছে এসে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—এই লোক, শিরওয়ানী মানে ? কোন শিরওয়ানী ? কাকে ডাকছো তুমি ?

হুজুর আলী আকুল কণ্ঠে বললো—মক্তবের উস্তাদ, আমাদের মক্তবের উস্তাদ শিরওয়ানী।

ঃ মক্তবের উস্তাদ !

ঃ জি, বড় উস্তাদ—বড় উস্তাদ।

একটু চিন্তা করেই কুদরত খাঁ ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—মক্তবের উস্তাদ মানে আগে যিনি মক্তবে কাজ করতেন ?

ঃ জি-জি, ঐ লোক।

ঃ তুমি তাঁর খোঁজে এসেছো ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাঁর খোঁজেই তো।

ঃ কোথা থেকে এসেছো তুমি ?

ঃ ঐ কর্ণসুবর্ণ থেকে। কর্ণসুবর্ণের পাশের গাঁ মুরাদপুর থেকে।

কুদরত খাঁর খেয়াল হলো। খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেব কর্ণসুবর্ণের মক্তবেও কিছুদিন কাজ করেছেন বলে তার জানা আছে। পুনরায় তাই কুদরত খাঁ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন—তার কাছে কি জন্যে এসেছো ?

ঃ আমার ভাইয়ের তালাশে। শুনেছি, আমার ভাই নাকি তাঁর কাছেই আছে।

ঃ তোমার ভাই ! নাম কি তার ?

ঃ আল-আজাদ, আল-আজাদ !

চমকে উঠলো কুদরত খাঁ। সে সবিস্ময়ে বললো—আল-আজাদ তোমার ভাই ?

ঃ জরুর-জরুর। জরুর আমার ভাই।

ঃ কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

www.amarboi.org

—বলতে বলতে কুদরত খাঁ প্রহরীদের দলপতিকে লক্ষ্য করে বললো—এ কাকে আপনারা বেঁধেছেন ?

কুদরত খাঁকে প্রহরীরা সকলেই চিনতো। শাহী মহলে কুদরত খাঁর জিয়াদা প্রতিপত্তির জন্যে সকলেই সমীহ আর ভয় করতো কুদরত খাঁকে। দলপতি তাই ভড়কে গিয়ে বললেন—কাকে মানে ? আপনি কি বলছেন খাঁ সাহেব ?

কুদরত খাঁ সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন—শিগ্গির-শিগ্গির খুলে দেন এর বাঁধন। শাহান শাহর কানে গেলে গর্দান নিয়েই টানাটানি শুরু হবে আপনাদের।

ঃ সেকি ! ইনি তাহলে—

ঃ যে লোকের ইনি ভাই, এঁকে অপমান করার কথা শাহান শাহতক্ যাওয়ার গরজই পড়বে না, একথা ছোটি মালেকার কানে গেলেই নকরী কারো থাকবে না।

দলপতি সহকারে প্রহরীরা সবাই এবার এক সাথে চমকে উঠলো। অত্যন্ত শংকিত হয়ে সমস্বরে বললো—দোহাই খাঁ সাহেব ! আমরা বেকসুর, আমরা চিনতে পারিনি !

বলতে বলতে দলপতিই ছুটে গিয়ে হুজুর আলীকে মুক্ত করে দিলেন এবং সবিনয়ে ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

এদের ব্যস্ততা দেখে হুজুর আলী ফের সঙ্গে সঙ্গে খুশী হলো। সে যে একজন দামী লোক, এটা বুঝতে পেরে গর্বে সে ফুলে উঠলো। তামাম গঞ্জনা ভুলে গিয়ে গায়ের ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে সে খোশদীলে বললো—কেন ? আমি বলিনি, আমি একজন তা বড় লোকের ভাই ? আমার সাথে মশ্‌করা ? এখন মজা বোঝো।

হুজুর আলী হাসতে লাগলো। প্রহরীদের বোঝার কিছুই ছিল না। এমন একটা বদ্ধ পাগল যে এত দামী লোক, এটা বুঝতেই সবাই তখন হয়রান। এরই জন্যে তাদের সামনে এতবড় মুসিবত, এটা ভেবেই তারা তখন পেরেশান। আপদটা যত শিগ্গির সরে গেলেই বাঁচে এখন তারা।

এলোমেলো লেবাস টেনেটুনে ঠিক করে হুজুর আলী কুদরত খাঁর কাছে এসে বললো—আপনি আমার ভাইকে চেনেন ?

কুদরত খাঁ সমীহ করে বললো—জি-জি, খুব চিনি।

ঃ তাহলে চলুন তো দেখি, তার কাছে নিয়ে চলুনতো আমাকে ?

ঃ আলবত্-আলবত্। আসুন আপনি আমার সাথে—

কুদরত খাঁ বাইরের দিকে হাঁটা দিলো। তা দেখে হুজুর আলী ফের থমকে গিয়ে বললো—সেকি ! ওদিকে কেন ? শিরওয়ানী উস্তাদের মকান নাকি এই দিকে ? মানে সুলতানের মকানের পাশে ?

কুদরত খাঁ বুঝলো, আল-আজাদের ভাই হলেও, এ লোক একজন নিতান্তই কম বুদ্ধির গেঁয়ায়ের মানুষ। তবে লোকটা যে সরল সহজ, এতটা দুর্ব্যবহারের পরও তাকে আবার প্রহরীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলতে দেখেই সে তা বুঝলো। তাই অধিক কথায় না গিয়ে সে সংক্ষেপে বললো—আরে বাপু, সুলতানের মকান বলতে তো আর ভেতরের ঐ অন্দর মহলটুকুই নয়, এই প্রাচীর ঘেরা শাহী প্রাসাদটা গোটাই তাঁর মকান। আসুন, আপনাকে আমি সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

www.amarboi.org

তখনই আবার খুশী হয়ে হুজুর আলী বললো—তাই ? বেশ বেশ ! তাহলে চলুন—
কুদরত খাঁর পিছে পিছে বিদেয় হলো হুজুর আলী। হাঁফ ছাড়লো প্রহরীরা।

খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেব মকানেই ছিলেন। হুজুর আলীকে সঙ্গে করে কুদরত খাঁ সেখানে এসে হাজির হলে, সংবাদ পেয়ে বেরিয়ে এলেন শিরওয়ানী সাহেব। শিরওয়ানী সাহেবকে দেখেই হুজুর আলী উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো—এই-এই, আসল লোক পেয়েছি।

—বলেই সে শিরওয়ানী সাহেবের সামনে এসে লম্বা এক সালাম দিলো। অস্ফুট কণ্ঠে সালাম নিয়ে শিরওয়ানী সাহেব স্থির নজরে হুজুর আলীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। হুজুর আলী সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে বললো—আমাকে চিনতে পারছেন না উস্তাদ ? আমি হুজুর আলী। আপনার তালেবে-এলেম।

আল আজাদ মকানে তখন ছিল না। শমশের আলী নিজের কক্ষে কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। উঁচু গলার কথা শুনে তিনিও তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং অবাক হয়ে এই আজব লোকটিকে দেখতে লাগলেন। হুজুর আলীর কথার প্রেক্ষিতে শিরওয়ানী সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, চেনা চেনাই লাগছে একটু। তোমার মকানটা যেন কোথায় ?

ঃ ঐ যে উস্তাদ, ঐ মুরাদপুর গাঁয়ে, কর্ণসুবর্ণের পাশেই গাঁ-টা ?

মুরাদপুরের নাম শুনেই শিরওয়ানী সাহেব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং সাগ্রহে ফের প্রশ্ন করলেন—মুরাদপুর ? মানে আল-আজাদের মকান সেই মুরাদপুর ?

ঃ জি-জি। আমি আল-আজাদের ভাই। মুরাদপুরের মোতাহার আলীর ভাস্তে। আল-আজাদকে আপনার মক্তবে ভর্তি করে দিলেন যে মোতাহার আলী সাহেব, আমি তাঁরই ভাস্তে। আমিও তো তখন আপনার মক্তবে ছিলাম।

শিরওয়ানী সাহেবের এবার সবকিছু খেয়াল হলো। এই হুজুর আলী সত্যিই তাঁর ছাত্র ছিল। কয়েক দিনের ছাত্র। অনেকটা পাগল আর একেবারেই হুঁশবুদ্ধি কম হওয়ায় এলেম হাসিল তার হয়নি। মক্তবে কয়েকদিন অমনি অমনি ঘোরাফেরা করার পর মক্তব সে ছেড়ে দেয়। এরপরে একবার তিনি শোনেন, হুজুর আলী পুরোপুরিই পাগল হয়ে গেছে। বেঁধেও তাকে রাখতে হয়েছে কয়েকদিন। এই সেই হুজুর আলী ? খেয়াল হতেই শিরওয়ানী সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—আরে ! তুমিই সেই হুজুর আলী ?

ঃ জি উস্তাদ, জি। মোতাহার আলীর ভাস্তে।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। কি তাজ্জব ! তুমি ? তা তোমার নাকি মাথায় কি একটা গোলমাল দেখা দিয়েছিলো ?

হুজুর আলী শশব্যস্তে বললো—সেরে গেছি উস্তাদ, সেরে গেছি। মজবুত এক দাওয়াই খেয়ে আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছি। আমি এখন বিলকুল এক সমঝদার আদমী।

ঃ আচ্ছা !

ঃ সেই যে আপনি আল-আজাদকে নিয়ে অন্য মক্তবে চলে গেলেন উস্তাদ, এরপর আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। কতদিন পর আবার এই যে দেখা, তাই না উস্তাদ ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই। তা তোমাদের বাড়ীর খবর কি ? সবাই ভাল আছেন তো ?

ঃ জি উস্তাদ। সবাই ভাল আছেন। কেবল ঐ চাচীটাকেই থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

www.amarboi.org

ঃ চাচীটা ?

ঃ আল-আজাদের আম্মা। আল-আজাদের জন্যে উনি জবেবোর কান্নাকাটি করছেন।

ঃ কেন-কেন ?

ঃ আল-আজাদকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর উনি আল-আজাদকে এখানে থাকতে দেবেন না।

ঃ সেকি ! দেবেন না কেন ?

ঃ কেন দেবেন ? এ শহর হিন্দুরা যে নিয়ে নিচ্ছে।

ঃ হিন্দুরা নিয়ে নিচ্ছে !

ঃ আমরা তো শুনলাম, নিয়েই নিয়েছে। এখানে এসেই কেবল শুনছি, এখনও নেয়নি।

ঃ কোথায় শুনলে একথা ?

ঃ আমাদের ওদিকে। এ নিয়ে তো ওদিকে হৈচৈ পড়ে গেছে। নবদ্বীপের দেখাদেখি আমাদের এলাকার হিন্দুরাও বলাবলি করছে—এদেশ এখন তাদের। মানে তাদেরই হবে, নাকি হয়েই গেছে—এসব কথা।

ঃ বলো কি !

ঃ তাহলে সত্যিই এদেশ তাদের হয়নি উস্তাদ ?

ঃ না হয়নি।

ঃ তাহলে অল্প দিনেই হবে, তাই নয় উস্তাদ ?

ঃ কেন, তা হবে কেন ? আর তাদের হবে না। সে ভয় আর নেই।

হুজুর আলী গম্ভীর হলো। কিঞ্চিৎ কাল নীরব থেকে সে নিষ্প্রভ কণ্ঠে বললো—ভরসাই বা কি আছে উস্তাদ ! হতেও তো পারে আবার ! তা সে যা হয় হোকগে। আল-আজাদকে ডাকুন উস্তাদ। আমি ওকে নিয়ে যাবো।

ঃ নিয়ে যাবে ?

ঃ যাবো না ? গাঁ থেকে সে শহরে এসেছে, আমরা তাতে আপত্তি কেউ করিনে। শরীফ আদমী, এলেমদার ইনসান। গৈ-গাঁয়ের চাষাভূষো আর জাহেলদের মধ্যে না থেকে শহরে এসে থাকলে সে ভাল থাকবে, দীল তার তাজা থাকবে, এই আমরা বুঝেছি। কিন্তু আর নয়। অন্য যে শহরে ইচ্ছে, সে সেখানে গিয়ে থাকুক, কিন্তু এই রাজা-বাদশাহর শহরে আর নয়।

শিরওয়ানী সাহেব তাজ্জব হয়ে বললেন—কেন, রাজা-বাদশাহর শহরের দোষটা হলো কি ?

ঃ দোষ হলো না মানে ? এখানে তো হর হামেশাই একজনকে মেরে আর একজন রাজা হয়। এখানে থাকলে বাঁচবে ও ? ওতো আগেই মারা পড়বে।

ঃ আগেই মারা পড়বে ! এতলোক থাকতে ও কেন আগেই মারা পড়বে ?

ঃ আমি সেটা জানিনে উস্তাদ। চাচী আম্মা জানেন। চাচী আম্মা বলেছেন, নির্ঘাত ও মারা পড়বে। এই মারামারি কাটাকাটির মধ্যে আর ওকে থাকতে দেবেন না চাচী আম্মা।

ঃ তাই ? তা তোমার চাচা মিয়া—মানে—মোতাহার আলী সাহেব কি বলেন ?

ঃ তাঁরও ঐ এক কথা—ঐ শহর থেকে সরিয়ে আনো আল-আজাদকে।

শিরওয়ানী সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। ক্ষণিক নীরব থেকে বললেন—তাজ্জব ! তাই তাঁরা পাঠিয়েছেন আমাকে ?

www.amarboi.org

এর জবাবে হুজুর আলী আক্ষেপ করে বললেন—পাগল হয়েছেন উস্তাদ? ওরা আমাকে পাঠায়? এত বলি, আমি আর পাগল নেই, ভাল হয়ে গেছি, আমার জ্ঞান বুদ্ধি আছে, তবু কি ওরা বিশ্বাস করে? তাই, কাউকে কিছু না বলে আমি চুপৃটি করে চলে এসেছি। এখন বলুন, আমার জ্ঞানবুদ্ধি বেশী, না আমার চাচার—মানে ঐ আল-আজাদের বাপের জ্ঞানবুদ্ধি বেশী, এবার আপনারাই বিচার করে বলুন?

ঃ কি রকম?

হুজুর আলী এবার বিপুল উৎসাহে বললো—রকমটা বুঝলেন না? চাচা মিয়া এখানে এসে তিন দিন ধরে ঘুরেও কোন হদিস্ করতে পারেননি। আপনাকেও তালাশ করে পাননি। আল-আজাদকেও তালাশ করে পাননি। অথচ—

ঃ সেকি! মোতাহার আলী সাহেব এখানে এসেছিলেন?

ঃ হ্যাঁ, এসেছিলেন। তবে এখানে নয়, এই শহরের কোথায় কোথায় খামাখা নাকি ঘুরেছেন, কিন্তু কোন হদিস্ করতে পারেননি। আসলে জ্ঞানবুদ্ধির ব্যাপার তো? রাজার বাড়ী চিনে নিয়ে রাজার কাছে গেলেই হুড় হুড় করে তামাম হদিস বেরিয়ে পড়ে। তা না গিয়ে ফালতু কোথায় কোথায় এমন সব লোকের পেছনে ঘুরেছেন উনি, যারা আপনাকেও চেনে না, আল-আজাদকেও চেনে না। সবাই শুধু প্রশ্ন করে—'কি করেন তাঁরা-কি করেন তাঁরা?' চাচা মিয়া তো জানেন না তা। ব্যস্! কিছু হদিস্ পাননি। অথচ দেখুন, আমি কেমন সরাসরি এসে গেছি আপনার মকানে।

হুজুর আলী তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলো। কুদরত খাঁ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সে এবার হেসে বললো—কিন্তু আমার নজরে না পড়লে, আপনার ঐ বুদ্ধির গুণে আপনি তো এতক্ষণ কয়েদখানায় থাকতেন।

সচকিত হয়ে শিরওয়ানী সাহেব বললেন—তার মানে?

হুজুর আলীর কয়েদ হওয়ার ঘটনাটা কুদরত খাঁ তাঁকে বর্ণনা করে শুনালো। শুনে শিরওয়ানী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—সেকি! তুমি একদম শাহী মহলে ঢুকতে গিয়েছিলে?

কয়েদ হওয়ার ঘটনাটা গায়েই তেমন না মেখে হুজুর আলী বললো—তা না গেলে আপনার মোলাকাত পেতাম উস্তাদ? বুদ্ধির বলেই তো পেলাম। এতবড় কঠিন কাজে ভোগান্তি তো হবেই কিছুটা। সে যাক, আল-আজাদ কৈ? আল-আজাদকে ডাকুন। তাড়াতাড়ি না ফিরলে, চাচী আম্মা কেঁদেই সারা হবেন।

এতক্ষণে কথা বললেন শমশের আলী। তিনি বললেন—আল-আজাদ গাঁয়ে গিয়ে কি করবে? হাল চাষ করবে?

হুজুর আলী সবিস্ময়ে বললো—হাল চাষ করবে মানে! তাকে হাল চাষ করতে হবে কেন?

ঃ তাহলে স্রেফ বসে বসে খাবে?

ঃ খাবেই তো! অভাব কি তার বাপের? আল-আজাদের রোজগার করার গরজ আছে কিছু, না আল-আজাদের রোজগার তিনি ছোঁবেন? তাঁরটাই কে খায়?

ঃ তাই নাকি? এতটা বড়লোক তিনি?

ঃ এতটা মানে? ঐ গেরামের সেরা ধনী আমার চাচা মোতাহার আলী মিয়া। দশ দশটা বলদ তাঁর গোহালে, তিন জোড়া মহিষ, চার-চারটে দুধেল গাই। দুই তিনটে পুকুর, তামাম মাঠে দাগে দাগে বড় বড় ক্ষেতভূঁই। অভাব তাঁর কিসের?

www.amarboi.org

আল-আজাদ বাইরে ছিলেন। এই সময় তিনি ফিরে এসে হুজুর আলীকে দেখে উল্লাসভরে আওয়াজ দিলেন—আরে! হুজুর আলী ভাই তুমি! সেকি! তুমি কখন এলে? কেমন করে এলে? এ জায়গা চিনতে পারলে কি করে? বাড়ীর খবর ভালতো?

হুজুর আলী অল্প কিছু জবাব দিতেই শমশের আলী তামাম বিষয় ব্যাখ্যা করে শুনালেন এবং বললেন—উনি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। এখানে থাকলে তুমি নাকি কোতল হয়ে যাবে। এখন কি করবে ভেবে দেখো।

আল-আজাদ হেসে বললেন—তা মানে–ঠিক আছে। আমি তাকে বুঝিয়ে বলছি সব। এসো ভাই, আগে ঘরে এসো—

খেয়াল হতেই শিরওয়ানী সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওকে আগে ঘরে নিয়ে যাও। আগে ওর আহার বিরামের ব্যবস্থা করো। জব্বোর ধকল গেছে ওর উপর দিয়ে।

আল-আজাদ বললেন—জি হুজুর, জি।

ঃ এখন আর অন্য কোন কথা নয়। সব কথা পরে। আগে ওর বিশ্রাম দরকার।

ঃ জি, আমি সব দেখছি—

হুজুর আলীকে নিয়ে আল-আজাদ তাঁর ঘরে গেলেন। কুদরত খাঁও অতপর বিদেয় হলো। শিরওয়ানী সাহেব অন্দরে ফিরে যাবার উদ্যোগ করতেই শমশের আলী বললেন—হুজুর, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শিরওয়ানী সাহেব বললেন—বলো—

ঃ আল-আজাদ ঐ দিকেরই লোক তা জানি। কিন্তু আমি শুনেছি, ওর তিন কুলে কেউ নেই। এরা আবার কে তাহলে?

ঃ এরা মানে এই হুজুর আলীরা?

ঃ হ্যাঁ। মানে—যে সে ওর বাপ মায়ের কথা বললো, ওর বাপ-মা এলো কোত্থেকে?

শিরওয়ানী সাহেব হেসে বললেন—ও, এই কথা? আল-আজাদ ঐ মোতাহার আলী সাহেবের পালক পুত্র। সন্তান-আদি না থাকায় এতিম আল আজাদকে ছোট বেলায় কোত্থেকে যেন ঐ মোতাহার আলী সাহেবের স্ত্রী পালন করার জন্যে নিয়ে আসেন আর সেই থেকে আল-আজাদকে পুত্রবৎ পালন করেন। আল-আজাদকে অনেকে ওঁদের সন্তান বলেই জানে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এতিম হলেও আল-আজাদ নাকি শরীফ ঘরেরই ছেলে ছিল। আল- আজাদকে খুবই ওঁরা ভালবাসেন। সে যেভাবে থেকে সুখ পায়, সেইভাবেই তাকে ওঁরা রাখতে চান।

ঃ তাই বলুন। আমি তো এই লোকটার কথায় অবাক হয়ে গেছি। তার কথাবার্তায় মনে হলো, আল-আজাদ সত্যিই তার চাচাতো ভাই আর তার ঐ চাচাই আল-আজাদের জন্মদাতা পিতা।

ঃ আরে না-না। আল-আজাদের সাথে ওঁদের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। সে পালিত সন্তান। দেখলেই তো, এই হুজুর আলীটা আসলেই একটা পাগল আর আজাদকে ভালওবাসে খুব। তাই তার কথাবার্তায় এমনটি মনে হয়েছে।

ঃ জি-জি। তাই হবে।

www.amarboi.org

অতঃপর শিরওয়ানী সাহেব অন্দরে আর শমশের আলী তাঁর কক্ষের দিকে ফিরে গেলেন।

ঘটনা এর অধিক গড়ালো না। আহার বিরাম অন্তে আল-আজাদ হুজুর আলীকে ঠাণ্ডা মাথায় বুঝিয়ে পরের দিনই বিদেয় দিলেন। সেই সাথে ওয়াদা করে পাঠালেন, অল্পদিনের মধ্যেই একবার তিনি গাঁয়ে গিয়ে বাপ-মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করে আসবেন।

বুঝে সুঝে হুজুর আলী একাই যখন ফিরে গেল, তখন তাকে খুব একটা নাখোশ মনে হলো না।

শমশের আলীর সেই থেকেই বিরাম নেই। নবদ্বীপের গোলমালটা শেষ হতে না হতেই তার জের হিসাবে উদ্ভূত নানাদিকের নানা ঝামেলা নিয়ে তখনই ফের ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। এর উপরও আবার আর এক নয়া ঝামেলা দেখা দেয়। এই সমস্ত ঝুট-ঝামেলার পেছনে সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁকে গুপ্তচর পরিচালনায় একান্তভাবে লিপ্ত হয়ে পড়তে হয়। ফলে, উড়ো উড়ো দুই চারটে কথাবার্তা ছাড়া আল-আজাদের সাথে দু' দণ্ড স্থির হয়ে বসে কোন আলাপ করার সুযোগই তিনি সেই থেকে পাননি। নানাদিকে ছুটোছুটি করার পর এই সবে গতকাল ঘরে ফিরে এলেও, এখনও তিনি পুরোপুরি অবসর হতে পারেননি। ঐ নিয়েই কিছুটা ব্যস্ত আছেন এখনও।

হুজুর আলীকে রওনা করে দিয়ে আল-আজাদ ঘরে ফিরে এলে খানিকটা ফাঁক পেয়েই শমশের আলী আল-আজাদের ঘরে এসে ঢুকলেন এবং হাসিমুখে বললেন—এই যে দোস্ত, একটু কাছে এসে বসোতো দেখি, দু'টো কথা বলি প্রাণ খুলে।

শমশের আলী একখানা কুরসী টেনে বসলেন। তাঁর মুখোমুখী আর একখানা কুরসী টেনে বসে আল-আজাদও হাসিমুখে বললেন—কথা ?

ঃ হ্যাঁ দোস্ত, কথা। নকরী করা কাকে বলে তাতো তুমি বড় একটা বুঝলে না আর বুঝতেও চাইলে না। আমি সেটা বুঝতে পারছি হাড়ে হাড়ে।

একই রকম হাসিমুখে আল-আজাদ বললেন—অর্থাৎ ?

ঃ এই যে তুমি বিশ্বজয় করার চেয়েও জব্বোর কাণ্ড করে এলে, তা নিয়ে উৎসব করা চুলোয় যাক, দীল খুলে বসে দু'টো কথা বলারই মওকা পেলাম আমি ?

ঃ ও, সেই কথা ?

ঃ সেই কথা মানে ? এটা কি হেসে উড়িয়ে দেয়ার মতো ফালতু কোন কথা ? দুনিয়াটা তোলপাড় করার ব্যাপার। এ নিয়ে বসাই হয়নি তোমার সাথে। তা কি তাজ্জব কারবার দোস্ত ! কাব্য সভাটা একেবারে কাঁপিয়ে দিয়েই এলে ?

আল-আজাদ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন—ঠিক কাঁপিয়ে দিয়ে এলাম কিনা জানিনে। তবে বুঝলাম, অনেকেই খুশী হয়েছেন।

ঃ স্রেফ খুশী ? স্রেফ খুশীর ব্যাপার হলে এত হৈচৈ পড়ে চারদিকে ? সবাইকে যে একদম মাতোয়ারা করে দিয়ে এসেছো, সে খবর কিছুই আমি রাখিনে ভাবো ?

ঃ রাখো ?

ঃ জি। কাজ নিয়ে থাকলেও আমি জাতে মাতাল তালে ঠিক। সব খবরই রাখি আমি। হুজুরের কাছেও শুনেছি আর কাজ নিয়ে ছুটোছুটি করার কালেও টের পেয়েছি—শুধু ঐ কাব্যসভাই নয়, গোটা এই শহরটাকেই মাতোয়ারা করে তুলেছো তুমি।

www.amarboi.org

ঃ মাতোয়ারা ?

ঃ বিলকুল-বিলকুল। মাতোয়ারা না হলে খোদ শাহান শাহ্ কখনও গলা থেকে মালা টেনে বের করেন ?

ঃ তা-মানে—

ঃ স্রেফ খুশীর ব্যাপার হলে বড়জোর কয়েকগোছা আশরাফী তিনি ছুড়ে মারতেন তোমার দিকে, মালায় হাত দিতেন না।

ঃ তাই ?

ঃ জ্বি। কি তাজ্জব কথা। এই শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর মতো একজন অত্যন্ত প্রবীণ আর গুরুগম্ভীর লোক একদম আসন থেকে লাফিয়ে উঠে মালা ছুড়ে দিতে গেলেন ? মাতোয়ারা না হলে অমনি অমনি হলো এটা ? না কখনও তা হয় ?

ঃ হয় না ?

ঃ কখ্খনো না। তাঁর এই দীর্ঘদিনের সুলতানীর ইতিহাসে এমন নজীর দুস্রাটি আর আছে ? কোন রাজ্য জয়ী সালার, কোন কাব্যসেবী শায়ের, কোন ভেল্কিবাজ যাদুকর—কেউ কি কোনদিন সুলতানকে এমনভাবে নাচিয়ে তুলতে পেরেছে ?

ঃ আচ্ছা !

ঃ এ তুমি করেছো কি দোস্ত ! এতো শুধু কেল্লা মারার ব্যাপার নয়, আসমানের চাঁদ সুরুজটাই থাবা মেরে আসমান থেকে নামিয়ে আনা।

পুনরায় ঈষৎ হেসে আল-আজাদ বললেন—না দোস্ত, এতটা বলো না। চাঁদ সুরুজ দু'টোই যদি আমার থাবার মধ্যে চলে আসে, তাহলে তো তামাম দুনিয়া আঁধার। কিছুই দেখতে পাবে না।

ঃ আসলেই কি দেখতে কিছু পাচ্ছি আর আমি ? তোমার কাণ্ড কারবার দেখে তো দুই চোখই ধেঁধে গেছে আমার। বাপ্‌রে-বাপ্‌রে-বাপ্ ! খোদ সুলতানকেই দিউয়ানা বানিয়ে দিলে ?

ঃ নাও ঠ্যালা ! সুলতান না হয় দিউয়ানা হলেন কবিতা শুনে, তুমি সেই খবর শুনেই দিউয়ানা হয়ে গেলে ?

ঃ না হয়ে উপায় আছে ? পাগলদের মধ্যে পড়লে, কোন সুস্থ মানুষ আর সুস্থ থাকতে পারে ? সেও বিলকুল আওয়ারা হয়ে যায়।

ঃ পাগলদের মধ্যে ! তুমি পাগলদের মধ্যে পড়েছো ?

ঃ তাই বৈকি ? চারপাশে তো দেখছি কেবলই সব পাগল। সুলতান পাগল, আমার হুজুর পাগল, তুমিও এক আস্ত পাগল।

ঃ আমিও পাগল ?

ঃ সেরা পাগল। এক গলা মাটি খুঁড়লে একটা কড়ি বেরোয় না, আর রাজার ধন মুক্তোর মালা হাতে পেয়েও পায়ে ঠেললে ? একমাত্র বদ্ধ পাগল ছাড়া এমনটি কেউ করে ?

ঃ তাই নাকি ?

ঃ এখন খাও, হা করে মরদাসের হাওয়া ধরে খাও। নকরীটাও শুনছি নাকি কাবার। ঐ মালাটা আজ থাকলে আর ভাবতে হতো কিছু ? চৌদ্দ পুরুষ বসে বসে খেতে পারতে। ওটা কেন নাওনি তুমি ?

কপট গাম্ভীর্য নিয়ে আল-আজাদ বললেন—ঐ বসে বসে খাওয়ার ভয়ে। বসে খেলে বাত হয় তা জানো না ?

www.amarboi.org

শমশের আলী রুষ্ঠ হলেন। রুষ্ঠ কণ্ঠে বললেন—তবুও ঠাট্টা? আসলেই একটা নাদান তো! মুক্তোর কদর নাদান কি বুঝবে? কিন্তু আমি ভাবছি, হুজুর এটা করলেন কি? তিনি ওখানে হাজির থাকতে একটা পাগলকে এই কিসিমের পাগলামী তিনিই বা করতে দিলেন কি করে? তারও কি হুঁশবুদ্ধি তামামই লোপ পেয়ে গিয়েছিল? পূর্বাপর কিছুই তিনি ভাবলেন না?

ঃ কি ভাববেন? ঐ মুক্তোর মালা না নিলে আমি অনাহারে মারা যাবো এই কথা?

ঃ শুধুই অনাহার? আরো তো বিপদ ছিল?

ঃ বিপদ!

ঃ মাথাটাই যে যায়নি তোমার, এইতো এক মস্তবড় খোশ নসীব। সুলতানের হাত ধরা দান হাত মুচড়ে ফেরত দেয়াটা কত বড় যে গোস্তাকী, এ জ্ঞানটা আজও তোমার হয়নি? সত্যিই তোমার বাপ মায়ের অশেষ দোআ ছিল তোমার উপর। তা না থাকলে এতটার পর তোমার মাথা কিছুতেই থাকতো না।

ঃ এবার একটা কায়েমী কথা বলেছো দোস্ত। শুধু মুরুব্বীরাই নন, ইয়ার বন্ধুরাও কেন যেন বেধড়ক দোয়া রাখেন আমার উপর।

শমশের আলী সতেজ কণ্ঠে বললেন—রাখেই তো। তা না রাখলে, দুই দুইটে সেরা গোস্তাকীর পরও হাসিমুখে বেরিয়ে আসতে পারো তুমি? একদিকে তোয়াজহীন কবিতা পাঠ, অন্যদিকে ভরা সভায় সুলতানের দান প্রত্যাখ্যান! উঃ! কি অমার্জনীয় অপরাধ! চিন্তা করা যায় না! এরপরও বেঁচে আছো তুমি, এটা ভাবতেই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। একেই বলে, রাখে আল্লাহ মারে কে?

ঃ ব্যস্‌-ব্যস্‌! আর একটা কায়েমী কথা বলে ফেললে আবার।

শমশের আলী থমকে গিয়ে বললেন—কি রকম?

ঃ ঐ যে বললে, 'রাখে আল্লাহ মারে কে' মুক্তোর মালা নেইনি তো কি হয়েছে? না খেয়ে আর মরবো না।

ঃ আমি তাই বলেছি? না খেয়েই তুমি মারা যাবে, আমার কথায় এই বুঝলে? আমরা নকরী করি না? আমরা খানা খাবো না? তোমার ভূখা থাকার প্রশ্ন আসে কোথেকে? কিন্তু কথা তো সেটা নয়।

ঃ তবে?

ঃ তুমি যে আবার আজব এক চিড়িয়া। অন্যের কামাই খাও না। অন্যের দান-অনুগ্রহ নাও না। তাই নকরী গেল বলেই ও কথা আমার বলা।

ঃ না দোস্ত, এক দুয়ার বন্ধতো হাজার দুয়ার খোলা। নসীবে থাকলে কামাইয়ের পথ হয়েও যেতে পারে একটা।

ঃ পারেই তো! জোয়ান তাজা পুরুষ মানুষের কাজের অভাব কি? রাস্তায় বসে ইট ভাঙ্গলেও তার কামাই কে খায়?

ঃ ঠাট্টা করছো?

ঃ আমি কি পাগল যে একজন পাগলের সাথে ঠাট্টা করতে বসবো? আমি ঠিক কথাই বলছি।

www.amarboi.org

আল-আজ্জাদও মওকা পেয়ে ঠেশ্ দিয়ে বললেন—আল-ভাল। তা এই ঠিক কথাটা বলার জন্যেই কি হন্যে হয়ে সেদিন আমাকে তালাশ করে বেড়াচ্ছিলে?

ঃ কোন দিন?

ঃ ঐ যে ঐ কাব্য সভার পরের দিন সকালে? মকানে খুঁজে না পেয়ে আমার খোঁজে ঐ যে একদম শাহী প্রাসাদে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলে?

স্মরণ হতেই শমশের আলী উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন এবং আবেগ ভরে বললেন—ও-হ্যাঁ-হ্যাঁ। উঃ! জব্বোর বাঁচা বেঁচে গেছো। সেদিন আনন্দে যা দিশেহারা ছিলাম আমি, সংগে সংগে কাছে পেলে জড়িয়ে ধরে তোমাকে পিষেই ফেলতাম হয়তো বা।

কপট গাম্ভীর্য নিয়ে আল-আজ্জাদ বললেন—রাখে আল্লাহ্ মারে কে?

ঃ কি বললে?

ঃ মারতে তাই পারলে না। তলব পেয়ে ফিরে এসে দেখি, মকান শূন্য। আমাকে পিসে মারার লোকটির ছায়াটিও নেই কোথাও। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এইমাত্র কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন তিনি আবার।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই আমি গিয়েছিলাম।

ঃ ভালই করেছিলে। একজনকে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়ে নিজেই ফের হাওয়া হয়ে যাওয়াটা বেশ উঁচু মানেরই রসিকতা।

ঃ তা ভাবতে পারো। কিন্তু যা ঝক্কি যাচ্ছে সেই থেকে, কি আর বলবো? তোমার খোঁজে লোক পাঠিয়ে দিয়েই, এক অপরিহার্য কারণে তখনই আমাকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হলো। আর সেই যে ছুটলাম, দেখতেই তো পাচ্ছো, সেই থেকে আজও পুরোপুরি স্থির হতে পারছিনে।

ঃ হুঁ।

ঃ হুঁ মানে? বিশ্বাস হচ্ছে না?

ঃ হবে না কেন? সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি।

ঃ তবে? সারাদিন সারারাত রাজধানী আর নবদ্বীপ ছুটোছুটি করে সেদিন সকালের দিকে মকানে ফিরে এসেই তোমার এই বিশ্বজয়ের কাহিনীটা শুনতে পেলাম। শুনেই আমি ছুটে এলাম তোমার ঘরে। কিন্তু আশা পূরণ হলো না। শুনি, জরুরী এক তলবে ঐ সাত সকালেই শাহী প্রাসাদে ছুটতে হয়েছে তোমাকে। তাই স্থির থাকতে না পেরে তখনই শাহী প্রাসাদে লোক পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু কি ব্যাপার দোস্ত্? এত সকালে শাহান শাহ কেন তলব দিলেন তোমাকে? খুবই জরুরী কাজ ছিল বুঝি?

আল-আজ্জাদের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি হাসি চেপে বললেন—না দোস্ত্, শাহান শাহর তলব নয়। তলবটা ছিল অন্য জনের।

ঃ অন্য জনের! কে তিনি? কোন উজির নাজির না অন্য কোন হোমরা চোমড়া?

ঃ না, তাও নয়।

ঃ তবে?

ঃ থাক দোস্ত্, তুমি গোয়েন্দা মানুষ। তোমার কাছে সব কথা ফাঁশ করা ঠিক নয়।

ঃ কেন বলো তো?

ঃ গোয়েন্দাদের মন বড় স্পর্শকাতর। কিসের মধ্যে কিসের গন্ধ পান তাঁরা, জ্যোতিষীরও সাধ্য নেই যে গণনা করে বলে।

www.amarboi.org

ঃ তার মানে ? গন্ধটা যে এখনই এসে নাকে লাগতে লাগলো আমার।

ঃ ব্যস্ ! এইটুকুতেই ?

ঃ হ্যাঁ, এইটুকুতেই।

ঃ তাহলে দেখি, কেমন তুমি গোয়েন্দা। বলো তো দেখি, কার তলব ছিল সেটা ?

ঃ সঠিক বলতে না পারলেও, তলবটা কোন আউরাতের বলেই মনে হচ্ছে।

আল-আজাদ তাজ্জব বনে গেলেন। সবিস্ময়ে বললেন—আউরাতের ?

ঃ তাইতো হওয়া উচিত।

ঃ হেতু ?

ঃ তলবটা সুলতানের নয়, উজির নাজির বা অন্য কোন হোমরা চোমড়ার নয়, আবার আমার কাছে বলতে তোমার সংকোচ ! একমাত্র নারীঘটিত ব্যাপার ছাড়া এমনটি হতে পারে না।

ঃ আচ্ছা !

ঃ আমার কাছে কোন বিষয়েই কোন সংকোচ বা গোপনীয়তা বলতে তোমার কোনদিনই কিছু নেই। আজ এই প্রথম। অতএব—সাধু সাবধান !

আল-আজাদ হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন—নাঃ, সুলতানকে আমরা অজ্ঞ-অজ্ঞান বলে যত গালমন্দই করি না কেন, মাল উনি ঠিকই চেনেন। ঠিক লোককেই ঠিক কাজে লাগিয়েছেন।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ অনুমান তোমার ঠিক। তলবটা আউরাতেরই ছিল।

ঃ কেমন, হলো তো ? তাহলে কে তিনি ?

ঃ ঐ উনি। মানে ঐ সেই পরীবিবি।

ঃ পরীবিবি।

ঃ ঐ যে সেবার মনে নেই, ঐ যে বনবাদারে কাব্যচর্চা করতে গিয়ে পরীবিবিদের সাথে বাৎচিৎ করে এলাম ? "ওগো তুমি, কে গো তুমি"–এয়সা মাফিক বাৎচিৎ ? ঐ ওদেরই একজন।

ঃ সাব্বাস ! তাহলে আর ভনিতায় না গিয়ে এবার সরাসরি বলোতো দেখি, সেই পরীবিবিটা কে ?

ঃ এখানেই তো আপত্তি আমার।

ঃ আর আপত্তি করে করবে কি বাছা ? গুমোড় তো ফাঁশ হয়েই গেছে। এবার বলো দেখি, ঐ শাহী মহলের উনি কোন্ বাঁদী বা কোন্ কানী-খুঁড়ি আউরাত্ ?

ঃ কেন, কানী-খুঁড়ি বা দাসী বাঁদী হবে কেন ?

ঃ তবে কি আসমানের হুরীপরী হবেন ? এই না-লায়েক নাদানকে সাধ করে কাছে টানবে কে ? মুক্তোর যে কদর দিতে জানে না, সেই উলুবনে মুক্তো ছড়াতে আসবে ঐসব রদ্দিমাল ছাড়া আর কোন বেয়াকুফ ? এই দুনিয়ায় প্রেম এত সস্তা ?

ঃ শুধু প্রেমের জন্যেই মানুষকে কাছে টানে মানুষ ? গরজ বড় বালাই। গরজ পড়লে বনজঙ্গলের আগাছাটাও খুঁজে বেড়ায় কতজন।

ঃ আমার কতজনের দরকার নেই। আগাছা-সন্ধানী ঐ একজনের কথাই তুমি বলো। দেখি, দাসী বাঁদী না হলে সে কোন আমীরজাদী ?

ঃ জিনা, আমীরজাদীও নন।

www.amarboi.org

ঃ তবে কি বাদশাহ্জাদী ?

ঃ জি হাঁ, তাই।

আল-আজাদ হাসতে লাগলেন। শমশের আলী আসমান থেকে পড়লেন। তিনি চমকে গিয়ে বললেন—বাদশাহ্জাদী ! বাদশাহ্জাদী মানে ?

ঃ বাদশাহ্জাদী মানে শাহ্জাদী। ঐ শাহী মহলের শাহ্জাদী।

ঃ শাহ্জাদী ! একদম শাহ্জাদী তলব দিলেন তোমাকে ?

ঃ হ্যাঁ, তাই দিলেন।

ঃ তাজ্জব ! কেন-কেন, তিনি তোমাকে তলব দিলেন কেন ?

ঃ গল্প করার জন্যে।

ঃ সেকি ! ঐ সাত সকালে গল্প ?

ঃ স্রেপ-গল্প।

ঃ আশ্চর্য ! খসম-ওয়ালী, না বেখসম ?

ঃ বেখসম মানে ?

ঃ ঐ শাহজাদী সধবা, বিধবা, না কুমারী ?

ঃ অতশত জানিনে। শাহান শাহর খুব পেয়ারের নাতনী উনি, এইটুকুই জানি।

ফের দুইচোখ কপালে তুলে শমশের আলী বললেন—তার মানে ? ঐ ছোটি মালেকা ?

ঃ জি-হাঁ।

ঃ ঐ ছোটি মালেকা তোমাকে গল্প করতে তলব দিলেন ?

ঃ আরে বালাই ! বলছি তো, তাই দিলেন।

ঃ এমন তলব এর আগেও তাহলে দিয়েছিলেন ?

ঃ হ্যাঁ, দিয়েছিলেন।

ঃ সরাসরি তাকে কখনও দেখেছো ? মানে আড়ালের বাইরে ?

ঃ দেখেছি।

ঃ মুখ ঢাকা অবস্থায়, না ঢাকনা তোলা অবস্থায় ?

ঃ ঢাকনা তোলা অবস্থায়।

ঃ খাইছেরে !

সজ্ঞালুপ্তির আকারে শমশের আলী কুরসীর উপর এলিয়ে পড়লেন। তা দেখে আল-আজাদ হাসি মুখে বললেন—কি হলো ?

ঃ দাঁড়াও-দাঁড়াও, আমাকে একটু দম নিতে দাও—

ঃ দম ?

পুনরায় কুরসীর উপর সোজা হয়ে বসে শমশের আলী প্রশ্ন করলেন—উনি যে কবিতা লেখেন, তাকি তুমি জানো ?

ঃ কেন জানবো না ? গল্পটাতো আমাদের ঐ কবিতা লেখা নিয়েই।

ঃ ঐ কবিতা পাঠের আসরে তিনিও কি হাজির ছিলেন সেদিন ?

ঃ ছিলেন।

ঃ তোমার কবিতা তাহলে উনিও শুনেছেন ?

ঃ কানে তুলো দিয়ে না থাকলে অবশ্যই শুনেছেন।

দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে শমশের আলী বললেন—ব্যস্ ! কম্ম কাবার !

ঃ মানে ?

www.amarboi.org

শমশের আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তুমি মরেছো।

ঃ মরেছি ? কৈ, এইতো জিন্দাই আছি।

ঃ সে এই সাময়িক। আর তোমার বাঁচার আশা নেই।

ঃ কারণ ?

ঃ সুলতানকে তো ক্ষেপিয়েছোই, তার উপর তাঁর ঐ রূপসী নাত্নীটাকেও আওয়ারা করে দিয়েছো। আর তোমার রেহাই আছে ? এবার শূলে চড়ার জন্যে তৈয়ার হয়ে যাও।

ঃ কেন, শূলে চড়তে হবে কেন ?

ঃ আক্কেল গুণে ! বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গেলে শূলে চড়তে হবে না ?

ঃ কে বললে চাঁদ ধরতে যাচ্ছি আমি ?

ঃ তুমি না গেলে কি হবে ? চাঁদ তোমাকে ছাড়বে ? চাঁদই তো হাত বাড়িয়ে টানছে এখন তোমাকে ?

ঃ তাইবা তোমাকে কে বললে ?

ঃ বলতে হবে কেন ? এরপর আর বলতে হয় ? ঝাঁপ দেবে তো নদীনালাতেই দাও। একদম সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লে দোস্ত্ ?

আল-আজাদ এবার বিরক্ত হয়ে বললেন—হয়েছে, অনেক হয়েছে। এসব কথা ছাড়োতো এখন দেখি।

আরো অধিক উৎসাহের সাথে শমশের আলী বললেন—ছাড়বো মানে ? এটা কি ছাড়ার মতো কথা ?

ঃ এমন আজব কথা হলো কি ? আমি গল্প করতে যাই মানে, তিনি তাঁর কাব্য কবিতা দেখিয়ে নেয়ার জন্যে মাঝেমধ্যে ডাকেন বলে যাই, আর সেই কাব্য কবিতার বিষয় নিয়ে কথা বলি। এর মানে কি আমি তাঁর মুহাব্বতে পড়তে যাই, না আমাকে মুহাব্বত দান করার জন্যে উনি হা-পিত্তেস্ করে বসে আছেন ?

ঃ আর যাওয়া-থাকার কথা নয়। আমি দিন বরাবর দেখতে পাচ্ছি, মুহাব্বতের দরিয়ায় বিলকুলই দু'জন এখন হাবুডুবু খাচ্ছো। খতম হয়ে গেছো তোমরা।

ঃ দোস্ত্ !

ঃ ঐ যে বললে, গোয়েন্দা মানুষ আমি ? আমি সব খবরই রাখি। ঐ ছোটি মালেকা আরজুমান্দ্ বানু বেগমের রূপের খবরও রাখি। আউলিয়ার মন পাগল করা রূপ। সেই রূপ চোখে পড়েছে যখন তোমার, তখন তুমি আর আছো ? মুখে স্বীকার না করলে কি হবে, বিলকুল তুমি খরচ হয়ে গেছো।

আল-আজাদ আবার হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন—আচ্ছা, না হয় রূপ দেখেই খতম-খরচ যা-ই বলো, আমি তাই হয়ে গেলাম। কিন্তু ঐ শাহজাদীর খতম হওয়ার কারণটা কি ঘটলো ?

ঃ আরে, উনি তো আগে থেকেই খতম হয়ে আছেন। যেটুকু বাকী ছিল, ঐ কাব্য সভায় গিয়ে সেটুকুও সেদিন রফা করে এসেছো।

ঃ অর্থাৎ একজন দীনাতিদীন কাঙ্গালকে বাঙ্গালা মুলুকের শাহজাদী আগে থেকেই ভালবেসে বসে আছেন।

www.amarboi.org

শমশের আলী প্রত্যয়ের সাথে বললেন—এতে একফোঁটা সন্দেহ নেই। আমি ফালতু কথা বলিনে।

ঃ ব্যস্‌ ! তবে আর কি ? শাহজাদীকে তাহলে পাগলাগারদেই যেতে হবে এখন।

ঃ আরে বেয়াকুফ, এই শাহজাদীর যতটা খবর রাখি, তাতে ধনের কাঙ্গাল নন উনি। উনি মনের কাঙ্গাল। উনি গুণের কাঙ্গাল। কোন শৌর্যবীর্য বা বিত্ত-ঐশর্যের বলে কেউ তাঁকে আজও কব্জা করতে পারেনি। উনি যে সম্পদের কাঙ্গাল, তা তোমার আছে বললেই ঠিক বলা হবে না, অনেকগুণে অধিক মাত্রায় আছে। তার উপর এই সুরাত। কাঁচা মাথা বিগ্‌ড়ে দেয়ার বেয়াড়া সুরাত। রূপ গুণ আর মনের ধনে এত ধনী তুমি যে, তোমাকে জানার পর আর ঐ শাহজাদীর স্থির থাকার উপায় আছে, না তোমাকে আর ভুলে থাকতে পারেন উনি ?

ঃ পারেন না ?

ঃ কখখনো না। মুক্তোর মালা উপেক্ষা করার তাকত্‌ যে রাখে, সেই হিম্মতদারকে ঐ শাহজাদী আর উপেক্ষা করতে পারেন কখনও ?

এবার অট্টহাসি হেসে উঠলেন আল-আজাদ। হাসির আবেগে লুটোপুটি খেতে লাগলেন। তা দেখে শমশের আলী বললেন—হাসছো যে ?

হাসির মধ্যেই আল-আজাদ বললেন—তুমি কেন খামাখা এই গোয়েন্দাগিরির কাজে গিয়েছো দোস্ত ? মাথা যা উর্বর তোমার, যা চৌকষ কল্পনা শক্তি, তাতে কবি হলে তো সবার ভাতই মেরে দিতে পারতে তুমি।

ঃ কল্পনা !

ঃ ওরে বাপ্‌রে ! কি তাগ্‌ড়া উদ্ভাবনী ক্ষমতা। ইশ্‌ক-মুহাব্বত্‌, সাগর-ডোবা, নদী-নালা, উথাল-পাথাল, হাবুডুবু-উঃ ! কি এক মারাত্মক মহাকাব্য এরই মাঝে রচনা করে ফেললে তুমি !

শমশের আলী নাখোশ হলেন। আল-আজাদের মুখের দিকে এক দেয়ানে লহমাখানেক চেয়ে থাকার পর তিনি নাখোশ কণ্ঠে বললেন—আমি কাব্য করছি ? ঠিক আছে। আজকের এই কথাটা লিখে রাখো খাতায় তোমার। কাল যখন পোস্তানো শুরু করবে, তখন ঐ খাতাটাই ছুড়ে মারবো তোমার মুখে।

ঃ দোস্ত!

ঃ ওরে নাদান, যদি বাঁচতে চাও তো, এখন থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে যাও। ওপথ আর মাড়াবে না।

ঃ না মাড়ালে খাবো কি ?

ঃ খাবো কি মানে ?

ঃ ঐ শাহজাদী বলেছেন—তাঁর কাব্য কবিতা শুধ্‌রে দেয়ার কাজ করলেও ভাল একটা রোজগারের পথ হবে আমার।

ঃ বটে ! এইতো বিস্ময়ের আসল আলামত ! যাও, মরোগে—

ইতিমধ্যে এক নওকর এসে শমশের আলীকে জানালো, গোয়েন্দা শুকুরউদ্দীন এসে শমশের আলীর এন্তেজারে আছে। শুকুরউদ্দীনের আগমন বার্তা পেয়েই শমশের আলী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আল-আজাদকে বললেন—জরুরী কাজ

www.amarboi.org

আছে, আমি চললাম। মউতকে যদি একান্তই দাওয়াত দিতে না চাও, আমার কথাগুলো ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো বসে বসে।

শমশের আলী উঠে দুয়ারের কাছে এলেন এবং বেরিয়ে যাওয়ার আগে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন—অবশ্য এ মরণে সুখও আছে। এমন সুখ সবার ভাগ্যে জোটে না। সাধনা করেও অনেকে তা পায় না। কাজেই, সেই সুখটাই যদি কাম্য হয় তোমার, আমার কোন নসিহত নেই। তুমি তাহলে স্বাধীন, মানে—আজাদ।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন শমশের আলী। কুরসীর উপর ঐভাবেই বসে থেকে চোখ মুদলেন আল-আজাদ।

দহলীজে এসে শমশের আলী দেখলেন—শুকুরউদ্দীন চুপচাপ একা একাই বসে আছে। শমশের আলী আসতেই শুকুরউদ্দীন উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বললো—আমাকে নাকি তলব দিয়েছেন হুজুর?

সালাম নিয়ে শমশের আলী আক্ষেপ করে বললেন—আর বলো না ভাই! এমনই এক কাজ আমরা বেছে নিয়েছি সবাই যে, বিরাম বলে কোন কথা অভিধানে নেই আমাদের। একদিকের কাজ সেরে সোজা হয়ে না দাঁড়াতেই আর এক দিক হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে।

মুখের কথা শেষ করে শমশের আলী নিজে বসলেন এবং শুকুরউদ্দীনকে বসার ইংগিত দিলেন। বসতে বসতে শুকুরউদ্দীন সহাস্যে বললো—তাতে কি জনাব! স্রেফ কাজের জন্যেই তো কাজ নেইনি আমরা; স্বদেশ আর স্বজাতির স্বার্থের দিকে তাকিয়েই এ কাজে আমরা স্ব-ইচ্ছায় এসেছি। বলুন, আবার কোনদিকে কোন হাওয়া বইতে শুরু করেছে?

ঃ ত্রিপুরার দিকে। ত্রিপুরা রাজ ধনমানিক্যও গোলমাল শুরু করেছে।

ঃ আচ্ছা! শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরাও মাথাচাড়া দিলোই তাহলে? কামরূপ, কামতা, অহম, উৎকল,—এরা তো মোটামুটি লেগেই আছে শুরু থেকে। সুবিধে তারা তেমন কিছু না করতে পারলেও, দুশমনী তারা ছাড়ছে না। ত্রিপুরাও আর শেষ অবধি চুপ থাকতে পারলো না?

ঃ স্রেফ ত্রিপুরা কেন? আরো কোন শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য আমাদের পাশে থাকলে, পারুক না পারুক, সেও একটা ধাক্কা মেরে দেখতো। এদের তো ঘটনাচক্রে যুদ্ধ করা নয়, এটা এদের জন্মগত স্বভাব। মুসলিম রাষ্ট্র আর মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের প্রতি এদের সবারই জন্মগত বিদ্বেষ আর হিংসে। শেয়াল বনে এতদিন বাঘ ছিল এরা। সত্যিকারের বাঘ দেখলে তো ক্ষুব্ধ এরা হবেই।

ঃ জি-জি। এর উপর আবার উস্কানী আছে আমাদের এই ভেতরের।

ঃ সে তো বটেই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবকিছু এক সূত্রে গাঁথা। মূল পরিকল্পনার তামামই ছোটবড় এক একটা অঙ্গ। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরাই বলো, আর বহিরাক্রমণই বলো, একেবারেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হয় না কোনটাই।

ঃ ঠিক-ঠিক। তা খবরটা কি জনাব? ত্রিপুরা রাজ কি বড় বেশী এগিয়েছে?

ঃ ঐ রকমই একটা ভাসাভাসা খবর আমি পেয়েছি। আমাদের যারা ঐ সীমান্তে এখন কাজ করছে, সবাই তারা কাঁচা লোক। সঠিক করে কেউ তারা বলতে কিছু

www.amarboi.org

পারছে না। একজায়গাতেই সবাই হয়তো জটলা করে বসে আছে, অন্যদিকের খবরই হয়তো রাখে না। এদিকে আবার খবর পেয়েই যাদের আমি পাঠালাম সেখানে, তারাও কেউ তেমন একটা দবেজ লোক নয়। ঐ ভাসাভাসা খবরের মধ্যে কেমন একটা বড় কিছুর গন্ধ পাচ্ছি আমি।

ঃ হুজুর!

ঃ তাই আমি স্থির হতে না পেরে তোমাকেই ডেকে পাঠালাম।

ঃ কোন দুস্‌রা হুকুম না থাকলে আমিই তাহলে যাই হুজুর ওদিকে?

ঃ হ্যাঁ, তোমাকেই যেতে হবে। তুমি নিজে গিয়ে ত্রিপুরার ঐ সীমান্তের তাবৎ খবর যথাসত্ত্বর নিয়ে আসবে। খবর সংগ্রহে বিলম্ব হলে বদনামী হয়ে যাবে আমাদের!

ঃ সুলতান বাহাদুর কি জানেন কিছু এ সম্বন্ধে?

ঃ না। তাদের আচরণ থেকে সুলতান শুধু এইটুকু আঁচ করেছেন যে, ত্রিপুরাও এই বাঙ্গালা মুলুকের দোস্ত্ নয়, দুশমন। কিন্তু বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না।

ঃ হুজুর—

ঃ সঠিক খবর না পাওয়া তক, তাঁকে জানাতেও চাইনে।

ঃ কিন্তু আভাস একটা আগে থেকেই দেয়া থাকলে, তিনি হয়তো সেই মোতাবেক কিছুটা প্রস্তুতি নিতে পারতেন।

ঃ উপায় নেই। আন্দাজ অনুমান কিছুই তিনি মানতে চান না। সঠিক খবর চাই তাঁর। উজিরে আজমের সাথে অল্প একটু আলাপ করেছি এ নিয়ে। তিনিও ঐ একই কথা বলেন—ভাসা ভাসা খবর নিয়ে সুলতানের কাছে কখখনো যাওয়া যাবে না। কাজেই, যথা শিগ্গির সম্ভব, সঠিক তথ্য যোগাড় করতে হবে আমাদের।

ঃ ঠিক আছে জনাব, তাহলে আজকেই আমি রওনা হই।

ঃ হ্যাঁ, পারলে আজকেই রওনা হও। না পারলে আগামীকাল অবশ্যই রওনা হতে হবে। আর আলী মাহমুদ কোথায়? সেই ডানপিটে নওজোয়ান?

ঃ এই রাজধানীতেই আছে। নবদ্বীপ থেকে ওয়াপস্ আসার পর নয়া হুকুমের এন্তেজারে সেও আমার সাথেই আছে। তাকেও কি সঙ্গে নেবো হুজুর?

ঃ না। অন্য কাজ আছে তার। আগামীকালই তাকে চন্দ্রদ্বীপে যেতে হবে। তাকে সেই মোতাবেক তৈরী থাকতে বলে যাও—

ঃ চন্দ্রদ্বীপে! কেন জনাব? সেখানে তো সনাতন সাহেবের ভাই রঘুনন্দন সাহেব রয়েছেন। সেদিকে কিছু ঘটলে, সে খবর পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তো তাঁরই।

শমশের আলী হাসলেন। ঈষৎ হেসে বললেন—বেড়া যখন নিজেই ক্ষেত খেতে শুরু করে, তখন কি বেড়া আর মালিককে তা জানায়?

ঃ সেকি হুজুর!

ঃ তাজ্জব হচ্ছো কেন? তিনি কি সনাতন সাহেব, রূপ সাহেব, আর বল্লভ সাহেবদের ভাই নন? নবদ্বীপের এই চক্রান্তের সাথে তাঁর কি কোনই যোগাযোগ নেই ভেবেছো?

www.amarboi.org

ঃ তা থাকা তো অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু নবদ্বীপ তো থেমে গেছে হুজুর?

ঃ তাতে কি? সেই সূত্র ধরে তিনি যদি মজবুতভাবে তৈয়ার হয়ে থাকেন, তাহলে কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন, কে বলতে পারে?

ঃ হুজুর!

ঃ নিতান্তই ঠকে গেলে যে কোন একটা অজুহাত খাড়া করে খানিকটা কুম্ভীরাশ্রু পাত করতে পারলেই তো সুলতান আমাদের কাত্। কি যে এক আজাবের মধ্যে আছি আমরা এই সুলতানকে নিয়ে! তিনি শক্ত হলে তো আমাদের ঝুট-ঝামেলা অর্ধেকটাই কমে যেতো।

ঃ এতে কি আর সন্দেহ আছে জনাব?

ঃ যথা সম্ভব, সব দিকেরই কিছু কিছু খবর রাখার কোশেশ আমরা করি। এরপরও যদি মাঝে কিছু ঘটে যায়, আমরা আমাদের ঈমানের কাছে সাফ থাকতে পারবো।

ঃ তা বটে। সে রকম কোন খবর কি চন্দ্রদ্বীপের আছে জনাব?

ঃ না, এখনও নেই। তবে যা জানতে পেরেছি, গতিবিধি তার সুবিধের নয়। ওখানকার মুসলমানেরা অবস্তিতে আছে। কাজেই ওয়ালী মাহমুদ গিয়ে একটা পাক দিয়ে দেখে আসুক পরিস্থিতি। এরপর যেদিকে জরুরী বোধ করবো, সেদিকেই ওকে পাঠাবো।

ঃ জি আচ্ছা হুজুর।

ঃ উৎকল রাজেরও মতিগতি বেখাপ্পা লাগছে। ক'দিক যে সামলাই!

ঃ উৎকল রাজ? সেকি! এতটা শিক্ষার পরও আবার মাথা তুলবে উৎকল রাজ?

শমশের আলী স্থির নয়নে শুকুরউদ্দীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাকিয়ে থেকে বললেন—তুমি কিন্তু অযথাই খাটো করছো নিজেকে। তোমার দূরদর্শিতা এতখানি কম বলে মনে করিনে আমি।

ঃ হুজুর!

ঃ কেন মাথা তুলবে না? এদের কি আর লাজ লজ্জা আর জয় পরাজয় বলে কোন কথা আছে? এই তারা মিত্র আর জারবামাত্র মওকা পেলেই আবার তারা দুশমন। কড়া নজর রাখা ছাড়া বিশ্বাস করে নিশ্চিন্তে থাকার উপায় আছে?

ঃ তাহলে তো নবদ্বীপে আমাদের লোক দু'চারজন এখনও যারা আছে তাদেরকেও গুটিয়ে আনতে হয়?

ঃ কেন?

ঃ এইসব এতদিকের খবর করতে লোক চাইতো জিয়াদা।

ঃ দরকার নেই। উৎকলে লোক পাঠিয়েছি ইতিমধ্যেই। লোক গেছে অহমের সীমান্তেও। নবদ্বীপের ঐ চক্রান্ত মাফিক কে কোথায় কোন তালে আছে, সবদিকেরই খবর করা এখন খুব জরুরী।

শুকুরউদ্দীন চিন্তিত কণ্ঠে বললো—ঠিক ঠিক। উঃ! নবদ্বীপের ঐ চক্রান্তটা কি বড় চক্রান্তই না ছিল।

ঃ বললাম কি? রসুনের সব কোয়ার গোড়াটা এক জায়গায়। সঠিক সময়ে ওটা ফাঁসিয়ে দেয়া না গেলে, কত বিপর্যয় ঘটতে পারতো এক সাথে তার ঠিক ঠিকানা কি?

ঃ হুজুর!

www.amarboi.org

ঃ তুমিও তো ঐ নবদ্বীপে সেবার বলেছিলে সম্ভাব্য বহিঃশক্তির কথা। চরম মুহূর্তে এসব হিন্দুরাজ্যের অনেক বা সবগুলোই যে সেই সম্ভাব্য বাইরের শক্তি হতো না, এটাও বা বলা যায় কি করে?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাও হতে পারতো।

ঃ কাজেই চোখকান আমাদের সবদিকেই সজাগ থাকা চাই।

ঃ নবদ্বীপে কি এখনও লোক রাখার কিছু জরুরত মনে করেন হুজুর।

ঃ আলবত করি। তপ্ত ময়দান কোনটাই ফাঁকা রাখা যাবে না।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমরা সাপটাই শুধু মেরেছি। লেজুড়গুলো বহাল তবিয়তে জিন্দা আছে চারদিকে। কোন কায়দায় কেমন কামড় দেবার তাল খুঁজবে তারা, কেউ কি তা বলতে পারে? সুতরাং লোক আমাদের থাকতেই হবে কিছু ওখানে।

শুকুরউদ্দীন আর প্রশ্নে গেল না। কিঞ্চিৎ নীরব থেকে বললো—তাহলে উঠি জনাব। ত্রিপুরার দিকে আজকেই আমি রওনা হবো জরুর।

ঃ পারলে তাই যাও। আর যে দু'চারজন আশেপাশে আছে তোমার, তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই যাও। একেবারে একা যাওয়া ঠিক হবে না।

ঃ জি হুজুর, জি।

শুকুরউদ্দীন দাঁড়ালো। শমশের আলীও উঠে বললেন—চলো, এক সাথেই বেরুই। আমি একটু দপ্তরে যাবো আমার।

ঃ চলুন হুজুর, চলুন—

দুইজনই অতপর দহলীজ থেকে বেরুলেন।

৮

মানুষের মনোভূমি বনভূমির চেয়ে যে কম জটিল, এটা ভাবার কারণ নেই। ক্ষেত্র বিশেষে বরং তা বেশীই। লতা-কাঁটায় আচ্ছন্ন আর শ্বাপদ সংকুল হলেও, বনকে স্বচ্ছ করা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু মনকে স্বচ্ছ করা বড়ই দুরূহ কাজ। মানসিক এই জটিলতা মানুষের কোন সহজাত অস্তিত্ব নয়, সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য। অন্য কথায়, মানুষেরই সমাজ সৃষ্ট সমস্যা। মানুষ জন্মায় নিষ্পাপ ও স্বচ্ছদীল। মানুষের ভিড়ে পড়েই বদলে যায় মানুষের এই সত্তা। বিত্তকামী মানুষের খৈ-মাতম মহফীল থেকে মানুষ যত দূরে থাকে, তার দীল তত সাদা থাকে, সরল-সহজ-স্বচ্ছ থাকে, সংকল্প থাকে মজবুত। কেনা-বেচার বাজারে যতই তার বৃদ্ধি পায় আনাগোনা, ততই তার বদলে যায় সহজাত আদল, আবিলের দাগ পড়ে স্বচ্ছদীলের দেয়ালে। ঢেউয়ের মুখে কিঞ্চিৎ সংকল্প তার দোল খায় প্রতি ঢেউয়ের ধাক্কায়।

এ কারণেই সাধকেরা সাধনার স্থান হিসেবে বেছে নেন অরণ্য, খুঁজে নেন নির্জনতা। স্বকীয় সত্তা, সংকল্প ও অনুভূতি প্রভাবমুক্ত রাখার প্রশ্নে প্রমত্ত সমাজের অস্থির আবর্ত থেকে ফাঁকে থাকার বিকল্প নেই। পানিতে গা ডুবিয়ে গায়ের বসন শুষ্ক রাখার বাসনা বাতুলতারই নামান্তর।

আল-আজাদের অবস্থা এখন অনেকটা এই রকম। এমনই এক দ্বন্দ্বে এখন তিনি বিমনা। তিনি চান—আড়ম্বরহীন জিন্দেগীর সাদামাটা পথ ধরে চলতে। এক

www.amarboi.org

আকর্ষণহীন আসক্তিহীন পরিমণ্ডলে থেকে জিন্দেগীর দিনগুলো গুজরান করে দিতে। নাম-পরিচয়হীন অরণ্যের কসুম সম অলক্ষ্যে ফুটে উঠে অলক্ষ্যে ঝরে যেতে। কিন্তু যে পথ তিনি বর্তমানে ধরেছেন, তাঁর ইরাদার প্রেক্ষিতে বিলকুলই তা বিপথ, তা সম্পূর্ণ স্ববিরোধী। পার্থিব জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে ফাঁকে থাকতে গিয়ে তিনি ক্রমশঃই সে প্রবাহে এমনভাবে মিশে যাচ্ছেন যে, ইরাদা পড়ে মরুক, বিপুল ঐ আবর্তের মাঝে নিজেকেই তিনি খুঁজে পাবেন কিনা, তাই এখন তাঁর চিন্তার বিষয়। অখ্যাত জিন্দেগীর চোরাগলি ত্যাগ করে এমন এক মহাসড়কের দিকে তিনি পা বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আত্মগোপনের ঠাঁই যেখানে নিতান্তই বিরল। নাম-পরিচয়হীন বন্য ফুলের পরিবর্তে সম্রান্ত বাগিচার সুগন্ধি ফুলের মতো এমনভাবে ক্রমেই তিনি লক্ষ্যের মধ্যে আসছেন, অলক্ষ্যে ঝরে যাওয়ার ফাঁক যেখানে সংকীর্ণ।

আল-আজাদের সাবেক সেই স্বচ্ছ মনোভূমি দুর্গম বনভূমির মতোই ক্রমে জটিল হয়ে উঠছে। দরবারের অজ্ঞাত এক সহকারী থেকে আজ তিনি অকস্মাৎ এক সুবিদিত ব্যক্তি। একটা নফরের নজরও যেখানে তাঁর উপর ছিল না, সেখানে খোদ শাহান শাহ্‌র নজর আজ তাঁর উপর নিবদ্ধ। এর উপর আরজু বানু। সুন্দরী ও গুণবতী শাহজাদী। বন্ধুবর শমশের আলীর মন্তব্যকে যতই তিনি তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিন না কেন, নিজে তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেন, বন্ধুবরের মন্তব্যটা সাকুল্যেই অসার উক্তি নয়। এরও কিছু যথার্থতা আছে। এ নিয়েও চিন্তা করার কারণ আছে অবশ্যই।

তাই আল-আজাদের দীলে আজ স্বাভাবিক এক দ্বন্দ্ব খেয়ালের বশবর্তী হয়ে যে আবর্তে পড়ে গেলেন স্বেচ্ছায়, সেটা কি তাঁর এখন একান্তই পরিত্যাজ্য? তাঁর ঈপ্সিত জিন্দেগীর নিশ্চিত উত্তরণ এ পথে কি একেবারেই অসম্ভব? ইচ্ছা-ইরাদা-সংকল্প তাঁর এ আবর্তে বিলকুলই কি মিসমার হয়ে যাবে? নাকি তামামই তাঁর অহেতুক এক ভীতি? এক অনর্থক উদ্বেগ? পুনশ্চঃ ভাবনা, পরিবেশটা বড়, না আত্মপ্রত্যয় বড়?

শমশের আলী সেদিন পরিহাসের মাধ্যমে যে মন্তব্য করে গুরুদ্দীনের সংবাদে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন, সেই মন্তব্যই ভাবিয়ে তুললো আল আজাদকে। শমশের আলী চলে যাওয়ার পরও কুরসীর উপর ঐভাবেই চোখ মুদে বসে বসে আল-আজাদ সেদিন শমশের আলীর কথাগুলোই অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। মানসিক এই দ্বন্দ্ব তাঁকে রাতেও দীর্ঘক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ালো। মনের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে না পেরে একদিন পরেই আল আজাদ মুরাদপুরে রওনা হলেন। হুজুর আলীকে প্রদত্ত ওয়াদা পালনের অছিলায় তিনি লালনকারী পিতামাতার সান্নিধ্যে গিয়ে মানসিক এই দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠার প্রয়াস পেলেন। নকরীর বেড়ি খুলে গেছে। এখন তিনি দায়দায়িত্ব মুক্ত তাই, মুরাদপুরে যাওয়ার পথে একবার তিনি এ কথাও ভাবলেন যে, সম্ভব হলে ক্রমে ক্রমে রাজধানীর পাট তুলে দিয়ে মুরাদপুরেই অতপর স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন তিনি।

কিন্তু মুরাদপুরে গিয়ে কয়েকটা দিন না যেতেই সে ইরাদা তাঁর পানসে হয়ে গেল। পিতামাতার অপরিসীম স্নেহ দরদের মাঝেও কি এক সূক্ষ্ম অস্বস্তি দীলকে তাঁর পীড়া দিতে লাগলো। শমশের আলী, শিরওয়ানী হুজুর, শাহান শাহ, আরজুমান্দ বানু, কুদরত খাঁ প্রমুখ তাঁর চেনাজানা অনেকজনের রাজধানী একতারার অস্পষ্ট এক আকর্ষণ নিয়তই তাঁকে টানতে লাগলো। জ্ঞানীগুণী হাজার জনের সংস্পর্শের বাইরে

www.amarboi.org

গে-পায়ের এই পরিমণ্ডল তাঁর একমাত্র অবলম্বন কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে কিছুমাত্র উৎসাহ দান করতে পারবে বলে তাঁর আদৌ মনে হলো না। ফলে, এবার তিনি বেশ কিছুদিন মুরাদপুরে থাকবেন বলে এসেও, কয়েকটা দিনের অধিক আর থাকতে কিছুতেই পারলেন না। অশান্ত মাতাপিতাকে অনেক রকম প্রবোধ দিয়ে শান্ত করে রেখে আবার তিনি একডালাতেই ফিরে এলেন।

ফিরে এসেও রেহাই তিনি পেলেন না। অতঃপর তাঁর করণীয় কি, শাহজাদীর আহ্বানে কতটা তাঁর সাড়া দেয়া উচিত, মাসোহারা গ্রহণে অসম্মতি হেতু শাহান শাহ ফের কি ভাবছেন তাঁকে নিয়ে, ফিরোজশাহের জন্যে যে রোষ কাজে যাবেন নাকি তিনি এখন—এসব প্রশ্ন কমবেশী রয়েই গেল ভিতরে তাঁর।

ফিরে এসে একটা দিন উঠ্-বোস্ করে কাটালেন। কাব্য-কবিতায় মন লাগাতে পারলেন না। পরের দিন বিকেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ঝিলের ধারে কিছুক্ষণ পায়চারী করে কাটালেন। এরপর এক সময় ঝিলের এক খাড়া পাড়ে ঘাসের উপর বসে পড়লেন এবং বসে বসে আনমনে নানা কথা ভাবতে লাগলেন।

কতক্ষণ তাঁর উদাসভাবে কেটে গেলো খেয়াল নেই। খেয়াল হলো দাঁড় চালিত বজরার ছপাৎ-ছপাৎ শব্দে। শব্দ শুনে চোখ তুলেই দেখলেন, শাহী পুরুষদের নিয়ে নৌবিহারে রত একটি বজরা এসে সরাসরি তাঁর সামনে ভিড়ছে। বজরাখানার অভ্যন্তরে কে বা কারা আছেন, আল-আজাদ সেসব দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন, চেনা অচেনা জনাতিনেক শাহীপুরুষ বজরার ছাদে উপবিষ্ট। তাঁদের একজন শাহজাদা ফিরুজ শাহ্। আরো তিনি তাজ্জব হয়ে দেখলেন, শাহজাদা ফিরুজ তাঁকে হাত ইশারায় ডাকছেন আর বলছেন—আরে—এই যে কবি সাহেব, একা একা বসে এখানে কি করছেন? আসুন-আসুন, বজরায় উঠে আসুন—

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে আল-আজাদ তাঁকে সালাম দিলেন। সালাম দিয়ে সবিস্ময়ে বললেন—আমাকে কিছু বলছেন?

হাসিমুখে সালাম নিয়ে শাহজাদা বললেন—আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনাকেই তো! আপনাকে দেখেই তো বজরা এখানে ভেড়ালাম। আসুন-আসুন, উঠে আসুন বজরায়—

আল-আজাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটলো না। তিনি থতমত করে বললেন—আমি—মানে, আমি আপনার বজরায়—

ঃ হ্যাঁ। আপনাকেই তো আসতে বলছি। আসুন-আসুন। কি তাজ্জব মানুষ আপনি! সেই যে সেদিন সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন, এরপর আর পাত্তাই নেই আপনার! সেই থেকেই মনে মনে কত খুঁজছি আপনাকে। আসুন-আসুন। অনেক গপ্পো আছে আপনার সাথে।

বলতে বলতে শাহজাদা ছাদ থেকে নেমে এলেন। গত্যন্তর না দেখে আল আজাদ বজরায় এসে উঠলে, শাহজাদা হাসিমুখে তাঁর সাথে মোসাফেহা করলেন এবং মাঝিদের বজরা ফের ভাসিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে আল-আজাদকে বললেন—আসুন-আসুন, ঝিলের মধ্যে কিছুক্ষণ বজরায় চড়ে ছুটোছুটি করলে দীলটা কেমন তাজা হয় দেখবেন।

www.amarboi.org

আল-আজ্জাদ তবুও সহজ হতে পারলেন না দেখে শাহ্জাদা ফের বললেন—আরে এত সংকোচ কিসের? আপনার মতো এমন একজন গুণী লোককে হাতে পেয়ে আর আমি ছাড়তে পারি? এক সাথে বসে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করি আর ঝিলের মধ্যে ঘুরি, আসুন।

অতঃপর তিনি আল-আজ্জাদকে হাত ধরে টেনে নিয়ে বজরার আগা গলুইয়ে এলেন এবং এদিকের সর্বশেষ কামরাটার দুয়ারের সামনে উন্মুক্ত পাটাতনের উপর গদী আঁটা মখমলের ফরাশের উপর বসতে বসতে বললেন—নিন, বসুন। আরাম করে বসে গল্প করার জন্যে ছাদের চেয়ে এই স্থানটা বেহতর। পড়ে যাওয়ার ভয় নেই, আবার হাওয়া বাতাসও খোলা। না কি বলেন?

আল-আজ্জাদ সসম্ভ্রমে বললেন—জি-জি, বেশ চমৎকার জায়গা।

ঃ সেই জন্যেই আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম। এ ছাড়া অবশ্য আরো একটা কারণ আছে। নিন, বসুন-বসুন। আরাম করে বসে পড়ুন।

ফরাশের এক কিনারে বসতে বসতে আল-আজ্জাদ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—কিন্তু জনাব, এ আপনি কি করছেন? আমি আপনাদের নগণ্য এক কর্মচারী। আমাকে নিয়ে জনাবের এত ব্যতিব্যস্ত হওয়াটা কি—

সঙ্গে সঙ্গে শাহ্জাদা সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—ব্যস্-ব্যস্। ও প্রসঙ্গ খতম। ও নিয়ে আর কথা বলার মওকা নেই।

ঃ জনাব।

ঃ আপনি যে কি, তা বুঝতে আমার কিছু আর বাকী নেই। মানিক যদি ছাইয়ের মধ্যে পড়ে থাকে তাহলে ঐ ছাইটাই বড় হবে, না মানিকটা বড় হবে?

ঃ জনাব।

শাহ্জাদা বিব্রত কণ্ঠে বললেন—আরে কি জনাব জনাব করেন? দোস্ত বলুন। তা না পারলে স্রেফ শাহ্জাদা বলুন। গুণীজন বিবেচনায় যেসব শায়েরদের আমি সমীহ করে চলি, আপনি তাঁদের সকলের মাথার মণি। অন্যদিক দিয়েও আবার তাঁদের চেয়ে আপনি হাজার গুণে উমদা এক মানুষ। বয়সের দিক দিয়ে আপনি আমার কিছুটা বড় হলেও হতে পারেন, তবু আপনাকে আমি সমবয়সীই বলবো। আর তাই অতটা সমীহ হয়তো আপনাকে আমি করবো না, কিন্তু তাই বলে আপনি আমাকে জনাব জনাব করবেন, ওটাও চলবে না। দোস্ত বলবেন, দোস্ত। অসুবিধা আছে?

আল-আজ্জাদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—জি, আছেই তো। ওটা একদম বেমানান। ও আমি পারবো না।

ঃ তাহলে ঐ শাহ্জাদাই বলবেন, স্রেফ শাহ্জাদা।

চিন্তান্বিত কণ্ঠে আল-আজ্জাদ ফের বললেন—স্রেফ শাহ্জাদা? তাই বা হয় কি করে? আপনি কিছু মনে না করলেও, এটা অন্যে শুনলে আমাকে বেয়াদবই ভাববে তো। বিশেষ করে শাহীপুরুষ, আমির-উমরাহ্ সকলেই।

ঃ কি মুস্কিল! তাহলে কি বললেন আমাকে? বেশ, ছোট সাহেব বলবেন, ছোট সাহেব।

ঃ ছোট সাহেব।

www.amarboi.org

ঃ আর কোন কথা নেই। আমি আপনাকে কবি সাহেব বলবো, আপনি আমাকে ছোট সাহেব বলবেন। ব্যস্! জেহাদ খতম।

ঃ কিন্তু—

ঃ আবার কিন্তু! শাহান শাহ্‌র মুক্তোর মালাও যাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারে না, এতবড় এলেমদার আর গুণী ব্যক্তি হয়েও যিনি নিজেকে জাহির করে বেড়ান না, উত্তমজন হয়েও অধমের সাথে নির্লিপ্ত জীবন যাপনে কিছুমাত্র সংকোচ যাঁর নেই, তাঁর কি আর বাড়া আছে? খাটো আপনি কিসে? আপনি তো একদম আপনার কবিতারই সেই দুর্লভ রাজপুত্র।

শাহজাদা হাসতে লাগলেন। সচকিত হয়ে আল-আজাদ বললেন—ছোট সাহেব!

ঃ সাব্বাস্! এইতো চাই। আপনার যে সত্তা আর মানসিকতা মণিকেও তুচ্ছজ্ঞান করে, সে সত্তা ও মানসিকতা মণির চেয়েও মূল্যবান। কাজেই, ও প্রসঙ্গ থাক এখন। এবার আসুন, আপনার আর এক ভক্তের সাথে কথা বলুন—

বলেই শাহজাদা পার্শ্ববর্তী কক্ষের পর্দা ঢাকা দুয়ারের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন—কই, আরজু বানু আছো ওপারে?

পর্দার ওপার থেকে আরজুমন্দ বানু বেগম সহাস্যে জবাব দিলেন—জ্বি ভাইজান, আপনার বয়ান শুনছি।

ঃ বয়ান!

ঃ তারিফের বয়ান। বাব্বা! এত তারিফও করতে পারেন আপনি?

ঃ মানে?

ঃ সত্যিই কি উনি এতটার হকদার?

ঃ জরুর-জরুর! এতটার মানে? আমি তো কম করে বলেছি। এর চেয়েও উনি অনেক বেশী তারিফের হকদার।

ঃ হলেই ভাল!

শাহজাদী ও শাহজাদা উভয়েই হাসতে লাগলেন। আল-আজাদ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আরে! উনিও এই বজরায় আছেন দেখছি?

শাহজাদা ফিরুজ শাহ পুনরায় দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—আছেন মানে? ও-ই তো সবার আগে দেখতে পেয়েছে আপনাকে। ও আমাকে বলার পরই না দেখতে পেলাম আমি।

ঃ তাই? তা আর কে আছেন? মানে আর কোন মহিলা—

ঃ অনেক-অনেক। তাঁরা সব ঐ কামরায়, ঐ ওপারেরটায়।

ঃ আচ্ছা!

ঃ ওরা আছে ওদের ধান্দায়। কিন্তু আপনাকে বজরায় তুলে নেয়ার ব্যাপারে আমার চেয়েও এই আরজু বানুর আগ্রহটা আরো অতি ভয়ংকর!

বলেই সশব্দে হাসতে লাগলেন শাহজাদা। হাসতে হাসতে ফের বললেন—কারো মাথা ঠিক রেখেছেন কিছু? বিলকুল তো বিগড়ে দিয়েছেন সব ক'টা!

ঃ বলেন কি!

ঃ শুধু আমার একার কেন? আপনার মতো সৎ মানুষের সঙ্গ পাওয়ার ইচ্ছে তো যে কোন সৎ ব্যক্তিরই হবে? আমি অবশ্যই আদৌ কোন সৎ ব্যক্তি নই। ঐ সততা নামক পদার্থটির সাধনাও আমি করিনি। আপনার প্রতি আমার এই আগ্রহ আমি সৎ মানুষ বলে নয়। এটা আমার খানিকটা বাতিকই বলতে পারেন। আপনাকে আমার

www.amarboi.org

ভাল লেগেছে, তাই। কিন্তু আমার বহিনটা, মানে আপনারা যাকে ছোটি মালেকা বলেন, ও কিন্তু সাংঘাতিক রকম সৎ।

আল-আজাদ হাসিমুখে বললেন—তাই নাকি ?

: ওদিকে আবার গুণবতীও চরম। ঠিক আপনার মতো এতটা না হলেও, আপনি তাকে একেবারেই ফেলে দিতেও পারবেন না।

পর্দার ওপার থেকে আপত্তি সূচক আওয়াজ এলো—ভাইজান!

শাহজাদা বলেই চললেন—এর উপর ফের কবিনী। মানে সেও দিনরাত কবিতা লেখে।

আরজু বানু রুষ্ঠ কণ্ঠে বললেন—খবরদার ভাইজান, গাল দেবেন না বলছি।

শাহজাদা থমকে গিয়ে বললেন—গাল দিলাম ?

: দিলেন না ? ঐ যে কবিনী না যোগিনী কি সব বললেন ?

: এটা গাল হলো ? তুমি কবিতা লেখো, কিন্তু তুমি আওরাত। কবিনী ছাড়া তোমাকে আমি কবি বলি কি করে ?

: কেন, এতই যদি ওসব কিছু বলতে চান, মহিলা কবি বলুন।

: মহিলা কবি ?

: এই ভুলটা আপনার ঐ মেহমানও একদিন করলেন। ব্যাকরণের এই সরল সহজ ছবকের প্রতি আপনারা এত উদাসীন কেন ?

: আমার মেহমান মানে এই কবি সাহেব ? এই কবি সাহেবও ঐ ভুলটা করেছিলেন ?

: হ্যাঁ, তিনিও করেছিলেন। মহিলা কবি কথাটা তাঁকেও একদিন স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে আমাকে।

শাহজাদী মুখটিপে হাসতে লাগলেন। পূর্বস্মৃতি স্মরণে আল-আজাদেরও ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। শাহজাদা ফিরুজ সবিস্ময়ে বললেন—সেকি! কবি সাহেবকেও তালিম দিয়েছো তুমি ?

: উনাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

সঙ্গে সঙ্গে আল-আজাদের দিকে চেয়ে শাহজাদা বললেন—কি সাহেব, বলে কি ?

আল-আজাদ স্মিতহাস্যে বললেন—জ্বি, উনি ঠিকই বলেছেন। এ তালিম আমাকেও একদিন দিয়েছিলেন উনি।

: মাশাল্লাহ! তাহলে দেখুন, গুণের দিক দিয়ে ঐ যে বললাম, সমকক্ষ না হলেও তাকে আপনি ফেলে দিতে পারবেন না ? এবার আপনিই বুঝে নিন, আমার কথা ঠিক কিনা ?

আরজুবানু বাধা দিয়ে বললেন—আহ্ ভাইজান! বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। কোথায় সমুন্দর আর কোথায় শবনম!

: শবনম!

: উনার পাশে আমি তো স্রেফ শিশির কণা। এভাবে আমাকে শরম দিচ্ছেন কেন ?

: আরে হও না শিশির কণা। তবু তো তালিম দিয়েছো তাঁকে। এটা একদম ছোট কথা নয়।

: ভাইজান!

: তা সেই তালিমটা তুমি দিলে কবে ? আমি তো এঁকে সেই থেকে আর দেখিনি। ঐ কাব্য সভার পরে ?

www.amarboi.org

ঃ জিনা, তার অনেক আগে।

শাহজাদা পুনরায় বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আগে ! আগে মানে ?

ঃ আগে মানে কাব্য সভার অনেক আগে।

ঃ কি সাংঘাতিক কথা ! তাহলে তোমাদের মধ্যে চেনাজানা আগে থেকেই হয়ে আছে ? মানে জহুরীরা আগে থেকেই চিনে রেখেছে জহুরত ? হুঁউ। তাহলে তো ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াচ্ছে।

শাহজাদী বললেন—অনেক দূর গড়াচ্ছে মানে ?

ঃ মানে, কবি সাহেবকে কাব্য সভায় দেখেই আমার যে খট্‌কা লেগেছিল, এখন দেখছি, সেটা বোধ হয় ঠিক।

ঃ কি রকম ?

ঃ বলো তো দেখি, ঐ যে সেবার আম বাগানের পথে যে লোককে দেখে তুমি বেসামাল হয়ে গেলে, অর্থাৎ ঐযে ঐ কুদরত খাঁর সাথে যে লোক হঠাৎ তোমাদের সামনে এসে পড়লো, সে লোক এই কবি সাহেব কিনা ?

আল-আজাদ শরমে সংকুচিত হয়ে গেলেন। আরজুবানু এর জবাবে নিঃসংকোচে বললেন—আপনার কি মনে হয় ?

ঃ আমার তো তা-ই মনে হয়েছে।

ঃ তাহলে তা-ই।

শাহজাদার দুই চোখ কপালে উঠে গেল। তিনি বিপুল বিস্ময়ে বললেন—এ্যা—সেকি। সত্যিই তাই ? এই লোকই সেই লোক ? কোন অচেনা পথচারী সে নয় ?

ঃ জিনা। তা নয়।

ঃ তুমি আগে থেকেই তাকে চিনতে।

ঃ জি, চিনতাম।

শাহজাদী মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। শাহজাদা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁউ। তাইতো সেদিন কেমন একটা সন্দেহ সবার হয়েছিল। দাদু সাহেবও শুনে এমনই যেন কি একটা বলতে চাইলেন।

—বলেই তিনি আল-আজাদের দিকে ঘুরে বসে হাসিমুখে বললেন—আরে ও সাহেব ? আপনি তো বর্ণচোরা কম নন ? শাহী মহলে সিঁদ কাটতে শুরু করেছেন কবে থেকে ?

আল-আজাদ অপ্রতিভ হয়ে বললেন—সিঁদ্‌ !

ঃ সিঁদ মানে এই ছোটি মালেকার খপ্পরে কবে এসে পড়লেন ?

ঃ তা মানে—

ঃ উপলক্ষ্যটা কি কবিতা, না অন্য কিছু ?

আল-আজাদ শংকিত কণ্ঠে বললেন—অন্য কিছু।

ঃ কবিতা লেখার সূত্র ধরেই কি এই পর পরিচয় আপনাদের ?

ঃ জি—জি।

ঃ ওর কবিতা কি দেখেছেন আপনি ?

ঃ জি দেখেছি। উনি বেশ ভালই লেখেন।

ঃ ভালই লেখেন ?

ঃ খুব চমৎকার লেখেন।

www.amarboi.org

ঃ আচ্ছা ! কবিতা লেখার উৎসাহটাও তাহলে আপনিই তাকে দিয়েছিলেন নাকি ?

ঃ উৎসাহ !

ঃ যার উৎসাহ পেয়ে এই আরজুবানু নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে দিনরাত কবিতা নিয়ে পড়ে থাকে, সে লোকও কি আপনিই ?

ঃ ঠিক বুঝলাম না ?

ঃ শাহী মহলের ফুল বাগানে ওর কবিতা দেখে দিতে কি আপনিই গিয়েছিলেন ?

ঃ তা-মানে—হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন আগে একবার উনার কবিতা সেখানে পড়েছিলাম।

ঃ যাঃ বাব্বা ! এতদূর ! মানে ব্যাপারটা এত দূরের ? বড় সেয়ান ঘুঘু ছা তো আপনি ?

ঃ জি ?

ঃ জব্বোর বাঁচা বেচে গেছেন আপনি তাহলে !

ঃ কি রকম ?

ঃ কাব্য সভার আগে যদি এটা আমি জেনে ফেলতাম, তাহলে তো ফাটকেই থাকতেন আপনি এতদিন ?

ঃ বলেন কি !

ঃ কে এক ফালতু আদমী আমাদের ঐ ফুল বাগানে ঢুকে আরজু বানুর মাথাটাই বিগড়ে দিয়ে গেছে, এই ছিল আমার কাছে খবর। আপনাকে তখন পেলে আর রেহাই ছিল আপনার ? ফাটকেইতো ঠেলে দিতাম সিধা।

শাহজাদা হাসতে লাগলেন। শাহজাদী টিপ্পনী কেটে বললেন—তাহলে এখন কি করবেন ভাইজান ? এখন তো পেলেন তাঁকে ?

শাহজাদা লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—তওবা-তওবা ! তখন জানতাম, ইনি একজন ফালতু লোক। কিন্তু ইনি তো আসলেই তা নন ? একজন মহাপণ্ডিত মানুষ ইনি।

ঃ আচ্ছা ?

ঃ ইনি তোমাকে উৎসাহ দিয়েছেন—এটাতো একটা জব্বোর খোশ খবর। অকারণেই উৎসাহ দেয়ার লোক নিশ্চয়ই ইনি নন। ইনার মতো এমন একজন উস্তাদ লোক তোমার পেছনে থেকে তোমাকে উৎসাহ দিলে আর তোমার ভুলত্রুটি ধরে দিলে, আমরা তো বর্তেই যাই সবাই এখন। তাতে তুমি সত্যি সত্যিই একজন বড় শায়ের হতে পারবে।

ঃ কিন্তু এসব কথা তো তখন নিশ্চয়ই ভাবেননি ?

ঃ তখন ? না, কি করে ভাববো ? এতটার তো তখন কিছুই জানতাম না। উঃ ! মস্ত বাঁচা বেঁচে গেছি ! কি যে একটা গুনাহ হতো তাহলে আমার !

ইতিমধ্যে এক মাঝি এসে বললো—হুজুর, ঐ ছাদের উপরের হুজুরেরা সালাম দিয়েছেন আপনাকে—

কিছুটা চমকে উঠে শাহজাদা ফিরুজ বললেন—ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো। হঠাৎ এখানে চলে এলাম, উনাদের কিছুই বলা হয়নি। বড্ড দৃষ্টিকটু ব্যাপার হয়ে গেছে। আরজুবানু তোমরা একটু বসো, আমি এক্ষুণি আসছি—

উঠতে উঠতে শাহজাদা আল-আজাদকেও বললেন—একটু বসুন—

মাঝির সাথে শাহজাদা ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। ফরাশের উপর আল আজাদ।

www.amarboi.org

লা-ওয়ারিশ বসে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ। আর কোন কথাবার্তা নেই। কেবলই দাঁড় টানার হুপ হুপ শব্দ আর কক্ষান্তরে ও স্থানান্তরে দাঁড়ি-মাঝি ও আরোহীদের অস্পষ্ট বাক্যালাপ। বজরাখানা ছুটছে। চক্রাকার ঝিলটার এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্তে ছুটোছুটি করছে।

কিছুক্ষণের নীরবতার পর মুখ খুললেন আরজু বানু। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কথা দিয়েও কথা আপনি রাখলেন না?

সংকুচিত চিত্তে আল-আজাদ বললেন—জি?

ঃ দেশান্তরী হবেন না, এই কথাই সেদিন কিন্তু দিয়েছিলেন আমাকে। তবু দেশান্তরীই হলেন?

ঃ দেশান্তরী? না-না, দেশান্তরী কই হলাম? এই একটু এক জায়গায়—

ঃ কুদরত খাঁকে কয়েকবার পাঠালাম। প্রতিবারেই কুদরত খাঁ ফিরে গিয়ে বললো—আপনি নাকি আর এই রাজধানীতেই নেই। কোন এক কর্ণসুবর্ণের দিকে নাকি বিবাগীর মতো চলে গেছেন।

ঃ বিবাগীর মতো!

ঃ কবে ফিরবেন, তাও কাউকে কিছু বলে যাননি। এতটা কি ঠিক হয়েছে আপনার?

আল-আজাদ থতমত করে বললেন—না, কথাটা হলো—

ঃ কথাটা যা-ই হোক, একান্তই গোপন ব্যাপার ছাড়া রাজধানী থেকে দূরান্তে যাওয়ার আগে যে কেউই তার চেনাজানা লোকদের, বিশেষ করে তাকে যাদের দরকার থাকে তাদের, একটা আভাস অন্ততঃ দিয়ে যায়। আপনি একদম পালিয়েই গেলেন?

আল-আজাদ ঈষৎ হেসে বললেন—পালিয়ে গেলাম! কিযে বলেন!

ঃ কুদরত খাঁর মারফত সে আভাসটা আমাকে একটু দিয়ে গেলে তো এত তকলিফ করতে হয় না আমাকে!

ঃ তকলিফ!

ঃ তকলিফই তো। লোক পাঠিয়ে ফল হলো না দেখে, এই যে নিজেকেই আজ বেরুতে হলো আপনার খোঁজে। গরজ বড় বালাই যে!

ঃ আমার খোঁজে মানে? আপনি আমার খোঁজে এসেছেন?

ঃ তবে কি নৌবিহারে এসেছি? ওসব বাতিক বড় একটা নেই আমার।

আরজু বানুর কণ্ঠ থেকে খেদ ঝরে পড়লো। আল-আজাদ সবিস্ময়ে বললেন—তাজ্জব!

ঃ অনিশ্চিত প্রতীক্ষা কতক্ষণ করা যায় বলুন? রাজধানীতে নেই আপনি এ কথা বলার পরও খাঁ সাহেবকেই বা আর কতবার পাঠানো যায়? তাই মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে না পেরে, নৌবিহারের অছিলায় চলে এলাম এইদিকে। ক্ষীণ একটা আশা, হঠাৎ যদি পড়েনই আপনি চোখে। নসীবের জোরে এই দেখুন, পেয়েই গেলাম আপনাকে।

আল-আজাদ হেসে বললেন—নসীব আপনার বরাবরই উমদা।

ঃ উমদা না আর কত? নসীব উমদা হলে কারো এমন দুর্মতি হয় কখন?

ঃ দুর্মতি!

ঃ সৎ মানুষ আপনি যতই হোন, দুর্মতি না হলে আপনার মতো এমন একটা বেয়াড়া লোককে আমার এত ভাল লাগবে কেন, আর আপনার অভাবটা আমি এত তীব্রভাবে অনুভব করবো কেন? নাই বা হলো কাব্য চর্চা করা আমার!

www.amarboi.org

ঃ আপনি আমাকে এড়িয়ে চলতে চান, এটা তো আর একেবারেই অস্পষ্ট কিছু নয়। তবু কি আমার জিদ্‌, আপনাকে তালাশ করে ধরতেই হবে আমাকে। দুর্মতি ছাড়া এটাকে কি বলবেন বলুন?

আল-আজাদ লা-জবাব হয়ে গেলেন। এমন একটা বলিষ্ঠ প্রতীতির বিরুদ্ধে কোন সদুত্তর তিনি তৎক্ষণাৎ তালাশ করে পেলেন না। তাই অধঃবদনে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন এবং তৎপরে ধীর ও বিনীত কণ্ঠে বললেন—দেখুন, এভাবে বলে আমাকে অপরাধী করবেন না। আপনি শাহজাদী। আপনি আমাকে করুণা করেন, এইতো আমার জিয়াদা খোশ কিসমতি। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করতে চাইবেন, আমি আপনাকে এড়িয়ে যাবো, তবু আপনি চাইবেন—এটা যেমনই অসঙ্গতিপূর্ণ তেমনই উল্টা কথা। এটা কখনও হয় না।

শাহজাদী হোঁচট্‌ খেলেন। বললেন—হয় না?

ঃ না। আপনার একটা ইংগিতই যেখানে হুকুম, সেখানে দীনতার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। কার সাধ্য আপনার ইচ্ছার অন্যথা করে?

শাহজাদী নাখোশ কণ্ঠে বললেন—আমি বুঝতে পারছিনে, আপনি কি বলতে চাইছেন?

ঃ কথাটা হলো, আমাকে নিয়ে আপনি এতটা ভেবেছেন বা ভাববেন, এটা আমি ভাবিনি বলেই কয়দিনের জন্যে বাইরে চলে গিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি আমি না জেনে কসুর করে ফেলেছি। এমনটি আর হবে না।

ঃ মানে?

ঃ এরপর যখনই আপনি ইচ্ছে করবেন, তখনই আপনি পাবেন আমাকে। আর অন্যথা হবে না।

শাহজাদী নীরব হলেন। কিছুক্ষণ পর চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে ম্লান কণ্ঠে বললেন—হুঁউ। ব্যাপারটা তাহলে এখানে এসে দাঁড়ালো।

শাহজাদীর কণ্ঠস্বরে আল-আজাদ চমকে উঠলেন। তিনি শংকিত কণ্ঠে বললেন—জি?

শাহজাদী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—হুকুম করে গোলাম পাওয়া যায়, উস্তাদ পাওয়া যায় না। বন্ধু তো নয়ই। আমি গোলাম তো চাইনি।

ঃ জি—মানে—

ঃ একমাত্র শাহান শাহ আর এই জাইজানটা ছাড়া, শাহী মহলে আমিও বড় একা। আপনার মতো আমিও এক এতিম। কবিতা লেখা আপনার মতো অতটা না হলেও, আমারও একটা অবলম্বন। আপনাকে পেয়ে সত্যিই আমি প্রাণ ফিরে পেলাম। কবিতা লেখার উৎকর্ষ সাধন আর আপনার প্রফুল্ল সঙ্গ লাভ—এই দুই কারণেই আপনার প্রতি আমার এত আকর্ষণ। এই সত্যটা আজ আপনাকে খোলাখুলিই বলে রাখি। হুকুম তামিলের নফর অনেক আছে আমার। তারা আমার এ চাহিদা পূরণ করতে পারে?

সমবেদনার আঁচ লাগলো আল-আজাদের দীলে। তিনি বিনম্র কণ্ঠে বললেন—জিনা, গোলামের প্রশ্ন নয়। আপনার কাজে লাগার ব্যাপারে আমার দীলে সে প্রশ্ন আসে না। আর তাই বলছি, যখনই আমাকে ডাকবেন, তখনই আমাকে পাবেন এরপর।

www.amarboi.org

ঃ তবুও একটা কথা আছে এখানে।

ঃ কথা।

ঃ আপনার সঙ্গ আমার ভাল লাগে বলেই যে, আমার সঙ্গ ভাল লাগবে আপনার, এটাও কোন কথা নয়। আমার সঙ্গ আর আমার কাব্যচর্চায় সহযোগিতা করাটা যদি আপনার ভাল না লাগে, তাহলে অবশ্য পীড়াপীড়ি আমি করবো না। ক্ষমতা আছে বলেই কারো দীলের উপর পরোক্ষভাবে জোর খাটাবো আমি, এটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। আর এ কথাটাও আজ আপনাকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি আমি। এটা আপনার জানা থাকলে ভুল বোঝার ফাঁক কোথাও থাকবে না।

আল-আজাদ এ কথায় ক্ষুণ্ণ হলেন। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন—আপনার সঙ্গ, আপনার কাজ ভাল আমার নাও লাগতে পারে, এতটাও আপনি ভাবতে পারলেন কি করে? কি করে আপনি ভাবলেন, দীলের টান না থাকলে স্রেফ ক্ষমতার সুবাদেই আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারবেন আপনি? আমি যে আপনার ডাক পেলেই আপনার কাছে ছুটে যাই এবং ভবিষ্যতে আপনি চাইলে আরো যাবো, সেকি ঐ আপনি এ মুলুকের শাহজাদী বলে? আপনার কাছে যাওয়ার, আপনার কাজে লাগার স্বতঃস্ফূর্ত টান যেদিন ফুরিয়ে যাবে আমার, সেদিন আপনার জোর বা অবস্থান দিয়ে এক কদমও আপনার দিকে টানতে আমাকে পারবেন না। আপনাকেও তাহলে এ কথাটা আজ বলেই রাখি আমি।

আল-আজাদের কণ্ঠে ক্ষোভ প্রকাশ পেলো। কিন্তু শাহজাদীর দীলের মেঘ এতে করে বিলকুলই প্রায় কেটে গেলো। ফলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রোশদীলে বললেন—ওরে বাবা! সেটা কি আর নতুন করে বলতে হবে আমাকে? আপনাকে তো চিনতে আমার বাকী নেই। জোর-দাপটের বালাই আর যার উপরই খাটুক আপনার উপর সেটা যে এক রত্তিও খাটবে না, ওটা আমি প্রথম দিকেই বুঝেছি। ক্ষমতার প্রশ্নের বাইরে চক্ষুলজ্জার প্রশ্নও একটা আছে বলেই আমার বলা। আমাদেরই রাজ্যে, আমাদেরই রাজধানীতে আছেন যখন আপনি, তখন ঐ চক্ষুলজ্জার ব্যাপারটাও আপনাকে আক্রান্ত করতে পারে তো! ওটাও যে ঐ পরোক্ষভাবে জোর খাটানোরই সামিল?

শাহজাদীর ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। আল-আজাদ এর জবাবে বললেন—আপনার এ ধারণাও ঠিক নয়।

ঃ ঠিক নয়?

ঃ আপনি কি বিশ্বাস করবেন, বেশ কিছুদিন থাকবো বলে রাজধানীর বাইরে গিয়ে কয়েকটা দিন না যেতেই এই যে আমি ফিরে এলাম, সেটা ঐ চক্ষুলজ্জার জন্যে নয়, আপনাদের কথা কিছুতেই ভুলে থাকতে পারলাম না বলেই এলাম?

শাহজাদীর মনের আঁধার পুরোটাই কেটে গেল। এবার তিনি আরো অধিক উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। মনের ভাব গোপন করে বললেন—জি। আগে যেমন না করলেও, এখন বিশ্বাস করতে পারছি।

ঃ পারছেন?

ঃ এরপরও আর পারবো না? আপনি নিজে যেটা মুখ ফুটে বলছেন, তার মধ্যে আর অবিশ্বাসের ফাঁক কিছু থাকতে পারে? আপনি কি মন যোগানো কথা বলার লোক?

শাহজাদীর হাসি এবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আল-আজাদ বললেন—তবে?

www.amarboi.org

শাহজাদী হাসি চেপে কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন—তবেও যে তাঁর এক প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে এখানে।

ঃ প্রশ্ন?

ঃ টানটা দোমুখো হলে ভরসাটা কমজোর হয়ে যায় না?

ঃ দোমুখো মানে?

ঃ তিন কুলে যার কেউ কোথাও নেই, তিনি আবার বেশ কিছুদিন থাকার ইরাদা নিয়ে বাইরে যান কোথায়?

ঃ কোথায় মানে? যেখানে আমি এর আগে থেকেছি, যাঁদের কাছে থেকেছি, তাঁদের প্রতি আমার একটা কর্তব্য বা দীলের টান থাকবে না? এতে আপনার ভরসা কমজোর হওয়ার ফাঁক কোথায়?

ঃ টানটা কি শুধু তাঁদের প্রতিই, না নয়া কোন টানের উৎস গজিয়েছে কোথাও?

শাহজাদীর কণ্ঠস্বর পুনরায় হাসির আওয়াজ ধ্বনিত হলো।

আল-আজাদ সবিস্ময়ে বললেন—নয়া কোন টানের উৎস! নয়া উৎস দেখলেন আপনি কোথায়?

ঃ বলা যায়? আপনার মতো মানুষের প্রতি কতজনের দীলেই কত টান-আকর্ষণ পয়দা হতে পারে।

ঃ আপনি কি বলতে চান?

ঃ এই দেখুন না, ভাইজানের মতো এমন একজন আলাভোলা মানুষের দীলেও আপনার প্রতি রাতারাতি কি এক প্রচণ্ড টান পয়দা হয়ে গেছে? এমনটি তো আর কোথাও পয়দা হতে পারে?

ইতিমধ্যেই শাহজাদা ফিরুজ শাহ ফিরে এলেন। তিনি আসতে আসতে বললেন—কি হলো? ভাইজান-ভাইজান করছো কেন?

শাহজাদী অপ্রতিভ হলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি ফের সঙ্গে সঙ্গেই হাসিমুখে বললেন—না ভাইজান, এমন কিছু নয়। আপনিও এই কবি সাহেবের মুরিদ হয়ে গেছেন, সেই কথা।

শাহজাদা কপটরোষে বললেন—বটে! মশকরা করা হচ্ছে? ঠিক আছে। তোমাকেও এই কবি সাহেবের পাক্কা মুরিদ বানিয়ে তবে ছাড়বো। এই চিন্তাই আসতে আসতে করলাম।

ঃ কি রকম?

ঃ সেটা পরে বলছি। আগে কবি সাহেবের সাথে বোঝাপড়াটা করে নিই।

শাহাজাদা আল-আজাদের পাশে এসে বসলেন এবং আল-আজাদকে প্রশ্ন করলেন—কি সাহেব, শাহান শাহর মাসোহারাটাও আপনি কবুল করতে অসম্মত হয়েছেন বলে শুনলাম। কি, মতলবটা কি আপনার? উড়াল দেবেন নাকি?

আল-আজাদ ঈষৎ বিস্ময়ে বললেন—উড়াল দেবো! কেন, উড়াল দেবো কেন?

ঃ তাইতো মনে হচ্ছে। নকরী-নফরীর ঝুট-ঝামেলায় না থেকে যাতে করে নিশ্চিন্তে আপনি কবিতা লিখতে পারেন, সেই জন্যেই দাদু সাহেব আপনাকে একটা মাসোহারা দিতে চাইলেন। আপনি তাতেও নারাজ হলেন, ব্যাপারটা কি? রুজি রোজগারের ধান্দাতেই যদি পুনরায় আপনাকে পেরেশান হতে হয়, তাহলে কাব্য সাধনা করবেন কখন? মাসোহারাটা সেখানে কি ভাল ছিল না আপনার জন্যে?

www.amarboi.org

আল-আজাদ চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীর কণ্ঠে বললেন—কি বলবো বলুন? ঐ কাজটাই আমার দ্বারা হয় না। ফরমায়েশী কাজ, বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যের ব্যাপারে আমি মোটেই করতে পারিনে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আমি আমার ইচ্ছে মাফিক লিখি। যখন ইচ্ছে, যা নিয়ে ইচ্ছে, লিখি। মন চাইলে লিখলাম, না চাইলে লিখলাম না। মাসোহারা পেলে তো ওটা করা যায় না।

ঃ কেন করা যায় না। আপনি আপনার ইচ্ছে মতোই লিখতেন। ফরমায়েশ আপনাকে করতো কে?

ঃ কেউ না করলেও, আমার বিবেক আমাকে ছাড়তো না। মাসোহারার ভোগী হলে, কতটুকু লিখলাম, কি নিয়ে লিখলাম, মাসোহারার মর্যাদাটা রক্ষা হলো কিনা—এসব হিসেব-নিকেশের প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়াতোই। ও অবস্থায় ভাল কিছু সৃষ্টি হয় না। ওটা আমার না-পছন্দ।

তাহলে তো রুজির ধান্দা করতেই হবে একটা আপনাকে। বেঁচে থাকতে হলে তো খেতে কিছুই হয়ই।

ঃ জি, তা হয় বৈকি।

ঃ তাহলে এ ব্যাপারে কি ভাবছেন এখন?

ঃ এতদিনও তেমন কিছু ভাবিনি। তবে গতকাল বিকেলে একজন একটা কাজের প্রস্তাব দিয়েছেন।

ঃ কাজ!

ঃ জি। আমাদের বাহান শাহ তো শুধু প্রজাপালকই নন; তিনি একজন বিখ্যাত স্থপতিও। একডালায়, পাণ্ডুয়ায়, গৌড়ে এবং দেশের নানাস্থানে বেশুমার ইমারত গড়ে তুলেছেন তিনি। মক্তব-মসজিদ-মাজার-দরগা—এই কিসিমের অসংখ্য নির্মাণ কাজ চলছে। আর এসব কাজে দেশ ব্যাপী অসংখ্য শ্রমিক-মজুর-রাজমিস্ত্রি খাটছে। আমাকে যে কাজের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাহলো, এ ধরনের যে কোন একটা নির্মাণ কাজের মজুর-মিস্ত্রিদের মজুরী কষে দেয়া। হাজিরা বই দেখে হপ্তাহপ্তার মজুরী নির্ধারণ করা। হপ্তায় দুইদিন কাজ। প্রতিদিন এক প্রহরের অধিক সময় লাগবে না।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আমি একদম অবসর আছি জেনে, নির্মাণ বিভাগের এক আমলা আমাকে এই প্রস্তাব দিয়েছেন। এতে যা পারিশ্রমিক আসবে, তাতে আমার একা মানুষের সুন্দরভাবে দিনগুজরান হয়ে যাবে। ওদিকে আবার কাব্য চর্চার সময়ও আমার অঢেল।

ঃ তাজ্জব! উনি যদি এ কথাও বলেন যে, হিসেব কষার জরুরত আর নেই, ঐ সময়টা আপনি মজুরদের সাথে মিলে ঐ নির্মাণ কাজেই ব্যয় করুন, এতে আপনার দিনগুজরানটা আরো অধিক সহজ-সুন্দর হবে, আপনি তাহলে তাই করবেন নাকি? মানে ঐ মজুরের কাজ?

শাহজাদার কণ্ঠস্বরে পরিহাস ফুটে উঠলো। মুখে কাপড় চেপেও শাহজাদী হাসির বেগ সম্বরণ করতে পারলেন না। ফিক্ করে একটা শব্দ বেরিয়েই এলো তাঁর মুখ থেকে। আল-আজাদ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে হাসি মুখে বললেন—খেটে খাওয়ার নাম যদি মজুরী করা হয়, তাহলে আমি তাই করবো। এতে আমার লজ্জা নেই। দান-অনুদান খাওয়ার চেয়ে খেটে খাওয়ার খানাই বহুৎ উমদা।

www.amarboi.org

ঃ বলেন কি।

ঃ তাই ভাবছি, কোন একটা উপযুক্ত সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত এই কাজটাই করি গিয়ে আপাতত। খেটে খেতে দোষ নেই।

শাহজাদা এবার অপেক্ষাকৃত শক্ত কণ্ঠে বললেন—তা সেই খেটে খাওয়ার পথ কি ঐ একটা, না সবার জন্যেই এক কাজ ? কামারের কাজ সোনার করতে গেলে, সোনারের কাজ করবে কে ? কামার সেটা পারবে ?

ঃ জি না, তবে কথা হলো—

ঃ আপনি কবি। আপনার উপযুক্ত কাজ কাব্য-কবিতার কাজ। আপনি হয়তো অনেকেরই অনেকটা করতে পারবেন, কিন্তু ঐ অনেকেরা তো আপনারটা পারিবে না। কাজেই, ওসব আজগুবী চিন্তা কেন করছেন আপনি ?

ঃ রুজি রোজগারের আপাতত ব্যবস্থা একটা করতে হবে তো ?

ঃ তাহেল সেই আপাতত ব্যবস্থাটা আমাদের মহলে এসেই করুন না কেন ? আপনি উস্তাদ মানুষ, উস্তাদের কাজ করুন।

ঃ উস্তাদের কাজ ?

ঃ কাব্য-কবিতার বিষয়ে আমার এই বহিনটাকে তালিম দিন কিছুদিন। নির্দিষ্ট একটা মাহিনে আপনাকে দেয়া হবে।

ঃ মাহিনে ?

ঃ গৃহ শিক্ষকের কাজ করাটাও শিক্ষকতা করা। শিক্ষকতার কাজ কোন ছোট কাজও নয়, তা করে মাইনে নেয়া এই নতুন বা না-জায়েজও নয়। আপনি মেহেরবানী করে এই কাজটাই করুন। হপ্তায় একদিন দু'দিন যা পারলেন আসবেন। আরজু যখন কবিতা লেখা ছাড়বে না কিছুতেই তখন সে ভাল করে করুক ওটা, এইটেই তো কাম্য হওয়া উচিত সবার।

ঃ জি-জি। এমন একটা প্রস্তাব অবশ্য উনিও একদিন ঠাট্টাচ্ছলে দিয়েছিলেন।

ঃ তাই নাকি ? তাহলে তো বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা। আমার বরং অনুরোধ আপনি এই কাজটাই করুন কিছুদিন। ভাল না লাগলে পরে আর করবেন না।

ঃ জি, তা বুঝতে পেরেছি। এত আপনাকে বলতে হবে না। তবে—

ঃ তবে ?

ঃ মানে শাহান শাহর অনুমতি না থাকলে—

হো হো করে হাসতে লাগলেন শাহজাদা। শাহজাদীও চাপা হাসি হাসতে লাগলেন। হাসির পর শাহজাদা বললেন—ওটার কোন গরজই পড়ে না। এসব ব্যাপারে আমার কথাই ঢের। তবু যখন বললেন, ঠিক আছে। আগামীকালই আপনাকে সে অনুমতি আদায় করে দেয়া হবে। আপনি মনে মনে তৈয়ার হয়ে যান।

ঃ জি। আপনার কথার অমর্যাদা করছিনে। তবে মাথার উপর শাহান শাহ যখন আছেন, তখন তাকে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। অন্তত বিষয়টা তার জানার মধ্যে থাকলে আমি সহজ হতে পারবো। জেনানা মহলের ব্যাপার কিনা ?

www.amarboi.org

এ কথায় ভাইবোন উভয়েই ফের হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে শাহজাদা বললেন—ঠিক আছে-ঠিক আছে। আপনাকে শাহান শাহর নিয়োগ পত্রই দেয়া হবে।

সূর্যের আলো ইতিমধ্যেই নিস্প্রভ হয়ে এসেছিল। তা দেখে শাহজাদা বজরাটা ঘাটে নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

পরের দিনই আল-আজাদের ডাক পড়লো সুলতানের বালাখানায়। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ শাহজাদা ফিরুজ শাহর প্রস্তাব অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বিবেচনা করে দেখে, আল-আজাদকে তলব দিলেন। তলব পেয়ে আল-আজাদ হাজির হলে মাসোহারা প্রসঙ্গে আল-আজাদের মানসিকতার আর এক দফা তারিফ করলেন শাহান শাহ এবং তাঁকে সাগ্রহে শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমের কাব্য চর্চার উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দান করলেন। আল-আজাদের নির্মল মানসিকতা আর শাহজাদা ফিরুজ শাহর ঐকান্তিক আগ্রহের প্রেক্ষিতে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ অসামান্য রূপ গুণের এই দুই তরুণ তরুণীর সান্নিধ্য খোশদীলেই অনুমোদন করলেন বটে, তবে এ নিয়ে তৎপরেই শাহজাদা ফিরুজের ভবিষ্যতকে কটাক্ষ করে তিনি কিঞ্চিৎ কৌতুক করতেও ছাড়লেন না।

নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে আল-আজাদ বেরিয়ে গেলে শাহজাদা ফিরুজের প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শাহান শাহ সকৌতুকে বললেন—ভায়াহে, কাজটা কি ভাল করলে?

শাহজাদা ফিরুজও উঠি উঠি করছিলেন। শাহান শাহর এ প্রশ্নে তিনি সবিস্ময়ে বললেন—কাজ!

শাহান শাহ সহাস্যে বললেন—এই যে এদের দু'জনকে ঝোঁকের মাথায় এক জায়গায় করলে, পৃথক করার সময় আবার টানাটানি করতে হবে না তো?

রসিকতাটা অনুধাবন করে শাহজাদাও হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন —টানাটানি! কেন, তা করতে হবে কেন?

ঃ কেন আবার? কথায় বলে, "নাও, গাড়ী, নারী, যখন যার হাতে পড়ে তখন তারা তারই।" এই অমূল্য বচনটা কি স্মরণে কিছু নিয়েছো?

ঃ দাদু!

ঃ ঘরের ধনে চোরের নজর পড়লে, নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায় কতক্ষণ?

ঃ চোর! কাকে যে কি বলেন দাদু, তার মাথামুণ্ডু নেই। চোর কোথায় দেখলেন আর এ নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কি আছে?

ঃ কিছু নেই?

ঃ আমি তো দেখিনে। আল-আজাদ লোকটি একজন নেহায়েতই সৎলোক আর গোবেচারা মানুষ। তাঁকে নিয়ে এসব চিন্তার অবকাশটা কোথায়?

শাহান শাহ ভারিক্কি চালে বললেন—আছে-আছে। তোমার এই দাদু সাহেবও এককালে কম সৎ আর কম কিছু গোবেচারা ছিল না। কিন্তু তোমাদের ঐ কাজীর বেটি দাদীজানকে এলেম শিক্ষা দিতে গিয়েই তার তামাম সততা দিনে দিনে নিলাম ডাকে বিক্রি হয়ে গেল।

www.amarboi.org

ঃ বিক্রি হয়ে গেল ?

ঃ যাবে না ? আমার তো ঐ সত্তাটুকুই বিকিয়ে গেল শুধু, তোমার ঐ দাদীজানের পটল চেরা চোখ দু'টি ইরান-তুরানের কোন একজন কবি বা শাহের চোখে পড়লে, তাঁরা তো সেই গুরাস্তে সমরখন্দ-বুখারাটাই পানির দামে বেচে দিতেন।

ঃ পানির দামে বেচে দিতেন ?

ঃ বিলকুল। আমি হলপ করে বলতে পারি।

ঃ তা তো পারবেনই। আসলেই আপনাদের চোখগুলো খারাপ। চোরের মতো সবসময় সবদিকে নজর যায় আপনাদের।

ঃ নজর থাকলে তো নজর যাবেই। ওটা তো বন্ধ রাখার জিনিস্ নয়।

ঃ তা বাহলেও, সবাই ওটা সবসময় খুলেও রাখে না বা সবদিকে নজর দিয়ে নিজের দীল নিজেই ঘায়েল করেও নেয় না।

ঃ তাই নাকি ? কই, আমি তো দেখিনি। এমন লোকও আছে নাকি ?

ঃ আলবত আছে। যাকে নিয়ে এসব কথা বলছেন, সেই আত্মভোলা আল-আজাদই তো এমন একজন লোক যিনি নজরের এই লজ্জাজনক তেজারতি করেন না। নিতান্তই সরল-সৎ আর অনাসক্ত মানুষ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি আছে তাঁর।

ঃ বটে ! তা হতে পারে সে একটা দুনিয়া ভোলা দরবেশ। কিন্তু তোমার ঐ বহিনটা ? ওকে তো আমি জানি। যেমনই গুণবতী তেমনই সেয়ানা। সে কোন পীরানীও নয়, তপস্বিনীও নয়। সেও তো ঐ পাগলা কবির দীলটা ঘায়েল করে দিতে পারে ?

ঃ সে ঘায়েল করবে !

ঃ অসম্ভব কি ? অবোধ-অদনা, সাধু-দরবেশ যা-ই হোক, নওজোয়ানটার চেহারাখানা দেখছো না ? চোখ ধাঁধানো চেহারা। এই চেহারা অহরহ চোখের সামনে ঘুরলে, তোমার ঐ বহিনের মুণ্ডু-মগজ ঠিক থাকবে ক'দিন ?

ঃ থাকবে না ?

ঃ ভরসা খুব কম। আমার তো মনে হয়, নিজেও সে ডুববে, ঐ কবিটাকেও ডোবাবে।

এর জবাবে ফিরুজ শাহ হাসিমুখে বললেন—তা যদি সাধ করে সে ডুবে, ডুবুক। দোষ কি ? ডুবেই যদি, তাহলে তো নিছকই কোন ডোবাতে সে ডুববে না, ঠিক জায়গাতেই ডুববে।

দুই চোখ বিস্ফারিত করে শাহান শাহ্ বললেন—বলো কি ! ডোবাই হোক আর দরিয়াই হোক, সে যদি ভিন্ দরিয়ায় ডোবে, তাহলে তোমার দীল দরিয়ার হালতটা কি হবে ? কাল বৈশাখীর ঝড় উঠবে না সেখানে ? উথাল-পাথাল করবে না ?

ঃ মোটেই না। আপনার মতো আমার দীল দরিয়া এত এতিম আর অরক্ষিত নয় দাদু যে, ঝড় দেখলেই তা উথাল পাথাল করবে।

ঃ আচ্ছা ! এত বড়াই দীলের ?

ঃ জরুর।

www.amarboi.org

ঃ দেখা যাবে। কাঙ্গালের কথা বাসী না হলে তো ফলে না কখনও ? এর মাজেজা পরে বুঝবে।

ঃ ওসব বুঝাবুঝির আমার কিছু নেই।

ঃ নেই ? কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে পোস্তায়েও কুল পাবে না অবশেষে।

ঃ কারণ ?

ঃ মনে হয়, আখের তোমার ঝরঝরে।

ঃ আমার আখের ঝরঝরে হওয়ার কিছুই এখানে নেই দাদু। আখের যদি সত্যি সত্যিই ঝরঝরে কারো হয়, হোক গে। আমার কি ?

শাহজাদা হাসতে লাগলেন। শাহান শাহ প্রশ্ন করলেন—কারো মানে ?

ঃ মানে, কারো যদি আসলী বেগম ডোবায় ডুবে মরেই, মরুকগে। যাঁর বেগম তিনি বুঝবেন। আমার কি ?

ঃ বটে !

ঃ আমি বরং সে ক্ষেত্রে মজা করে দেখবো আর জোর তালিয়া বাজাবো।

শাহজাদা প্রস্থানোদ্যোগ করলেন। শাহান শাহ সহাস্যে বললেন—ঐ জোর তালিয়া বাজাবার মতো জোরটা আসলে থাকবে তো শেষ পর্যন্ত ?

কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শাহজাদাও হাসিমুখে বললেন—জরুর-জরুর। মর্দানকা জোর জিন্দা রহতে হ্যায় হর ওয়াক্ত।

শাহজাদা বেরিয়ে গেলেন। তাঁর গমন পথে চেয়ে শাহান শাহ সকৌতুকে হাসতে লাগলেন।

শাহী মহলের জেনানাদের এলেম শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তৈরী জেনানা মহল সংলগ্ন সামনের দিকে পর পর কয়েকটা বিশেষ কক্ষ ছিল। জেনানা মহলে না ঢুকে বাইরের পথ দিয়েই আলেম সাহেবেরা শিক্ষকতার কাজে এসব কক্ষে আসতে পারতেন এবং এসব কক্ষে বসে পর্দার আড়ালে অবস্থিত জেনানাদের এলেম শিক্ষা দিতেন। শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানু বেগমের নিজস্ব মহলের সংলগ্নও এমনই এক শিক্ষা কক্ষ ছিল, যা তাঁর এলেম শিক্ষার কাজে ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-আজাদের সাথে আরজু বানুর কাব্যচর্চার জন্যে এই কক্ষটিই নির্ধারণ করা হলো এবং আল-আজাদ এসে এই কক্ষেই বসে আরজু বানুর কাব্য কবিতা শুধরে দেয়ার কাজ করতে লাগলেন। লুকোচুরির পালা তাদের শেষ হলো। এবার নিশ্চিন্তে ও দ্বিধামুক্ত পরিবেশে আল-আজাদ আরজু বানুর কবিতাগুলো খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার কাজে মনোনিবেশ করলেন।

শুরু হলো আল-আজাদের নয়া জগতে নয়া কাজ। দুইয়ের মধ্যে গড়ে উঠলো নতুন এক সম্পর্ক। শুরুটা শিক্ষক ও ছাত্রীর ন্যায় হলেও শেষ অবিধ সে সম্পর্ক রইলো না। কবিতা লেখায় জড়তা কিছু থাকলেও, আরজু বানুরও জ্ঞান প্রতিভা অসামান্য ছিল। এতে করে কাব্য কবিতার আলোচনায় উভয়েই সমভাবে অংশগ্রহণ করায় এবং উভয়েরই মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করার প্রশস্ত অবকাশ থাকায়, উভয়েই ক্রমে ক্রমে সমমনা সমঝদারের ভূমিকায় চলে এলেন। ফলে, অল্পদিনেই শিক্ষক ছাত্রীর অবস্থান পেরিয়ে সম্পর্কটা তাঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে রূপান্তরিত হলো।

www.amarboi.org

দুইয়ের মধ্যে উঠে গেল সংকোচের বেড়া। প্রথম প্রথম দুই চারদিন দরজায় টানা পর্দাটাকে ব্যবহার করার পর কাজের সুবিধার্থে আরজু বানু দরজার পর্দা পার হয়ে বাইরে চলে এলেন। বোরকার আবরণে নিজেকে আবৃত রেখে আল-আজাদের একান্ত কাছে এসে বসলেন এবং কাছে বসে কাব্য কবিতা লেখালেখি ও তা নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। প্রতিভা তাঁর আগে থেকেই ছিল। অল্প দিনের তালিমেই আরজু বানুর লেখায় পরিপক্কতা চলে এলো।

তালিমের প্রয়োজন যত হ্রাস পেতে লাগলো আল-আজাদের প্রফুল্ল সঙ্গলাভের আকিঞ্চন শাহজাদীর দীলে ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বৃদ্ধি পেতে লাগলো আল-আজাদের মেহমানদারী করার মধ্যে শাহজাদীর অনুপম এক আনন্দ। এতে করে যত সময় অতপর আরজু বানু কাব্য সাধনায় ব্যয় করতে লাগলেন, তার চেয়ে অধিক সময় তিনি আল-আজাদের আদর-যত্ন-আপ্যায়নে এবং আল-আজাদের সাথে কাব্য কবিতা বহির্ভূত বিভিন্ন মুখী সরস ও সকৌতুক আলোচনায় লিপ্ত থাকতে লাগলেন।

সোনার কাঠির পরশ লাগলো আরজু বানুর অন্তরে। দৈত্যপুরের বন্দিনী রাজকুমারীর মতো বান্ধবহীন প্রাসাদের নিষ্প্রাণ অধিবাসিনী শাহজাদী আরজু বানুর দীলে এক নতুন প্রাণের জোয়ার এলো আল-আজাদের সাহচর্যে। বান ডাকলো মরা গাঙ্গে। সতত গম্ভীর ও উদাসিনী শাহজাদীর বদলে গেল আচরণ। বদলে গেল আরজু বানুর পথ চলার গতি, চরণের লয় ও প্রাণের প্রকাশভঙ্গি। নিশির আঁধার পেরিয়ে সূর্যোদয়ের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো শাহজাদীর মুখমণ্ডল। জিন্দেগীর পট গেল পাল্টে। আল-আজাদকে নিয়ে কাব্যচর্চার এই নয়া পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই শাহজাদীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এতটা প্রাণবন্ত ও ছন্দময় হয়ে উঠলো যে, তা দেখে শাহীমহলের নারীপুরুষ খুশীও হলেন যেমন, বিস্মিতও হলেন তদ্রূপই।

শাহজাদা ফিরুজ শাহর সাথে শাহান শাহ এদের নিয়ে অলস কৌতুকই করলেন। কিন্তু কিছু লোক এ নিয়ে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলেন। দীলে তাঁদের সক্রীয় কৌতুহল ও তীব্র প্রতিক্রিয়া পয়দা হলো। তাঁরা কোমর বেঁধে ফেললেন। এঁদের মধ্যে অগ্রণী যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন—ফৌজিয়া বানু বেগম, জালাল উদ্দীন শর্কী ও তাঁদেরই ধলয়ের আর তাঁদেরই তাঁবেদার কয়েকজন নারীপুরুষ।

৯

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর অন্তরের মাধুর্য অপরিসীম। রৌদ্রদগ্ধ বকুল ফুলের বিচ্ছুরিত গন্ধের মতোই সুলতানের অন্তরের সুষমা শত বিপত্তির পাষাণ ঠেলে পুনঃপুনঃ ছিটকে আসে বাইরে। অগণিত দুশমনের অমানবিক সহিংসতা আর জঘন্য ষড়যন্ত্র, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি তাঁর সুন্দর অন্তরের উপচীয়মান আবেদন রুদ্ধ করতে পারেনি। ভেতরের ও বাইরের নির্লজ্জ অরাতির নিরন্তর প্রতিবন্ধকতার মাঝেও সুদৃশ্য ইমারত, সুপ্রশস্ত পথ-প্রণালী, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং মনোরম স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে রাজধানী একডালাসহ গৌড়-পাণ্ডুয়ার মতো দেশের বিশিষ্ট স্থানগুলো

www.amarboi.org

সুশোভিত করার কাজ তিনি অব্যাহত রেখেছেন। অব্যাহত রেখেছেন গুণীজনের সমাদর, কাব্য-সাহিত্যের চর্চা ও দেশব্যাপী মানুষের সুকুমার মনোবৃত্তির উন্মেষ ঘটানোর প্রয়াস।

দুশমনদের দুশমনী তৎপরতা বছর কয়েকের জন্যেও তাঁকে অব্যাহতি দিলে, দুনিয়ার যে কোন স্থানের যে কোন কালের সুন্দরতম নগরীর সমকক্ষ করে তিনি বাঙ্গালা মুলুককে সাজিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু হীনমন্য দুশমনেরা সে অবকাশ তাঁকে দেয়নি। মসনদে উঠে সুস্থির হয়ে বসতে না বসতেই কামরূপ, কামতা, অহম, জাজনগর ও উৎকলসহ বাঙ্গালা মুলকের চারপাশের অগণিত জাতশত্রু অক্টোপাশের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরেছে তাঁকে। দিল্লীর শক্তির সাথেও তাঁকে পাঞ্জা লড়তে হয়েছে সেই আউয়াল ওয়াক্তেই।

আজও সে বৈরীতার বিরাম নেই। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্রেফ আত্মরক্ষার তাকিদে আজও তিনি হাতের অসি কোষে তুলতে পারছেন না। চারদিক থেকে অবিরাম আসতেই আছে দুশমনী তৎপরতার দুঃসংবাদ। নবদ্বীপের ষড়যন্ত্র শেষ হতে না হতেই আবার তাঁকে তখনই উৎকলের সমাধানকৃত সমস্যা নিয়ে নতুনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো। শমশের আলী কর্তৃক প্রেরিত গোয়েন্দাদের কয়েকজন ইতিমধ্যেই উৎকল থেকে যে তথ্য নিয়ে এলো তাহলো, উৎকল রাজ প্রতাপ রুদ্র বন্ধুত্বের আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে পুনরায় অস্ত্রধারণ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি যে বন্ধুত্ব উপযাচক হয়ে প্রার্থনা করে নিয়েছিলেন, তা ছিল কেবলই তাঁর বিরাম নেয়ার ছল, নিঃশ্বাস ফেলার অছিলা। তাঁর উপর আরোপিত শর্তগুলো তামামই লঙ্ঘন করে তিনি আবার রণ প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই বাঙ্গালা মুলুকের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত দুর্গ গড় মন্দারণের দিকে এক সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেছেন।

নবদ্বীপের সমস্যার সমাধান করার পর কিঞ্চিৎ ফাঁক পেয়ে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ পাণ্ডুয়ার মশহুর দরবেশ শায়খ নূর কুতুব-ই-আলমের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার উদ্দেশ্যে একডালা থেকে পায়ে হেঁটে পাণ্ডুয়া যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। যাত্রা করার প্রাক্কালে সুলতানের অন্যতম উজির হাম্মিদ খান সাহেব এসে সুলতানের কাছে উৎকলের এই সংবাদ পেশ করলেন। সংবাদ শুনে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ মস্তবড় হোঁচট খেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি হাম্মিদ খানকে প্রশ্ন করলেন—এই সংবাদই গোয়েন্দারা এনেছে?

জবাবে হাম্মিদ খান বললেন—জি জনাব, একাধিক গোয়েন্দা এই একই খবর নিয়ে উৎকল থেকে এসেছে।

ঃ তাজ্জব! এতবড় বেঈমান ঐ প্রতাপ রুদ্র?

ঃ ঈমান যারা আনেনি, তাদের কাছে ঈমানের আশা করাটা অর্থহীন জনাব। ওদের নীতি—"মারি অরি ছলে কি কৌশলে"। সামনা সামনি লড়াই করে বীরের মতো উত্থান পতনের নীতিতে ওরা মোটেই বিশ্বাসী নয়। পেছন থেকে গোপনে আঘাত করাকেও ওরা কাপুরুষতা বলে বিবেচনা করে না।

ঃ হাম্মিদ খান সাহেব!

ঃ রণের ব্যাপারে, দুশমনীর প্রশ্নে, লাজ-লজ্জার প্রসঙ্গ ওদের কাছে মামুলী। সুযোগের প্রশ্ন ওদের কাছে বড়, ঈমানের প্রশ্ন নয়। এমন নজীর অনেক আছে অতীতে।

www.amarboi.org

ঃ হুঁ।

ঃ উজিরে আজম অসুস্থ না থাকলে তিনিও জনাবের কাছে ছুটে আসতেন এ নিয়ে। সন্দেহের কোন ফাঁকই আর নেই। কালক্ষয়েরও অবকাশ নেই। পদক্ষেপ গ্রহণ একেবারেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

ঃ বটে!

শাহান শাহ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ক্ষিপ্তভাবে কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন। এরপর এক সময় হামিদ খানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সক্রোধে বললেন—তাহলে এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? সেবারের মতো আমি কি নিজেই আবার বেরুবো এই বেঈমানীর জবাব দিতে? এতবড় ঔদ্ধত্য—

ক্রোধের আধিক্যে শাহান শাহ মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না। তাঁর দু'চোখে দপদপ করে আগুন জ্বলতে লাগলো। আক্রোশের ভারে তিনি ঈষৎ কাঁপতে লাগলেন।

উজির হামিদ খান বুঝলেন, পরিবেশন করার গোলমালে ব্যাপারটা তিনি জটিল করে ফেলেছেন। তাই সংশোধন করার নিমিত্তে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—জ্বিনা জাঁহাপনা। প্রতাপ রুদ্রের আচরণ সম্পর্কে যা খবর পাওয়া গেছে, তাই আমি জনাবের কাছে পেশ করছি আর পদক্ষেপ কিছু আশুভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন, সেই কথা বলছি। আসলে পরিস্থিতি এমন কিছু আয়ত্বের বাইরে যায়নি যার জন্যে জনাবকেই তার বিরুদ্ধে ছুটতে হবে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ গোয়েন্দারা এ নিয়ে মন্দারণ দুর্গের মুহাফিজ সাহেবের সাথে আলোচনা করেই এসেছে। মুহাফিজ সাহেব জানিয়েছেন, দুশমনের মোকাবেলা করতে তিনিও প্রস্তুত হয়ে আছেন। তবে তাঁর সৈন্যবল পর্যাপ্ত নয় বলে তিনি অতিসত্বর একজন সহকারী সালারের অধীনে নতুন একদল সৈন্য প্রেরণের আবেদন করে পাঠিয়েছেন। তাই, এক্ষণে যা জরুরী তাহলো, অবিলম্বে সেখানে একদল সৈন্য প্রেরণ করা। এর অধিক কিছু নয়।

শাহান শাহ থমকে গেলেন। সংশয়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না পেরে ফের তিনি প্রশ্ন করলেন—মন্দারণের মুহাফিজ সাহেব একাই কি এতটা সামাল দিতে পারবেন?

ঃ জি জনাব। তা অবশ্যই পারবেন। মুহাফিজ সাহেব জানিয়েছেন, রাজধানী থেকে নয়া একটা সৈন্যদল পেলে দুশমনের মোকাবেলায় একাই তিনি যথেষ্ট। এ নিয়ে অধিক বিচলিত হওয়ার মতো আপাতত কিছু নেই।

ঃ তাই বলুন!

শাহান শাহ আশ্বস্ত হলেন। পরবর্তীতে সেনাপতিরাও হামিদ খান সাহেবের অভিমতকে সমর্থন করলেন এবং তাঁরাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করে প্রার্থিত সৈন্যবাহিনী মন্দারণে প্রেরণ করলেন।

সেনাপতিদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে উৎকলের ভাবনা আপাতত তাঁদের উপরই ছেড়ে দিয়ে নিজেকে হালকা করলেন সুলতান। এরপর পূর্ব ইরাদা অনুযায়ী অতি সত্বর এক দিন তিনি হজরত নূর কুতুব-ই-আলমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পাণ্ডুয়ায় যাত্রা করলেন।

www.amarboi.org

কিছুদিন পরেই মন্দারণ থেকে বার্তা এলো, উৎকল রাজ প্রতাপ রুদ্রের বাহিনী মন্দারণের মুহাফিজের হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে। উৎকলের সৈন্যদের মুসলিম সৈন্যেরা তাড়া করে উৎকলের প্রাচীরে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। মুহাফিজ সাহেব কর্তৃক প্রেরিত বার্তায় সেই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যদিও উৎকল রাজের এ অভিযান সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে, তবুও এই লড়াই-ই শেষ লড়াই নয়। উৎকল রাজের মতিগতি আগাগোড়াই সন্দেহজনক। সুযোগ মতো যে কোন সময় যে কোন দিকে আবার তিনি অবশ্যই আঘাত হানতে পারেন। উৎকল মুলুক পুরোটাই জয় করে নিয়ে বাঙ্গালা মুলুকের অন্তর্ভুক্ত করা হলে, তবেই উৎকলের এই খাসিলতের পরিসমাপ্তি ঘটবে, নচেৎ নয়। জাঁহাপনার সে ইরাদা না থাকলে, উৎকলের হামলা নিয়ে জাঁহাপনার উদগ্রীব হওয়ার কারণ নেই। রাজধানী থেকে প্রেরিত এই বাহিনীটা সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর পাশে থাকলে উৎকলের মোকাবেলা করতে আপাতত তিনিই সক্ষম।

জাঁহাপনার সে ইরাদা নেই। নিজ মুলুকের নিরাপত্তা বিধানের অতিরিক্ত পর মুলুক কেড়ে নেয়ার অসৎ অভিপ্রায় একতিলও তাঁর দীলে ছিল না। কামরূপ-কামতার মতো একেবারেই দুর্বিনীত প্রতিবেশী কেউ না হলে আর দিল্লীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করার মতো নিতান্তই কোন প্রয়োজন দেখা না দিলে, অধিকার করার আকাঙ্খায় পররাজ্য অধিকার করতে কখনও তিনি যাননি। মর্যাদাপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতিতে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। এ কারণেই প্রতাপ রুদ্রের দুরাকাঙ্খার জবাবে তিনি নিজে গিয়ে উৎকলের অভ্যন্তরে পুরীতক নিরঙ্কুশ বিজয় অভিযান চালিয়েও সেবার তিনি উৎকলের রাজ্য দখল করার খাহেশ পোষণ করেননি। প্রতাপ রুদ্রের তরফ থেকে বন্ধুসুলভ সহ অবস্থানের সবিনয় আবেদনের প্রেক্ষিতে কিছু শর্ত আরোপ করেই তিনি উৎকল অভিযান উঠিয়ে নিয়ে স্বমুলুকে ফিরেছেন।

হজরত নূর কুতুব-ই-আলমের মাজার জেয়ারত করে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উৎকলের এই বার্তা পেলেন। এ সংবাদের প্রেক্ষিতে রাজধানী থেকে প্রেরিত সেই বাহিনীটাকে মন্দারণেই মোতায়েন থাকার নির্দেশ দিয়ে উৎকলের ব্যাপারে শাহান শাহ্ আপাতত নিশ্চিন্ত হলেন।

এরপর আবার কিছু ফাঁক পেলেন শাহান শাহ্। আর কোন বড় ধরনের ঝামেলা ঘাড়ে না থাকায় শাহান শাহর সুলোলিত মনোবৃত্তি চাঙ্গা হয়ে উঠলো আবার। শাহজাদী আরজুবানু কাব্যচর্চা মজবুত করার পর থেকেই তিনি স্থগিত কাব্যানুষ্ঠান পুনরায় উদযাপন করার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এক্ষণে ফুরসৎ পেয়ে সেই বিষয়টিই তিনি জোরদারভাবে বিবেচনায় নিলেন এবং সেই কাব্যানুষ্ঠান অচিরেই পুনঃ উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এ কারণে দিন দুইয়েক পরেই তিনি অনুষ্ঠানের দিন ধার্য ও কর্মসূচী প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে আল-আজাদ সহকারে অন্যান্য সভাকবিদের নিয়ে এক আলোচনায় বসলেন। সভাকবিদের মধ্যে এ বৈঠকে রূপ সাহেব, যশোরাজ খান, বিজয় গুপ্ত, কবি রঞ্জন প্রমুখ অনেকেই হাজির ছিলেন।

আল-আজাদের প্রতি সভাকবিদের দীলে একটা অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ বিগত কাব্যানুষ্ঠানের পর থেকেই ছিল। এ বৈঠকে বসে তাঁদের সেই বিদ্বেষ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। বৈঠকের শুরু থেকেই সভাকবিরা গভীর মর্মপীড়ার সাথে লক্ষ্য করতে

www.amarboi.org

লাগলেন যে, কবি হিসেবে সুলতানের কাছে আল-আজাদের গুরুত্ব তাঁদের চেয়ে অনেকগুণে বেড়ে গেছে। অনুষ্ঠানের প্রায় প্রতিটি বিষয়েই শাহান শাহ আল আজাদের সাথেই অধিক আলাপ করছেন এবং আল-আজাদের মতামতকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। শায়ের হিসেবে মশহুর হওয়া সত্ত্বেও আল আজাদের পাশে তাঁরা এখন সকলেই প্রায় মামুলী হয়ে গেছেন। সুলতানের আগ্রহ ও সমাদর থেকে দূরে পড়েছেন অনেকখানি।

বৈঠক চলাকালেই সভাকবিরা এ নিয়ে অলক্ষ্যে একে অন্যের সাথে পুনঃপুনঃ দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগলেন এবং নিদারুণ মর্মদাহে দগ্ধ হতে লাগলেন। পুনরায় সুলতানের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে তাঁরা ব্যথার উপর হাসি টেনে অতিকষ্টে বৈঠকের কাজ শেষ করলেন। আগামী পূর্ণিমার দিন থেকে কাব্যানুষ্ঠান শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী প্রণয়ন করে নিষ্প্রাণ অবস্থায় তাঁরা বৈঠক থেকে উঠে এলেন।

আল-আজাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা কিছু না রেখে আল-আজাদকে নিয়ে ব্যস্ত হলেন সুলতান। এ নিয়ে সভাকবিদের তামাম আক্রোশ ঘুরে ফিরে এসে ঘাড়ে পড়লো আল-আজাদের। কোথাকার কে এক নগণ্য নফর এসে তাঁদের সকলের সমুন্নত ইজ্জত এইভাবে মিস্মার করে দেবে, নাম গোত্রহীন তুচ্ছ এক নাবালক উড়ে এসে জুড়ে বসে মাতব্বরী করবে তাঁদের উপর, এ যাতনা সামাল দেয়ার তাকত সভাকবিদের একজনেরও ছিল না। তাঁদের দলভুক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মর্মব্যথা একটি। সেটা হলো, তাঁদের স্বজাতির প্রাধান্য তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলেন। সভাকবিদের মর্মব্যথা দ্বিবিধ। স্বজাতির প্রাধান্য তো প্রতিষ্ঠিত হলোই না, তদুপরি কবি হিসেবে রাজসভায় তাদের অপ্রতিহত প্রাধান্যটুকুও নস্যাৎ হয়ে গেল। এ বেদনার তুলনা নেই। ফলে, দুর্বিসহ পথের কাঁটা হিসেবে আল-আজাদ সভাকবিদের সকলের বিষ নজরে পড়লেন। আগামী কাব্য সভায় কোন্ ভূমিকা নেবেন তাঁরা, আল আজাদকে কোন প্রকিয়ায় আস্তাকুঁড়ে ফেলবেন, এই ভাবনায় সভাকবিরা অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু এ ভাবনা সভাকবিদের অধিক ভাবতে হলো না। আগত কাব্য সভা আগত থেকেই মিলিয়ে গেল, সে কাব্য সভা আর এলো না। সুলতানের সে কাব্য সভা পুনরায় বানচাল হয়ে গেল। বানচাল করলেন ত্রিপুরা রাজ ধন মানিক্য।

পরিকল্পনা গ্রহণের কয়েকদিন পরেই দুই তিনজন সঙ্গী সাথী সহ ত্রিপুরার সীমান্ত থেকে রাত্রিকালে পড়িমরি ছুটে এলো গোয়েন্দা শুকুরউদ্দীন। তামাম একডালা তখন গভীর নিদে অচেতন। শুকুরদ্দীন এসে শমশের আলীকে ঘুম থেকে তুললেন এবং বাঙ্গালা মুলুকের পূর্ব সীমান্তে ত্রিপুরা রাজ ধনমানিক্যের সহিংস কার্যকলাপের বিবরণ দিতে লাগলেন।

রাত তখন অনেকখানি বাকী ছিল। শুকুরউদ্দীনের বিবরণ শুনতে শুনতে এবং তাকে নানাবিধ প্রশ্ন করে সমুদয় ব্যাপার বুঝে নিতেই সকাল হয়ে গেল। ফজরের নামায আদায় করেই শমশের আলী শুকুরউদ্দীনকে সাথে নিয়ে উজিরে আজম খান রুকন খান সরহাটির কাছে গেলেন এবং সর্বপ্রথম তাঁর সাথেই এ নিয়ে আলাপ করলেন। ঘটনার আকস্মিকতা ও গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে উজিরে আজম তৎক্ষণাৎ শাহী প্রাসাদে ছুটলেন। সেখানে গিয়ে মুসিবতের ইংগিতটুকু দিয়েই কিছু

www.amarboi.org

সালার ও সভাসদদের নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে দরবার ডাকার জন্যে তিনি সুলতানের কাছে আরজ পেশ করলেন।

কয়েকজন সালার ও নির্দিষ্ট কিছু সভাসদদের নিয়ে অসময়ে দরবার বসে গেল। উজির হামিদ খান ও শমশের আলীকে সঙ্গে নিয়ে উজিরে আজম রুকন খান সরহাটি সাহেব দরবার কক্ষে হাজির হলেন। একটু পরেই সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ দরবারে তসরিফ আনলেন। উজিরে আজম সবি বললেন—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এক নয়া দুশমনের হামলায় বাঙ্গালা মুলুক আক্রান্ত হয়েছে বলেই জাঁহাপনাকে তকলিফ দিতে বাধ্য হলাম আমি।

শাহান শাহ কিছু ইংগিত পেয়েছিলেন। তাই তিনি বললেন—নয়া দুশমন মানে ঐ ত্রিপুরা রাজ?

ঃ জি জনাব। ত্রিপুরা রাজ ধন মানিক্য বাঙ্গালা মুলুকের উপর চড়াও হয়ে বাঙ্গালা মুলুকের কিয়দংশ দখল করে নিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে আমাদের যুদ্ধ যাত্রা করার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিষয়টি এমন গুরুত্বপূর্ণ বলেই এটাকে দরবারে তোলার প্রয়োজন বোধ করেছি।

শাহান শাহ সবিস্ময়ে বললেন—ব্যাপারটা কি? একেবারে যুদ্ধ যাত্রা করারই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? সীমান্ত রক্ষীদের আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে ঘটনা?

ঃ জি। ঘটনাটা তাই-ই।

ঃ তাজ্জব! তাহলে ঘটনাটা এবার বিস্তারিত বলুন।

ঃ ঘটনাটা শমশের আলীই বলুক জনাব। সেও এই দরবারে হাজির আছে। আমাদের চেয়ে ঘটনাটা তারই বেশী জানা।

শাহান শাহর অনুমতি পেয়ে শমশের আলী তাজিমের সাথে বললেন—ত্রিপুরা রাজ ধন মানিক্য বিনা উস্কানীতে ও পরিকল্পিতভাবে বাঙ্গালা মুলুকের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেছে জনাব। তাঁর বাহিনী অতর্কিতে হামলা করে আমাদের সীমান্তের ব্যাপক এলাকা দখল করে নিয়েছে।

ঃ ব্যাপক এলাকা! কোন কোন এলাকা?

ঃ পূর্ব সীমান্তের গঙ্গা মণ্ডল, পাটিকারা, কৈলাসহর, মেহেরকুল, বেজোরা, ভানুগাছি, বিষ্ণুজুড়ি, লাঙলা—এসব তামাম অঞ্চল দখল করে নিয়েছে জনাব। একদম সীমান্তের মাথায় অবস্থিত এ সমস্ত এলাকা ত্রিপুরার সীমানার অনেক বাইরে আর বাঙ্গালার সুলতানের প্রতি অনুগত এলাকা। প্রশাসনের দিক দিয়েও বাঙ্গালার শাসনভুক্ত এলাকা এসব।

শাহান শাহর চোখের নজর স্থির হলো। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বটে! সীমান্তের এ এলাকাগুলো ধনমানিক্য দখল করে নিয়েছে?

ঃ স্রেফ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলোই নয়। জাঁহাপনা সীমান্ত পার হয়ে ধনমানিক্যের ফৌজ বাঙ্গালা মুলুকের অনেক গভীরে ঢুকেছে এবং খণ্ডল দেশ দখল করে নিয়েছে।

চমকে উঠলেন সুলতান। বললেন—খণ্ডল তারা দখল করে নিয়েছে?

ঃ খণ্ডল এখন ত্রিপুরা রাজের জমিন। ত্রিপুরা রাজ সেখানে তাঁর নিজস্ব প্রশাসক নিয়োগ করেছেন আর ত্রিপুরার রাজ্যাংশ হিসেবে তাঁর শাসন সেখানে কায়েম করার কোশেশ করছেন।

www.amarboi.org

শাহান শাহর দুই চোখ দপ করে জ্বলে উঠলো। তাঁর মুখমণ্ডল ইস্পাতবৎ কঠিন হয়ে গেল। ক্ষণকাল নীরব থেকে তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আমি ভেবে পাচ্ছিনে, ধন মানিক্যের দীলে হঠাৎ এত সাহস কি করে পয়দা হলো।

শমশের আলী এর জবাবে বললেন—স্বাভাবিক কারণেই এ সাহস তাঁর দীলে পয়দা হয়েছে জনাব। বাঙ্গালার শাহান শাহকে বিরামহীনভাবে কামতা, কামরূপ, অহম, উৎকল ও নবদ্বীপের সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে দেখে ত্রিপুরা রাজের দীলে স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণা পয়দা হয়েছে যে, আঘাতে আঘাতে বাঙ্গালার শক্তি এখন নিতান্তই কমজোর, বাঙ্গালা মুলুককে ঘায়েল করার এই সময়ই মোক্ষম সময়।

ঃ মোক্ষম সময়? আমাদের মুয়াজ্জমাবাদ প্রদেশের প্রশাসক ওখানে তাহলে বসে বসে করছেন কি? ত্রিপুরার ফৌজ আমার মুলুকের এত গভীরে প্রবেশ করলো, আর মুয়াজ্জমাবাদের প্রশাসক খালিস খান সাহেব কি সোনার গাঁয়ের প্রাসাদে আরামে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন?

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ তিনি ওখানে থাকতে ত্রিপুরা রাজ এতটা অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হলো কি করে?

ঃ সবই তাঁর অলক্ষ্যে ঘটেছে জনাব। খালিস খান সাহেবের নজর এড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ গোপনে সৈন্য প্রেরণ করেছেন আর অতর্কিতে এসব অঞ্চল দখল করে নিয়েছেন।

ঃ অসম্ভব। এত ঘটনা ঘটে গেল, খণ্ডলও তারা দখল করে নিয়ে সেখানে তাদের নিজস্ব প্রশাসক নিয়োগ করলো, আর খালিস খান কিছুই টের পেলেন না? সত্যি কথা বলো শমশের আলী, খালিস খান কি তাহলে বিশ্বাস হন্তা?

ঃ জিনা মেহেরবান। তিনি সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত। এত দ্রুতগতিতে আর অতর্কিতে ঘটে গেছে ঘটনা যে, প্রাথমিকভাবে কিছুই তিনি ঠাহর করতে পারেননি। আমাদের ঐ পূর্বসীমানা বরাবরই শান্ত আর নির্ঝঞ্ঝাট সীমানা বোধে ওদিকে তার তীক্ষ্ণ নজর ছিল না। আর এতে করেই অকস্মাৎ এসব কিছু ঘটে গেছে।

ঃ তীক্ষ্ণ নজর না থাকাটাও মস্তবড় গাফলতি। তা থাক। এখন? এখন তাহলে কি ভূমিকা পালন করছেন তিনি?

ঃ এখন তিনি প্রাণপণে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে লড়ছেন জনাব। টের পেয়েই তিনি সর্বাগ্রে খণ্ডলে ছুটে এসে ত্রিপুরার ফৌজকে তাড়া করে খণ্ডলের বাইরে নিয়ে গেছেন। সেই সাথে খণ্ডলের শীর্ষস্থানীয় ও জনাবের একান্ত অনুগত নেতৃবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরার রাজ কর্তৃক নিয়োজিত খণ্ডলের সেই প্রশাসক ধৃত ও কয়েদ হয়েছে জনাব।

ঃ কয়েদ হয়েছে?

ঃ জি জনাব। তাকে কয়েদ করে আমাদের সেপাইদের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

শাহান শাহ এবার খুশী হয়ে বললেন—সাব্বাস! তাহলে কোথায় সেই কয়েদী?

ঃ গত পরশুর ঘটনা। জনাবের সমীপেই তাকে প্রেরণ করার কথা আমার লোকেরা শুনে এসেছে। যদি গতকাল সকালেও তাকে প্রেরণ করে থাকে, আজ তাহলে অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েদী এসে একডালায় পৌঁছবে।

ঃ বহুত খুব! আসুক। নরাধমকে আমি পচিয়ে মারবো কয়েদখানায়। এখন বলো, খালিস খান সাহেব কি খণ্ডলেই লড়ছেন?

www.amarboi.org

ঃ জিনা জাঁহাপনা। ত্রিপুরার ফৌজকে তাড়া করে নিয়ে তিনি সীমান্তের দিকে গেছেন। আমার গোয়েন্দাদের খবর, তিনি এখন ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ঐ সীমান্তেই লড়ছেন।

ঃ মারহাবা ! তাঁকে মদদ দেয়ার জন্যে এখনই আমি আরো কিছু সৈন্য প্রেরণ করছি। শৃগালের দলটাকে আচ্ছা মতো তাড়া করে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দিক তারা।

ঃ জি ?

ঃ ঘটনাটা একেবারে আকস্মিক সত্যি। ত্রিপুরা রাজের এ আচরণ বিলকুল নূতন। কিন্তু তোমরা আমাকে যতটা ভাবিয়ে তুলেছিলে, এখন দেখছি ঘটনাটা তত মারাত্মক নয়। এটা সীমান্তের গোলমাল আর তা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। আরো কিছু ফৌজ গিয়ে সীমান্তে দাঁড়ালেই ত্রিপুরা রাজ খামুশ হয়ে যাবেন।

ঃ কিন্তু—

ঃ খামাখা মশা মারতে কামান দাগার মতো সবাইকে তোমরা ব্যস্ত করে তুলেছো। সীমান্তের এসব গোলমাল অনেকটা মামুলী আর আটপৌরে ব্যাপার। এ নিয়ে অধিক ব্যস্ত হওয়ার কিছুই এখানে নেই।

শমশের আলী সুলতানের সাথে একমত হতে পারলেন না। তিনি আপত্তি তুলে বললেন—কিন্তু আমার ধারণা, ব্যাপারটা ঠিক সে পর্যায়ের নয় জাঁহাপনা। সীমান্তের ঘটনা হলেও, এ ঘটনা মামুলী মোটেই নয়। ত্রিপুরা রাজ এত অল্পতেই ঘাবড়ে যাবেন, এমনটি মনে করার যুক্তি কিছুই নেই।

স্বাভাবিকভাবেই সুলতান এতে নাখোশ হলেন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—অর্থাৎ ?

ঃ কিছু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণই যথেষ্ট নয় জনাব। উপযুক্ত সৈন্য-সামন্ত ও রণ সম্ভার সহকারে দক্ষ সেনাপতিদের মাধ্যমে এক্ষুণি আমাদের ত্রিপুরার বিরুদ্ধে শক্ত অভিযান চালানো প্রয়োজন। এটা অত্যন্ত জরুরী।

ঃ জরুরী ?

ঃ জি-হাঁ জাঁহাপনা। আমার বিশ্বাস ত্রিপুরা রাজের এ উদ্যোগ ঠুনকো নয়। মজবুতভাবে যুদ্ধ যাত্রা করাই আমাদের একমাত্র কাজ এখন। যথা সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ভুল করার অবকাশ আমাদের নেই।

শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এবার যথার্থই রুষ্ট হলেন। শমশের আলী অত্যন্ত বিশ্বস্ত আর স্নেহভাজন বলেই তিনি ক্রোধ প্রকাশ না করে নিজেকে সংযত করে নিলেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—শমশের আলী, তুমি গোয়েন্দা। তোমার কাজ খবর সংগ্রহ করা আর তা পরিবেশন করা। তোমার কর্তব্য তুমি যথাযথ পালন করেছো আর সে জন্যে তোমাকে মোবারকবাদ জানাই। কিন্তু পদক্ষেপ গ্রহণের কাজটা তোমার নয়। ওটা আমার। খবর অনুযায়ী আমি বা আমরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচিন বোধ করবো, সেই পদক্ষেপই গ্রহণ করা হবে। কাজেই আমি আশা করি, এ নিয়ে তুমি আর কিছু বলবে না।

শমশের আলী ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি এরপর আর কথা বলার মওকা নেই দেখে তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

উজির সাহেবেরাও অনেকেই সুলতানের এই মনোভাব সমর্থন করতে পারলেন না। সুলতান ভুল করছেন এমন ধারণা তাঁদের মনেও দেখা দিলো। তাই কিছুটা ইতস্তত করে হামিদ খান সাহেব বললেন—এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য ছিল জনাব !

www.amarboi.org

সুলতান বললেন—বলনু—

ঃ ব্যাপারটা সীমান্তের ঠিকই, কিন্তু খালিস খান সাহেব একা ওখানে লড়ছেন। কিছু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণই যথেষ্ট তো নাও হতে পারে। সীমান্তের ঝুঁকিটা বড় হয়ে দেখা দিলে—

হাত তুলে হামিদ খানকে থামিয়ে দিয়ে সুলতান বললেন—সীমান্ত রক্ষীকেই তার মোকাবেলা করতে হবে। খালিস খান সাহেব শুধু মুয়াজ্জমাবাদের প্রশাসকই নন, বাঙ্গালা মুলুকের পূব সীমান্তের সীমান্তরক্ষীও বটেন। সীমান্তরক্ষীদের কাজই সীমান্ত রক্ষা করা। সেই কাজেই সীমান্তে তাদের রাখা হয়।

হামিদ খান সাহেব ইতস্তত করতে লাগলেন। তা দেখে সুলতান ফের বললেন—সীমান্তে কোন গোলমাল দেখা দিলেই যদি সুলতানকে সেখানে সদলবলে অভিযান চালাতে হয়, তাহলে তাদের আর সেখানে রাখার গরজটা কি থাকে ?

সভাসদদের মধ্যে সনাতন সাহেব, রূপ সাহেব, কেশবছত্রী প্রমুখ তাঁদের দলের অনেকেই হাজির ছিলেন। এতদিনে সত্যিই ধনমানিক্য মাঠে নেমেছেন, এ খবর তাদের কাছে অশুভ খবর ছিল না। সুতরাং একঢিলে দুই পাখী মারার মওকা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন। ধনমানিক্যের ইষ্ট চিন্তায় ও সেই সাথে শাহান শাহকে খুশী করার মানসে তাঁরা সোচ্চার কণ্ঠে সমর্থন দিয়ে বললেন—ঠিক-ঠিক। দানেশমান্দ্ আলমপনার এ বক্তব্যের মধ্যে একচুল ফাঁক নেই। একেবারে যুক্তিযুক্ত কথা। যার যেটা কাজ তাকেই সেটা করতে হবে, এর মধ্যে আর দ্বিরুক্তির কি আছে!

সমর্থন পেয়ে সুলতান আরো শক্ত হয়ে গেলেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে হামিদ খান সাহেবও আর কথা বললেন না। উপস্থিত সালারদেরও সমর্থন পাওয়ার ইচ্ছায় সুলতান তাঁদের প্রশ্ন করলেন—আপনারা কি বলেন ? খালিস খানের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্য প্রেরণই কি যথেষ্ট নয় এই অবস্থায় ?

সেনাপতিরা চিন্তায় পড়ে গেলেন। কি বলবেন তাঁরা ? উৎকল রাজের সাথে বাঙ্গালা মুলুকের সংঘর্ষ পুরাতন সংঘর্ষ। উৎকল রাজের মনমানসিকতা ও তাঁর শক্তি সামর্থের খবর সেনাপতিরা সবিশেষ জানতেন। তাই তাঁরা সহজেই উৎকলের ব্যাপারে মতামত দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার হামলা একেবারেই নয়া হামলা। ত্রিপুরা রাজের উদ্দেশ্য ও বাহুবল সম্পর্কে তাঁদের যথাযথ ধারণা নেই। সুতরাং কিছু সংখ্যক সৈন্য পাঠানোই যথেষ্ট কি যথেষ্ট নয়, এটা জোর দিয়ে বলার মতো অবলম্বন তাঁরা পেলেন না। ওদিকে আবার সুলতানের মানসিকতাও তাঁরা যথার্থই জানেন। ভাল হোক, মন্দ হোক, সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ একবার যা বোঝেন আর একবার যেদিকে ঝুঁকে পড়েন, সেখান থেকে তাঁকে সরানোও দুরূহ কাজ। ফলে, শমশের আলীর অভিমতটা তাঁদের মনে কিছুটা ধরলেও সেটাকে শক্ত করে দাঁড় করানোর মতো অকাট্য যুক্তি তাঁদের ছিল না। তাই, কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সালারদের মধ্য থেকে হৈতন খান সাহেব ইতস্তত করে বললেন—জাঁহাপনা যা ভাল বিবেচনা করছেন, এর উপর আর কথা বলার মওকা কিছু দেখছিনে। সবই যখন অন্ধকারের গর্ভে, তখন অনুমানের উপর কোন বিকল্প অভিমত প্রকাশ করাও ঠিক নয়।

ইতিমধ্যে দরবার কক্ষের দ্বারে হৈচৈ শুরু হলো। দরবার রক্ষক শেখ মুয়াজ্জেম ছুটে এসে জানালেন, খণ্ডলের সেই বন্দি প্রশাসককে দরবার দ্বারে হাজির করা হয়েছে। শুনেই গোটা দরবার উদগ্রীব হয়ে উঠলো। শাহান শাহও উৎসাহভরে বললেন—ভেজ্ দাও উস্‌কো—

www.amarboi.org

একটু পরেই কয়েদীকে এনে সুলতানের সামনে দাঁড় করানো হলো। সুলতান তাকে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—তুমি খণ্ডলের প্রশাসক ?

কিছুমাত্র সৌজন্য প্রকাশ না করে বন্দি প্রশাসক দম্ভভরে বললো—তুমি নয়, আপনি বলুন। আমি রাজাধিরাজ ধনমানিক্যের কর্মচারী, আপনার নই।

সংগত কারণেই সুলতান এতে গোস্বা হলেন। তবু তিনি নিজেকে সংযত করে বললেন—তুমি ধনমানিক্যের কর্মচারী, ভাল কথা। কিন্তু ধনমানিক্যের কর্মচারী হয়ে তুমি আমার এলাকার প্রশাসক হলে কোন্ সাহসে ?

কয়েদী ফের ঐ একই রকম দম্ভভরে বললো—আপনার নয়, ওটা মহারাজের এলাকা। মহারাজের ইচ্ছে হয়েছে, তাই আমি সেখানকার প্রশাসক হয়ে এসেছি। মহারাজের ইচ্ছের উপর কথা আছে ? মহারাজের সেই ইচ্ছাকে অবমাননা করে আপনার সেপাইরা কয়েদ করেছে আমাকে। এই গুরু অপরাধের কি শাস্তি আপনি আপনার সেপাইদের দিচ্ছেন, তাই আমি জানতে চাই। আর কোন কথা শুনতে চাইনে।

ঃ বটে ! আমার সেপাইদের শাস্তি দেবো আমি ?

ঃ একশোবার দেবেন। মহাপ্রতাপ মহারাজ ধনমানিক্যের লোকের গায়ে হাত তুলেছে যারা, তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে মহারাজের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা না করলে যে রক্ষে নেই আপনার, সে কথাটা ভেবে দেখছেন না কেন ? তুচ্ছ এই বাঙ্গালার সুলতানের এতবড় অপরাধ ক্ষমা করবেন তিনি ?

দরবারটা গরম হয়ে উঠলো। কিন্তু অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন সুলতান। হাত তুলে দরবারীদের থামিয়ে দিয়ে তিনি ক্রোধ চেপে বললেন—বাঙ্গালা মুলুক তুচ্ছ ?

ঃ তুচ্ছাতি তুচ্ছ। বিপুল শক্তির আধার ত্রিপুরা রাজ্যের তুলনায় বাঙ্গালা মুলুক পর্বতের সামনে উইয়ের ঢিপি মাত্র। কাজেই, যদি বাঁচতে চান, সসম্মানে মুক্তি দিয়ে যথাযথ মর্যাদার সাথে আমাকে ত্রিপুরায় পৌঁছে দিন আর মহারাজের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন। নচেৎ—

এবার ফেটে পড়লেন সুলতান। সগর্জনে বললেন—নচেৎ ?

কয়েদী তবুও বিক্রম দেখিয়ে বললো—এ খবরে মহারাজের কানে যাওয়া মাত্র বাঙ্গালা মুলুক চষে ফেলবেন তিনি। গোটা বিশ্ব যার ভয়ে থর থর করে কাঁপে, তাঁর লোককে বন্দি করে বাঙ্গালা মুলুকে টেনে আনে, তুচ্ছ যবনদের এত দুঃসাহস ?

অর্বাচীন কয়েদী বাঙ্গালা মুলুকের সামর্থের খবর কিছুমাত্র জানতো না। বিনা বাধায় একের পর এক অনেকগুলো এলাকা দখল করার উল্লাসে তার দীলে এই ধারণাই জন্মেছিল যে, বাঙ্গালা মুলুকের শক্তি তৃণ খণ্ডের চেয়েও নগণ্য এক শক্তি। ত্রিপুরা রাজের মোকাবেলা করার তিল পরিমাণ তাকত্ও তার নেই। তাই সে ভেবেছিল, দুর্বলতা প্রকাশ না করে দম্ভভরে ভয় দেখালেই বাঙ্গালার সুলতান ঘাবড়ে গিয়ে তাকে সসম্মানে ত্রিপুরায় পৌঁছে দেবে। বেচারী অপোগণ্ড। সংযত ও বিনীত আচরণ করলে, ধনমানিক্যের আজ্ঞাধীন দাস বোধে সুলতান হয়তো লঘুদণ্ডই দিতেন তাকে। কিন্তু সে অবকাশ সে রাখলো না। দরবারীরা উষ্ণ হয়ে উঠলেও কিছুটা কৌতুকবোধ করেই সুলতান এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। অর্বাচীনের এই শেষোক্তির প্রেক্ষিতে তামাম বাঁধ ভেঙ্গে গেল। দরবারটা গোটাই হৈ হৈ করে উঠলো।

www.amarboi.org

ক্রোধোন্মত্ত শাহান শাহ প্রহরীদের উদ্দেশ্যে মহাক্রোশে বললেন—যাও, এই নরাধমকে নিয়ে গিয়ে এক্ষুণি পাগলা হাতীর পায়ের তলে ফেলে দাও, এক্ষুণি—

শাহান শাহ দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাতীর পায়ের নিষ্পেষণে নির্বোধ ও দাম্ভিক ঐ প্রশাসকের প্রাণপাখী খাঁচা ছেড়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। অতঃপর শাহান শাহর নির্দেশে সেনাপতি হৈতন খান সেই দিনই কিছু সংখ্যক সৈন্যের একটি ছোট খাটো দল খালিস খানের সাহায্যার্থে সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন।

দরবার থেকে ফিরে এসে শমশের আলী দেখলেন, আল আজাদ কবিতা লেখা নিয়ে বিভোর হয়ে বসে আছেন। বেলাটা গড়িয়ে গেছে, তবু তাঁর নাওয়া খাওয়া নেই। দরজাটা খোলা দেখে শমশের আলী তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন এবং ভারিক্কি কণ্ঠে বললেন—এই যে কবি সাহেব, এখন দিন না রাত, সেটা খেয়াল আছে?

আল-আজাদের কিছুই খেয়াল ছিল না। শমশের আলীর উপস্থিতিটাও টের পাননি তিনি। তাই কিঞ্চিৎ চমকে উঠে খাতা থেকে মুখ তুললেন আল-আজাদ এবং ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—কে? ও, তুমি?

ঃ সূরুজটা এখন কোন দিকে? আসমানের পূবে না পশ্চিমে?

ঃ সূরুজ? নাতো, সেটা খেয়াল করে দেখিনি। বেলা কি গড়িয়ে গেছে?

ঃ না-না, কে বললে? সবেমাত্র সূরজটা পূব গগণে উঁকি দিচ্ছে। পাগল আর বলে কাকে? কয়দিন ধরেই দেখছি, কবিতা লেখা নিয়ে আবার তুমি আগের চেয়েও অধিক পরিমাণ মাতামাতি শুরু করেছো। ব্যাপারটা কি?

আল-আজাদ হেসে বললেন—আর বলো না দোস্ত। এবার উস্তাদ-সাগরিদের লড়াই। উস্তাদকে তো হারলে চলবে না?

ঃ উস্তাদ-সাগরিদের লড়াই! কিসের লড়াই?

ঃ কবিতার লড়াই। আবার কাব্যানুষ্ঠান হচ্ছে, সে খবর রাখো?

ঃ কাব্যানুষ্ঠান হচ্ছে?

ঃ দুরমারভাবে হচ্ছে। শুধু গোয়েন্দা তাড়িয়েই বেড়াও, দেশ দুনিয়ার কোনই খবর রাখো না? এবার সেই কাব্যানুষ্ঠানে শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমও কবিতা পাঠ করবেন, আমিও কবিতা পাঠ করবো। কাজেই বুঝতে পারছো, উস্তাদ-সাগরিদের লড়াইটা কেমন শক্ত লড়াই হবে।

ঃ শক্ত লড়াই হবে?

ঃ শাহজাদীর কবিতার হাতও এখন খুব দবেজ। অদ্ভুত তিনি লেখেন। সেখানে আমার কবিতা কমজোর হলে চলবে কেন? উস্তাদের বদনামী হয়ে যাবে না?

ঃ আচ্ছা। ঘটনা তাহলে এই? মানে কাব্যানুষ্ঠান হচ্ছে আর তারই প্রস্তুতি চলছে?

ঃ জি। এবারের আনজাম আরো তাগড়া। এ নিয়ে রাজধানীতে হৈচৈ পড়ে গেছে আর এসব খবর কিছুই তুমি রাখো না? কিসের যে গোয়েন্দাগিরি করো তুমি দোস্ত, তা বুঝিনে। আমি যেটুকু খবর রাখি, তাও তুমি রাখো না?

মুচকি হেসে শমশের আলী বললেন—তা রাখা সম্ভব? কলকের দম দিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকলে ত্রিভুবনের তামাম খবর হুড় হুড় করে এসে মগজের মধ্যে ঢুকে

www.amarboi.org

পড়ে। অত খবর আমি পাবো কোথায় ? আমি শুধু একটা খবরই জানি আর সেটা হলো, তুমি কিছুই জানো না।

ঃ কিছুই জানিনে মানে ?

ঃ মানে তোমার সেই কাব্যানুষ্ঠানটাই যে হচ্ছে না, এটুকুও তুমি জানো না।

ঃ হোচ্ছে না ! গাঁজা খেয়েছো তুমি ?

ঃ আমি খাবো কেন ? ওটা তো তোমারই দৈনন্দিন খোরাক। আরো বেশী করে খাও, তাহলে আর কোন খবরই রাখার জরুরত হবে না। আহম্মক কোথাকার !

আল-আজাদ উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। শমশের আলীর দিকে তড়িৎ বেগে ঘুরে বসে তিনি সবিস্ময়ে বললেন—কি ব্যাপার দোস্ত ? কাব্যানুষ্ঠান হচ্ছে না মানে ? মোজাক্ করছো নাতো ?

ঃ মোজাক্ ! ঘরের মধ্যে বসে থেকে আসমান-জমিন ঘুরছো, ঘরখানার বাইরে যে কি হচ্ছে, কিছুই টের পেলে না ? সকাল থেকে এই যে এত ছুট্‌পিট আর হৈচৈ, এসব কিছুই তোমার কানে এসে ঢুকলো না ?

ঃ নাতো ! কি হয়েছে ? কোন অঘটন কিছু নাকি ?

ঃ জব্বোর অঘটন। ত্রিপুরা রাজ বাঙ্গালা মুলুক আক্রমণ করেছে। দেশটাই এখন চলে যাওয়ার পথে। তোমার কাব্যানুষ্ঠান থাকবে আর কোথায় ?

ঃ সেকি ! শাহান শাহ্ কি লড়াই করতে যাচ্ছেন তাহলে ?

ঃ শাহান শাহ্ না গেলেও, তাঁর সৈন্য সামন্ত যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এরপরও আরো অনেককেই যেতে হবে হৈহৈ করে। শাহান শাহর মাথা তখন ঠিক থাকবে কিছু ?

আল-আজাদ হতাশ কণ্ঠে বললেন—বলো কি ! তাহলে কাব্যানুষ্ঠান হচ্ছে না ?

ঃ আমি তো সে সম্ভাবনা দেখছিনে। দেশ রক্ষা ফরজ হয়ে দাঁড়ালে, কাব্য-কবিতা মফলের কাতারেও পড়বে না।

আল-আজাদ খামুশ হয়ে গেলেন। ক্ষণিক নীরব থেকে সখেদে বললেন —ইশ্ ! এমন হলে তো মস্তবড় আফ্‌সোসের কথা দোস্ত ! এত উদ্যম-উদ্যোগের আয়োজন। আচানকভাবে এটা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে দীলে অনেকের বড়ই চোট্ লাগ্‌বে।

শমশের আলী ভ্রূকুটি করে বললেন—আর কারো না লাগলেও, আমার দোস্তের দীলে যে জিয়াদা চোট্ লাগবে, তাতো বুঝতেই পারছি।

আল-আজাদ প্রতিবাদ করে বললেন—স্রেফ আমার দীলে ? কতটুকু খবর রাখো তুমি ? এটা অনেকের দীলেই লাগবে। বিশেষ করে শাহজাদী একথা শুনলে একেবারেই ভেঙ্গে পড়বেন।

ঃ ভেঙ্গে পড়বেন ?

ঃ পড়বেন না ? এইটেই তাঁর সর্বপ্রথম উদ্যোগ। এ উদ্যোগ বানচাল হলে এটা যে তাঁর দীলে কতটা বাজবে, তা তুমি বুঝবে কি। আমি সেটা বুঝতে পারছি। আহা বেচারী !

আল-আজাদের চোখে মুখে বেদনা ফুটে উঠলো। তিনি আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে নিলেন। তা দেখে শমশের আলী জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতের সাথে বাজিয়ে আফসোস্ সূচক শব্দ তুললেন এবং আফসোসের সুরে বললেন—আহা বেচারা।

আল-আজাদ মুখ তুলে বললেন—মানে ?

ঃ কিছু নয়। তুমি তোমার বেচারীর কথা ভাবছো, আমি আমার বেচারার কথা ভাবছি।

www.amarboi.org

ঃ বেচারার কথা ভাবছো?

ঃ ভাববো না? বেচারীর ভাবনায় বেচারাটা আমার বেকারার হয়ে গেছে, তা দেখে আর স্থির থাকা যায়?

আল-আজাদ কপট রোষে বললেন—দোস্ত!

ঃ একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠেই বেঁধে ফেলেছে, নাকি বলো? শক্ত বাঁধনে বাঁধা না পড়লে এ দরদ তো উথ্লে উঠে না অমনি-অমনি? আগুন তাহলে জ্বলছেই?

ঃ আগুন।

ঃ হ্যাঁ। খড় আগুন যখন এক জায়গায় হলো, তখনই আমি বুঝে নিয়েছি, না জ্বলে আর পারে না।

আল-আজাদ এবার অল্প একটু হাসলেন। হাসিমুখে বললেন—দেখো দোস্ত, তুমি যা ভাবো, আসলে ব্যাপারটা তার উল্টো। ঐ শাহজাদী আর পাঁচটা আউরাতের মতো কোন ফালতু আউরাত নন। অত্যন্ত সংযত সৎ আর দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে উনি। আমি উনাকে প্রশংসার চোখে দেখি।

ঃ এবং উনিও তোমাকে প্রশংসার চোখেই দেখেন। অতএব, একে একে দুই।

শমশের আলী সশব্দে হেসে উঠলেন। আল-আজাদ প্রতিবাদ করতে গেলেন। শমশের আলী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ডুবেছো যখন, তখন আরো ভাল করেই ডোবার কিস্‌মত হোক তোমার, আমি এই কামনাই করি। কিন্তু এসব কথা থাক এখন। এবার উঠো তো দেখি। বেলা আর বেশী নেই। এখন উঠে গিয়ে গোছল খাওয়া করো। যাও–যাও—। শুধু কবিতার দিকেই তাকিয়ো না, নিজের শরীরটার দিকেও তাকাও একটু—

শমশের আলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আল-আজাদও অগত্যা উঠলেন। কাব্য সভা বন্ধ হওয়ার কথা উঠায় তিনি মনমরা হয়ে গেলেন। নাওয়া-খাওয়া করতেই বেলা সেদিন শেষ হয়ে গেল। কবিতা লেখায় আর তিনি মন বসাতে পারলেন না। কাব্যানুষ্ঠানের ভবিষ্যতটা সত্যি সত্যিই কি, তা জানার জন্যে মন তাঁর উসখুস করতে লাগলো। ফলে, শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমের কাছে কাব্য চর্চায় যাওয়ার দিন না হলেও, পরের দিন সকালেই তিনি তাঁর কাছে ছুটলেন।

নির্জীব হয়ে আল-আজাদ শাহী প্রাসাদে গেলেন। শাহজাদী আরজুর সাথে আলাপ করে যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন তিনি প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল এক মানুষ। মকানে ফিরে নিজের ঘরে না গিয়ে তিনি শমশের আলীর ঘরে আগে ঢুকলেন। শমশের আলী ঘরের মধ্যেই কাগজ পত্রের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁকে দেখেই মুন্সিয়ানা সুরে আল-আজাদ বললেন—এই যে গোয়েন্দা সাহেব, এই রকমই গোয়েন্দাগিরি করো তুমি? দেশটাকে তো ডোবাবে তুমি দেখছি।

কাগজ থেকে মুখে তুলে শমশের আলী হাসিমুখে বললেন—কি রকম?

ঃ সঠিক কিছু না জেনে স্রেফ অনুমানের উপরই খবর-তথ্য দাও নাকি তুমি শাহান শাহকে? ধরা পড়লে তো মারা পড়বে নির্ঘাত।

ঃ মারা পড়বো?

ঃ নিশ্চয়ই পড়বে। গাঁজাগুলের গোয়েন্দাগিরি টিকে থাকবে কয়দিন?

ঃ তার অর্থ?

ঃ কে বললে কাব্যানুষ্ঠান হবে না? আলবত্ হবে।

www.amarboi.org

ঃ হবে ?

ঃ জরুর। শাহজাদীর কাছে গিয়ে এইমাত্র খবর নিয়ে এলাম। লড়াইয়ের কথা শুনে শাহজাদীও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। শাহান শাহকে জিজ্ঞাসা করলে, শাহান শাহ তাঁকে হাসিমুখে জানিয়েছেন, এ জন্যে কাব্যানুষ্ঠান বন্ধ হওয়ার কারণ নেই। কোন পূর্ণ যুদ্ধ নয়, স্রেফ এটা সীমান্তের এক গোলমাল। এমন গোলমাল একটা রাজ্যের নানা প্রান্তে লেগেই থাকে হরওয়াক্ত। উৎকলের সীমান্তেও আছে। সে জন্যে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত কখনও হয় না। শাহান শাহ জোর দিয়ে জানিয়েছেন, যে তারিখে হওয়ার কথা, কাব্যানুষ্ঠান ঠিক সেই তারিখেই হবে এবং সাড়ম্বরে হবে।

ঃ সাড়ম্বরে হবে ?

ঃ জি। এই কথাই শাহজাদী জানালেন।

ঃ ও; তোমার তো আবার খবরের দপ্তর আলাদা। শাহজাদীর চন্দ্রমুখ দর্শন করলেই তোমার দুনিয়া দর্শন হয়ে যায়। কিন্তু আমার তা হয় না। কোন কিছু সম্পন্ন হওয়ার পূর্বতক্ আমার মনে সন্দেহ কিছু থেকেই যায়।

ঃ ঐ সন্দেহ প্রবণ মনটাই যত অনিষ্টের মূল। বিড়াল দেখলেও ভাবো, বোধ হয় বাঘই দেখলাম। কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই তোমাদের। থাকো, ঐ মন নিয়েই থাকো। তোমার চোখের উপর কেমন ড্যাং ড্যাং করে কবিতানুষ্ঠান করি আমরা, তা দেখে নিও।

বিজয়ী বীরের মতো আল-আজ্জাদ হাসতে লাগলেন। শমশের আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তা যদি কাব্যানুষ্ঠান হয়ই, তাহলে বুঝতে হবে, নেহায়ত কিস্মতের জোরে হলো ওটা। স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথা নয়।

ঃ ফের ঐ সন্দেহ ? শাহান শাহ বলছেন, শাহজাদী বললেন, অন্য কোন কেউই এ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন না, আর তুমি বলছো, স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথা নয় ? মনে তোমার বিমার হয়েছে। চিকিৎসা করাও।

ঃ বটে।

ঃ কাব্য সভা হবে না মানে ? ওর বাপ হবে।

আল-আজ্জাদ খুশীতে ফুলতে লাগলেন। শমশের আলী বিরক্ত হয়ে বললেন—দেখো, বেশী ফাল দিও না। কাঁঠাল গাছে থাকতেই গোঁফে তেল মারা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সীমান্তের পরিস্থিতিটা আমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে না।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ কাব্যানুষ্ঠান হবেই না, আমি জোর দিয়ে একথা বলছিনে। তবে কাব্যানুষ্ঠানের দিন এখনও অনেকখানি দূরে। আগে ধৈর্য ধরে দেখো, কোথাকার পানি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে গড়ায়।

শমশের আলী ফের তাঁর কাগজ পত্রে মন দিলেন।

গোয়েন্দা শমশের আলীর কথাই শেষে ফললো। কাংক্ষিত সে কাব্যানুষ্ঠান সত্যিই শেষে হলো না। বিপত্তির শৃঙ্খলে আটকা পড়লো অনুষ্ঠান।

www.amarboi.org

অনুষ্ঠানের আগের দিন। সুলতানের দরবার কক্ষ জমজমাট। সভাসদদের বাইরেও এ দরবারে অনেকের উপস্থিতি ঘটেছে। আগামীকালের কাব্যানুষ্ঠানই এ দরবারের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। সে কারণে আল-আজাদও হাজির আছেন দরবারে। হাজির আছেন শাহজাদা ফিরুজ শাহ। তিনি আরজু বানুর প্রতিনিধি। কৌতুহল পরবশ হয়ে শমশের আলীও আল-আজাদের পেছনে এসে বসেছেন। হাসিখুশী ও রস তামাশার মধ্য দিয়ে আরজ আলাপ চলছে। শাহান শাহও অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সরস প্রশ্ন প্রস্তাব করছেন।

এর মধ্যে সুলতানের জ্যেষ্ঠ তনয় ও বাঙ্গালার ভাবী সুলতান শাহজাদা নসরত শাহ ঝড়ের বেগে হাজির হলেন দরবার কক্ষে। তাঁর চোখেমুখে ঠিকরে পড়ছে বিরক্তি ও আক্রোশ। শাহজাদার আকস্মিক এই আগমনে শাহজাদার মুখের দিকে বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইলেন শাহান শাহ। শাহজাদা নসরত শাহ এসে সরাসরি উজিরে আজম খান রুকন খান সরহাটিকে প্রশ্ন করলেন—জনাব সরহাটি সাহেব, এমন তন্ময় হয়ে কিসের আলাপ করছেন আপনারা?

উজিরে আজম স্মিতহাস্যে বললেন—কাব্য সভার শাহজাদা। স্থগিত কাব্যানুষ্ঠান অত্যন্ত শানশওকতের সাথে পুনরুদযাপনের জন্য জাঁহাপনা সদয় অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাই এ নিয়ে—

শাহজাদা নসরত শাহ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—দেশের এই দুর্দিনে জাঁহাপনার এ বিলাসিতা সাজে না। আমি ভেবে পাচ্ছিনে, উৎকল আর ত্রিপুরার মতো দুই মহাশক্তি বাঙ্গালা মুলুককে পিষে ফেলতে যখন তৎপর, তখন বাঙ্গালার শাহান শাহর এ ধরনের খাহেশ কোথা থেকে আসে?

পুত্রের এ কথায় শাহান শাহ নাখোশও হলেন যেমন, বিস্মিতও হলেন তেমনি। তিনি বিভ্রান্তভাবে প্রশ্ন করলেন—একথার অর্থ কি শাহজাদা?

নসরত শাহ অভিযোগ করে বললেন—জাঁহাপনা কি খবর রাখেন, বাঙ্গালা মুলুকের পূব অঞ্চল প্রায় গোটাই জাঁহাপনার আর নেই? তাঁর অনুগত আর নীরিহ প্রজার রক্তে সে অঞ্চলে বন্যা বয়ে যাচ্ছে?

নীরব দরবারীদের শ্বাস প্রশ্বাসও থেমে গেল। শাহান শাহ চমকে উঠে বললেন—সেকি! তার অর্থ?

ঃ অর্থটা আমার মুখে না শুনে মুয়াজ্জমাবাদের প্রশাসকের মুখেই শুনুন। ঐ উনি আসছেন—

সকলের দৃষ্টি দরবার কক্ষের দ্বারের দিকে নিবদ্ধ হলো। দ্বার প্রান্তের গুঞ্জরনের মধ্যে দিয়ে সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ মুয়াজ্জামাবাদের বিপর্যস্ত প্রশাসক খালিস খানকে সঙ্গে নিয়ে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—এমনই সব পাগলামী শুরু হয়েছে রাজধানীতে যে, কোন দুশমন এসে এই মুহূর্তে শাহী প্রাসাদটা দখল করে নিলেও তা দেখার অবসর কারো নেই। এমন একটা বিপর্যয়ের খবর নিয়ে এই খালিস খান সাহেব এসে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন, অথচ উজির নাজির পাত্র-মিত্র সবাইকে জড়ো করে নিয়ে বাঙ্গালার সুলতান দরবার কক্ষে মত্ত হয়ে আছেন। বেচারী এখন যান কোথায় আর তাঁর বক্তব্য বলেন কার কাছে? দরবার দ্বারে এসেও, সকলে মহাব্যস্ত আছেন হেতু, তাঁকে দরবার কক্ষে প্রবেশ করতেও দেয়া হয়নি। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। কি উদ্ভট কাণ্ড!

www.amarboi.org

দরবার রক্ষক শেখ মুয়াজ্জেমের অজ্ঞাতে দরবারের সরস আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন কিছু ভাবপ্রবণ দ্বাররক্ষী এই অঘটন ঘটিয়েছে। শাহজাদা মাহমুদ শাহর এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে দরবার রক্ষক শেখ মুয়াজ্জেম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু নগণ্য না হলেও, এ বিষয়ে তখন নজর দেয়ার অবকাশ কোন ব্যক্তির ছিল না। খালিস খানের চেহারা দেখে শাহান শাহ সহ দরবারীরা সকলেই আঁতকে উঠলেন। ক্ষতবিক্ষত ও ঝড়ের কাকের চেয়েও বিধ্বস্ত তাঁর চেহারা। হতবুদ্ধি সুলতান আগের মতোই বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—শাহজাদা মাহমুদ !

শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ বরাবরই কিছুটা রগচটা লোক। সৌজন্যের বাধা-বন্ধন পরিহার করে তিনি পূর্ববৎ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—শাহান শাহ যদি রাজ্য চালনায় একান্তই অপারগ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি মসনদটা আমাদের দুই ভাইয়ের যে কাউকে ছেড়ে দিয়ে অবসর নিতে পারেন। অবসর নিয়ে কাব্য-সাহিত্য বাগান-উদ্যান যা খুশী তিনি করুন, আমরা কথা বলতে যাবো না। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের চোখের উপর দিয়ে দুশমনেরা আমাদের দেশ নিয়ে যাবে, এটা কখখনো হতে পারে না।

শাহান শাহ অধৈর্য হয়ে বললেন—আহ্ মাহমুদ শাহ ! কি ঘটেছে তাতো কেউ বলবে তোমরা ?

শাহজাদা মাহমুদ খালিস খানকে বললেন—আপনিই বৃত্তান্তটা খুলে বলুন খান সাহেব। নিজেকে সংযত করে কথা বলার অবস্থা আমার নেই।

খালিস খান সাহেব করুণ কণ্ঠে বললেন—আমরা ফতুর হয়ে গেছি জাঁহাপনা। ত্রিপুরা রাজ ধনমানিক্য আমাদের উপর মরণ আঘাত হেনেছে।

শাহান শাহ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—অর্থাৎ ?

খালিস খান বললেন—খণ্ডলটা দুশমন মুক্ত করে আমি একাই সীমান্তে গিয়ে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে লড়তে থাকি। রাজধানী থেকে কিছু সৈন্য পাওয়ার পর কিছুটা সফলতাও অর্জন করি। কিন্তু তারপরেই মহাবিপর্যয় ঘটে গেল জাঁহাপনা। খণ্ডল দেশ পুনর্দখল আর তাঁর প্রশাসকের কয়েদ হওয়ার খবর পেয়েই ত্রিপুরা রাজ ধনমানিক্য বাঙ্গালা মুলুক দখল করার অভিপ্রায় তাঁর প্রধান সেনাপতি রাইকছাগের অধীনে ত্রিপুরার প্রায় সমুদয় শক্তি দিয়ে বাঙ্গালা মুলুকে ব্যাপক অভিযান চালনা করলেন। এই পূর্ণ যুদ্ধের ময়দানে আমার অতিসীমিত সৈন্যবল নিয়ে আমি কিছুই করতে পারলাম না। সীমান্তেই আমার অর্ধেকেরও অধিক সৈন্য প্রাণ দিলো। সিকি পরিমাণ সৈন্য নিয়ে আমি খণ্ডল রক্ষায় ছুটে এলাম। কিন্তু ঐ প্লাবণের গতি রোধ করতে পারলাম না। বাদবাকী সৈন্য আমার খণ্ডলেই শহিদ হলো। কয়েকজন মাত্র সৈন্যসহ সেই মুহূর্তে সোনার গাঁয়ে ফিরে এসে বালবাচ্চা নিয়ে আমি আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে লাগলাম।

স্তম্ভিত উজিরে আজম অজ্ঞাতসারেই আওয়াজ দিলেন—সেকি !

খালিস খান আফসোস্ করে বললেন—আমার ধারণা ছিল, ত্রিপুরা রাজের হামলার খবর রাজধানীতে পৌছলে, ত্রিপুরার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই একটা শক্ত অভিযান রাজধানী থেকে আসবে। কিন্তু তা না আসায় অসহায়ের মতো একা আমি মিসমার হয়ে গেলাম !

শমশের আলীর আকুলতার কথা এবার সবার মনেই দাগ কাটলো। উজিরে আজম সহ অনেকেই এ নিয়ে দাঁত পিষতে লাগলেন। সনাতন সাহেবের দল অলক্ষ্যে দীলের পুলক চাপতে লাগলেন। শাহান শাহ রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন—তারপর ?

www.amarboi.org

খালিস খান বললেন—দুশমনেরা চতুর্দিক ঘিরে নিয়ে থাকার ফলে আমি তৎক্ষণাৎ পালিয়ে আসার পথ করতে পারলাম না। প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় খণ্ডলের পাশেই এক পল্লীতে আত্মগোপন করে রইলাম আর খবর নিতে লাগলাম।

ঃ কি খবর পেলেন?

ঃ খণ্ডল আবার অধিকার করে নিয়ে তারা মুসলমান প্রজাদের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলো। জনাবের একান্ত অনুগত খণ্ডলের যে বিশিষ্ট নেতৃবর্গ ত্রিপুরার প্রশাসককে কয়েদ করতে সহায়তা করেছিল, ত্রিপুরা রাজের ইংগিতে নিরাপত্তার মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে তাঁদের ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে সবাইকে হত্যা করা হয়েছে জনাব।

ক্রোধের আধিক্যে শাহান শাহ্ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ ধনমানিক্যের উদ্দেশ্যে হুংকার দিয়ে উঠলেন। খালিস খান সবিনয়ে বললেন—ধৈর্য ধরুন মেহেরবান! আরো খবর আছে। খণ্ডল দখল করার পর তারা চারপাশের অঞ্চলগুলো একের পর এক দখল করতে লাগলো। ত্রিপুরার ফৌজে ঐ এলাকা সয়লাব হয়ে গেল। মুসিবতের সমূহ সম্ভাবনা দেখে আমি খণ্ডল ছেড়ে বরদাখাতে ছুটলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই দেখি, ত্রিপুরার সেনাপতি ইতিমধ্যেই বরদাখাত দখল করে নিয়েছে এবং সেখানেও হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। বরদাখাতের অধিবাসীরা বিশেষ করে মুসলমান প্রজারা জানমালের নিরাপত্তার আশায় বরদাখাত ত্যাগ করে উদ্ভ্রান্তের মতো চারদিকে ছুটোছুটি করছে।

শাহান শাহ্ অস্থির কণ্ঠে বললেন—সেকি! বরদাখাতও দুশমনের দখলে? বরদাখাতের দক্ষ জমিদার আমার একান্ত অনুগত রায়প্রতাপ রায় কিছুই করতে পারেননি? অন্ততঃ কয়েকটা দিন ঠেকিয়ে রাখতে—

সংগে সংগে খালিস খান বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন—সে কাহিনী বড় করুণ জাঁহাপনা।

পুনরায় চমকে উঠলেন শাহান শাহ্। উদ্বিগ্নভাবে বললেন—তার অর্থ? প্রতাপ রায়ও নিহত?

ঃ জি না জাঁহাপনা। তিনি বিশ্বাসঘাতক। কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাইকছাগ বরদাখাতে হাজির হওয়ার সাথে সাথে প্রতাপ রায় তো কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করেনইনি, বরং তাদের সাথে যোগ দিয়ে তিনিই বরদাখাতে অধিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছেন। মুসলমান প্রজাদের জানমালের বিরুদ্ধে তিনিই সর্বাধিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছেন আর ত্রিপুরার বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে নিয়ে অন্যান্য এলাকা জয় করতে তিনিই অধিকতর উৎসাহী হয়ে বেরিয়েছেন। তাঁর এই আচরণে আরো অধিক ভীত হয়ে পড়িমরি এক ফাঁকে আমি রাজধানীর পথ ধরলাম জনাব।

সুলতানের মাথায় আসমান ভেঙ্গে পড়লো। তিনি একেবারেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বাকশক্তি হারিয়ে শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—প্রতাপ রায় বিশ্বাস হন্তা!

শাহজাদা ফিরুজ শাহ্ তরুণ। রক্ত তাঁর গরম। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তিক্ত কণ্ঠে বললেন—তবুও দাদু সাহেব বলবেন, মুসলমান পাত্রমিত্র আর কর্মকর্তাদের চেয়ে এঁরাই বেশী বিশ্বাসী, অধিক কর্তব্যনিষ্ঠ আর এই সালতানাতের সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী।

শাহজাদা মাহমুদ শাহ্ তাঁকে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফিরুজ শাহ্ থামলেন না। ফের তিনি বললেন—সবাই এঁরা বিশ্বাসঘাতক, এ কথা আমি বলছিনে চাচাজান। কিছু কিছু বিশ্বাসী লোক অবশ্যই আছেন। কিন্তু এঁদের অধিকাংশেরই

www.amarboi.org

কার্যকলাপে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এঁরা সুদিনের সাথী, সুবিধার সঙ্গী আর সুযোগের অন্বেষক। সুযোগ পাওয়া মাত্রই পথ থেকে সরে যেতে বা পাল্টা আঘাত করতে জাররামাত্র কুণ্ঠিত এঁরা হবেন না। আমি এখন প্রায় হলপ করেই বলতে পারি চাচাজান, দাদু সাহেবের এই ভ্রান্তির খেশারত আরো অনেক তাঁকে দিতে হবে ভবিষ্যতে।

পুত্রের এই আচরণে শাহজাদা নসরত শাহর কর্ণমূল গরম হয়ে উঠলো। তিনি ধমক দিয়ে বললেন—শাহজাদা ফিরুজ, তুমি স্বেচ্ছায় সংযত না হলে, সংযত হতে তোমাকে বাধ্য করা হবে।

ফিরুজ শাহ দুঃখিত কণ্ঠে বললেন—গোস্তাকী মাফ হয় আব্বাজান!

ফিরুজ শাহ নীরব হলেন। লা-জবাব শাহান শাহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় বৎ নিশ্চল হয়ে মসনদে বসে রইলেন। ক্ষণকালের জন্যে দরবারে নিঃঝুম নীরবতা নেমে এলো।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন সেনাপতি গোরাই মল্লিক। শাহান শাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন—সাহেবে আলী জনাব বড় শাহজাদা সাহেব শাহজাদা ফিরুজ শাহ সাহেবকে অকারণেই তিরস্কার করলেন। খানিকটা শ্রুতিকটু হলেও, বক্তব্য তাঁর অযৌক্তিক বা অর্থহীন নয়। নানা স্থানে নানাভাবে আমার স্বজাতির অনেকেই একের পর এক এমন নির্লজ্জ আর অকৃতজ্ঞ আচরণ করে চলেছেন যে, হিন্দু হিসেবে মাথা উঁচু করে কথা বলার মুখ আর আমার নেই। আমরা যে বিশ্বাসী হওয়ার অযোগ্য, এটা আমরাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে ফেলেছি। তবু এক্ষেত্রে আমার একটা নিবেদন আছে জাঁহাপনা।

শাহান শাহ ইতিমধ্যেই নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছিলেন। তিনিও ধীর কণ্ঠে বললেন—বলুন।

গোরাই মল্লিক বললেন—কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্যে নয়, প্রশংসাভাজন হওয়ার জন্যেও নয় জনাব। আমার নিবেদন, আমার স্বজাতির এই স্তূপীকৃত কলংক কিঞ্চিৎ স্খলন করার মওকা আমাকে মেহেরবানী করে দেয়া হোক।

শাহান শাহ সবিস্ময়ে বললেন—কি রকম?

আক্রোশে কাঁপতে কাঁপতে গোরাই মল্লিক বললেন—ঐ দুর্বৃত্ত রাইকছাগের কত শক্তি জমা হয়েছে বাহুতে, এটা আমি মুখোমুখী দেখতে চাই জনাব। ত্রিপুরা রাজের এই দুশমনীর জবাবটা আমিই দিতে চাই। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে আমাকেই প্রেরণ করা হোক, এই আমার সবিনয় আরজ।

গোরাই মল্লিকের উৎসাহ দেখে সনাতন সাহেবরা অলক্ষ্যে মুখাকৃতি বিকৃত করলেন। শাহজাদা নসরত শাহ এ কথায় অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—কখখনো না। আমি যাবো এ লড়াইয়ে। দুরাচার ঐ ধনমানিক্যের ত্রিপুরা রাজ্য তছনছ করে না আসাতক নিজেকে আমি কিছুতেই সম্বরণ করতে পারবো না। তার ঐ দাম্ভিক আচরণে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করার জন্যে আমাকে আদেশ দিন জাঁহাপনা। আমি তৈয়ার—

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এ কথায় ভীষণভাবে চমকে গেলেন। অকস্মাৎ তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন। "না-না" বলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো আওয়াজ দিয়ে তিনি

www.amarboi.org

লাফিয়ে উঠলেন মসনদ থেকে। বিপুল আবেগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি আকুল কণ্ঠে বলতে লাগলেন—ওরে না-না, আমি জীবিত থাকতে তোকে আমি এভাবে কখখনো যেতে দেবো না। কিছুতেই না—কিছুতেই না। আমি যাবো, আমি যাবো ধনমানিক্যের বিরুদ্ধে—

ক্ষণিকের জন্যে শাহান শাহ স্থান-কাল-পরিবেশ ভুলে গেলেন। শিশুর মতো অসহায় হয়ে উঠে তিনি শিশুর মতো ছটফট করতে লাগলেন এবং পুনঃপুনঃ উজিরে আজম সরহাটি সাহেবের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। প্রবীণ ও দৃঢ়চিত্ত শাহান শাহর অকস্মাৎ এই পরিবর্তন দেখে উপস্থিত সকলেই যারপর নেই তাজ্জব হলেন। আল-আজাদও সবিস্ময়ে শমশের আলীর মুখের দিকে তাকালেন। শমশের আলী ইংগিতে তাঁকে চুপ থাকার নির্দেশ দিলেন। শাহান শাহর এ অবস্থা দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন উজিরে আজম। কেউ বুঝতে না পারলেও, এর কারণ তিনি যথার্থই হৃদয়ঙ্গম করলেন। আর তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে একাগ্র কণ্ঠে বললেন—গোস্তাকী মাফ হয় জাঁহাপনা। ধৈর্য হারানোর মতো এমন কোন ঘটনাই এখানে ঘটেনি। মেহেরবানী করে আপনি আসন গ্রহণ করুন।

শাহান শাহ উজিরে আজমের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। উজিরে আজম পুনরায় অনুনয় করে বললেন—এটা একান্তই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এক দুশমনের সেনাবাহিনী আমাদের মুলুকের এক প্রান্তে চড়াও হয়েছে, ব্যস্ আমাদের সেনাবাহিনী তার জবাব দিতে যাবে। অত্যন্ত সহজ সরল ব্যাপার। আমাদের এত ব্যস্ত হওয়ার কিছুই এখানে নেই মেহেরবান। রাজধানীও আক্রান্ত হয়নি, স্বাধীনতাও লোপ পেতে বসেনি। এখানে জনাবকেই বা যুদ্ধ যাত্রা করতে হবে কেন, আর শাহজাদাকেই বা যেতে হবে কেন? দক্ষ ও সুশিক্ষিত সেনাপতি অনেক আছেন আমাদের। ঐ দুশমনীর জবাব দিতে তাঁরাই সর্বোতভাবে সক্ষম আর তাঁরাই যোগ্য ব্যক্তি।

শাহান শাহ শান্ত হয়ে আস্তে আস্তে আসন গ্রহণ করলেন। আরো একটু জেদাজেদি করতে গিয়ে শাহজাদা নসরত উজিরে আজমের অনুরোধে থেমে গেলেন। দরবারটা আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। এরপর শান্তভাবে আলাপ আলোচনা শুরু হলো। সাব্যস্ত হলো, স্রেফ নিজ মুলুক দুশমন মুক্ত করাই নয়, ত্রিপুরার উপরও একটা চরম আঘাত হানতে হবে এবং সেই মোতাবেক রণ সজ্জা নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করতে হবে। এই যুদ্ধের সৈনাপত্য কে করবেন এ প্রশ্ন উঠতেই গোরাই মল্লিক আবার তাঁর পূর্ব আরজ পেশ করলেন। সেই সাথে তিনি সবিনয়ে বললেন—আমাকেও বিশ্বাস করা অবশ্যই দুরূহ, তবু আমার অনুরোধ, অনেক বিশ্বাস জাঁহাপনার আমাদের উপর ছিল এবং এখনও আছে। আর একবার সে বিশ্বাসটা যাচাই করে দেখলে আমি যারপর নেই কৃতার্থ হবো।

শাহান শাহ উজিরে আজমের মুখের দিকে তাকালেন। উজিরে আজম খোশদীলে বললেন—মল্লিক সাহেবই এই মুহূর্তে যোগ্যব্যক্তি জাঁহাপনা। অকারণেই উনি বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এনে আমাদের লজ্জিত করছেন। তাঁকে নিয়ে সে প্রশ্ন দীলে আমাদের একতিলও নেই। এ লড়াইয়ে তাঁকেই পাঠানো হোক, এ আরজ আমারও।

উজিরে আজমকে সমর্থন দিলেন উজির হামিদ খান, সালার হৈতন খান ও আরো অনেকে। সালার হৈতন খান সাহেব সেই সাথে আরো যোগ দিয়ে বললেন—উদ্যমের মর্যাদা দিতেই হবে জাঁহাপনা। লড়াইয়ের ব্যাপারে স্বতস্ফূর্ত উদ্যম এক অনন্য শক্তি।

www.amarboi.org

এতক্ষণে শাহান শাহ্ অল্প একটু হাসলেন এবং হাসিমুখে অনুমতি দান করলেন।

অতপর সাজ সাজ রব উঠলো রাজধানীতে। ভেঙ্গে গেল কাব্যসভা। উজির-নাজির, পাত্র-মিত্র, নকীব-নফর—সকলেই রণবাহিনী প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সকলের সমবেত উদ্যোগে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে শেষ হলো প্রস্তুতি। উপযুক্ত রণ সম্ভারে সুসজ্জিত হয়ে সেনাপতি গোরাই মল্লিক ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। ফলাফলের অপেক্ষায় রাজধানীটা গোটাই উন্মুখ হয়ে রইলো।

১০

শমশের আলীর কিছু গোয়েন্দা বাঙ্গালা মুলুকের পূব সীমান্তে ছিলই। তাদের তৎপরতা সন্তোষজনক না হওয়ায়, শুকুরউদ্দীনের অধীনে নতুন একদল গোয়েন্দা শমশের আলী ইতিমধ্যেই বাঙ্গালা মুলুকের পূব সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গোরাই মল্লিকের সাথেও আরো ক'জন গোয়েন্দা বিন্যাস করে দিয়ে ফেরার পথে শমশের আলী হাসিমুখে আল-আজাদকে বললেন—কি দোস্ত, ড্যাং ড্যাং করে কাব্যানুষ্ঠান করবে তুমি, তা রেখে তুমি কেন খামাখা এই সেপাইদের মাঝে ঘুরছো ? যাও, কাব্যানুষ্ঠান করোগে !

আল-আজাদ স্মিত হাস্যে বললেন—আমাদের চোখ দুইটি। কিন্তু এখন দেখছি, তোমার চোখ স্রেফ দুইটি নয় দোস্ত, অনেকগুলো।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আল্লাহ্ তায়ালা যে কোন্ ক্ষণে পয়দা করেছেন তোমাকে তা তিনিই জানেন। সত্যিই তুমি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তোমার তারিফ করার আমি জবান খুঁজে পাচ্ছিনে।

পূর্ববৎ হাসিমুখে শমশের আলী বললেন—তাই ?

অভিভূত আল-আজাদ প্রত্যয়ের সাথে বললেন—এত গভীরে তোমার জ্ঞানবুদ্ধি আর এত তীক্ষ্ণ তোমার নজর, তাতে দেখছি তুমি যদি এই মুলুকের সুলতান হতে দোস্ত, তাহলে বহু অঘটন এড়ানো যেতো আর এই সাল্তানতটাও আরো বেশী মজবুত হতো।

শমশের আলী সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বললেন—এই পিদ্দর, চুপ-চুপ ! আমাকে মেরে ফেলবে নাকি ? এ কথা কেউ শুনতে পেলে অঘটন ঘটে যাবে না ?

ঃ তা যা-ই বলো দোস্ত, সেদিন দরবারে ঐসব কাণ্ড দেখার পর থেকেই এ কথা আমার বারবার মনে হচ্ছে। সুলতানকে এত অবুঝ হলে চলবে কেন ?

ঃ বটে ! একটা মুলুকের সুলতানী করা, কবিতা লেখা নয়। তুমি যদি সুলতান হতে, এর চেয়েও আরো অধিক অবুঝ হতে। হরওয়াক্ত নানাজানের নানারকম উল্টাপাল্টা কথাবার্তা শুনতে শুনতে তালগোল পাকিয়ে মসনদের উপরই চিৎ হয়ে পড়ে যেতে তুমি।

ঃ দোস্ত !

ঃ আমার অভিজ্ঞতা অল্প। তবু আমি যা বুঝি, তাতে বাঙ্গালার এই চরমতম দুর্দিনে বাঙ্গালার মসনদে আলাউদ্দীন হোসেন শাহর মতো একজন দক্ষ সুলতান না থাকলে, দেশটা এতদিন নিলাম ডাকে বিক্রি হয়ে যেতো।

www.amarboi.org

ঃ বলো কি ?

ঃ চারপাশের রাজ রাজাদের কি বিরামহীন দুশমনী আর ভেতরের লোকজনদের কি নির্লজ্জ বেঈমানী ! মা খেয়েও বেহায়ার মতো ফের সবাই লাফিয়ে উঠে কামড় ধরছে মাথায়। একজনের পর একজন, আবার পঙ্গপালের মতো এক সাথে সবাই। এর মাঝে এ মুলুকের সুলতানী করা আর প্রচণ্ড তুফানের মাঝে সাগরে কিস্তি ভাসিয়ে দেয়া এক সমান। এই আলাউদ্দীন হোসেন শাহর মতো একজন দক্ষ নাবিক আজ কিস্তির হালটা ধরে আছেন বলেই, কিঞ্চিৎ টালমাটাল হয়েও কিস্তিটা ঠিক মতো বন্দরের দিকে যাচ্ছে। হাব্‌সী সুলতানদের ঐ কোন্দলের পর এই লোকটি বাঙ্গালার তখ্‌তে না বসে, আমার তোমার মতো কোন মামুলী লোক বসলে, এই সাল্‌তানাতের ভরাডুবি অনেক আগেই শেষ হয়ে যেতো।

ঃ এ আবার কি বলছো তুমি ? দোস্ত-দুশমন ফারাগ করার সামর্থ না থাকায় সুলতানের নিজের লোকেরাই মুখের উপর গাল দিচ্ছেন সুলতানকে, আর তুমি তাঁর তারিফ করছো এন্‌তার ?

ঃ এ জন্যে আমরাও কমবেশী তাঁর সমালোচনা করি ! পর ধর্মের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অপরিসীম। সবাইকে সমানভাবে বিশ্বাস করার ঝোঁক তাঁর দুর্বার। এটা অবশ্য দোষের নয়, গুণেরই। কিন্তু এই গুণটার তারা মর্যাদা যখন দিতে চায় না, তখন সে সহানুভূতি আর ঝোঁকটা কিঞ্চিৎ খাটো করা প্রয়োজন, সুলতান এটা বোঝেন না। এ আফসোস্‌ আমাদেরও। কিন্তু এই একটি মাত্র ত্রুটির বাইরে, জ্ঞানে-গুণে-শৌর্যে-বীর্যে এতবড় যোগ্য সুলতান খুব কমই বাঙ্গালার তখ্‌তে বসেছেন।

ঃ হুঁ।

ঃ তা থাক এসব রাজনীতি। এখন তোমার কথা বলো। মনটা খুব খারাপ নাকি ?

ঃ কেন, খারাপ হবে কেন ?

ঃ বাহ্‌ ! এত সাধের কাব্যসভা ভণ্ডুল হয়ে গেল, তবু মন খারাপ হবে না ? তোমার পিয়ারীর খবর কি ? মানে ঐ শাহজাদীর ? নিশ্চয়ই উনি ভেঙ্গে পড়েছেন খুব ?

আল-আজাদ উদাস কণ্ঠে বললেন—জানিনে।

ঃ সেকি ! এর মধ্যে যাওনি তুমি তাঁর কাছে ?

ঃ না।

ঃ কেন-কেন ? নিদারুণ মর্মদাহে ?

ঃ মর্মদাহ !

ঃ কাব্যানুষ্ঠান বানচাল হওয়ার মর্মদাহে লাচার হয়ে গেছো বলে যাওনি ?

ঃ না দোস্ত ! কাব্যসভা বানচাল হওয়ার জন্য মোটেই আমি দুঃখিত আর নই।

ঃ দুঃখিত নও ? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো ?

ঃ কিযে বলো ? তুমি বিশ্বাস করো, ও নিয়ে মোটেই কোন আফসোস্‌ আর দীলে আমার নেই।

শমশের আলী সকৌতুকে বললেন—মওলা হে, এ আমি কি শুনিতে কি শুনিলাম মুর্শিদের দরবারে। হঠাৎ ব্যাঙ্গের সর্দি ? ব্যাপারটা কি ?

ঃ ব্যাপারটা কিছুই নয়। দেশের এই নিরতিশয় দুরবস্থা দেখে কাব্যকবিতার নেশা আমার অনেকটা ছুটে গেছে।

শমশের আলী সত্যিই এবার বিস্মিত হলেন। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—বলো কি ?

www.amarboi.org

ঃ কেবলই আমার মনে হচ্ছে, কোথায় যেন মস্তবড় ত্রুটি থেকে যাচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, আমি যেন দেশের একটা কেবলই বোঝা। এই বোঝাটাই আমার জন্মভূমি। এর জন্যে আমারও বোধহয় করার কিছু ছিল।

আল-আজ্জাদ অতিমাত্রায় উদাস হয়ে উঠলেন। শমশের আলী পুনরায় সবিস্ময়ে বললেন—তার মানে! তুমি যা করছো, তা ঠিক নয়? এতবড় কাজ করতে পারে ক'জন? এতে দেশের মান কতটা বাড়ে তা খেয়াল করছো না?

ঃ দোস্ত্!

ঃ জ্ঞান গুণের চর্চাই তো একটা দেশের মানমর্যাদা সবকিছুর চেয়ে অনেক গুণে অধিক বাড়ায়। শেখ সা'দী, ফেরদৌসী, উমর খৈয়াম, হাফিজ বা অন্যান্য মুলুকের নামজাদা শায়ের-সাহিত্যিকদের কথাটাই ভাবো? তাঁদের জন্যে তাঁদের মুলুকের ইজ্জত কত বেড়ে গেছে?

এসব কথায় গুরুত্ব না দিয়ে আল-আজ্জাদ বললেন—তা বাড়ুক। আমি ভাবছি, আমার জীবন যাত্রার মধ্যে একটা পরিবর্তন আনার দরকার। এই দেশটার জন্যে এত করছো তুমি, আর তোমারই দোস্ত্ হয়ে আমি স্রেফ বসে বসে কবিতা লিখছি, এটা যেন কেমন একটা বিশাদৃশ্য ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে এখন আমার।

ঃ আচ্ছা! তাহলে কি করবে তুমি?

ঃ যে কয়দিন বেঁচে থাকি প্রত্যক্ষভাবে যা হোক কিছু আমারও করে যাওয়া উচিত বলে মনে করছি আমি। জন্মভূমির নিদারুণ এই দুর্দিনে যা হোক একটা কিছু।

ঃ সেই একটা কিছুটা কি?

ঃ উপযুক্ত ফৌজী এলেম থাকলে ফৌজেই গিয়ে ঢোকা যেতো। তা যখন নেই তখন ভাবছি, তোমার দলেই ভর্তি হবো আমি।

ঃ আমার দলে!

ঃ আমাকে তোমার সাগরিদ করে নাও দোস্ত্। আমি তোমার সাথে গোয়েন্দাগিরিই করি।

শমশের আলী হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন—তবেই হয়েছে! রাতদিনের খেয়ালটাই সঠিকভাবে রাখতে যে পারে না, সে এসে গোয়েন্দার কাজে লাগলে কাজটা যা জমবে, তার আর উপমা নেই।

ঃ দোস্ত্!

ঃ একটা দিনও পেরুবে না। পয়লা দিনেই দুশমনেরা ধরে ফেলবে তোমাকে আর তোমার লাশ গিয়ে খালে বিলে টুমটুম্ করে ভাসবে।

ঃ না দোস্ত্, আমার আত্মবিশ্বাস আছে, আমি কোশেশ করলেই পারবো। ঘাট্‌তিটুকু তুমি একটু তালিম দিয়ে পূরণ করে নিও।

ঃ এই দ্যাখো, এই হলো কবিদের খেয়াল আর খাসিলত। যা কিছু মাথায় যখন ঢুকবে, তখন তাই নিয়েই কাব্য করা শুরু করবে। নাও হোয়েছে। এবার এসোতো দেখি—

ঃ কথাটা আমার উড়িয়েই দিলে দোস্ত্?

ঃ জাপ্টেই যদি ধরতে হয়, পরে ধরবো সেটা। এবার এসো আমার সাথে।

ঃ কোথায়?

www.amarboi.org

ঃ কোথা এসেছি তাও খেয়াল করোনি? এই হালত নিয়ে তুমি গোয়েন্দাগিরি করবে? হুঃ! একেই বলে কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়ার সখ।

আল-আজাদ সত্যিই খেয়াল করেননি। চিন্তার মাঝে ডুবে থেকে শমশের আলীর পেছনে হেঁটেই আসছেন শুধু, কোন দিকে যাচ্ছেন, খেয়াল করে দেখেননি। এবার চোখ তুলে চেয়ে দেখে সবিস্ময়ে বললেন—একি! মকানের দিকে না গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এ কোথায় চলে এসেছো? সামনেই তো উজিরে আজমের মকান।

ঃ খেলেছে তাহলে মগজে? সাব্বাস্। এখন এসো—

ঃ আসবো মানে! কোথায় যাবো এদিকে?

ঃ ঐ উজিরে আজমের মকানেই। দরবারের কথাটা মনে নেই? ঐযে সুলতানের হালত দেখে তুমি আমার দিকে সবিস্ময়ে তাকালে? রহস্যটা উজিরে আজম সাহেব কিছু জানেন বলেই মনে হলো।

খেয়াল হতেই আল-আজাদ সঙ্গে সঙ্গে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো! ও প্রশ্নটা করাই হয়নি তোমাকে। কি ব্যাপার দোস্ত্? সুলতান হঠাৎ এতটা বেসামাল হয়ে গেলেন কেন?

ঃ আমিও তো জানিনে ঠিক। মনে হচ্ছে উজির সাহেব জানেন। এ সময়ে ঘরে গিয়েই বা করবে কি? চলো, রহস্যটা উদ্ঘাটন করেই যাই—

উজিরে আজম খান রুকন খান সরহাটি সাহেব বাসভবনেই ছিলেন। শমশের আলীদের আগমন বার্তা পেয়েই তিনি দহলীজে এলেন। শমশের আলীদের সালাম নিয়ে তাঁদের তিনি বসার নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও বসতে বসতে হাসিমুখে বললেন—কি ব্যাপার, একদম কবি সাহেবকে সাথে নিয়ে? তাহলে দুঃসংবাদ কিছু নয় নিশ্চয়ই?

শমশের আলীও হেসে বললেন—জি না জনাব। একটা কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে জনাবকে তক্লিফ দিতে এলাম।

ঃ কৌতুহলটা কি গোরাই মল্লিক সাহেব কে নিয়ে?

ঃ জিনা। প্রসঙ্গটা অন্য।

ঃ যেমন?

ঃ কথা যখন উঠলোই, তখন মল্লিক সাহেবের কথাটাই আগে বলুন জনাব। গোরাই মল্লিক সাহেবের ঐ আগ্রহটা পুরোটাই সত্যি তো?

ঃ তুমি গোয়েন্দা। তোমারই তো বেশী জানা উচিত এটা।

ঃ গোয়েন্দারা বাইরের খবর সহজেই করতে পারে জনাব। মানুষের মনের খবর করাটা বড় শক্ত। তাঁর স্বজাতিদের দেখে দেখে তাঁদের উপর আস্থা রাখার শক্তি আমার নাজুক হয়ে গেছে।

ঃ না-উম্মিদ হওয়ার কারণ নেই। এ দুনিয়ার সবাই সনাতন সাহেব, রূপ সাহেব বা কেশবছত্রী নয়। গোরাই মল্লিকও আছেন, যাঁরা কৃতজ্ঞতার ঋণ তামামটাই তাৎক্ষণিক ও নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করতে পারেন না। করলেও তা করতে তাঁদের সময় লাগে।

www.amarboi.org

ঃ জনাব !

ঃ মল্লিক সাহেবের কথা থাক। তোমার কৌতূহলটা কি, তাই এখন বলো—

ঃ কৌতূহলটা আমার ঐ দরবারের একটা ঘটনা নিয়ে জনাব। মানে ঐ যে ঐ—

শমশের আলী ইতস্তত করতে লাগলেন। উজিরে আজম বললেন—আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে তুমি শাহান শাহর কথা বলছো। তাঁর ঐ অতিমাত্রায় উতলা হওয়ার কথা।

ঃ জি-জি। ঠিক ধরেছেন। শাহান শাহ হঠাৎ এমন আকুল হয়ে উঠলেন, এর কারণ কি জনাব ? অমনি অমনি, না এর পেছনে কিছু আছে ?

উজিরে আজম কিঞ্চিৎ আনমনা হয়ে বললেন—অবশ্যই আছে অমনি অমনি কি আর এতটা হয় ?

ঃ তাহলে তা কি জনাব ?

ঃ পুত্রশোক। ক্ষণিকের জন্যে তিনি পুত্রশোকে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

ঃ পুত্রশোক ?

ঃ হ্যাঁ। পুত্র হারানোর স্মৃতিটা অকস্মাৎ তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল।

এবার আল-আজাদ বললেন—সেকি ! পুত্র হারানোর স্মৃতি ! তাহলে সে স্মৃতিটা কি জনাব ?

উজিরে আজম বললেন—তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা দানিয়েলের স্মৃতি। শাহান শাহর তিন পুত্র ছিলেন তাতো জানো ? শাহজাদা দানিয়েল সবার বড়, শাহাজাদা নসরত শাহ মেঝো, আর শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ সবার ছোট। ঐ প্রথম পুত্রের স্মৃতি।

আল আজাদ বললেন—জি জনাব, শুনেছি। শুনেছি, বড় শাহজাদা মারা গেছেন। কিন্তু কোথায়, কিভাবে, তা কিছু জানিনে।

ঃ তুমি অল্পদিন হলো এসেছো, তোমার জানা থাকার কথা নয়। কিন্তু শমশের আলী তো—

শমশের আলী বললেন—আমি যেটুকু জানি তা একেবারেই ভাসা ভাসা খবর জনাব। সঠিক কিছু জানিনে। যদি মেহেরবানী করে—

উজিরে আজম বললেন—সে অনেক কথা। এক কথায় তো সেটা বলা যাবে না।

শমশের আলী মাথা চুলকিয়ে বললেন—জনাব কি এখন খুব ব্যস্ত আছেন ?

ঃ না, তেমন আর কি ?

ঃ তাহলে একটু মেহেরবানী করলে আমাদের সে কৌতহলটা মিটতো।

উজিরে আজম নীরব হলেন। ক্ষণকাল পরে চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলতে শুরু করলেন—বেশ কিছু আগের কথা। শাহান শাহর মসনদ লাভের পাঁচছয় বছর পরের ঘটনা। সেই ঘটনার সাথে জড়িত ছিলাম আমিও।

শমশের আলী এ কথা শুনেই বলে উঠলেন—তাই নাকি জনাব ! তাইতো শাহান শাহ বারবার আপনার দিকেই তাকাচ্ছিলেন !

ঃ হ্যাঁ। আমি যে ঘটনাটা বিশেষভাবে জানা লোক। তখন আমি প্রধান উজির হইনি। স্রেফ উজির ছিলাম একজন। তবে উজির হিসেবে তখনও আমার অনেকটা

www.amarboi.org

প্রতিপত্তি ছিল বলে সবাই আমাকে "বড় উজির" বলতেন। কিন্তু উজিরের চেয়েও যে পরিচয় বড় ছিল তখন আমার, তাহলো সেনাপতির পরিচয়। শাহান শাহর সে সময়ে এমন লড়াই ছিল না, যে লড়াইয়ে লড়তে হয়নি আমাকে। কামতা-কামরূপ, অহম, উৎকল—এই সবগুলো যুদ্ধেই প্রথম দিকে আমিই ছিলাম সিপাহসালার। ঘটনাটা ঘটেছিল কামতা-কামরূপ আর অহমের সাথে লড়াইয়ের সময়।

উজির সাহেব কিঞ্চিৎ থামতেই আল-আজাদ ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—তারপর জনাব?

আল-আজাদের আগ্রহ দেখে উজির সাহেব ম্লান হেসে বললেন—ভাল করে শুনলে, এ নিয়ে একটা করুণ কাব্যও লিখে ফেলতে পারবে তুমি। বাঙ্গালা মুলুকে আমাদের এই সাল্তানাতটা যে কত বড় ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে আর কতটা দুশমনী ও মোনাফেকীর মোকাবেলা করতে করতে এই এতদূর এসেছে, তা সঠিকভাবে জানা লোক এখনই অল্প। দু'দিন পরে তো জানবেই না কেউ বড় একটা। কাব্য গাঁথার মধ্যে দিয়ে তোমরাই একে কিছুটা ধরে রাখতে পারো।

ঃ জনাব!

ঃ সুযোগ্য সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহকে অতর্কিতে হত্যা করলো হাব্সীরা।

উজিরে আজম পুনরায় শুরু করতেই আল-আজাদ এ কথায় ভয়ানক চমকে উঠে বললেন—জ্বি?

তা লক্ষ্য করে উজিরে আজম ঈষৎ হেসে বললেন—এতে চমকানোর কিছু নেই। এমন বদনসীব আমাদের অনেক আছে পেছনে। গাদ্দার আর বেঈমানদের জন্যে বাঙ্গালার এই জমিন বড় উর্বর। তা যাক সে কথা। সুলতান ফতেহ শাহর মসনদে হাব্সীরা উঠে বসে যে কাণ্ড শুরু করলো, তাতে এই সালতানাতটা তখনই যায় যায় অবস্থা। এই দুর্যোগের সময় মসনদে এলেন আমাদের এই শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। কামতা-কামরূপের সাথে বাঙ্গালা মুলুকের সংঘর্ষ অনেক পুরাতন কাহিনী। কামতাপুর আর কামরূপ এই দুই রাজ্য এ সময় একই রাজার অধীনস্ত ছিল। হাব্সীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কামতা-কামরূপের খেন বংশীয় রাজা নীলাম্বর বাঙ্গালা মুলুকের উত্তর-পূর্ব দিকে অনেকটা এলাকা দখল করে নিয়েছিলেন। মসনদে উঠেই আমাদের সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নীলাম্বরের কাছে বন্ধুত্বসুলভ সহ অবস্থানের আবেদন করে পাঠালেন এবং নীলাম্বর কর্তৃক অধিকৃত বাঙ্গালা মুলুকের এলাকাগুলো আলোচনার মাধ্যমে ফেরত দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। নীলাম্বর তো সে প্রস্তাব গ্রাহ্যই করলেন না, উপরন্তু সুলতান যখন দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদীর সাথে রণ লিপ্ত হলেন, সেই ফাঁকে নীলাম্বর ফের বড় নদী থেকে করতোয়া পর্যন্ত বাঙ্গালার তামাম অঞ্চল দখল করে নিলেন এবং বাঙ্গালার একদম অভ্যন্তরে ঘোড়াঘাট ও কাঁটা দুয়ারে বা কণ্টকদ্বারে তিনি তাঁর নিজস্ব দুর্গ নির্মাণ করতে লাগলেন। দিল্লীর শক্তির সাথে গৌরবোজ্জ্বল মোকাবেলা শেষ হলে শাহান শাহ তৎপরেই নীলাম্বরের এই কার্যকলাপের প্রতিবাদ করে পাঠালেন। এ প্রতিবাদও উপেক্ষা করে নীলাম্বর অত্যন্ত দম্ভের সাথে ঘোড়াঘাট ও কাঁটাদুয়ারে তাঁর নিজস্ব বাসভবন তৈয়ার করতেও প্রবৃত্ত হলেন।

অসহিষ্ণু হয়ে উঠে শমশের আলী এ পর্যায়ে বললেন—বলেন কি জনাব! এতটার পরও স্রেফ প্রতিবাদ?

www.amarboi.org

ঃ জানোই তো সুলতান আমাদের ঠাণ্ডা মানুষ। একান্তই বাধ্য না হলে তিনি কারো উপর আঘাত হানতে চান না।

ঃ তারপর?

ঃ নীলাম্বর যখন তামাম চিকিৎসার বাইরে চলে গেলেন তখন বাধ্য হয়েই আমাদের সুলতান তলোয়ারে হাত দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই নীলাম্বরের উপর তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, তার উপর আবার তাঁর ক্রোধানল উস্‌কে দিলো নীলাম্বরের নিষ্ঠুর আর এক আচরণ।

আল-আজ্জাদ বললেন—নিষ্ঠুর আর এক আচরণ?

ঃ এও আর এক কাহিনী। এ নিয়েও তুমি কাব্য করতে পারো।

ঃ জনাব।

ঃ অহংকার যাদের অধিক হয়, তারা তখন এই ধরাটাকে সরাজ্ঞান করে। নীলাম্বরের কয়েকটা রাণী ছিল। এর উপর তিনি ক্ষমতার অহংকারে তাঁর অধীনস্ত এক সামন্ত রাজার পরমাসুন্দরী কন্যাকে শেষ বয়সে জোর করে শাদি করলেন। এই পরমাসুন্দরী যুবতীর সাথে নীলাম্বরের মন্ত্রী পুত্রের গভীর প্রণয় ছিল। তাদের শাদির কথাও অনেকটা পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নীলাম্বর হঠাৎ এই সুন্দরীর সন্ধান পেয়ে নিজেই আওয়ারা হয়ে উঠলেন এবং তাকে জোর করে নিজেই শাদি করলেন। মন্ত্রী পুত্রের অসহায় সে প্রণয়িনী রাজরাণী হয়ে রাজগৃহে চলে এলো। রাজরাণী হয়েও সে মন্ত্রীপুত্রকে ভুলে যেতে পারলো না। ভুলে যেতে পারলো না মন্ত্রীপুত্রও তার প্রিয়াকে। বরং রাজগৃহে এসে প্রিয়া তার আরো কাছাকাছি হওয়ার ফলে, উভয়ের সাবেক সেই প্রেমানল নতুনভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। শুরু হলো অভিসার। মন্ত্রীপুত্রের কাছে রাজরাণীর অভিসার দিনের পর দিন। একটানা। বিরামহীন।

উজিরে আজম থামলেন। আল-আজ্জাদ বললেন—তারপর?

ঃ এসব ঘটনা চাপা থাকে না কখনও। মাটির তলের ব্যাপার হলেও মাটি ঠেলে বেরিয়ে আসে। একদিন তারা ধরা পড়লো। মন্ত্রীপুত্রের এই আচরণে নীলাম্বরের মাথায় আগুন ধরে গেল। রাগটা শুধু পুত্রের উপরই পড়লো না, পুত্রের পিতার উপরও পড়লো। প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে নীলাম্বর ঠাণ্ডা মাথায় মতলব এঁটে নিলেন। কিছুই তিনি জানেন না। এ ভাব প্রকাশ করে কোন এক কাজের অছিলায় মন্ত্রীপুত্রকে ডেকে আনলেন। মন্ত্রীপুত্র এলে তাকে তিনি গোপন এক প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেলেন। মন্ত্রীপুত্রকে সেখানে তিনি হত্যা করলেন। পাঁঠার মাংসের আকারে তার মাংস টুকরো টুকরো করে কুটালেন। রাঁধালেন। তারপর মন্ত্রীকে দাওয়াত করে এনে অন্নের সাথে সেই মাংস তিনি মন্ত্রীকে সমাদরে খাওয়ালেন। মন্ত্রী ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। আহার সমাপ্ত হলে, নীলাম্বর সক্রোধে তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী প্রকাশ করলেন এবং পুত্রের মাংস ভক্ষণকারী জাতিচ্যুত মন্ত্রীকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ঘটনা শুনে মন্ত্রী তখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরতেই গলার মধ্যে হাত দিয়ে মন্ত্রী তাঁর ভক্ষিত দ্রব্য উগড়ে ফেললেন এবং রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে আমাদের সুলতানের সামনে আছাড় খেয়ে পড়লেন। এই নৃশংসতার কাহিনী সুলতানের কাছে বর্ণনা করে তিনি প্রতিকার প্রার্থনা করলে, সুলতানের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনি হুংকার দিয়ে বললেন—সৈন্য সাজাও—

www.amarboi.org

একটু দম নিয়ে উজিরে আজম ফের শুরু করলেন—এতে করে নীলাম্বরের বিরুদ্ধে বিশাল এক বাহিনী সুসজ্জিত হলো। শাহান শাহ নিজেই এসে সৈন্যাপত্যে দাঁড়ালেন। সহকারী সালার হিসেবে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালেন শাহজাদা দানিয়েল, সেনাপতি মিত্‌মালিক ও আরো কয়জন সালার। আমি কোন নয়া আদেশ না পেয়ে সৈন্য দল সাজিয়ে দিয়েই নীরব হয়ে রইলাম। তা দেখে শাহজাদা দানিয়েল সহ অনেকেই বলাবলি করতে লাগলেন—"বড় উজিরকে বাদ দিয়ে রণ যাত্রা করা মানে অর্ধেক শক্তি পেছনে রেখে যাওয়া। শাহান শাহ ভুল করছেন।"

শাহান শাহ একথা শুনে সবিস্ময়ে বললেন—ভুল করছি মানে? অগ্রভাগে আমি থাকলেও তিনিই তো এ বাহিনীর সিপাহসালার। নতুন করে এ ঘোষণা দিতে হবে নাকি আমাকে আবার?

দ্বিরুক্তির আর অবকাশ রইলো না। আমিও এসে দাঁড়ালাম শাহান শাহর পেছনে। শুরু হলো অভিযান। আমরা গিয়ে সর্বপ্রথম ঘোড়াঘাটে আঘাত হানলাম। নীলাম্বর দণ্ডের অধিক টিকে থাকতে পারলেন না। তিনি পেছন দিকে দৌড় দিলেন। অতপর আমাদের মুলুক থেকে শেয়াল তাড়ানো তাড়িয়ে তাঁকে সসৈন্যে এনে আমরা তাঁর রাজধানী কামরূপে তুললাম। কামরূপে এসে অবশ্য নীলাম্বর একটা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। তাঁর চারপাশের হিন্দুরাজা ও জমিদার সহ কামরূপের তামাম শক্তি তিনি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। শুরু হলো শক্ত লড়াই। দুর্ধর্ষ লড়াইয়া বলে আমার একটা সে সময়ে অহেতুক এক খ্যাতি ছিল। কিন্তু শাহান শাহ যে রণ কৌশল ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করলেন এ যুদ্ধে, তা দেখে আমার সেই খ্যাতিটাকে বিলকুলই মিথ্যা বলে মনে হলো আমার কাছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই নীলাম্বরের তামাম শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। গড়িয়ে পড়লো নীলাম্বরের সেনাসৈন্য ও সাহায্যকারী রাজন্য বর্গ। নীলাম্বর গিয়ে এক পাহাড়ী খাদে আত্মগোপন করলেন। ঘিরে ধরে সেখানেই তাকে বন্দি করা হলো। বন্দীকে আমাদের রাজধানীতে প্রেরণ করা হল, অজ্ঞাত এক সহায়তায় তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে গেলেন। পালিয়ে তিনি কোথায় গেলেন, বাঁচলেন, না মরলেন, তাঁর কোনই খবর অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

উজিরে আজম আবার থামলেন। তিনি আবার দম নিতেই শমশের আলী বললেন—তারপর? তারপর কি ঘটলো জনাব?

ঃ কামতা কামরূপ এই দুই ভূখণ্ডই আমাদের অধিকারভুক্ত হলো। নীলাম্বরের সহায়তাকারী রাজ-রাজন্যের পতনের ফলে আমাদের রাজ্যসীমা অহমের দক্ষিণদ্বার হাজো পর্যন্ত চলে এলো। এখান থেকেই আমাদের ফিরে আসার কথা হলো। সেই মোতাবেক তৈয়ারও হলাম আমরা। কিন্তু অহমরাজ সুহুঙ্গফা বা সুহুঙ্গ মুঙ্গ তাঁর পাহাড়ী সৈন্য নিয়ে এসে অকস্মাৎ চড়াও হলেন আমাদের উপর। তিনি কামরূপের কিয়দংশ আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার কোশেশ করলেন। বাধ্য হয়েই আবার আমাদের অহমের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে হলো। অহমরাজ সুহুঙ্গ মুঙ্গ বিপুল বিক্রমে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু অর্ধপ্রহরের মধ্যেই সুহুঙ্গ মুঙ্গের শক্তিও ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। তিনি প্রাণভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন এবং পাহাড়ে উঠে পাবর্ত্য অরণ্যে আত্মগোপন করলেন। ফলে, আমরা তাঁর নিম্নভূমি পুরোটাই দখল করে নিলাম।

www.amarboi.org

এরপর আর কোন উৎপাত রইলো না। আমাদের নিরঙ্কুশ বিজয় সুসমাপ্ত হলো। শুরু হলো বিজিত রাজ্য সুসংহত করার এবং সেখানে শৃঙ্খলা ও শাসন প্রতিষ্ঠার কাজ। ইতিমধ্যে উৎকল রাজের উৎপাতের খবর পেয়ে আমাদের রেখে শাহান শাহ রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন। শাহান শাহর ফেরার কালে আমি তাঁকে বললাম—আমি আছি, সেনাপতি মিত্মালিক সাহেব আছেন, সৈন্য সামন্ত সবই থাকছে। শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কাজে শাহজাদা দানিয়েলের আর অনর্থক কষ্ট করে থাকার গরজ কি জাঁহাপনা ? জাঁহাপনার সাথে শাহজাদাও রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করুন।

শাহান শাহ নাখোশ হয়ে বললেন—প্রত্যাবর্তন করবে মানে ? লড়াইতো শেষ হয়নি। যে কোন সময় সুহুঙ্গ মুঙ্গ পাহাড় থেকে পুনরায় নেমে আসতে পারেন।

আমি বললাম—সে জন্যে তো আমরাই আছি জনাব। আমাদের সামর্থের উপর জনাবের বিশ্বাস আছে নিশ্চয়ই ? শাহজাদার আর থাকার কি প্রয়োজন ?

শাহান শাহ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সে ফিরে যাবে কেন ? আপনারা থাকলেও দুশমনের মোকাবেলা তাকেই তো সবার আগে করতে হবে। দু'দিন পরে এ মুলুকের সুলতান হবে সে। দুধের বাচ্চার মতো ভাবী সুলতানকে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকলে চলবে ? সবরকমের ঝক্কি ঝাপ্টা সামাল দেয়ার তাকত আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে তাকে। তার কাপুরুষ হলে চলবে না।

শাহজাদা দানিয়েলও নির্ভীক এক যোদ্ধা। যাওবা তিনি যেতেন, শাহান শাহর এসব কথায় আর একচুলও তিনি নড়লেন না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তা দেখে শাহান শাহও খুশী হলেন। আমাদের নেতৃত্বে শাহজাদা দানিয়েলকে রেখে শাহান শাহ বিজয় গৌরবে বাঙ্গালা মুলুকে ফিরে এলেন।

শ্রোতারা এবার তাদের আসল প্রসঙ্গ পেয়ে বললেন—শাহজাদা রয়ে গেলেন ?

ঃ হ্যাঁ, রয়েই শুধু গেলেন না, আমাদের নিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কাজ করতে লাগলেন। এরপর সত্যিই সুহুঙ্গ মুঙ্গ নেমে এসে আর একবার হামলা চালালেন আমাদের উপর। এবারও তিনি মিস্‌মার হয়ে গেলেন এবং বিধ্বস্ত অবস্থায় পূর্ববৎ পাহাড়ে দৌড় দিলেন। হামলা করার মতো তাঁর আর শক্তি কিছু রইলো বলে মনে বিশ্বাস আমাদের রইলো না। তবু আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো অধিক মজবুত করার কাজে মনোনিবেশ করলাম।

শ্রোতারা বললেন—তারপর ?

ঃ অহমের ঐ এলাকাটা আমাদের কাছে একেবারেই অচিন এলাকা ছিল। এর ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই আমাদের ছিল না। পাহাড়ের পাদদেশে নিম্ন ভূমিতে বসে আমরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে লাগলাম। বর্ষাকাল সমাগত হলো। আমরা সকৌতুকে লক্ষ্য করলাম, সমভূমিতে বসবাসকারী সাধারণ লোকেরা তাদের আবাস তুলে নিয়ে ক্রমাগতই উধাও হয়ে যাচ্ছে। তা দেখে মিত্মালিক সাহেব আমাকে সহাস্যে বললেন—বড় উজির সাহেব, দেখেন-দেখেন, কাণ্ডটা দেখেন।

আমি বললাম—তাইতো। ব্যাপারটা কি ?

মিত্মালিক সাহেব ফের বললেন—বুঝলেন না ? আমাদের ভয়েই পালিয়ে যাচ্ছে ওরা। তা যাক। আমাদের সহৃদয়তার পরিচয় যখন আস্তে আস্তে পাবে তারা তখন দেখবেন, আবার ফিরে আসছে।

www.amarboi.org

ঐভেবেই আমরা আর উদ্বিগ্ন হতে গেলাম না। কিন্তু কয়দিন পরেই এর কারণটা যখন সঠিকভাবে বুঝলাম আমরা, তখন আমরা অসহায়। কয়দিন পরেই নেমে এলো বিপর্যয়। মহাবিপর্যয় বললেও তার স্বরূপ প্রকাশ হয় না। হঠাৎ একদিন শুরু হলো মুষলধারে বর্ষণ আর সেই সাথে পাহাড়ী ঢল। ব্যাপারটা আমরা বুঝে উঠার আগেই এক রাত্তের মধ্যে তামাম সমভূমি সমুন্দর বনে গেল। লোক লস্কর ও বিপুল রণ সম্ভার নিয়ে আমরা অথই পানির তলে তলিয়ে গেলাম। আমাদের হাতী-ঘোড়া ভেসে গেল। ভেসে গেল রণ সরঞ্জাম। ভেসে গেল খাদ্যসামগ্রী ও আশ্রয়-আচ্ছাদন। সাঁতারে অপটু যারা তাদের তখনই সলীল সমাধি হলো। আমরা যারা সাঁতার জানতাম, মাত্র একখানা করে তলোয়ার হাতে নিয়ে সাঁতরিয়ে আর ভেসে ভেসে এসে আমরা চারপাশের দূরবর্তী উঁচু ভূমিতে উঠার কোশেশ করলাম। আমরা কোন্ দল কোথায় ছিটকে গেলাম আঁধারে আর দুর্যোগে কোনই হদিস রইলো না। উঁচু স্থানে উঠতে গিয়েও ফের এলো বিপর্যয়। ঠিক সেই মুহূর্তে সুহুঙ্গ মুঙ্গ কোথা থেকে আবার বিপুল সংখ্যক পাহাড়ী সৈন্য নিয়ে এসে সমুদয় উঁচু এলাকা অবরোধ করে দাঁড়ালো। আমরা পানিতে, তারা ডাঙ্গায়। আমাদের হাতে মাত্র একখানা করে ঢালহীন তলোয়ার, তাদের হাতে ঢাল তলোয়ার, তীর ধনুক, শরকি-বল্লম-নেজা সহ সর্altবিধ সমরাস্ত্র। শুরু হলো লড়াই। ঐ অবস্থাতেও আমরা প্রাথমিকভাবে অহম রাজকে তটস্থ করে তুললাম। দুইদিন দুইরাত লড়াই চললো অবিরাম। এরপরেই নেতিয়ে পড়তে লাগলাম আমরা। আমরা একদম স্পন্দহীন। সকলেই অভুক্ত। সন্তরণে ক্লান্ত। একটা দানা আহারও পেটে কারো না পড়ায় আমাদের সেপাইরা নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়তে লাগলো। বাঁচার আর কোন আশাই নেই দেখে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মরিয়া হয়ে লড়ে আমি কোনমতে ডাঙ্গায় উঠে এলাম এবং পলায়নের উদ্দেশ্যে শাহজাদা ও অন্যান্যদের তালাশ করে ফিরতে লাগলাম। সিংড়ি নামক একস্থানে এসে যা দেখলাম, তাতে মাথার আমার আসমান ভেঙ্গে পড়লো। দেখলাম, আর একটা প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গেছে সেখানে। এক টুকরো ডাঙ্গার উপর লাশ হয়ে পড়ে আছেন শাহজাদা দানিয়েল আর সেনাপতি মিত্মালিক। তাঁদের সঙ্গী সাথী সৈন্য সামন্তের লাশ তাঁদের পাশেই পানিতে কাতারে কাতার ভাসছে।

শমশের আলী ও আল-আজাদ আর্তনাদ সূচক নিদারুণ এক আওয়াজ দিয়ে উঠলেন। উজিরে আজম উদাস নয়নে শূন্যের দিকে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর ফের তিনি বলতে শুরু করলেন—আমাদের ঐ বিপুল বাহিনীর নামমাত্র একটা অংশ নিয়ে কোন রকমে আমি অহম থেকে ফিরে এলাম। এ সংবাদ শুনামাত্র শাহান শাহ মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। মূর্ছা যখন ভাঙ্গল তখন তিনি এন্তার বিলাপ শুরু করলেন। পুনঃপুনঃ বলতে লাগলেন, শাহজাদাকে তিনিই হত্যা করেছেন। অজ্ঞাত স্থানে অজ্ঞাত দুশমনের মুখে শাহজাদাকে ঠেলে দিয়ে নিজে তিনি সরে এসে শাহজাদাকে তিনিই মেরে ফেলেছেন!

বাকরুদ্ধ শমশের আলী কোনমতে বললেন—জনাব!

উজিরে আজম বললেন—পরে তিনি নিজে গিয়ে জংলী সুহুঙ্গ মুঙ্গের উৎপাত স্থায়ীভাবে বন্ধ আর কামতা কামরূপের দখল নিশ্চিত করেন বটে, কিন্তু ঐ পুত্র শোক তিনি আজও ভুলতে পারেননি।

www.amarboi.org

আল-আজাদ বললেন—এই জন্যেই বুঝি শাহজাদা নসরত শাহ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে চাইলে, শাহান শাহ এত আপত্তি তুললেন ?

উজিরে আজম সঙ্গে সঙ্গে বললেন—বিলকুল। ত্রিপুরাও অজ্ঞাত স্থান আর অজ্ঞাত শক্তি। শাহজাদা দানিয়েলের মতো শাহজাদা নসরত শাহরও বিপর্যয় ঘটতে পারে ভেবেই তিনি এত বাধা দিলেন আর শাহজাদা দানিয়েলের স্মৃতি নতুন করে মনে পড়ায় তিনি এতটা আকুল হয়ে উঠলেন।

ঘটনা শুনে উভয় শ্রোতাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁরা নির্বাক হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। উজিরে আজম খান রুকন খান সরহাটি সাহেবও এরপর আর কথা বললেন না। বেদনায় ও ক্লান্তিতে তিনিও নীরব হয়ে গেলেন। উজিরে আজমের দহলীজে ক্ষণকালের জন্যে এক ভারাক্রান্ত নীরবতা নেমে এলো। বেলার দিকে তাকিয়ে উজিরে আজম এরপর বললেন—তোমাদের কি আর কোন কথা আছে ?

সম্বিত ফিরে পেতেই শমশের আলী ও আল-আজাদ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—জিনা জনাব, জিনা। আপনাকে অনেক তকলিফ দিলাম। এর জন্যে কোন কসুর আমাদের মেহেরবানী করে নেবেন না।

ভারাক্রান্ত চিত্তে অতপর দুই বন্ধু নীরবে মকানের পথ ধরলেন।

মকানে ফিরেই আল-আজাদ দেখলেন শাহী মহলের হুকুম বরদার কুদরত খাঁ এসে বসে আছে। আল-আজাদকে দেখেই কুদরত খাঁ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—এই যে বাপজান, এতক্ষণে ফিরলেন ? আমি অনেকক্ষণ যাবত এন্তেজারে আছি।

আল-আজাদ বললেন—কেন চাচা, কোন খবর আছে ?

কুদরত খাঁ বললো—খবর তো ঐ একটাই। ছোটি মালেকা সালাম দিয়েছেন আপনাকে। তিনি বললেন, একটু দেখোতো গিয়ে খাঁ সাহেব, কয়দিন ধরেই বেচারার খবর নেই, কোন অসুখ বিসুখ হলো না তো ?

আল-আজাদ ম্লান হেসে বললেন—না চাচা, অসুখ আর কি ? দেশের এই পরিস্থিতিতে মনটা কিছু খারাপ, তাই।

ঃ তাহলে বাপজান আপনি এক সময় দেখা করুন তাঁর সাথে। উনি আপনাকে যেতে বলেছেন।

আল-আজাদের ইতিমধ্যেই যাওয়া একবার উচিত ছিল। যাননি, তাই ডাক এসেছে। আল-আজাদ এর গুরুত্বটা যথার্থই বুঝলেন। তাই তিনি বললেন—ঠিক আছে চাচা, তাঁকে গিয়ে আমার সালাম জানিয়ে বলো, আমি ওবেলায় আসছি।

ঃ জি আচ্ছা বাপজান। ঠিক ঠিক আসবেন কিন্তু। নইলে হয়তো আবার আমাকে আসতে হতে পারে।

কুদরত খাঁ চলে গেল।

যথা সময়ে আল-আজাদ শাহজাদীর সেই কাম্য কক্ষে এসে দেখলেন, খবর দেয়ার আর অপেক্ষা নেই। শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগম আগেই এসে চুপচাপ বসে আছেন। কক্ষে ঢুকে আল-আজাদ হাসিমুখে বললেন—এই যে, আপনি ইতিমধ্যেই এসে গেছেন ?

www.amarboi.org

আল-আজাদকে বসার ইংগিত করে শাহজাদী বললেন—কি করবো বলুন ? আমরা তো আর পুরুষ মানুষ নই যে, যখন ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে গেলাম, ইচ্ছে না হলে না গেলাম ? এন্তেজার করা ছাড়া আমাদের আর দুস্‌রা রাহা কি আছে ?

শাহজাদীর কথার মধ্যে অভিযোগের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আল-আজাদ শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন—কিছুটা কসুরই হয়ে গেছে। আসবো আসবো করেও ঠিক কেন যেন—

ঃ সেই কথাই তো বলছি। দুর্বিপাকের সময় যে লোকদের কাছে পেলে, যাদের সাথে কথা বললে, মনটা হাল্‌কা হয়, তারা যদি সে সময়ে নিজের টানে না আসে, তাহলে হয় তাদের ধরে আনতে হয়, নয় এন্তেজার করতে হয়। যাদের ধরে আনার সুযোগ নেই, তাদের তো ঐ এন্তেজার করাটাই একমাত্র অবলম্বন।

ঃ শাহজাদী !

ঃ সাগ্রহে এলে যেমন অল্পতেই মনের ফাঁপর ঘুঁচে, ধরে এনে কথা বললে কি আর ততটা হয় ? এটা ঐ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর সামিল।

শাহজাদীর কথার ধরনে আল-আজাদ সংকুচিত হয়ে গেলেন। তিনি কৈফিয়ত দিয়ে বললেন—কি তাজ্জব। আমি না আসাতে এতটা আপনি নাখোশ হবেন, তা কিন্তু আমি ভাবিনি। পরিস্থিতির ধাক্কায় কিছুটা আনমনা হয়ে গেলাম বলেই—

শাহজাদী ম্লান হেসে বললেন—খবর পাওয়ার অপেক্ষা করে রইলেন ? কি আর বলবো ! মনতো শুধু একারই আপনার নেই, অন্যেরও মন বলে একটা কিছু আছে। পরিস্থিতির ধাক্কায় তারাও আনমনা হয়। কিন্তু সেই আনমনা হওয়ার অর্থ এই নয় যে, বিলকুল বেখবর হয়ে যাওয়া। আমি তো রীতিমতো ভয় পেয়েই গেলাম।

ঃ ভয় পেয়ে গেলেন ?

ঃ গেলামই তো। ভাবলাম, এ সময়ে একবারও যখন এলেন না, তখন বোধহয় নিশ্চয়ই কোন অসুখ বিসুখ করেছে। সুস্থ থেকেও আসেননি, এটা ভাবতে তকলিফ কিছু হচ্ছেই তো আমার।

আল-আজাদ দোষ স্বীকার করে বললেন—স্বাভাবিক। কাব্যানুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যাওয়াটা দীলে আপনার জব্বোর লেগেছে, এটা বুঝেও প্রবোধটা কি দেবো ভেবে আমার না আসাটা সত্যিই একটা মস্তবড় কসুর হয়ে গেছে। এটাকে অন্যভাবে না নিয়ে মেহেরবানী করে মাফ করে দিন। নইলে এটা আমারও একটা বড় তকলিফের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যা হয়ে গেছে তাতো আর সংশোধন করতে পারবো না।

আল-আজাদের মাথা কিঞ্চিৎ ঝুঁকে পড়লো। তা দেখে শাহজাদী সহজ হলেন। এবার একটু হাসলেন তিনি। কণ্ঠস্বর হাল্‌কা করে বললেন—তাই ? কসুর হয়েছে সেটা তাহলে বুঝতে পারছেন ?

আল-আজাদ মাথা তুলে বললেন—ঠিক এখন নয়, কসুর যে একটা হয়ে যাচ্ছে আমার, সেটা আমি আগেও বুঝতে পেরেছি। কাব্য সভা বানচাল হওয়ায় আপনি যে ভেঙ্গে পড়বেন, আপনাকে সান্ত্বনা দিতে আমার যে—

ঃ দাঁড়ান-দাঁড়ান। কি বললেন ? আমি ভেঙ্গে পড়বো নাকি ?

ঃ ভেঙ্গে পড়বেন মানে দীল আপনার জিয়াদা খারাপ হবে।

ঃ না। আপনার ধারণা ভুল। কিছুটা খারাপ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু কাব্যানুষ্ঠান না হওয়ায় দীল আমার জিয়াদা খারাপ হয়নি।

ঃ হয়নি ?

ঃ না। যেমনটি হওয়ার কথা, সে তুলনায় কিছুই হয়নি।

www.amarboi.org

আল-আজাদ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—বলেন কি ?

শাহজাদী উদাস কণ্ঠে বললেন—ক্রমেই আমার চোখের নজর প্রসারিত হচ্ছে তো ? অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে ক্রমেই। ঐ কাব্যানুষ্ঠান বন্ধ হওয়াটা একটা উপলক্ষ্য অবশ্যই। ঐ প্রসঙ্গে ভাবতে গিয়েই অনেক কথা দীলে এসেছে আমার। আমি ভাবতে ভাবতে অনেক দূরে গিয়েছি।

ঃ সেকি !

ঃ আর এতে করেই একটা মস্তবড় সত্য আর রূঢ় বাস্তব আমার সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ঃ কি রকম ?

ঃ মখ্‌তাছার কথা—সৌন্দর্য সাধনার স্থান এটা নয়।

ঃ শাহজাদী !

ঃ মসনদটা আসলেই একটা লা-ওয়ারিশ উনুন আর এই পাষাণ ঘেরা শাহী প্রাসাদটা ঐ উনুনের উপর রাখা একটা কড়াই। কে যে কখন আগুন দেবে উনুনে আর সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠবে কড়াইটা, এর কোনই ঠিক ঠিকানা নেই। এখানে কাব্য চর্চা চলে ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ মরুভূমিতে বসে খামাখাই আমরা সরোবরের খোয়াব দেখছি। বিত্তের হেফাজতি প্রকট হয়ে উঠলে চিত্তের সুষমা আর স্থান পায় সেখানে ? আমার এই দাদু সাহেবকেই দেখুন না ? কি মনোরম তাঁর দীল, কি অনুপম সুবাসের সমারোহ সেখানে। কিন্তু ঐ উনুনটার উপর বসে থাকার জন্যে সেই সুবাসটা কি আদৌ ছড়িয়ে পড়তে পারছে ? আঘাতে আঘাতে সেই সুবাসের উৎস মুখ বারবার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ঃ তা বটে-তা বটে। আপনার এই উপলব্ধি নির্ভুল। তবে—

ঃ এখানে যা চলে তা সাময়িক রং তামাসা আর সওদাবাজী সাহিত্য। যশোরাজ খান, রূপ সাহেব, কবিরঞ্জন প্রমুখ এঁরাই যোগ্য শায়ের এখানে। ঝড় উঠলো আম কুড়ালাম, ঝড় থামলো ঘরে গেলাম।

ঃ এটাও ঠিক। কিন্তু—

ঃ আমরা খামাখা বালীর চরে প্রাসাদ গড়ার স্বপন দেখছি।

আল-আজাদ অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে বললেন—তা মানে—আপনার কি হয়েছে বলুন তো ? এতবেশী দর্শনের মধ্যে আপনি হঠাৎ ডুবে গেলেন কেন ?

শাহজাদী নির্বিকার কণ্ঠে বললেন—আমার দিব্য দর্শন ঘটছে, তাই। আপনার কথাই ঠিক। বিষয়বিত্ত আর দায়দায়িত্বের মধ্যে দীলের শান্তি নিশ্চিত করা যায় না। এর জন্যে স্বল্প বিত্তের স্বল্প পরিসর জিন্দেগী চাই।

ঃ আচ্ছা !

ঃ এ কারণেই এ কয়দিন আপনার উপস্থিতিটা এতবেশী অনুভব করেছি আমি। কেবলই আমার মনে হয়েছে, আপনিই যেন এ দুনিয়ায় আমার একমাত্র অবলম্বন আর ভরসা স্থল। মনে হয়েছে, আপনিই একমাত্র সেই ব্যক্তি, যিনি আমাকে এই পথের সন্ধান দিতে পারবেন।

ঃ এই পথের মানে ?

ঃ বিত্তের আধিক্যহীন নিরিবিলি জিন্দেগীর পথ। আমি সেই জিন্দেগী চাই।

www.amarboi.org

শাহজাদী উৎসুকভাবে আল-আজ্জাদের মুখের দিকে তাকালেন। অনিমেষ নেত্রে চেয়ে থেকে আল-আজ্জাদ ধীর কণ্ঠে বললেন—দেখুন, এটা আপনার নিছকই একটা দারিদ্র বিলাস। বিত্তহীনের জীবন বড় সুখের জীবন নয়।

ঃ বিত্তহীনের তো বলিনি। বলেছি, একান্তই যেটুকু না হলে নয়, সেই স্বল্পবিত্তের সাদামাটা জীবন। এই শাহান শাহী পরিবেশের বাইরে একটা ছোট খাটো নিরিবিলি জিন্দেগী।

আল-আজ্জাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটলো না। ফের তিনি সবিস্ময়ে বললেন—আমি ভেবে পাচ্ছিনে, এই কাব্যানুষ্ঠানটা হলো না বলেই কাব্য কবিতার উপর আপনি এত বীতশ্রদ্ধ হলেন কেন?

ঃ কে বললে বীতশ্রদ্ধ হয়েছি? বরং সেটা আরো নিবিষ্ট চিত্তে করার জন্যেই এই জিন্দেগী তালাশ করছি আমি।

ঃ সে পরিবেশে কাব্যচর্চা করে তো ফায়দা কিছু হবে না। পরিচিতিহীন কাব্য-সাহিত্য অরণ্যের কুসুমের মতোই অর্থহীন পদার্থ। তার সুবাস কেউ পায় না। সুবাসই যদি দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দিতে না পারলেন, তাহলে আর সে সাধনার সার্থকতা কোথায়?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ সে জন্যে আবার এই শাহী অঙ্গনই চাই। এই অঙ্গনে না ফুটলে, সে ফুল আর অদৃশ্য প্রদীপের মধ্যে কোন ফারাগ নেই। দুনিয়াকে তারা কিছুই দিতে পারে না।

ঃ আপনার সাথে এখানে আমি একমত নই। প্রাসাদ প্রাঙ্গনে না ফুটলেও, ফুলের মতো ফুল হলে সে দুনিয়াকে অনেক সুবাস দিতে পারে।

ঃ যেমন?

ঃ যে সমস্ত কবি-শায়েরদের নিয়ে এ দুনিয়া আজ গর্বিত, সবাই তাঁরা শাহী প্রাসাদে বসে কাব্যচর্চা করেছেন, এমন তথ্য আমি এখনও পাইনি।

ঃ কিন্তু তাঁরা তো সবাই এক একজন অনন্য প্রতিভা। আসমানী শক্তির বলে অনুপম স্রষ্টা।

ঃ সেই অনুপম সৃষ্টি যদি আমার দ্বারা না ঘটে, তাহলে তার গন্ধ বিলানোর জন্যে আমি ব্যাকুল হতে যাবো কেন? নিজের তৃপ্তির জন্যেই আমি আমার কাজ করে যাবো। কণ্ঠে যার সুর নেই, সেও তো গান গায়। সে যখন গায়, সে তখন অন্যকে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে গায় না, নিজের তৃপ্তির জন্যেই সে গায়।

ঃ শাহজাদী!

ঃ অধিক খবরে দরকার কি? আপনি নিজেও তো এযাবত সেই ইরাদায় গেয়েছেন। কাজেই, অরণ্যও নয়, প্রাসাদও নয়। এই দুইয়ের মাঝে নিরিবিলি অঙ্গন চাই আমার একটা।

এতবড় জোরদার এক অভিব্যক্তির মুখে আল-আজ্জাদ ক্রমেই তালগোলা পাকিয়ে ফেললেন। প্রাসাদবাসিনী শাহজাদীর অকস্মাৎ কুটিরবাসিনী হওয়ার এই প্রবল প্রবণতা দেখে তিনি অপরিসীম বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। এই শাহজাদী আরজু বানুকে বিশেষভাবেই চেনেন তিনি। অত্যন্ত বিদুষী আর বলিষ্ঠ চিত্তের আউরাত। যেমনই বুদ্ধিমতী তেমনই বাস্তববাদী। ভাবাবেগে ভেসে যাওয়ার মতো কোন ঠুনকো

www.amarboi.org

দীলের আউরাত এই আরজু বেগম নন। অথচ অকস্মাৎ আজ তাঁর একি নিদারূণ ভাবান্তর! কি বলতে চান তিনি? কি করতে চান শাহজাদী? আল-আজাদ এসব ভেবে দিশে করতে পারলেন না। শাহজাদীর সাবলীল যুক্তির সামনে তিনি পেরেশান দীলে বললেন—আপনার কথার আজ আমি কোন খেই ধরতে পারছিনে। ঠিক ঠিক বলুনতো এ দিকটার উপর আপনি এত জোর দিচ্ছেন কেন আজ?

শাহজাদী অবিচল কণ্ঠে বললেন—ঐ যে বললাম, আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেছে অনেকখানি? আপনার দর্শন আমার দীলের সাথে মিলে গেছে। মানসিকভাবে সেই মোতাবেক তৈরী হওয়ার দিন এসেছে আমার।

ঃ কি রকম?

শাহজাদী এবার উষ্ণ কণ্ঠে বললেন—রকমটা কেন বুঝতে পারছেন না? এতদিন এক সাথে থেকেও আমাকে চিনতে আপনি পারলেন না? আমারও যে মানসিকতা আর তৃপ্তিবোধ আপনার বোধের মতোই? আমারও মনটা যে আপনার মনের মতোই স্বল্পে তুষ্ট মন?

আল-আজাদ ঈষৎ হেসে বললেন—কি যে বলেন? আমার কথা আলাদা। আমি একজন এতিম, বিত্তহীন, পথের মানুষ। আমার চিন্তাধারা আর আপনার চিন্তাধারা এক হতে যাবে কেন?

ঃ আমি কি কোন বিত্তশালীনী কেউ? পিতামাতার পালকের তলে সযত্নে লালিত আমি কি কোন আলালের ঘরের দুলালী? আমিও তো আপনার মতোই এতিম। আপনার মতোই বিত্তহীন এক পথের মানুষ।

আল-আজাদ থতমত করে বললেন—সেকি! আপনি তো শাহজাদী? এই শাহী প্রাসাদের মুকুট মনি।

ঃ সে আর কয়দিন? আমার এই দাদুটা চোখ মুজলেই আর আমার ঐ ফিরুজ শাহ ভাইজানের ঘরে নয়া আউরাত এলেই, আমার স্থান তো আস্তাকুঁড়ে।

ঃ শাহজাদী!

ঃ আপনাকে তো আমার জীবনবৃত্তান্ত তামামই বলেছি। এই প্রাসাদে আমি স্রেফ কাকের বাসায় কোকিল ছানা বই তো নই? আপন বলতে তেমন ঘনিষ্ঠ আমার কে আছে এখানে? যে যার হিস্যে যখন বুঝে নিতে যাবে, তখন আমার হিস্যায় কি থাকবে এখানে? কি থাকবে অধিকার আমার?

আল-আজাদ আবার একটু হাসলেন। এরপর ইতস্তত করে বললেন—বেয়াদবী না নিলে, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই।

ঃ বলুন—

ঃ কথাটা একটু অন্য রকম, মানে আপনি আবার কি মনে করেন—

ঃ আহা, বলুন না।

ঃ কথাটা হলো, মেয়েদের তো খসমের ঘরই নিজের ঘর। বাপের ঘরের অধিকার কার কবে থাকে তেমন?

শাহজাদী এর জবাবে হেসে বললেন—জানেন তো, খালি হাড়ের কদর নেই? দাদু সাহেবের প্রতাপে আমি আজ এই মহলের শাহজাদী। সকলের ছোটি মালেকা। দাদু সাহেবের পরে তাঁর আওলাদ শাহজাদা নসরত শাহ মামু সাহেব মসনদে এলে,

www.amarboi.org

আমি আর শাহজাদীও নই, আমিরজাদীও নই। শাহজাদী তখন কৌজিয়া আপা। কুল্লে শাহজাদী। আমার আর তখন স্থান থাকবে সে কাতারে ? আপনি তো জানেন, কৌজিয়া আপাদের রাজত্ব কায়েম হলে, প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতে না হলেও, পরিচারিকাদের কাতারে এসে দাঁড়াতে হবে আমাকে। সেই অবস্থায় খসম হতে কোনো কোটাল পুত্রও তো আসবে না আমার জন্যে ?

এ জবাবে তৃপ্ত হতে না পেরে আল-আজাদ বললেন—কিন্তু শাহান শাহ বেঁচে থাকতেই তো আপনাকে কোন সৎপাত্রে দিতে পারেন তিনি ?

ঃ সেই সৎপাত্রটা কোথায় ? বিত্তের মোহে আচ্ছন্ন কিছু উচ্ছৃঙ্খল শাহী পুরুষ বা আমির জাদা ? খসম বলে তো দূরের কথা, ঐ কিসিমের বিত্তলোভী বে-দীল আদমীদের আমি আমার নওকর বলেও তো গ্রহণ করতে পারবো না।

ঃ শাহজাদী !

ঃ দীলের ঐশর্যে ঐশর্যবান মানুষ ঐ পরিমণ্ডলে একজনও কেউ আছে ?

ইতিমধ্যে শাহজাদীর পরিচারিকা মেহের বিবি কক্ষে এসে বললো —হুজুরাইন, পাশের কামরায় নাস্তার আনযাম আনা হয়েছে।

শাহজাদী খুশী হয়ে বললেন—এনেছো ? সাব্বাস ! যাও, সাজাওগে ওগুলো—

মেহের বিবি পাশের কক্ষে চলে গেল। শাহজাদী আসন থেকে উঠে আল আজাদকে বললেন—নিন, উঠুন দেখি। আর কোন কথা নয় এখন।

আল-আজাদ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—আমি ? আরে-না-না, সেকি ! আমি এলেই আমাকে খাওয়াতে হবে, এ কেমন কথা ?

শাহজাদী হেসে বললেন—কই, কি আর এমন খাওয়ালাম কবে ?

আল-আজাদ প্রতিবাদ করে বললেন—কবে মানে ? যতদিন আমি এসেছি, আমাকে না খাইয়ে ছেড়েছেন আপনি কোনদিন ? আজ কাব্যচর্চার দিনও নয়, সে জন্যেও আজ আসিনি। আজ আবার এসব কেন ?

শাহজাদী আহত হলেন। আল-আজাদের মুখের দিকে স্থির নয়নে চেয়ে থেকে তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—তার মানে ? কাব্যচর্চার দিন হলে তবেই আপনাকে খেতে দেবো, তা নাহলে দেবো না, এ কি বলছেন আপনি ?

ঃ জি ?

ঃ কাজ করলে খেতে পাবেন, না করলে পাবেন না, একি বিশ্রি একটা ধারণা টেনে আনলেন আপনি ? আপনাকে যা কিছু আমি মুখে দিতে দেই তা কি ঐ কাজের বিনিময়ে ?

ঃ শাহজাদী !

ঃ আপনাকে শুকনো মুখে বিদেয় দিতে কষ্ট হয় আমার। আপনাকে খাওয়ানোর মধ্যে আমি একটা তৃপ্তি পাই। আমার সেই তৃপ্তির জন্যেই আপনাকে আমি খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করি। এর মাঝে আপনি একদম কেনাবেচার কথাটাই টেনে আনলেন ? এর বাইরে কিছুই মনে করেন না ?

শাহজাদীর কণ্ঠস্বর ভারী হলো। বোরকা ঢাকা বেদনাপিষ্ট মুখটা তিনি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। হতবুদ্ধি আল-আজাদ লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—না-না, আমি ঠিক তা ভেবে বলেনি। মানে—

www.amarboi.org

সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে আল-আজাদ আমতা আমতা করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শাহজাদী বললেন—প্রিয় আর শ্রদ্ধেয়জনকে খাওয়ানোর মধ্যে মেয়েদের যে কি আনন্দ, মা-বোন কেউ নেইতো, আপনি তার বুঝবেন কি?

আল-আজাদ সায় দিয়ে বললেন—তা ঠিক-তা ঠিক। আমি কি বলতে কি বলেছি, ও কসুর আপনি নেবেন না। নিন, চলুন—

শাহজাদী নড়লেন না। কতকটা তন্ময়ভাবে পুনরায় তিনি বললেন—থাকেন অন্যের গৃহে, খাওয়া-দাওয়া অন্যের হাতে। অবজ্ঞা কেউ না করলেও, কি যে খান আর খেতে পান, তাতো আমি বুঝি। তাই আপনি যেদিন অভুক্তভাবে চলে যান, সেদিন আমি আমার শাহী খানায় বসলেই সে কথাটা মনে হয়। সেদিন যে আর কিছুই তেমন মুখে আমার রুচে না, একথাটা আপনাকে আমি কি দিয়ে বুঝাই?

আল-আজাদ বিহ্বল হয়ে গেলেন। বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—শাহজাদী।

শাহজাদী একইভাবে বলে চললেন—যখন আপনাকে চিনতাম না বা জানতাম না, তখনকার কথা আলাদা। কিন্তু যখন জানলাম, তখন এমন একজন নীরিহ, গোবেচারা, আর সুষমামায় মানুষের তকলিফের কথা মনে হলে, আমি দীলে শান্তি পাই কি করে বলুন?

আল-আজাদ ঝোঁকের মাথায় ছুটে এসে শাহজাদীর একদম বুকের সামনে দাঁড়ালেন এবং আবেগভরে বললেন—শাহজাদী, আপনি শুধু রূপেই অনন্যা নন, দীলেও আপনি অনন্যা। দীল আপনার যেমনই মনোরম, তেমনই মধুর। সফেদ আর কোমল।

শাহজাদীর সম্বিত ফিরে এলো। এই পাগল লোকটার কাণ্ড দেখে তিনি লজ্জা পেয়ে পাশে সরে দাঁড়ালেন এবং হাসিমুখে বললেন—তাই যদি বোঝেন, তাহলে আর সেই কোমল দীলে আঘাত দিতে চান কেন?

আল-আজাদ শশব্যস্তে বললেন—ভুল হয়েছে। এমনটি আর হবে না।

ঃ হবে না তো?

ঃ জিনা-জিনা। আর হবে না।

ঃ তাহলে আসুন—

আল-আজাদকে সঙ্গে নিয়ে পাশের কামরায় এসে খাওয়ার আনজামে নজর দিয়েই বিগড়ে গেলেন শাহজাদী। সক্রোধে তিনি মেহের বিবিকে বললেন—সেকি! একি হালত্ খানার! এত গরীবী খানা মানে? এই ফালতু আনজাম এনেছো তুমি?

মেহের বিবি থতমত করে বললো—হুজুরাইন।

ঃ আমি যা যা তৈয়ার করতে বলেছিলাম, তা করা হয়নি?

ঃ জি হুজুরাইন, হয়েছে।

ঃ তাহলে সেগুলো কোথায়?

মেহের বিবি ইতস্তত করে বললো—সেগুলো আমি সরিয়ে রেখেছি হুজুরাইন।

শাহজাদী বিপুল বিস্ময়ে বললেন—সরিয়ে রেখেছো মানে?

ঃ মানে আমি ভাবলাম, ওগুলো আপনি আপনার নিজের জন্যে তৈয়ার করতে বলেছেন!

গোস্বায় শাহজাদী দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তিনি মারমুখো হয়ে মেহের বিবির দিকে তেড়ে এসে বললেন—তবেরে হতচ্ছাড়ী! আমি আমার জন্যে বলেছি?

www.amarboi.org

মেহের বিবি চমকে উঠে বললো—হুজুরাইন।

ঃ যা, যা শিগ্গির। এক্ষুনি নিয়ে আয় ওসব। দেরী হলে তোকে আমি আজ—

ঃ জ্বি আচ্ছা হুজুরাইন—

পড়িমরি দৌড় দিলো মেহের বিবি। মহলের দিকে ছুটতেই তার সামনে পড়লেন শাহজাদী ফৌজিয়া বানু বেগম। মেহের বিবির অবস্থা দেখে তিনি সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন—কি হলোরে মেহের? এমন দৌড়াচ্ছিস্ যে?

ফৌজিয়া বানু বেগমদের মতো এতটা না হলেও মেহের বিবিও না-খোশ ছিল এঁদের উপর। শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানু বেগমের সে নিজস্ব পরিচারিকা কিন্তু সে হিসেবে যেমনটি তার বিশ্বস্ত হওয়া উচিত, তেমনটি সে ছিলো না। সে বরাবরই ফাঁকিবাজ আর সুবিধাবাদী। মওকা বুঝে সওদা করা আউরাত। গতি বুঝে ছাতি ধরা মেয়ে। ফলে, আনুগত্য প্রদর্শনে ঘাটতি তার না থাকলেও, তার আনুগত্যটা ছিল অধিকাংশই মেকী। ফৌজিয়া বানুর আহবানে সে সোচ্চার কণ্ঠে সাড়া দিয়ে বললো—কি আর বলবো হুজুরাইন? ঢং দেখে আর বাঁচিনে! একটু অপেক্ষা করুন, ঝাপ্টাটা সামাল দিয়ে এসেই সব বলছি—

বলেই সে দৌড় দিলো। নির্দিষ্ট আহার্যগুলো এনে আল আজাদের সামনে দিয়েই মেহের বিবি বললো—আর কি কোন হুকুম আছে হুজুরাইন?

আরজু বানু অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললেন—না, এখন তুমি যাও। একটু পরে এসে নিয়ে যাবে এসব।

ছুটি পেয়ে আনন্দে নেচে উঠলো মেহের বিবি। গদ গদ কণ্ঠে বললো—জ্বি হুজুরাইন, জ্বি। তা আর বলতে হবে না। কসুর যা হয়েছে, ঐ একবারই। আর কি তা হয়?

দ্রুত পদে বেরিয়ে এলো মেহের বিবি। মহলের একপাশে অপেক্ষমানা ফৌজিয়া বানুর কাছে এসেই সে বললো—কি আর বলবো হুজুরাইন, এমনটি বাপ জনমেও দেখিনি।

ফৌজিয়া বেগম বললেন—কি, ঐ আপদটা বুঝি এসেছে?

ঃ জ্বি-জ্বি, সেই কথাই তো বলছি। মাঝে কয়দিন না আসায় হুজুরাইনের আমার নাওয়া খাওয়া ছিল না। আজ তাকে পেয়েই একদম দিউয়ানা হয়ে উঠেছে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ কোথায় বসাবেন, কি খাওয়াবেন, সে কি ব্যস্ততা? তার খেদমতের তিল পরিমাণ কসুরও বরদাস্ত করতে পারছেন না। আমাদের উপর মারমুখী হয়ে উঠছেন।

ঃ বলিস্ কি?

ঃ জ্বি হুজুরাইন। যেন কতদিন পর পেয়ারের খসম এসেছেন ঘরে!

বলেই সৌজন্য হানীর কপট ভয়ে মেহের বিবি জিব কাটলো। ফৌজিয়া বেগম দাঁত পিষে বললেন—এই খিস্তিপনার দাওয়াইটা যে কোন্‌ভাবে দেবো, তাই ভাবছি।

ঃ হুজুরাইন!

ঃ তোকে তো মাঝে মাঝেই খানাপিনার আনজাম নিয়ে ঐ ঘরে যেতে দেখি। ও এলে বুঝি প্রায়দিনই চলে এসব?

ঃ প্রায় দিন কি বলছেন হুজুরাইন? প্রতিদিন-নিত্যদিন। কালে ভদ্রে যদি একদিন সে না খেয়ে যায়, সেদিন আর আমার হুজুরাইনের মুখের দিকে তাকানো যায় না। মুখ তাঁর একদম বেগুন পোড়া হয়ে যায়। সেদিন তিনি এতই নাখোশ থাকেন যে, ভয়ে আমরা তাঁর সামনে দাঁড়াতেই কেউ পারিনে।

www.amarboi.org

সক্রোধে ফৌজিয়া বানু স্বগতোক্তি করলেন—তবুও দাদু সাহেবেরা জার জার হয়ে বলবেন, আরজুর মতো মেয়েই আর হয় না ! তার মতো সচ্চরিত্রের আউরাত এ দুনিয়াতেই আর কেউ জন্মেনি ! কেমন সে চরিত্রবতী এবার তা দেখাবো। নসীবগুণে ভাল মওকা পাওয়া গেছে। ঐ ভূইফোঁড় শাহজাদীর বাড়টা এবার দেখে নেবো !

ঃ হুজুরাইন !

ঃ হতে দে। নাটকটা আরো বেশী জমে উঠুক। এরপর যা করার তা করবো আমরা।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করে মেহের বিবি বললো—হুজুরাইন-তা কথা হলো—

ঃ কি ?

ঃ এর মধ্যে আমি আছি, এটা ফাঁশ হলে—

ঃ আরে না-না, তোর কোন ভয় নেই। এটা কি আমরা ফাঁশ হতে দেই ?

ঃ তা দেখবেন হুজুরাইন—

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ। আর তাছাড়া আরজু যদি গোস্বা হয় হোকগে। তাতে তোর ভয় কি ? আমরা তো আছিই। তেমন হলে তোকে আমি আমার কাছেই পার করে নেবো।

মালতী বিবি এ সময়ে এই দিকে আসছিলেন। তিনি একজন ভারিক্কি ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্না আউরাত। মালতী বিবি আগে একজন হিন্দু মহিলা ছিলেন। ইসলাম কবুল করে তিনি শাহী মহলের এক তরুণকে শাদি করেন। কালক্রমে তরুণটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পদে উন্নীত হন। নিজের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গুণে তিনি অনেকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর বিধবা মালতী বিবি সসম্মানে শাহী মহলেই স্থান পান। মালতী বিবিও তাঁর স্বভাব ও আরচণ গুণে মহলের অনেকেরই ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। খোদ শাহজাদা নসরত শাহর মতো লোকও এই বর্ষিয়সী মহিলাকে ইজ্জত করে চলেন। শাহী মহলের পরিচারিকাদের নিয়ন্ত্রণ মোটামুটি এই মালতী বিবিরই হাতে।

মালতী বিবিকে আসতে দেখেই ফৌজিয়া ও মেহের বিবি দুইজনই চুপ হয়ে গেলেন এবং উভয়ে উভয় দিকে সরে যেতে লাগলেন। মেহের বিবি সামনে পড়ায় মালতী বিবি প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে মেহের বিবি ? তোমরা এই আড়ালে দাঁড়িয়ে কিসের আলাপ করছিলে ?

মেহের বিবি প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললো—ও কিছু নয় বড় আপা। ঐ বড় শাহজাদী আমাকে একটু ডেকেছিলেন, তাই।

ঃ তা এই আড়ালে কেন ?

ঃ না, মানে ঐ দিক দিয়েই যাচ্ছিলেন তো, তাই আমাকে একটু ডাক দিলেন।

ঃ কেন, কি বলছেন তিনি ?

ঃ তাঁর একটা কাজের কথা বলেছিলেন।

ঃ তাঁর কাজ ! তাঁর তো নিজেরই অনেক ঝি-বাঁদী আছে। তোমাকে কেন ?

ঃ না-মানে—

ঃ তোমার কাজ নেই ?

ঃ আছে বড় আপা। আমার হুজুরাইন ঐ বাইরের কক্ষে আছেন। আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি।

www.amarboi.org

ঃ তো তাই যাও, নিজের কাজ করোগে। বড় মানুষদের ফিশ্‌ফাশের সাথে ছোট মানুষদের শরিক হওয়া ভাল নয়। যাও—

মালতী বিবি চলে গেলেন। মেহের বিবি পেছনে ফিরে মুখাকৃতি বাঁকা করলো।

নিজে বসে আরজু বানু তৃপ্তির সাথে আল-আজাদকে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। আল-আজাদের আহার অন্তে আবার তাঁরা আগের কামরায় ফিরে এলেন। তারপর কাব্যকবিতা নিয়ে হাল্‌কা কিছু কথাবার্তা ও রসালাপের মধ্য দিয়ে তাঁদের আরো কিছুক্ষণ কাটলো। আল-আজাদের বিদায় মুহূর্তে শাহজাদী আরজু বানু পূর্ব প্রসঙ্গ তুলে বললেন—স্রেফ কবিতা লেখা নিয়েই মসগুল হয়ে থাকবেন না। আমার কথাটাও খেয়াল রাখবেন সেই সাথে। কিভাবে আমি আমার সেই কাম্য জিন্দেগী লাভ করতে পারি, সে বিষয়ে বিশেষভাবে ভেবে দেখার দায়িত্বটা আমি আপনার উপর দিতে চাই।

আল-আজাদ শংকিত কণ্ঠে বললেন—সে প্রশ্ন বড় জটিল প্রশ্ন শাহজাদী। অত্যন্ত গুরুতর প্রসঙ্গ। আমি একজন নেহায়েতই সাধারণ মানুষ। প্রতিপত্তি কিছুই নেই। আমি ভেবে দেখে যে কোন সুরাহা করতে পারবো এর এমন ভরসা ক্ষীণ।

ঃ কথাটা আপনি আপনার চিন্তার মধ্যে রাখবেন, এইটুকুই আরজু আমার। আপনার সফলতা ব্যর্থতা—সেটা আমার নসীব।

আল্‌-আজাদ হেসে বললেন—ঠিক আছে। আমি যেটুকু পারি, ভেবে দেখবো। ভাবতে তো আমার অসুবিধা নেই।

শাহজাদীও হেসে বললেন—তাহলেই ঢের। সুরাহার মালিক তো ঐ একজন।

আল-আজাদ বিদায় নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। এরপর যখন তিনি পথে এসে নামলেন, তখন তাঁর মাথার মধ্যে এই কথাটাই কেবলই ঘুরপাক খেতে লাগলো—সত্যিই কি তিনি তাহলে বাঁধা পড়ে যাচ্ছেন?

১১

গোরাই মল্লিকের যুদ্ধ যাত্রার পর থেকে ফলাফলের আশায় সেই যে রাজধানীটা গোটাই উন্মুখ হয়েছিল, সে প্রতিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটলো। বিজয় গৌরবে ফিরে এলেন গোরাই মল্লিক। তিনি শুধু রাইক ছাগেরই নাভিশ্বাস তোলেননি, ত্রিপুরা রাজ্যেরও বিপর্যয় ঘটিয়ে এসেছেন। সবিক্রমে গিয়ে ত্রিপুরার সেনাপতি রাইক ছাগকে এমন ছাগল তাড়া তেড়েছেন যে, বাঙ্গালা মুলুকের তামাম অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে রাইক ছাগ সসৈন্যে পড়িমরি রাজধানী রাঙ্গামাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। গোরাই মল্লিক মেহেরকুল তক্‌ বাঙ্গালার তামাম হৃত অঞ্চল পুনর্দখল করেছেন এবং ত্রিপুরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ত্রিপুরার হৃদপিণ্ড চণ্ডীগড় দুর্গে চরম আঘাত হেনেছেন। একটানা লড়াইয়ে তাঁর সৈন্য দল ক্লান্ত হয়ে পড়ায় চণ্ডীগড়টা পুরোপুরি দখল করতে না পারলেও, চণ্ডীগড়ের পাশ দিয়ে গোমতী নদীর উপর দিকের তামাম অঞ্চল তিনি দখল করে নিয়েছেন। অতপর তিনি গোমতীতে বাঁধ দিয়ে নদীর সেই স্ফীত পানি ত্রিপুরার ভূভাগে প্রবাহিত করে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ভাসিয়ে দিয়ে এসেছেন এবং ত্রিপুরা রাজের মহাবিপর্যয় পয়দা করে এসেছেন। নিরুপায় ও দিশেহারা ত্রিপুরা রাজ

www.amarboi.org

ধনমানিক্য এখন নিজের ইষ্ট আর পরের অনিষ্ট কামনায় বসে বসে "অভিচার" নামক এক বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান করছেন।

রাজধানীতে খুশীর হিল্লোল বইতে লাগলো। বিজয়ী গোরাই মল্লিক বিশেষ মর্যাদার সাথে সম্বর্ধিত হলেন। পরিতৃপ্ত শাহান শাহ খাওয়াস খান সাহেবকে মুয়াজ্জমাবাদের সালার ও প্রশাসক নিয়োগ করে ত্রিপুরা নিয়ে চিন্তাভাবনায় ইতি টানলেন।

কিন্তু কথায় বলে, কোমলা ছাড়লেও কোমলী ছাড়ার পাত্রী নয়। বাঙ্গালার সুলতান ইতি টানলেন বটে, কিন্তু প্রতিপক্ষ টানলে না। কোমর ভেঙ্গে না-পড়া তক্ জাত দুশমনের দুশমনী খাসিলতে ইতি বলে কথা নেই। ঝঞ্ঝাট মুক্তির তৃপ্তিতে বাঙ্গালার সুলতান শ্বাস ফেলার কোশেশ করতেই ত্রিপুরা থেকে পুনরায় ছুটে এলো গোয়েন্দা শুকুরউদ্দীন। শুকুরউদ্দীনের খবর বাঙ্গালা মুলুকের পূর্বাঞ্চলে সুবিধা করতে না পেরে এবং ত্রিপুরার দিক থেকে বাঙ্গালার বাহিনীর দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনায়, ধনমানিক্য পুনরায় বাঙ্গালা মুলুকের দক্ষিণ অঞ্চল চাটিগাঁয়ে সৈন্য সমাবেশ করেছেন এবং তাঁর সেনাপতি সুসঙ্গমর্দন সসৈন্যে চাটিগাঁয়ে রামু পর্যন্ত পৌঁছেছেন। যদিও চাটিগাঁয়ের প্রশাসন সুসঙ্গমর্দনের অগ্রগতি রোধ করে দিয়েছেন, তবু ধনমানিক্যের নজর এখন এককভাবে চাটিগাঁয়ের দিকেই নিবদ্ধ। মুয়াজ্জমাবাদের সালার খাওয়াস খান সাহেব জানিয়েছেন, চাটিগাঁয়ের ব্যাপারে প্রশাসক পরাগল খান ও তদীয় পুত্র ছুটি খান সাহেবেরাই আপাতত যথেষ্ট। সেদিকে নজর না দিয়ে, ত্রিপুরার উপরই শক্ত আঘাত হানতে পারলে ধনমানিক্য খামুশ হয়ে যাবে। একাজ তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজধানী থেকে ব্যাপক অভিযান প্রয়োজন।

খবর শুনেই শাহান শাহ ফের ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বাঘের মতো গর্জে উঠে তলোয়ার খুললেন হৈতন খান। উত্তপ্ত সুলতান এবার সালার হৈতন খান সাহেবকেই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দিলেন। সৈন্য সামন্তে সুসজ্জিত হয়ে সালার হৈতন খান মার মার রবে ত্রিপুরার দিকে ছুটলেন। ফলাফলের অপেক্ষায় আগের মতোই রাজধানী ফের উন্মুখ হয়ে রইলো।

এরপরও বাঙ্গালার সুলতান শ্বাস ফেলতে পারলেন না। হৈতন খানের যুদ্ধ যাত্রার দু'টো দিনও পেরুলো না। উৎকল থেকে ছুটে এলো আর একদল গোয়েন্দা। তারা এসে খবর দিলো, ছোটখাটো হামলা হুমকি অব্যাহত রাখার পরও, উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্র এখন ব্যাপকভাবে রণ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বাঙ্গালা মুলুকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক রণ অভিযান পরিচালনা করার জন্যে তিনি এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুতরাং অবিলম্বে সীমান্তের প্রতিরক্ষা আরো অধিক মজবুত করা একেবারেই অপরিহার্য।

বিব্রতবোধ করলেও প্রয়োজনের বিকল্প নেই। সুলতানকে আবার জরুরী ভিত্তিতে নতুন করে আর এক সেনাবাহিনী খাড়া করতে হলো এবং নতুন আর এক সেনানায়কের অধীনে সেই সেনাবাহিনী উৎকলে সীমান্তে প্রেরণ করতে হলো।

শ্বাস ফেলার অবকাশ তাঁর এমনিতেই ছিল না। বাইরের শত্রুর শত্রুতার সাথে পাল্লা দিয়ে চললো ভেতরের অশান্তি, যার অধিকাংশই সুলতানের নিজের বুনা ফসল। উদারতা প্রদর্শনের দুর্বার প্রয়াসে তাঁর স্বয়ং সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ মোনাফেকীর বিরামহীন ঝুটঝামেলা ঠেলতে ঠেলতেই সুলতানকে বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় লিপ্ত থাকতে হলো। আরো যা করুণ তাহলো, আভ্যন্তরীণ ঝুটঝামেলা ঠেলতে গিয়েও ঐ একটি মাত্র স্বভাব দোষের কারণে সুলতান তাঁর ঝামেলা কিছুই কমালেন না, বরং তা বৃদ্ধি

www.amarboi.org

করেই চললেন। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সজ্জনদের ক্ষুব্ধ আর মতলববাজদের দুষ্কর্মে উৎসাহ দান করতে লাগলেন। বহির হামলার নিদারুণ এই দুর্দিনে নানাজনের নানারকম বদ মতলব ও তার বিরুদ্ধে নালীশ আর পাল্টা নালিশের অবধি ছিল না। উৎকলে সৈন্য প্রেরণ করে এসেই এমনই এক ঝুট ঝামেলা নিয়ে সুলতানকে তখনই আবার বসতে হলো।

দবীর-ই-খাস সনাতন সাহেব ছুটে এলেন নালিশ নিয়ে। তাঁর স্বজাতির উপর অমানবিক জুলম শুরু হয়েছে। ঘটনার বিবরণে সনাতন সাহেব জানালেন, সপ্তগ্রামের চৌধুরী (প্রশাসক) সপ্তগ্রামের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও অতিশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্ধন মজুমদারদের গৃহ ছাড়া তো করেছেনই, তার উপর গোবর্ধনের নিরপরাধ সন্তান রঘুনাথকে বন্দি করে এনে কয়েদখানায় পুরেছেন। মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে, চৌধুরীর এই দুষ্কর্মে এই সালতানতের মাননীয় উজির হামিদ খান সাহেব প্রত্যক্ষভাবে মদদ দান করেছেন এবং খোদ ঐ উজির সাহেবই রঘুনাথকে বন্দি করে এনেছেন। এটা অমানবিক ও অন্যায়। ভিন্ন ধর্মের উপর এটা অহেতুক জুলুম।

সম্মানীয় বা শ্রদ্ধেয় বলতে যে ভাবমূর্তি বুঝায়, হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারদের আদৌ তা ছিল না। তাঁরা দুই ভাই ছিলেন সপ্তগ্রামের আদায়কারী। তাঁরা রাজস্ব আদায় করে সুলতানের কোষাগারে জমা দিতেন। এঁদের বিরুদ্ধে তহবিল তসরুফের অভিযোগ অতি পুরাতন। এ কারণে সপ্তগ্রামের সবাই এদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। অনেক আগে থেকেই তাঁরা সরকারী অর্থ এন্তার আত্মসাৎ করে আসছেন। এক্ষণে বিপুল অংকের অর্থ আত্মসাৎ করে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে হৈতন খানকে প্রেরণ করার সময় সপ্তগ্রামের চৌধুরী এদের এই তহবিল তসরুফের অভিযোগ নিয়ে সুলতানের কাছে এলে, খোদ সুলতানই হামিদ খানকে তদন্ত করে দেখে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেন।

ঘটনাটি সুলতানের স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও নালীশ শুনেই সুলতান আসামী বৎ উজির হামিদ খানকে তলব দিলেন। হামিদ খান সাহেব হাজির হলে, এদের উপর কেন অন্যায় জুলুম করা হয়েছে, এই মর্মে সুলতান তার কৈফিয়ৎ চাইলেন। কিছুটা ক্ষুণ্ণ হওয়া সত্ত্বেও হামিদ খান সাহেব দলীল-দস্তাবেজ ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সহকারে সন্দেহাতীতভাবে হিরণ্য মজুমদারদের বর্তমানের ও অতীতের বিপুল অংকের রাজস্ব আত্মসাৎ করার বিষয়টি প্রমাণ করলেন এবং অর্থ আত্মসাতের ব্যাপারটি সরকারীভাবে ফাঁশ হয়ে যাওয়ার জন্যেই তাঁরা দুই ভাই পালিয়েছেন, চৌধুরী তাঁদের গৃহছাড়া করেননি, এটাও তুলে ধরলেন। সেই সাথে আরো তিনি জানালেন, রঘুনাথ তার বাপ জ্যাঠারা কোথায় আছেন জানা সত্ত্বেও এবং দপ্তরের কাগজ-পত্র তার কাছে থাকা সত্ত্বেও সে তা তামামই অস্বীকার করে এবং পরে কাগজপত্র প্রদানে অসম্মতি জানায় ও কাগজপত্র গ্রহণে বাধা দান করে। এ কারণেই রঘুনাথকে কয়েদ করা হয়েছে। রঘুনাথও এই আত্মসাতের ঘটনা আগাগোড়া জানে আর এর সাথে সে নিজেও জড়িত।

এতদসত্ত্বেও হামিদ খান সাহেবের তামাম কিছুই মিথ্যা, বানোয়াট আর উদ্দেশ্য প্রবণ বলে সনাতন সাহেব দরাজ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বসলেন এবং মজুমদারদের নির্দোষ বলে দাবী করলেন। এ প্রেক্ষিতে রঘুনাথকে এনে প্রশ্ন করা হলে, এতবড়

www.amarboi.org

সত্যটাকে গোপন করার মতো সূক্ষ্মবুদ্ধি রঘুনাথের মাথায় তৎক্ষণাৎ খেললো না। প্রথমে একটু আমতা আমতা করে পরে সে গড়গড় করে তামাম তথ্য অকপটে ফাঁশ করে দিলো এবং তার সত্য ভাষণের পুরস্কার স্বরূপ সে মুক্তিলাভ করলো।

অতপর যখন ক্ষুব্ধ উজির হামিদ খান সাহেব তাঁর বিশ্বস্ততায় আঘাত হানার জন্যে সনাতনের বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে অভিযোগ পেশ করলেন, তখন সনাতন সাহেবের অল্প কিছু বাহানা শুনেই এবং পাপীষ্ঠ মজুমদারদের সনাতন সাহেব নিজেই ধরে আনবেন—এই মিথ্যা ওয়াদা পেয়েই, সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। সনাতনের বিরুদ্ধে একটা কটু কথাও বললেন না। অপোগণ্ড রঘুনাথের উপর দাঁত পিষতে পিষতে হামিদ খানের নাকের ডগার উপর দিয়ে সনাতন সাহেব সদম্ভে বেরিয়ে গেলেন।

মর্মাহত হামিদ খান এতে করে ইস্তফাপত্র দাখিল করলে, সুলতান তাঁর উপরই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং সনাতন সাহেবদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখার অনীহা ও অক্ষমতার দরুন তাঁকেই তিনি অনেকগুলো কটু কথা শুনিয়ে দিয়ে ইস্তফাপত্র নাকোচ করলেন। পরে তিনি বিধর্মীদের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমার চোখে দেখার উদারতা সম্পর্কে নসিহত দান করে উজির হামিদ খানকে কিছু সান্ত্বনা প্রদানের কোশেশ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর এই উদ্ভট খেয়ালের ফলশ্রুতি হিসেবে মতলববাজ সদম্ভে আর সজ্জন নতমস্তকে তাঁর সামনে থেকে বিদায় নিলেন।

বাজার যখন এয়সা মাফিক গরম, ঠিক সেই অবস্থায় পরের দিনই সুলতানের সামনে এসে হাজির হলেন গোয়েন্দা শমশের আলী। উজির সাহেবদের কারোই কোন সহযোগিতা না পেয়ে সাহস করে নিজেই তিনি এলেন। এমন একটা মারাত্মক ব্যাপার চেপে যেতে পারলেন না। চন্দ্রদ্বীপ থেকে ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছে শমশের আলী প্রেরীত গোয়েন্দা ওয়ালী মাহমুদ। সে গিয়ে চন্দ্রদ্বীপের দেশাধিকারী বা শাসক রঘুনন্দনের বাসভবন বাকলাতে ছদ্মবেশে অনেকদিন বসবাস করে এসেছে। রঘুনন্দনের মতিগতি অত্যন্ত সন্দেহজনক। দেশের এই একপ্রান্তে একটা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার মানসিকতা তাঁর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এ কারণে ঐ এলাকার সংখ্যালঘু মুসলমান প্রজারা জান-মালের নিরাপত্তা নিয়ে অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়েছে। অচিরেই রঘুনন্দনকে সেখান থেকে অপসারণ না করা হলে, যে কোন সময় অঘটন ঘটতে পারে এবং তাতে করে মুসলমান প্রজাদের জান-মাল বিপুল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে।

ওয়ালী মাহমুদের এই সংবাদের প্রেক্ষিতে শমশের আলী এসে সুলতানের কাছে বিবরণটা তুলে ধরলেন এবং রঘুনন্দনের আশু অপসারণ দাবী করলেন। সুলতান আগে থেকেই একের পর এক দুঃসংবাদ শুনতে শুনতে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন। শমশের আলী পুনরায় এই সংবাদ পরিবেশন করে রঘুনন্দনের অপসারণ দাবী করলে, সুলতান একদম ফেটে পড়লেন। শমশের আলীর প্রতি তাঁর স্নেহ বিশ্বাসের কথা তামামই ভুলে গিয়ে শমশের আলীকে তিনি যদেচ্ছা অপমান করে বিদায় করে দিলেন। বিদায় করার কালে তিনি শমশের আলীকে শোনালেন—রঘুনন্দন সাহেব একজন ফালতু লোক নন। তিনি সনাতন সাহেব, রূপ সাহেব, বল্লভ সাহেবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীকান্ত সাহেবের সম্বন্ধী এবং কেশবছত্রী প্রমুখ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের তিনি একজন

www.amarboi.org

অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। রঘুনন্দনকে অপসারণ করার অর্থই এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সবাইকে নাখোশ করা এবং আভ্যন্তরীণ অসন্তোষকে জোরদারভাবে উস্‌কে দেয়া। বহিঃশত্রুর হামলার এই চরম দুর্দিনে আভ্যন্তরীণ কোন্দল তিনি প্রকট করতে পারেন না। সুতরাং শমশের আলীর গোয়েন্দাগিরি তৎপরতা আপাতত বহিঃশত্রুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই তিনি খুশী হবেন।

উজির হামিদ খান সাহেবের মতো শমশের আলীও ভগ্নচিত্তে মকানে ফিরে এলেন। বলা বাহুল্য, একভাণ্ড দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গোমূত্রবৎ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র অফুরন্ত গুণের মধ্যে এই একটি মাত্র বদগুণ বা দুর্বলতা শুধু হামিদ খান আর শমশের আলীর দীলেই নয়, এই সাল্‌তানাতের তামাম শুভাকাঙ্ক্ষীদের দীলে শুরু থেকে শেষতক্ এক চিরস্থায়ী যন্ত্রণার কারণ হয়ে রইলো।

ঘরে ফিরে শমশের আলী সটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর অধীনস্ত গোয়েন্দাদের টুকিটাকি আদেশ-নির্দেশ যা কিছু দেবার, তিনি ঘরে থেকেই দিলেন। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকার নাম করে তিনি আর কয়েকদিন ঘর থেকেই বেরুলেন না।

আল-আজাদও কয়েকদিন ধরে উন্মনা। শাহ্‌জাদী আরজুমান্দ্ বানুর ব্যাপারটা তাঁকে অত্যধিক ভাবিয়ে তুলছে ক্রমেই। এখন তিনি যতবার সেখানে যাচ্ছেন, হাজার রকম গল্প আলাপ আর হাসিখুশীর পরও প্রতিবার অন্তত একবার করে শাহ্‌জাদী তাঁর অন্তরের অভিলাষটি আল-আজাদকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি এখন পুরোপুরি ধরেই নিয়েছেন যে, এ সমস্যার সমাধান একমাত্র আল-আজাদই করতে পারবেন, অন্য কেউ পারবে না। কিন্তু সেই সমাধানটি কি, কোন পথে স্বল্পবিত্তের ও নিরিবিলি পরিবেশের জিন্দেগী তিনি পেতে পারেন, কেন তিনি এ ব্যাপারে আল-আজাদের উপরই এত নির্ভরশীলা হচ্ছেন, তার কোন দিকদর্শন বা ইশারা-ইংগিত শাহ্‌জাদী নিজেও কিছু দিচ্ছেন না বা আল-আজাদও ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছেন না। আল-আজাদের মনে চকিতে যে প্রশ্নটি দু' একবার আসতে চায়, তা নিতান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাস্তব আর অসম্ভববোধে আল-আজাদও তা অন্তরে স্থান দিতে পারছেন না, আবার শাহ্‌জাদীর ক্রমবর্ধমান আকর্ষণটাও এড়িয়ে যাওয়ার সামর্থ তাঁর থাকছে না। শাহ্‌জাদীর সেই দরদ, মমতা আর তাঁর অন্তরের অফুরন্ত মাধুর্যের কথা মনে হলেই তিনি ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, কারণে অকারণে সেই দিকেই ছুটছেন।

সবকিছু মিলিয়ে আল-আজাদ এক জটিল সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। শমশের আলীর সাথে এ নিয়ে কথা বলা সংগত হবে কিনা, আবার কি বলতে শমশের আলী কি বুঝে অনর্থক হৈচৈ শুরু করবে, এসব ভেবে শমশের আলীর কাছেও এ নিয়ে যাওয়ার কোন আগ্রহ তাঁর হচ্ছে না। শমশের আলী ফের ইদানিং অসুস্থ হয়ে পড়ায়, সে আগ্রহ তার একেবারেই উবে গেছে। এ নিয়ে এখন তিনি একা বসেই ভাবেন আর কবিতা লেখার নামে খাতার উপর হিজিবিজি দাগ কাটেন।

শমশের আলীর মেজাজও এখন খিটখিটে। অসুস্থ জেনে তাঁর খেদমতে যে কোন লোক গেলেই তিনি চটে যান। তিনি একা থাকতে চান। আল-আজাদও গিয়ে

www.amarboi.org

প্রতিবারেই স্রেফ গালমন্দ খেয়েই এসেছেন। মন খুলে কোন আলাপই তাঁর সাথে আল-আজাদের এ কয়দিন হয়নি।

তবুও শমশের আলী আল-আজাদের প্রিয় বন্ধু। পরম বন্ধু তিনি। সেই বন্ধু এখন অসুস্থ। তাই গালমন্দের পরোয়া না করে আল-আজাদ প্রতিদিনই তার ঘরে দু' একবার যান। শমশের আলীর কাজে লাগার কোশেশ করেন। ব্যর্থ হলে ফিরে আসেন।

আজও তিনি গেলেন। গালমন্দ যা-ই করুক, তাঁর খোঁজ খবর নেয়ার জন্যেই গেলেন। কিন্তু শমশের আলী তাঁর সাথে আজ ভিন্ন আচরণ করলেন। গালমন্দ না করে তাঁকে কাছে ডেকে বসালেন। কয়েকদিনের একাকীত্বে শমশের আলী রীতিমতো হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। একমাত্র খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেবের সাথে নিতান্তই দু' চারটি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর কারো সাথেই কোন আলাপ কয়েকদিন তিনি করেননি। মনের খেদ মনে নিয়ে চুপচাপই ছিলেন। কিন্তু আর পারলেন না। মনের খেদ কোনভাবে প্রকাশ করতে না পেরে দম তাঁর বন্ধ হয়ে এসেছিল। তাই আজ আল-আজাদের সাথে কিছুটা রসিকতা করে গুমোট বাঁধা মনটা তিনি হাল্কা করতে চাইলেন। এ ছাড়া, আল-আজাদের সাথে তাঁর কথা বলার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ। তাই আল-আজাদকে কাছে বসিয়েই তিনি রসিতকা শুরু করলেন। বললেন—দোস্ত্, তুমি গোয়েন্দা হতে চেয়েছিলে, তাই নয়?

আল-আজাদ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—কেন, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

ঃ কেন, সে কথা থাক। তুমি চেয়েছিলে কিনা বলো?

ঃ হ্যাঁ, তাতো চেয়েই ছিলাম। এখনও সে ইচ্ছা আমার কিছুটা আছেই।

ঃ ব্যস্! তাহলে তৈয়ার হয়ে যাও।

ঃ মানে?

ঃ তখন আমি আপত্তি করেছি। কিন্তু আর আমার আপত্তি নেই।

ঃ সত্যি বলছো?

ঃ মিথ্যা বলতে যাবো কেন? এ কাজে তোমার এত আগ্রহ যখন, তখন তোমাকে এ স্বাদে বঞ্চিত করবো কেন?

ঃ তাহলে সত্যিই তুমি আমাকে তোমার সাগরিদ করতে আগ্রহী?

ঃ সাগরিদ কি বলছো? চাইলে আমি আমার এই পদটাই তোমাকে ছেড়ে দিতে আগ্রহী।

কথারভাবেই আল-আজাদ বুঝেছিলেন, শমশের আলী এ নিয়ে ফের তাঁর সাথে মশকরা শুরু করেছেন। কাজেই আল-আজাদও এর জবাবে মশ্করা করে বললেন—তোমার পদ আমাকে দিলে তুমি করবে কি? ভেরেন্ডা ভাজবে?

ঃ না। আমি কবিতা লেখা শুরু করবো।

ঃ কবিতা!

ঃ হ্যাঁ দোস্ত্। তুমি আমাকে একটুখানি তালিম দিয়ে দিও, আমি এখন স্রেফ বসে বসে কবিতা লিখে যাবো।

আল-আজাদ হাসিমুখে বললেন—মওলা হে, এ আমি কি শুনিতে কি শুনিলাম—

www.amarboi.org

আল-আজাদকে বাধা দিয়ে শমশের আলী বললেন—আমি জানি, তুমি আমার কথাটাই মওকা পেয়ে আমার উপর ছুড়ে মারবে। কিন্তু ঠাট্টা নয়। আমি ভেবে দেখলাম, জিন্দেগী সম্পর্কে তোমার ধ্যান ধারণাই ঠিক। খামাখা এই জিন্দেগী নিয়ে হৈচৈ করতে না গিয়ে চুপচাপ বসে কবিতা লিখে যাওয়া হাজার গুণে বেহতর।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ তোমার মতো কবি হতে পারলে যেমন সুনামও আছে, তেমনই শান্তিও আছে। এই তথ্যটা বুঝতে না পেরে অনর্থক আমি এ যাবত গাল দিয়েছি তোমাকে। আসলে বয়সে কিঞ্চিৎ বড় হলে কি হবে? জ্ঞানে তো আমি তোমার কাছে একেবারেই শিশু। বুঝতে আমার সেই জন্যেই দেরী হয়েছে এতটা।

আল-আজাদ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যাটা শমশের আলীর এই হেঁয়ালীর সামনে ফিকে হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আল-আজাদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তোমার কি হয়েছে দোস্ত? বীমার কিছু নেই, অথচ কয়দিন ধরেই তুমি কেমন অবিরাম ছটফট করছো, সবার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করেছো, এখন আবার এই সব আজগুবী কথা বলছো, হঠাৎ গোয়েন্দাগিরিতে তোমার এত অভক্তি দেখা দিলো কেন?

ঃ এই কাজটার প্রতি তোমার খুব ভক্তি হয়েছে তাই। এই মৌচাকের মধু এতদিন আমি একাই খেয়ে এসেছি। তুমি আমার পরম বন্ধু। তবু এর এক ফোঁটার স্বাদও তুমি পাওনি। ওদিকে আবার এর স্বাদ গ্রহণের জন্যে দীলে তোমার কতই না খাহেশ। তাই ভাবছি, এখন তুমি যাও, এই স্বাদটা তুমি কিছুদিন একাই গ্রহণ করো, আমি বসে তোমার কাজটা করি।

ঃ বটে!

ঃ তোমার কিস্‌মত কি শানদার দোস্ত! কাব্য করার বদৌলতে দীলে তুমি শান্তি পেলে, বেধড়ক যশ পেলে, এমন কি এই বাঙ্গালা মুলুকের সেরা সুন্দরী শাহজাদী আরজুমান্দ্‌ বানু বেগমের প্রেম পেলে। আর আমি? আমি কি পেলাম? বিরামহীন তকলিফ, দুশমনদের বিদ্বেষ আর যার জন্যে করি চুরি তার অনর্থক অসন্তুষ্টি। কারো মন ভুলতে পারিনে। দূর-দূর! সিধা রাহা ফেলে খামাখা আমি বাঁকা পথে ঘুরতে গেছি। তাই আমিও স্থির করেছি, বসে বসে এখন আমি এক ধারছে কবিতা লিখবো। দেখি, কোন শাহজাদীতো এই পোড়া নসীবে জুটবে না, একটা কানা বাঁদীর মুহাব্বতও হাসিল করতে পারি কিনা।

শমশের আলী মুসকি হাসলেন। আল-আজাদ নাখোশ কণ্ঠে বললেন—তুমি কিন্তু আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছো বিলকুল। আসল ঘটনা কি, তা কিন্তু বলছো না।

ঃ আসল ঘটনা বলছিনে?

ঃ কৈ বলছো? কেবলই তো পাগলের মতো প্রলাপ বকে চলেছো, যার কোন মাথাও নেই, মণ্ডুও নেই। যত্তসব ফালতু কথা।

ঃ হবেই তো। তুমি তোমার আসল ঘটনা খুলে বলেছো কোনদিন? তা বললেও তো আজ এই মুহূর্তে আমার ঘটনা তোমাকে বলে একটা সিদ্ধান্তে আমরা দুইজনে মিলে পৌঁছতে পারতাম।

www.amarboi.org

আল-আজাদ তাজ্জব হয়ে গেলেন। এতবড় অপ্রাসঙ্গিক আর অসংলগ্ন আলাপ শমশের আলী করে না। রসিকতা যতই সে করুক, তার কথার মধ্যে নির্দিষ্ট ও স্থির একটা লক্ষ্য থাকে সবসময়। কিন্তু আজ তার এসব কি? আল আজাদ সবিস্ময়ে বললেন—সিদ্ধান্ত।

ঃ হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত। তুমিই তো হয়েছো আমার এক মস্তবড় বালাই। তোমার জন্যেই হাত পা আমার বাঁধা পড়ে আছে।

ঃ দোস্ত্।

ঃ আজ ঠিক ঠিক বলোতো দেখি, শাহজাদীকে নিয়ে তুমি কতদূর এগিয়েছো?

ঃ এগিয়েছি মানে?

শমশের আলী রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—ভড়ং করছো কেন? সত্যি কথা বলো। তুমি কি সত্যিই শাহজাদীকে ভালবেসে ফেলেছো?

আল-আজাদ লা-জবাব হয়ে গেলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যাটা আবার এসে জাপ্‌টে ধরলো তাঁকে। জবাব না দিয়ে কেবলই তিনি ভাবতে লাগলেন। তা দেখে শমশের আলী আরো অধিক শক্ত কণ্ঠে বললেন—কি? কথা বলছো না যে? জবাব দাও। এটা জানার আজ যথেষ্ট প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

আল-আজাদ নতমস্তকে বললেন—না, ঠিক ভালবেসেছি, তা নয়। তবে তাঁকে আমার ভাল লাগে—এই আর কি।

ঃ ব্যস্-ব্যস্। ঐ ঢের। এবার শাহজাদীর মতলব কি বলো? তিনি কি তোমাকে ভালবাসেন? একথা তিনি কি বলেছেন তোমাকে কোনদিন? বা কোনভাবে প্রকাশ করেছেন তা?

আল-আজাদ চমকে উঠলেন। প্রবল আপত্তি তুলে বললেন—না-না, এ তুমি কি বলছো দোস্ত্? এসব কথা তিনি কখনও বলেননি। সে ধরনের মেয়েই তিনি নন।

ঃ তুমি নিজে কিছু বুঝতে পারোনি?

ঃ আমি? কি বুঝবো আমি?

ঃ তাহলে এতদিন ধরে সেখানে কি ঘাস কাটছো বসে বসে? গোটা দিনের অর্ধেকটাই ওখানে বসে কাটাও, আর একটা মেয়ের দীলের খবর কিছুই তুমি আঁচ করতে পারো না? কিসের দড়ি পাকাতে অহরহ পাগল হয়ে দৌড়াও ওখানে দৈনিক?

ঃ দোস্ত্!

ঃ তোমাকে তাহলে স্রেফ বানরের মতোই নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন শাহজাদী? নফরের মতোই খেদমত করতে যাও তাঁর সেখানে?

ঃ না-মানে—

ঃ চাবুক-টাবুক মারে নাতো না-খোশ হলে?

ঃ কিযে বলছো দোস্ত্? শাহজাদীর সাথে আমার তো সে সম্পর্ক নয়? তাহলে আমি যাই ওখানে কখনও?

ঃ সেই সম্পর্কের কথাই বলো তাহলে। ওটাই তো আমি শুনতে চাই।

ঃ তিনি আমাকে অত্যন্ত সমাদর করেন। আমার জন্যে দীলে তাঁর অফুরন্ত দরদ। তিনিই বরং সবসময় আমার খেদমতে ব্যস্ত থাকেন। আমার খেদমত করতে পেলেই আনন্দ পান তিনি।

ঃ আচ্ছা। তা একথাটা বলতে এত টালবাহানা করছো কেন? এই তো আসল কথা। শাহজাদীও ভালবাসেন তোমাকে।

www.amarboi.org

ঃ না দোস্ত্, আসল কথা সেটা নয়।

ঃ সেটা নয় মানে? মাথায় কি তোমার ঘেলু বলতে কিছুই নেই? শাহজাদীর এ আচরণের অর্থ কি? তোমাকে ভালবাসেন বলেই তো তিনি এতটা ঝুঁকে পড়েছেন তোমার দিকে।

ঃ ঝুঁকে পড়েছেন এটা সত্যি। তবে আমাকে ভালবেসেই পড়েছেন, ঠিক তা নয়। এর অন্য কারণ আছে।

ঃ অন্য কারণ ! কি সে কারণ?

সংকোচের বাধাটুকু কেটে গেল। শমশের আলীকে যে কথাটা বলবেন বলবেন করেও বলতে পারেননি এ যাবত, পরিস্থিতি অনুকূলে আসায় আল-আজাদ সেই কথাটাই তুললেন। একটু ইতস্তত করে বললেন—দোস্ত্, শাহজাদী আমার উপর এক মস্তবড় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ সে দায়িত্ব পালন করার সামর্থ আমার কিছুই নেই। তাই কি যে করি, এ নিয়ে খুব পেরেশান হয়ে আছি আমি।

ঃ কি রকম?

আল-আজাদ এবার শাহজাদীর আন্তরিক বাসনার কথা সমস্তই খুলে বললেন। জিন্দেগীর প্রতি শাহজাদীর দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির মতোই এবং শাহজাদীর এই আকাঙ্খা বাস্তবায়নে শাহজাদী তাঁকেই একমাত্র অবলম্বন মনে করছেন, এসব কথাও আল-আজাদ শমশের আলীকে জানালেন।

অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে শমশের আলী সব কথা শুনলেন। শোনার পর বিপুল বিস্ময়ে আল-আজাদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন—তুমি একটা গিদ্ধর তা জানতাম। কিন্তু এতবড় গিদ্ধর তা জানতাম না। এরপরও শাহজাদী তোমাকে ভালবাসেন কিনা, এ নিয়ে সংশয় আছে দীলে তোমার?

ঃ দোস্ত্ !

ঃ আরে বেয়াকুফ, তিনি শুধু ভালই তোমাকে বাসেন না, তিনি তোমাকে মনে প্রাণে গ্রহণও করে নিয়েছেন। এছাড়া, কিভাবে সেই গ্রহণটাকে বাস্তব করে তোলা যায়, তার পরিষ্কার রূপরেখাও দিয়েছেন।

ভীষণভাবে চমকে উঠে আল-আজাদ বললেন—তার মানে?

ঃ তিনি ঠিকই বলেছেন, তোমাদের ঐ মুহাব্বতটা শাদির পর্যায়ে পৌছা না পৌছা একমাত্র তোমার উপরই নির্ভরশীল।

এতটা না ভাবলেও আল-আজাদের দীলে যে সংশয় কিছু জাগেনি, তা নয়। কিন্তু শমশের আলী এটাকে অত্যন্ত প্রকট আর জীবন্ত করে তোলায় আল-আজাদ একেবারেই ভড়কে গেলেন। তিনি উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—মুহাব্বত, শাদি, এসব কি বলছো দোস্ত্?

ঃ চালাকী করছো কেন? এত নিবোর্ধ তুমি নও যে, নিজে এটা কিছুই বুঝতে পারোনি!

আল-আজাদ অসহায়ের মতো বললেন—না-না, এটা আমি চাইনে! এটা চাইতে আমি পারিনে! আমার জিন্দেগীর খোয়াব আমি এভাবে কখনোও দেখিনি!

ঃ না দেখলেও এখন আর উপায় নেই। একেবারেই গেঁথে যাওয়ার পর এখন আর অতীত ভেবে লাভ নেই। বর্তমানে যা করণীয় তাই এখন স্থির চিত্তে করার চিন্তা করো। নইলে তোমার আমও যাবে, ছালাও যাবে।

www.amarboi.org

ঃ মানে ? তোমার অতীততো গেছেই, বর্তমানটাকেও সতর্কভাবে গুছিয়ে তুলতে না পারলে, তোমার বর্তমানও থাকবে না। লাভের মধ্যে লাভ হবে—দুর্নাম, অপমান, দুঃখ আর প্রাণহানীর সমূহ সম্ভবনা।

ঃ দোস্ত !

ঃ শাহান শাহর অভিমতটা কি হবে জানিনে। কিন্তু শাহী পরিবারের আর সকলের আভিজাত্যের যা অহংকার, তাতে শাহজাদীকে দরকার হলে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবেন তাঁরা, তবু তোমার মতো একজন পথের লোকের সাথে শাহজাদীর শাদি কখনও দেবেন না। সুতরাং পথ ঐ একটাই। কিছুটা হীন আর দৃষ্টিকটু হলেও শাহজাদীকে নিয়ে তোমাকে পলায়ন করতে হবে। দেশের বা বিদেশের কোন অজ্ঞাত আর প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে ঘর বাঁধতে হবে তোমাদের। শাহজাদী এই ইংগিতই তোমাকে স্পষ্টভাবে দিয়েছেন। এখন তোমার একমাত্র কাজ আর কর্তব্য, শাহজাদীকে নিয়ে অচিরেই পলায়ন করা।

ঃ পলায়ন করা !

ঃ দুসরা রাহা নেই। আর তুমি এটা করলেই আমারও অসুবিধাটা দূর হয়। এই গোলামীর জিঞ্জির ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমিও এখান থেকে সরে পড়তে পারি। তোমার জন্যেই নকরীতে আমি ইস্তফা দিতে পারছিনে। তোমাকে এখানে একা ফেলে সরে যাওয়াটা আমি কল্পনা করতে পারিনে। তাই, তুমি পালাও দোস্ত। আমি গোয়েন্দা। যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, আমি ঠিকই খুঁজে নিতে পারবো।

আল-আজাদ অনেকক্ষণ দম ধরে রইলেন। এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে ঠাণ্ডা কণ্ঠে বললেন—এই জন্যেই কথাটা তোমাকে আমি বলতে চাইনি কখনও। বললেই যে এই রকম এক আজগুবী খোয়াব দেখে হৈচৈ করে উঠবে তুমি, তিলকে তাল বানিয়ে আসমান-জমিন কাঁপিয়ে তুলবে, ওটা আমি আগেই ভেবে রেখেছি।

শমশের আলী হতাশ কণ্ঠে বললেন—তার মানে ?

ঃ আসলে যতটা তুমি ভাবছো, সে রকম আদৌ কিছু ঘটেনি। কিছুটা দুর্বলতা আমার মধ্যে এলেও, এ ব্যাপারে যথেষ্ট আমি সজাগ আছি। যে জিন্দেগী আমি চাইনে, সে জিন্দেগীতে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা জোরদার হয়ে না উঠতেই, নিজেই আমি সরে পড়তে পারবো। কাউকে সাথে নিয়ে পলায়ন করতে হবে না।

ঃ সেকি ! শাহজাদীর সাথে তুমি বেঈমানী করবে ?

ঃ তাঁর সাথে এ ধরনের ঈমানদারীর কি কথা আমার আছে বা আমি নিয়ে আছি যে, বেঈমানীর প্রশ্ন উঠবে ? একটা খেয়াল শাহজাদীর দীলে এসেছে বলেই তাঁর সান্ত্বনার জন্যে আমাকে কিছুটা ব্যতিব্যস্ত হতে হচ্ছে এখন, অর্থাৎ সে প্রেক্ষিতে কিছুটা ভাবনা-চিন্তা করতে হচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝি, এ খেয়াল তাঁর আপনা আপ্‌ ফিঁকে হয়ে যাবে একদিন। আবেগটা খাটো হয়ে এলেই তিনি শান্ত হয়ে যাবেন। যতটা অসহায় এখন ভাবছেন তিনি নিজেকে, ভবিষ্যতে ততটা অসহায় তিনি থাকবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। সুতরাং মানুষকে মানুষের ভাল লাগা, দরদ করা বা মানুষে মানুষে সখ্যতা-বন্ধুত্ব গড়ে উঠা মানেই একদম প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাওয়া নয় যে, তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

ঃ বটে !

ঃ হঠাৎ করে নিজেও আমি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছি আর শাহজাদীও কিছুটা

www.amarboi.org

আবেগের মধ্যে আছেন বলেই অবস্থাটা এখন একটু ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। ঠিক আছে দোস্ত, এ নিয়ে তুমি ভেবো না। এটা আমি নিজেই সামলিয়ে নিতে পারবো।

শমশের আলী নাখোশ হলেন। তিনি বিরক্তিভরে বললেন—আরে দুত্তোর। যে জেগে ঘুমায়, তাকে কি জাগানো যায় কখনও? তো যাও। আমার কর্তব্যটা করলাম আমি। তোমাকে নিয়ে আর আমার কোন দায়দায়িত্ব নেই। তোমার যা খুশী তাই তুমি করোগে। পালাও, থাকো, সে তোমার ইচ্ছা। আমার নিজের ভাবনা ভাবি আমি এখন।

ঃ দোস্ত!

ঃ তোমার সাথে যে পিরীত করে সে একটা মূর্খ।

ঃ তা-মানে—

ঃ এখন তুমি এখান থেকে সরে পড়তে রাজী আছো?

ঃ এখন? মানে হুড়মুড় করে? তা কি করে হয়?

ঃ সেই জন্যেই তো বলছি, এক মূর্খ ঐ শাহজাদী, দুসরা মূর্খ আমি। যাও, যা খুশী করোগে। আমার কর্তব্য শেষ। আমি এখন আমার নিজের ভাবনা ভেবে দেখি—

তাঁদের কথার মাঝেই এক গোয়েন্দা এসে শমশের আলীর দরজার উপর দাঁড়ালো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শমশের আলী বললেন—কি ব্যাপার? তুমি? তুমি আবার কি খবর নিয়ে এসেছো?

আগন্তুক গোয়েন্দাটি বললো—সীমান্তের খবর জনাব। সীমান্ত রক্ষী রামচন্দ্রখানের এলাকার খবর।

ঃ কি ঘটেছে সেখানে? কোন বিদেশী হামলার খবর?

ঃ জিনা জনাব। সীমান্তরক্ষী ঐ এলাকার লোকজনের উপর জবেবার জুলুম শুরু করেছেন।

ঃ লোকজন মানে?

ঃ মানে নীচু জাতের হিন্দুদের উপর। যারা ধর্মত্যাগ করছে তাদের উপর।

ঃ তাতে তোমার আমার কি?

ঃ যারা স্বইচ্ছায় ইসলাম কবুল করছে ঐ সীমান্ত রক্ষী তাদের উপর জুলুম করবেন—এটা তো হতে পারে না হুজুর? শাহান শাহকে বলে এর বিহিত করা দরকার।

ঃ আমাদের কি গরজ? এমন ঘটনা চারদিকেই ঘটছে এখন। এ নিয়ে যাঁর দেশ, যাঁর সীমান্তরক্ষী, তিনি বসে ভাবুনগে। এতে আমাদের নাক গলানোর দরকারটা কি?

ঃ কিন্তু খবরটা শাহান শাহকে—

শমশের আলী অতিমাত্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আগন্তুকের একথায় গর্জে উঠে বললেন—ভাগো! ভাগো শিগ্গির এখান থেকে। এসব ফালতু খবর নিয়ে আর কখখনো আমার সামনে আসবে না। যাও, পালাও এক্ষণি—

তবুও কিছুক্ষণ কাঁচুমাচু করে আগন্তুক গোয়েন্দাটি চলে গেল। এতদৃশ্যে আল-আজাদ স্বাভাবিকভাবেই নিজের কথা রেখে ফের শমশের আলীর প্রসঙ্গে চলে এলেন। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার দোস্ত? আমার উপর তো

www.amarboi.org

নিচ্ছো খুব এক চোট, আমার দাড়ির খবর নিয়ে টানাটানি করছো, কিন্তু তোমার ব্যাপারটা তো কিছুই বুঝতে দিচ্ছো না? কি হয়েছে তোমার? তোমার নিজের লোক তোমাকে একটা খবর দিতে এলো, আর তার সাথে তুমি এ আচরণ করলে?

ঃ খেয়েদেয়ে কাজ পায়নি বেয়াকুফেরা। যত্তসব ফালতু খবর নিয়ে এসেছে।

ঃ ফালতু খবর! কিন্তু আমার তো মনে হলো—

ঃ একদম ফালতু খবর। দেশের ভেতরে বাইরে সর্বত্রই দলে দলে এখন নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম কবুল করছে। এ খবর একটা খবর নাকি?

ঃ সেকি! এমন একটা খবর—

ঃ এমন কিছুই নয়। ভিন্ন ধর্মীদের ইসলাম কবুল করার ঘটনা এ মুলুকে এই নতুন নয়। বহুত পুরাতন ঘটনা। বর্তমানে এই প্রবণতাটা খুব বেড়ে গেছে, এই যা।

ঃ তাই নাকি? প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে?

ঃ হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন হলোই খুব বেড়ে গেছে।

ঃ এর কারণটা কি মনে করছো তুমি?

ঃ কারণ অনেকগুলো। তবে বড় কারণ, এ রাজ্য আবার হিন্দুরাজ্য হবে, মুসলমান হলে সে অবস্থায় তাদের উপর বর্ণ হিন্দুদের জুলুম আরো শতগুণে বেড়ে যাবে—এই ভয়ে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা কিছুদিন দম ধরে ছিল। সেই হিন্দু রাজ্য হলো না। ফলে, তারা আবার ইসলাম কবুলের দিকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়েছে। এছাড়া, হাবসীদের কাণ্ড দেখে অনেকে ভেবেছিল, এদেশে আর মুসলিম শাসন টিকছে না। এখন দেখছে, শুধু টিকলোই না, আরো অনেক মজবুতভাবে এই সালতানাতটা কায়েম হয়ে গেল। বাইরের সমবেত হামলাও এর কিছুই করতে পারছে না। কাজেই, এখন নিশ্চিন্তে তারা ইসলাম কবুল করছে।

ঃ আচ্ছা। তা এ মুলুকে না হয় কারণটা এই হলো, কিন্তু ভিন্ মুলুকে? সেখানে ইসলাম কবুলের হিড়িক পড়লো কেন?

ঃ অন্য মুলুকে অধিক হিড়িক পড়েনি। পড়েছে কিছুটা ঐ উৎকলে। এর কারণও ঐ একটাই—বর্ণ হিন্দুদের গোঁড়ামী। উৎকল রাজের উৎকট বর্ণবাদীতার জন্যে তাদের জুলুম থেকে বাঁচার ইরাদায় নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামে চলে আসছে।

ঃ ও, এই ব্যাপার?

ঃ গতি নেই বলেই নিরুপায় হয়ে আসছে। গতি থাকলে কি আর আসতো? ইসলামে আসার আগে ইসলামের মাধুর্যের সন্ধান এরা তো বড় বেশী পায় না।

ঃ কি রকম? গতি না থাকা মানে?

ঃ এত এলেম তোমার, এসব তো তোমারও কিছু জানার কথা।

ঃ দোস্ত!

ঃ বৌদ্ধ ধর্ম যখন জোরদার ছিল হিন্দুস্থানে, তখন জুলুমে পড়লে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতো। ঐ বৌদ্ধদের হিন্দুস্থান থেকে তাড়িয়েছেন হিন্দু শাসক ও ধর্ম সংস্কারকগণ। এখন আর যাওয়ার স্থান নেই। তাই ইসলামে চলে আসছে।

www.amarboi.org

ঃ তাহলে তো এ একটা মস্তবড় খোশ খবর দোস্ত। এ অবস্থা চলতে থাকলে তো হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলো কালক্রমে মুসলিম প্রধান হয়ে যাবে।

ঃ সে গুড়ে বালি। চারদিকে যে হারে ইসলাম কবুল শুরু হয়েছে, এটা দেখে হিন্দুরা চুপচাপ বসে থাকবে ভেবেছো? এর প্রতিকার চিন্তা করবে না?

ঃ দোস্ত!

ঃ যা করলে এটা রোধ হয়, তাই করার চেষ্টা করবে। তাতে নিজেদের স্বকীয়তা ছেড়ে যতদূরে যেতে হয় যাবে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ভোল্ বদলাতে কতক্ষণ? এই হিন্দু ধর্মটা এমনই একটা ধর্ম, যেখানে আমাদের মতো নির্দিষ্ট ও একক কোন কিতাব নেই, একক কোন পয়গম্বর নেই, সর্বত্রই সবার জন্যে একই সুনির্দিষ্ট কোন জীবন বিধান বা রীতিনীতি নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই। এদের অসংখ্য দেবতা, একাধিক অবতার, অধিক পাঁজিপুঁথী ততোধিক জাতগোত্র আর বিভিন্নমুখী রীতিনীতি। এক এক গোত্র এক এক দেবতার পূজারী। এদের স্বকীয়তা সনাক্ত করা দুষ্কর। পাঁজিপুঁথীগুলোও আবার মানুষের তৈরী কিতাব। আমাদের মতো এদের কোন আসমানী কিতাব নেই। কাজেই, এরা যে কোন্‌টা থেকে কোন্‌টায় গিয়ে লাফ দিয়ে পড়বে, কে বলতে পারে?

ঃ সেকি!

ঃ সেই প্রক্রিয়াই শুরু হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

ঃ তার মানে?

ঃ তোমার আসার কিছু আগেই আমার দপ্তরের এক সহকারী মায়ের কাছে মামার বাড়ীর গপ্পো শুনাতে এসেছিল। এক ধমকে তাকেও আমি তাড়িয়েছি তখনই। আমাকে সে নবদ্বীপের এই কিসিমের খবর শোনাতে চায়।

ঃ নবদ্বীপের খবর!

ঃ হ্যাঁ, আর এক নাটক ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে সেখানে। ব্যাপক এই ধর্মান্তর দেখে; তারা ঐ ভোল্ বদলানোর পালাটাই শুরু করেছে বলে আমার বিশ্বাস। এই মসনদটা দখল করতে না পারলে কি হবে, ইসলামের আধিপত্য খর্ব করতে পারাটাও তাদের একটা বিজয়। সেই যুক্তিই পুনরায় শুরু হয়েছে সেখানে।

ঃ বলো কি! শাহান শাহ এটা জানেন?

ঃ না।

ঃ জানাও নি?

ঃ না।

ঃ সেকি!

ঃ এমন অনেক খবর আমার কাছে আছে যা সুলতানকে জানানো উচিত, আর সুলতানের তা জানা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সুলতান তাঁর মাথাটা ওদের কাছে বন্ধক দিয়ে রেখেছেন। এসব বা ওরা যেখানে জড়িত সেসব কোন খবরই জানতে তিনি রাজী নন। জানাতে গেলেই তেড়ে আসেন। সুতরাং যেদিকের পানি যেদিকে যায় যাক। আমার তা নিয়ে মাথা ঘামানোর গরজটা কি?

ঃ তাই বলো? সুলতানের সাথে গোলমাল তাহলে ঘটে গেছে একটা তোমার?

www.amarboi.org

ঃ বুঝতে তাহলে পেরেছো ?

ঃ হ্যাঁ দোস্ত। কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি ? ওসব কথায় থাকার তোমার দরকার নেই। এবার উঠো।

ঃ মানে ?

ঃ ওটা ছাড়া আর কোন কথা আছে তোমার ?

আল-আজ্জাদ থমকে গিয়ে বললেন—না, আর কথা কি ? তবে ঐ নবদ্বীপের ব্যাপারটা কি যেন বললে, ওটা—

ঃ ও বেলা এসো। সে কাহিনী তখন তোমাকে শোনাবো। এখন উঠো। দুপুর পেরিয়ে গেছে, নাওয়া খাওয়া করোগে।

ঃ দোস্ত।

ঃ আর আমি যা বললাম, তা একদম উড়িয়ে না দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাল করে বুঝে দেখোগে। আমি তো আর তোমাদের ঐ কাব্যকক্ষে যাইনে। কাজেই, তোমাদের মধ্যে কি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা সঠিক কিছু জানিনে। তুমি যে বর্ণনা দিলে সেই মোতাবেক দাওয়াই দিলাম। তুমি শিশুও নও, অবোধও নও। এখন নিজে তুমি বুঝে দেখোগে, বিমারটা ঠিক কোন পর্যায়ের। নিজের ব্যথাটা নিজেই আগে ভাল করে বুঝে নেয়া উচিত।

আল-আজ্জাদ উদাস কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, তাতো ঠিকই।

ঃ তো নাও, এখন উঠো—

—বলতে বলতে শমশের আলী নিজেই উঠে দাঁড়ালেন।

ও বেলা বসে শমশের আলী গোয়েন্দাদের মুখে নবদ্বীপের চলতি ঘটনার যেটুকু তথ্য পেয়েছিলেন, সেইটুকুই আল-আজ্জাদকে বর্ণনা করে শোনালেন। বিস্তারিত ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

নবদ্বীপে এ সময়ে যে পালাটি শুরু হয়, শমশের আলীর ভাষায় বললে বলতে হয়, তা ভোল বদলানোর পালাই। বাঙ্গালা মুলুকে ব্যাপকভাবে ইসলাম কবুলের প্রক্রিয়া শুরু হলে, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ অনেকেই হিন্দুধর্মের বিলুপ্তির আশংকায় শংকিত হয়ে পড়েন। তাঁরা উদ্বিগ্নভাবে এই বিলুপ্তি রোধের রাহা খুঁজতে থাকেন। এই সময় নবদ্বীপের জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান বিশ্বম্ভরের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দেয়।

ঈসায়ী ১৪৮৫ সনে বিশ্বম্ভর নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। তিনি বৈদিক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষের বাস ছিল উৎকলের জাজপুর নগরে। উৎকল রাজের বিরাগভাজন হয়ে জগন্নাথ মিশ্রের পিতামহ মধুকর মিশ্র শ্রীহট্টে এসে বড় গঙ্গা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন। পরে জগন্নাথ মিশ্র শ্রী হট্টের জয়পুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করেন। এ সময় নবদ্বীপ জ্ঞান গরিমায় স্ফীত ছিল। এই জ্ঞান গরিমার অন্বেষণে এবং শ্রীহট্টের তৎকালীন দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতার কারণে জগন্নাথ মিশ্র ও নীলাম্বর চক্রবর্তী এই দুই ব্যক্তি সপরিবারে নবদ্বীপে এসে বসবাস

www.amarboi.org

করতে থাকেন। এই নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীর সাথে জগন্নাথ মিশ্রের বিবাহ হয় এবং জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও শচীদেবীর গর্ভে বিশ্বম্ভর জন্মলাভ করেন।

বিশ্বম্ভর তাঁর পিতৃদত্ত নাম। কুল মহিলাগণ তাঁকে নিমাই বলে ডাকতেন। গায়ের রং গৌর হওয়ায় প্রতিবেশীরা তাঁকে গৌর বা গৌরাঙ্গ নাম দিয়েছিলেন। বিশ্বম্ভরের অল্প বয়সে পিতৃ বিয়োগ ঘটলেও তাঁর অধ্যয়ন অব্যাহত থাকে। সাধারণ শিক্ষা অন্তে তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করেন এবং বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। অতপর তিনি শিক্ষাব্রতী হয়ে অধ্যাপনা করতে থাকেন এবং প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে পর পর আরো দু'টি বিবাহ করেন।

এই অবস্থায় স্বধর্মের দুর্দিন দেখে তাঁর মধ্যে ভাবান্তর ঘটে। তিনি ইসলামের সরলীকৃত রূপ ও গণতান্ত্রিক আদর্শসমূহে আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মণ্যবাদের জটিলতা, বর্ণবাদিতা, বিভেদ ও ছুৎমার্গে তিনি ব্যাথিত হন। হিন্দুধর্মের দুরবস্থা ও নৈরাশ্যের জন্যে তিনি এগুলোকে চিহ্নিত করেন এবং হিন্দু ধর্মকে সার্বজনীন করে তোলায় চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। তার মতাদর্শে ইসলামের গভীর প্রভাব পড়ে এবং ইসলামের আকর্ষণীয় দিকগুলো সমন্বয়ে এ মুলুকে একটি ধর্ম সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন হন।

তাঁর মধ্যে এই ভাবান্তর এলে তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করে দেশ ভ্রমণে যাত্রা করেন। বহু তীর্থস্থান ভ্রমণে এবং বহু মুসলমান ফকির, সুফী, দরবেশ এবং হিন্দু সন্যাসী ও পণ্ডিতবর্গের সংস্পর্শের মাধ্যমে তাঁর ভাবান্তর ও চিন্তা-ভাবনা পুষ্ট হয়। অবশেষে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণবাদিতা ও সমগ্র আচার ব্যবস্থা বর্জন করে মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণভক্ত হয়ে পড়েন। কাটোয়া নিবাসী কেশব ভারতী তাঁকে দীক্ষাদান করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম দেন।

দীক্ষা গ্রহণ করার পর বিশ্বম্ভর বা শ্রীচৈতন্য তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়ে নবদ্বীপে ফিরে আসেন। এই সময় নিতাই বা নিত্যানন্দ নামক এক সন্যাসী তার সাথে যোগ দেন এবং তাঁরা কৃষ্ণ সংকীর্তন শুরু করেন। অচীরেই নবদ্বীপবাসীগণ এই ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং বিশ্বম্ভরকে শ্রীকৃষ্ণের এবং নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলে ভাবতে শুরু করে। বিশ্বম্ভরের মধ্যে ভাবান্তর দেখেই নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা নিরাশার অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পান এবং এক্ষণে তাঁরা বহুলাংশে বিশ্বম্ভরের এই ধর্মমত লুফে নিয়ে তাঁর সাথে সামিল হন।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভারতবর্ষে আগে থেকেই ছিল। কিন্তু সেগুলো ছিল কঠোর ও দুর্বোধ্য দার্শনিকতা পূর্ণ। ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ভাগবত সম্প্রদায় অতি প্রাচীন এবং বাঙ্গালা মুলুকে বিশ্বম্ভর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা নবীন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে এই নবীন সম্প্রদায়ে সকলের সমান অধিকার ও পতিত, অচ্ছুত, অস্পৃশ্য জাতিচ্যুত সহ উঁচুনীচু সকল লোকের সমান মর্যাদা থাকার ফলে চৈতন্যের এই বৈষ্ণব ধর্ম দ্রুত ও সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করে। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালা মুলুকে এই নতুন ধর্মমত প্রচার না করলে কালক্রমে স্রেফ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রীয় জাতীয় কিছু উঁচু বর্ণের হিন্দুরা ছাড়া, এ মুলুকে অবশিষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো।

www.amarboi.org

প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্বম্ভরের ধর্ম প্রচারে অবশ্য একটা সংঘাতও শুরু হয়। নবদ্বীপের কিছু কঠোর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁদের ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার নীতি ও কৌলিণ্য প্রথার কবর খুঁড়তে বিশ্বম্ভরকে লিপ্ত দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং বিশ্বম্ভরের ধর্ম প্রচারে ও সংকীর্তনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেন। এ ছাড়াও তাঁরা নবদ্বীপের কাজী কতোয়ালদের শরণাপন্ন হন। বিশ্বম্ভরের এ উদ্যোগ এক সাথে তাঁদের হিন্দু ধর্মের ও ইসলামের প্রভূত ক্ষতিকর বলে কাজী কতোয়ালদের (প্রশাসকদের) বুঝান এবং সংকীর্তনে নিষেধাজ্ঞা জারী করতে প্রশাসকদের উদ্বুদ্ধ করেন। এতে করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে বিশ্বম্ভরের প্রাথমিক কিছুটা অসুবিধা হলেও তাঁর ধর্মপ্রচার অব্যাহত থাকে এবং নবদ্বীপবাসিরা ক্রমেই এই ধর্মে ঝুঁকে পড়তে থাকে।

এত খুঁটিনাটি বিষয় বৃত্তান্ত শমশের আলী অবগত না থাকলেও, এই নতুন ধর্মমত প্রচারের মোটামুটি খবর তিনি ইতিমধ্যেই পেয়েছিলেন। অতপর এ খবরও তাঁর কাছে এলো যে, লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মের নিরুপায় ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও সমাজচ্যুত-জাতিচ্যুত নরনারী, ইদানিং যারা হিন্দু সমাজে নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত হয়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তারা তো এখন দলে দলে চৈতন্যের এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করছেই, এর উপর ইসলামে সদ্যাগত হিন্দুরা, যাদের মনে ইসলামের আদর্শ এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, তারাও ইসলাম ছেড়ে চৈতন্যের এই ধর্মের দিকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়ছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে বাঙ্গালা মুলুকে ইসলামের প্রসার প্রভূতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল-আজাদের সাথে এ প্রসঙ্গে আলোচনার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই সমস্ত তথ্য ঝড়ের বেগে এসে শমশের আলীর কাছে জমা হতে লাগলো।

কিন্তু শমশের আলী নিরুপায়। একমাত্র বহিরাক্রমণ সংক্রান্ত খবর ছাড়া শাহান শাহ আর অন্য কোন খবর শুনতে রাজী নন, তা তিনি স্পষ্টভাবে শমশের আলীকে বলে দিয়েছেন। শাহান শাহর আচরণে উজির সাহেবদের মধ্যেও একটা অনীহা আর অসন্তোষ বিরাজ করায়, তাঁদের কাছে গিয়েও শমশের আলী এর কোন সুরাহা করতে পারলেন না। ফলে, বিষয়টি নিজের মধ্যেই চেপে নিয়ে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। বিষয়টি তিনি শাহান শাহর কানে দিতেও পারলেন না বা অন্য কোনভাবেও এ ঘটনার দিকে শাহান শাহর নজর আকৃষ্ট হলো না।

কিন্তু নজর যাদের আকৃষ্ট হবার তাদের নজর শমশের আলীরও আগেই আকৃষ্ট হয়েছিল। বিশ্বম্ভরের ঐ ভাবান্তর থেকে পরবর্তী সমুদয় ঘটনা সনাতন সাহেব, রূপ সাহেব, কেশবছত্রী, যশোরাজ খান, বিপ্রদাস পিপিলাই সহ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর প্রায় তামাম হিন্দু সভাসদ, সভাকবি ও অমাত্যগণ সবিশেষ জানতেন। এ সম্ভাবনা দেখে তাঁরা অত্যন্ত খুশী হন। নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে গোপনে উৎসাহমূলক আলোচনায় লিপ্ত থাকেন এবং অধীর আগ্রহ নিয়ে বিশ্বম্ভরের সাফল্যের দিকে চেয়ে থাকেন। এক্ষণে তা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করায় তাঁরা মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠেন। নবদ্বীপের কতিপয় ব্রাহ্মণদের মতবিরোধের খবরও তাঁরা রাখতেন। এ বিভেদ আস্তে আস্তেই উঠে যাবে, এই ধারণাই ছিল তাঁদের। কিন্তু এই বিভেদ এখন প্রকট হয়ে উঠেছে এবং এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নেয়া

www.amarboi.org

হচ্ছে, এই খবর পেয়েই তাঁরা অস্থির হয়ে উঠলেন। এক্কাডালায় বসে বসে স্রেফ বিশ্বম্ভরের সাফল্য কামনার মধ্যেই আর তাঁরা নিজেদের আবদ্ধ রাখতে পারলেন না। এতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন। নিজেদের একটি একান্তই সামাজিক ব্যাপার নিয়ে নবদ্বীপে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, এই অজুহাতে সনাতন সাহেব, রূপ সাহেব, কেশবছত্রী, যশোরাজ খান, দামোদর সাহেব প্রমুখ কয়েকজন ছোট্ট একটি দলভুক্ত হয়ে নবদ্বীপে হাজির হলেন।

সনাতন সাহেবদের কায়দা মতো সুপারিশের ফলে উদারচিত্ত সুলতানের ক্ষমা গ্রহণ করে সভাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্যের পরিবার সহ নবদ্বীপের ষড়যন্ত্রকারী অন্যান্য পলাতক ব্রাহ্মণেরা ইতিমধ্যেই নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এদের অনেকেই চৈতন্যের বৈষ্ণব দলে সামিল হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের এবং নবদ্বীপের শীর্ষস্থানীয় সকল ব্রাহ্মণদের একত্র করে নিয়ে সনাতন সাহেবেরা আবার এক বৈঠক দিলেন। একে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণকুলের তাঁরা ছিলেন শিরোমণি, তদুপরি ছিলেন শাহী দরবারের প্রথম কাতারের সভাসদ। এ কারণে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা সকলেই সনাতন সাহেবদের অত্যন্ত মান্য করতেন এবং তাঁদের নির্দেশ মতো চলতেন। সনাতন সাহেব এদের নিয়ে বসেই প্রথমে কিছু ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। পরে, এদেশে মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি খর্ব করার প্রয়োজনে শ্রীচৈতন্যের এই ধর্ম প্রচারের গুরুত্ব বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিলেন। সবশেষে বললেন—প্রত্যক্ষভাবে এ দেশ থেকে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব যখন হলো না, তখন পরোক্ষভাবে এদের আধিপত্যকে দুর্বল করে দেয়ার বাড়া কাজ নেই। সুতরাং যাঁরা আগ্রহী তাঁরা বৈষ্ণব দলে ভর্তি হবেন, যাঁরা আগ্রহী নন, তাঁরা নিজ ধর্মেই বহাল থাকবেন, এ নিয়ে কোন কথা নেই। কিন্তু যিনি যে মতাদর্শেই থাকুন না কেন, জাতীয় অস্তিত্বের প্রয়োজনেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে তাঁর ধর্মের ব্যাপক প্রচারে ও প্রসারে সর্বোতভাবে সহায়তা করতে হবে। এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই আর একথা কাউকেই ভুলে গেলে চলবে না।

এ বৈঠকের সুফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। অতপর আরো বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ সাগ্রহে গিয়ে বৈষ্ণব দলে ঢুকলেন। যাঁরা স্বধর্ম ত্যাগ করলেন না, তাঁরাও দুশমনী ভুলে গিয়ে শ্রীচৈতন্যকে সার্বিকভাবে সহায়তা দান করতে লাগলেন। এছাড়াও যা উল্লেখযোগ্য তাহলো, শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে এসে রাজধানী থেকে আগত দলটিও মজে গেলো এবং সকলেই তাঁরা বৈষ্ণব ভক্ত হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে সনাতন ও রূপ এই দুই ভাই একেবারে বিগলিত হয়ে গেলেন। তাঁরা সরাসরি চৈতন্যের শিষ্যত্ব বরণ করলেন এবং চৈতন্য ভক্ত হয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। অবশ্য রাজধানীতে ফিরে এসে এ বিষয়টি তাঁরা আদৌ প্রকাশ করলেন না। পূর্ববৎ চুপচাপ কাজ করে যেতে লাগলেন। বিশ্বম্ভর প্রফুল্লচিত্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

কিছুদিনের জন্যে রাজধানীতে একটা শান্ত পরিবেশ নেমে এলো। যুদ্ধের ডামাডোল কিয়ৎকালের জন্যে স্তিমিত হয়ে গেল। সালার হৈতন খান জয় ও বিপর্যয়ের একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে ত্রিপুরা থেকে ফিরে এলেন। যুদ্ধযাত্রা করেই

www.amarboi.org

সালার হৈতেন খান সাহেব সাফল্যের সাথে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ত্রিপুরার সরালি, কৈলাগড়, বিশালগড় ও জমিরখানি গড় অধিকার করে ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দুর্গ ছয় কড়িয়া গড়ে হানা দেন। নিজের রাজ্যের ভয়াবহ এই বিপর্যয় দেখে ত্রিপুরার রাজ ধনমানিক্য চাটিগাঁ জয়ের খাহেশ পথের ধূলোয় ফিঁকে দিয়ে নিজ রাজ্য রক্ষায় সসৈন্যে ছুটে আসেন এবং ছয়কড়িয়া গড়ে নিজে গিয়ে হৈতেন খানকে বিপুল বিক্রমে বাধা দেন। কিন্তু হৈতেন খানের কাছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে রাজা ধনমানিক্য আত্মরক্ষার্থে রাজধানী রাঙ্গামাটির দিকে উর্ধশ্বাসে ছুটতে থাকেন। হৈতেন খান সাহেব ছয় কড়িয়ার বিজয় নিশান উড়িয়ে দিয়েই পলায়নরত রাজাকে ধাওয়া করেন। আতংকিত রাজা পথেই ডোমঘাটির এক দূর্গে এসে আশ্রয় নিলে, হৈতেন খান সাহেব সে দূর্গও দখল করেন। নিরুপায় রাজা তখন গোমতী পার হয়ে বিধ্বস্ত বাহিনী নিয়ে তড়িৎ বেগে রাজধানী রাঙ্গামাটিতে ছুটে আসেন।

হৈতেন খান সাহেব ত্রিপুরার খোদ রাজধানীও আক্রমণ করার উদ্যোগ নেন। সে কারণে তিনি সেপাইদের বিশ্রাম দেয়ার এবং সেনাবাহিনী পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনে গোমতী নদীর একদম নীচের দিকে রাঙ্গামাটির কাছাকাছি নদী যেখানে এই সময় শুষ্ক ছিল, নদীর সেই তলায় সমভূমি পেয়ে সেখানে ছাউনি ফেলেন। নদীটির গতিপথ ও ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে হৈতেন খান সাহেবের অজ্ঞতা লক্ষ্য করে ত্রিপুরার সেনাবাহিনী গোরাই মল্লিকের পদ্ধতিই অবলম্বন করে। তারা নদীটির উপরের দিকে বাঁধ দিয়ে নদীর পানি ফুলিয়ে তোলে এবং আচানকভাবে রাত্রিকালে নদীর বাঁদ কেটে দেয়। এই আবদ্ধ পানির বিপুল প্লাবন উন্মত্ত বেগে নদীর নীচের দিকে ধাবিত হয় এবং রাত্রির অন্ধকারে হৈতেন খান সাহেবের ছাউনি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতে হৈতেন খান সাহেবের তামাম রণ সম্ভার ও বিপুল সংখ্যক সেপাই বিলকুল ভেসে যায়। তাঁর অবস্থানগত নির্বুদ্ধিতা হৈতেন খান সাহেব অতপর বুঝতে পারেন। বিপর্যস্ত বাহিনী নিয়ে হৈতেন খান সাহেব বাধ্য হয়েই তখন রাঙ্গামাটি অভিযানে ক্ষান্ত দেন এবং জয় ও বিপর্যয়ের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে রাজধানী একডালাতে ফিরে আসেন। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ হৈতেন খানের সাফল্যের প্রশংসা ও মূর্খামীর তিরস্কার সহকারে হৈতেন খানকে গ্রহণ করেন। দৈবাৎ এক কৌশলের বদৌলতে হৈতেন খানের পশ্চাদগমন ঘটায় ত্রিপুরা রাজ আসন্ন বিপর্যয় থেকে মুক্তি পান এবং বুক ভরে শ্বাস টানেন। স্বরাজ্যের বিপুল অংশ হারিয়ে তিনি খামুশ হয়ে বসে যান।

ত্রিপুরা রাজকে পর্যুদস্ত হতে দেখে শংকিত উৎকল রাজ বাঙ্গালা অভিযানের খাহেশ খাটো করলেন এবং এতে করে রণ দুন্দভী আপাতত থেমে গেল। রাজধানী একডালাতে পুনরায় শান্তির খোশ প্রবাহ বইতে শুরু করলো। এতে স্বাভাবিকভাবেই শাহান শাহর অন্তর প্রফুল্ল হয়ে উঠলো এবং তাঁর অন্তরের সুবাস ফের বিচ্ছুরিত হতে লাগলো।

হৈতেন খান সাহেবের ত্রিপুরা থেকে ওয়াপস আসার দিন দু'য়েক পরেই গোয়েন্দা শমশের আলী বিপুল বিস্ময়ে দেখলেন, খোদ শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

www.amarboi.org

তাঁর দুয়ারে দণ্ডায়মান। সাথে তাঁর সভাসদ বা আমির-উমরাহ্ কেউ নেই, স্রেফ তিন-চারজন দেহরক্ষী শাস্ত্রী। হতবুদ্ধি শমশের আলী কি করবেন, শাহান শাহ্কে কোথায় বসাবেন, এসব ভেবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেই শাহান শাহ্ এসে শমশের আলীর পালংকের একপাশে বসলেন এবং হাসিমুখে বললেন—নওজোয়ান, মুকুট যাদের মাথায় থাকে তাদের মাথায় আগুন জ্বলে হরওয়াক্ত। কিন্তু তোমাদের মাথায় তো কোন মুকুট নেই। তোমাদের মধ্যে এত দাহ্ থাকলে কেন চলবে?

দিশেহারা শমশের আলী থতমত করে বললেন—আলমপনা!

পূর্ববৎ হাসিমুখে শাহান শাহ্ বললেন—তোমার অসুখের খবর আমার কানেও পৌঁছেছে। আন্দাজটা আমার ভুল না হলে অসুখের কারণটা আমি খবর শুনেই বুঝেছি। কিন্তু জানোই তো, শাহান শাহ্র ফুরসুৎ বড়ই কম। আজ একটু ফুরসুৎ পেয়েই বেরুলাম। অসুখটা কি খুবই বেশী?

শমশের আলী ব্যস্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন—জিনা জনাব, জিনা। জটিল কিছুই নয়।

ঃ না হলেই ভাল। তবে কথা কি জানো, মুরুব্বীদের কথায় ছোটদের নাখোশ হতে নেই। ওতে গুনাহ্ হয়। বিশেষ করে পুত্র পৌত্রদের মতো যারা স্নেহভাজন যত জুলুম মানুষেরা তাদের উপরই করে। আবার যত ভরসা, মানুষের যত দাবী, তা ঐ তাদের উপরই।

ইংগিতটা বুঝতে পেরেই শমশের আলী আপ্লুত কণ্ঠে বললেন—জাঁহাপনা দরাজ দীল! আর আমাকে গুনাহ্গার করবেন না মেহেরবান। খোদ আলমপনা আমার খোঁজে এত তকলিফ নেবেন, এ আনন্দে নিজেকে আমি আর স্থির রাখতে পারছিনে মালেক!

ঃ সাব্বাস্! জরুরত হলে আরো কয়েকদিন বিরাম নও। এরপর খবর যা আছে তা নিয়ে আমার কাছে যাবে। আবার তুমি যাবে, আবার আমার ধমক খাবে, তবু আবার যাবে—ঠিক আছে?

শাহান শাহ্ শিশুর মতো হাসতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেব পড়িমরি ছুটে এসে তাজিমের সাথে বললেন —একি! খোদ হুজুরে আলা এই গরীবের মকানে! একি আমার খোশ নসীব ! একি খোশ খবর!

শাহান শাহ্ সহাস্যে বললেন—তাজ্জব হচ্ছেন কেন আলেম সাহেব? এর আগেও তো আমি এসেছি এখানে কয়েকবার!

ঃ জি জনাব, জি। তামামই হুজুরের মেহেরবানী। তা আজ হঠাৎ—

ঃ কি করবো! দাওয়াত তো কেউ করে না, তাই নিজেই বিনা দাওয়াতের মেহমান হয়ে ঘুরছি।

ঃ মেহেরবান!

ঃ গিয়েছিলাম উজির জনাব হামিদ খান সাহেবের মকানে। তাঁকে কিছুক্ষণ মেজবান হওয়ার মওকা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আপনার এখানে এলাম। শুনলাম, এই নওজোয়ানের দেহে না দীলে কি একটা বিমার ঢুকেছে, তাই দেখতে এলাম।

শমশের আলীকে কটাক্ষ করে শাহান শাহ্ হাসতে লাগলেন। হামিদ খান সাহেবের মকানে যাওয়ার তাৎপর্য তাৎক্ষণিকভাবে আর কেউ না বুঝলেও, শমশের আলী তা যথার্থই বুঝতে পারলেন এবং এই খেয়ালী সুলতানের দীলের মাধুর্যে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। শিরওয়ানী সাহেব শাহান শাহ্র মেহমানদারী করার জন্যে

www.amarboi.org

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শাহান শাহ্ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন—সুলতানের কি সে কিস্‌মত আছে আলেম সাহেব যে, ভাল মানুষদের সাহচর্যে দুদণ্ড আরামে বসে কাটাবেন। কত কাজ যে ইতিমধ্যেই পথ চেয়ে আছে আমার, কে জানে? আমি চলি—

আর কাউকে কোন কথা বলার মওকা না দিয়ে সুলতান শমশের আলীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘর থেকে বেরুতেই সুলতানের সামনে পড়লেন আল-আজাদ। তাঁকে দেখেই শাহান শাহ্ সোল্লাসে বলে উঠলেন—ওহো তাইতো। কবি সাহেবের কোন হদিসই আমি নেইনি এখানে এসে। মস্তবড় কসুর হয়ে গেলো তো।

আল-আজাদ সবিনয়ে বললেন—মেহেরবান।

শাহান শাহ্ বললেন—আজ আর সময় নেই। আজ যাই। তবে তোমাদের সাথে অচিরেই আমার মোলাকাত হবে আবার। কাব্যানুষ্ঠান না হওয়ায় জরুর তোমরা পেরেশান দীলে আছো। এ ব্যাপারে কি করা যায়, তা নিয়ে অবিলম্বেই তোমাদের সাথে বসবো আমি।

বলতে বলতে শাহান শাহ্ শিরওয়ানী সাহেবের মকান থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ফেরত রাস্তা ধরলেন। শান্ত্রিরা সতর্কভাবে শাহান শাহর পিছে পিছে হাঁটতে লাগলো। শিরওয়ানী সাহেব সহকারে অন্যান্য সকলেই অবাক বিস্ময়ে সেই দিকে চেয়ে রইলেন।

১২

শাহান শাহ্ কথা রাখলেন। ফাঁক পেয়ে কয়েকদিন স্থাপত্য শিল্পের কাজ নিয়ে রইলেন। এর পরেই অল্প কিছু লোক নিয়ে তিনি তাঁর বালাখানায় কাব্য সভার চিন্তা-ভাবনায় বসলেন। এ বৈঠকে সভাকবিদের দু' একজনকে ছাড়া তিনি অধিকজনকে ডাকলেন না। মূলত পর্দার আড়ালে আরজুমান্দ্ বানু সহ আল-আজাদ, ফিরুজ শাহ ও শাহী মহলের আর কয়েকজন কাব্যামোদী লোক নিয়েই এই প্রাথমিক বৈঠক দিলেন। প্রয়োজনে সবাইকে নিয়ে বড় আকারের বৈঠক দেবেন আবার, এই ছিল তাঁর চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু বড় আকারের বৈঠক দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো না। যুদ্ধের বাজনা আপাতত থেমে থাকলেও তার রেশ তখনও ছিলই। তাই এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয়ভাবে কাব্যানুষ্ঠান করতে যাওয়া সমীচিন নয় বোধে, আলোচনান্তে সে চিন্তা পরিহার করলেন তিনি। কিন্তু তাই বলে কাব্যানুষ্ঠান একেবারেই পরিহার তিনি করলেন না। বিশেষ করে শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানু বেগমের কাব্যচর্চা অগ্রগতি পরখ করার উপলক্ষ্যেই ঘরোয়াভাবে তিনি একটি কবিতার আসর বসানোর প্রস্তাব করলেন। তাঁর এই প্রস্তাব উপস্থিত সকলেই সানন্দে সমর্থন করলেন। আল আজাদ আর ফিরুজ শাহ এ ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ প্রকাশ করলেন। পর্দার আড়ালে আরজুমান্দ্ বানু সংশয়ে কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে গেলেও, তাঁরও আনন্দের পরিধি রইলো না।

সাব্যস্ত হলো, খাস মহলেই এই কবিতার আসর বসানো হবে এবং আরজু বানু ও আল-আজাদের পর দুই একজন সভাকবিদের কবিতা পাঠের মধ্যেই এই কবিতা আসরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা হবে, একে দীর্ঘ করা হবে না। তবে শ্রোতা হিসেবে

www.amarboi.org

সভাকবিদের সকলকেই দাওয়াত করা হবে এবং একমাত্র শাহী মহলের লোকেরাই অবশিষ্ট শ্রোতা থাকবেন এখানে। অন্য কোন আমির-আমলা-সভাসদ বা বাইরের কেউ থাকবেন না।

নির্ধারিত দিনে শাহান শাহর খাস মহলের প্রশস্ত এক কক্ষে এই কবিতার আসর বসে গেল। মহিলাদের বসার জন্যে পৃথক ব্যবস্থা ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শাহী মহলের বিপুল সংখ্যক নরনারীতে আসর কক্ষ ভরে গেল। এই আদিখ্যেতা দেখার জন্যে শাহজাদী ফৌজিয়া বানু বেগম, জালাল উদ্দীন শর্কী ও তাঁদের কয়েকজন অনুচর অনুচরীও না-খোশ দীলে যোগ দিলেন দর্শকদের দলে। কিন্তু বিশেষভাবে দাওয়াত করা সত্ত্বেও একমাত্র দামোদর সাহেব ছাড়া সভাকবিদের আর কেউই এ আসরে এলেন না। দু' একজন যাদেরও বা আসার আগ্রহ ছিল, ঐ যশোরাজ খান, কবিরঞ্জন আর রূপ সাহেবের দল তাদেরও আটকিয়ে দিলেন। কারণ সুস্পষ্ট। শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমের মতো একজন আউরাতের আর আল আজাদের মতো একজন নাম পরিচয়হীন নগণ্য ব্যক্তির প্রাধান্যই যে আসরে অধিক, তাঁদের মতো পদস্থ ও মশহুর কবিদের কবিতা পাঠের মওকা যে আসরে ক্ষীণ, সে আসরে হাজির থাকাকে তাঁরা অপমানবোধ করেন। দামোদর সাহেবও এসেছেন কবিতা পাঠের জন্যে নয়, তাঁদেরই চর হয়ে। তিনি এসেছেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে।

শাহান শাহ যথাসময়ে কবিতার আসরে তসরিফ আনলেন। আসন গ্রহণ করার পর তিনি সামনের দিকে চেয়ে একমাত্র দামোদর সাহেব ছাড়া আর কোন সভাকবিকে দেখলেন না। এতে তিনি ক্ষুণ্ন হলেন। দামোদর সাহেবের কাছেও তিনি এর কোন সৎ জবাব পেলেন না। তবে তিনি দেখলেন, শাহী মহলের অনেক সমঝদার ব্যক্তিই হাজির আছেন আসরে আর আসর কক্ষ আশাতীত শ্রোতাদের ভিড়ে ভরপুর। এ নিয়েই তুষ্ট রইলেন শাহান শাহ। এই সময়ে সভাকবিদের অনুপস্থিতি নিয়ে বিতন্ডায় বা রোষ প্রকাশে গেলেন না। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি কবিতা পাঠ শুরু করার নির্দেশ দিলেন।

আল-আজাদ সর্বপ্রথম একটি ছোট্ট উদ্বোধনী কবিতা পড়ে সভার কার্যক্রম চালু করলেন। উদ্বোধনী কবিতা হলেও আল-আজাদের এই কবিতা পাঠের পর শাহান শাহ সহ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী হরষিত হয়ে উঠলেন এবং আল-আজাদের কাব্য দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অবশ্য দামোদর সাহেব সহ শাহী মহলের ঐ বিরূপ ও নাখোশ দলটি নীরবে মর্মপীড়া চেপে গেলেন।

সভার কার্যক্রম অনুযায়ী এবার শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমের পালা। তাঁর পরে আল-আজাদ কবিতা আসরের জন্যে লিখিত ও নির্বাচিত তাঁর বিশেষ কবিতাটি পড়বেন। শাহজাদী আরজুমান্দ বানু এলে শাহান শাহর পাশেই পর্দা করা এক বিশেষ মঞ্চে প্রবেশ করলেন। তাঁর উপস্থিতি ঘোষক জানান দিলেন। শাহান শাহ শাহজাদীর কাব্যচর্চা নিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে সামান্য একটু ভূমিকা করলেন। এরপর শাহজাদী খাতা খুলে বসলেন।

আল-আজাদ শাহজাদীর প্রায় তামাম কবিতাই দেখেছেন। দর্শনের কবিতা কিছু থাকলেও তাঁর অধিকাংশ কবিতাই আবেগ অনুভূতির কবিতা। এর কোনটা তিনি পড়বেন, আল-আজাদ নিশ্চিত হতে না পেরে দোদুল্যমান মন নিয়ে চেয়ে রইলেন।

www.amarboi.org

কারণ, এটা তাঁর উস্তাদীর স্বার্থকতার প্রশ্ন। শাহজাদীও কোন্ কবিতা এই কবিতা আসরে পড়বেন, আল-আজাদকে তা সঠিক কিছু বলেননি। জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আল-আজাদকে স্মিতহাস্যে জানিয়েছেন, যা হোক কিছু পড়লেই হবে একটা।

শ্রোতৃমণ্ডলী উদগ্রীব হয়ে রইলেন। প্রকাশ্যে জনসভায় শাহজাদী আরজু বানুর এই প্রথম কবিতা পাঠ। তাই শাহজাদী প্রথমে একটু সংকুচিত হয়ে পড়লেন। লহমাখানেক ইতস্তত করলেন তিনি। এর পরই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন, তাঁর কবিতার নাম "এন্তেজারি।"

অতপর তিনি পড়তে শুরু করলেন ঃ

যদ্যপিও কাব্য হয়,
গদ্য নয়, পদ্য নয়
ধোঁদ্বা ছাড়া বোধ্য নয়
মধ্যজনের ধিক্ ভারী,
সদ্য জানা তথ্য নিয়ে সাচ্চা দীলের দিক্‌দারি,
অদ্য কিছু কই অরই—

আসমান ছাদ, জমিন ফরাশ, বিশাল এ পানখানা
ছাদের তলে এই ফরাশে দীন-দুনিয়ার গানখানা।
ঘাটের ধারে এমনি ঘর
লাশের মতো ঘাসের 'পর
মিস্‌কীন কি সওদাগর
শাটপাট তার কামখানা,
শুধু ছিল লুপ্ত জ্ঞান বিরাণ বেহুঁশ জানফানা,
বদন সুরাত চাঁদপানা ॥

সঙ্গে বাঁদী, অঙ্গে আধি—নওজোয়ানীর ভারখানা,
এসেই ঘাটে চমকে উঠে আমির কন্যা ফারজানা।
কয় বাঁদীরে, দ্যাখ্‌তো ফিরে—
দেখেই বাঁদী আসলো ফিরে
মুর্দা গুম, কয় সে ধীরে,
এর বেশী নেই তার জানা,
ব্যথায় বালা দেখছে চেয়ে ছিন্ন বীণার তারখানা,
ধূলোয় চাঁদের কারখানা ॥

ভয় তরাশে রুদ্ধশ্বাসে কয় বাঁদী তাঁর খানদানী,
ধিক্ সিনানে, যাই মকানে, নইলে জরুর জানপানি।
আমির জাদী শক্ত দীল
বইছে গায়ে রক্ত নীল
প্রশ্ন জাগে অর্থশীল
কথায় না দেয় কানখানি,

www.amarboi.org

মুর্দা হলে কেনই বা তার সুরাতের এই শান খানি,
ঘাটের উপর আমদানী ?

ছিটকে আসে লাশের পাশে ডাক দিয়ে কয়, ভিনদেশী—
জিন্দা নাকি মুর্দা তুমি ? এই দেশের, না চীন দেশী ?
শুধায় বালা, চমকে গিয়ে
বললে লাশ থমকে গিয়ে—
বাঁচার আশা জমকে দিয়ে
ডাক দিও না, দিন শেষই,
সবই গেছে, যাক জীবন, চাইনে বাড়ুক ঋণবেশী,
শেষ হোক এই হীনবেশী ॥

দীল দরদী আমির জাদী কয় পুনরায়, এই কালে—
লড়ছে সবাই ব্যথার সাথে, রইবে কেন এই হালে ?
জোয়ান তুমি তরুণ তাজা
দাঁড়াও নিয়ে পোক্ত মাজা
দুখ্‌কে দিয়ে শক্ত সাজা
সুখকে ফেরাও সেই তালে,
কয় অভাগা, বড়ই দাগা, সুখ কিছু মোর নেই ভালে,
কেম্‌নে বাতাস দেই পালে ?

সামান ভরা নোঙর করা সপ্ত ডিঙার বহরটা
তলিয়ে গেল অথই তলে আমার সুখের লহরটা।
কাল বোশেখী সর্বনাশী
হানলে দাগা এলাম ভাসি'
রিক্ত আমি দীন প্রবাসী
সামনে অচিন শহরটা,
নেয়নি জান সেই তুফান, তাই জরুরত জহরটা
সামলাতে এই কহরটা ॥

বিষমবাত ! কি বরবাদ ! কয় তরুণী গুল বদন,
বণিক তুমি, সওদাগর, নওতো কোন ফালতু জন ?
না-না, বারেক কখ্‌খনো না
এমন কথা আর কবে না
গেছে বলেই আর হবে না,
এই কি কোন মূলবচন ?
করবো বড় তোমায় আমি, ভুলিয়ে দেবো শূলবেদন,
করবো তব ভুল শোধন ॥

মুখ দেখে মন মাতোয়ারা, রূপ দেখে খুন হয় নারী,
উদাস বণিক অবিশ্বাসে মুখের কথা কয় কাড়ি'—

www.amarboi.org

তানয় তানয়, এই ভালো
ধূলায় আবাস সেই ভালো
চাইনে জীবন জমকালো,
হঠাৎ বাতাস বয় ভারী—
বোরকা দুলে ঢাকনা খুলে রূপ রমনীর হয় জারি,
হয় রূপেরই জয় ভারী ॥

সরব বণিক নীরব ক্ষণিক, ক্রমেই ভেবে তালকানা
নেতিয়ে পড়ে, আস্তে ধীরে, গুটায় জিদের পালখানা।
কয়, তাহলে সই তাহাই
তোমার হাতে হই যাহাই
দিলাম তুলে এই লাটাই
এই জীবনের হালখানা,
তুমিই হও এ দুঃসময়ে ধরার মতো ডালখানা,
পিঠের উপর ঢালখানা ॥

পরম খোশে আপন বাসে আনলে বালা দুস্থজন
সেবার গুণে বণিক ক্রমে স্বাস্থ্যে রূপে পুষ্ট হন।
এক আলয়ে একই সনে
একই ঘরের ছেলে বনে
বণিক রয় সরল মনে
সবাই খুশী, রুষ্ট নন,
আগন্তুকের আধলাকে আমির সা'ব সুস্থ মন,
তিনিও খুব তুষ্ট হন ॥

শিষ্টশীল হৃষ্টদীল যায় উভয়ের দিন কেটে
পয়লা দেখার পেয়ার শেষে ঢুকলো ঘরে সিনকেটে।
দুয়ের দীলে দীল জুয়াড়ী
ঢাললে দীল জমলো ভারী
দীলে তাদের প্রেম সোয়ারী
ছুটায় ঘোড়া জিন সেঁটে,
রয় সর্বদা পাশাপাশি, ফাঁক হলে যায় ফিন হেঁটে,
পাগল প্রেমের ঋণ খেটে ॥

এমনি ধারা যখন তারা প্রেম দেউলে বন্ধবার
বণিক বলে, যাই স্বদেশে ঘুচাই এসে অন্ধকার।
স্বজন আছে আপন দেশে
পণ্য সহ বীরের বেশে

www.amarboi.org

বহর নিয়ে আবার এসে
করলে শাদি মন্দভার ?
জনক তব হবেন খুশী, থাকবে নাকো দ্বন্দ্ব তাঁর,
স্তব্ধ বালা, ছন্দতার ॥

খসম হওয়ার কসম দিয়ে বাধা ঠেলে হাজারটা
বণিক গেল দূর মুলুকে ভেংগে প্রেমের বাজারটা।
বর্ষা শেষে গ্রীষ্ম ধীরে
যায় গ্রীষ্ম বর্ষা ফিরে
আমির জাদী উকোশিরে
ঘুরে মসজিদ মাজারটা,
ডিঙা আসার দোআ মাঙে, মাঙে মরণ সাজারটা
সয়নাকো আর আজারটা ॥

বৃথাই ব্যথা, বণিক কথা রাখলো না তাও তার আশে
ফারজানা রোজ বসে গিয়ে সেই দরিয়ার পাড় ঘেঁষে।
জোর বন্যা ভাঙছে পাড়ি
চেয়ে চেয়ে আশায় তারই
হঠাৎ হলো ভ্রান্তি ভারী
ওইতো বহর চারপাশে !
ওইতো বণিক হাত বাড়িয়ে ডাকছে তাকে তার কাছে !
ভিড়ায় ডিঙা তার পাশে !

এন্তেজারে খোয়াব ভয়ে এতই বেহুঁশ কার জানা ?
ধাঁধার নায়ে চড়তে ভাবে, ভুল নয় ঠিক, তার জানা।
ডাকছে তারে জবর জোশ্
তা দেখে কয়, কি আফসোস্ !
এই আসছি, এতনা খোশ্ !
হায় আল্লাহ্ মরজানা !
বলেই ভ্রমে মরণ স্রোতে লাফ দিলো জোর, ফারজানা,
তার কথা নেই আরজানা ॥

পাঠ শেষ করে শাহজাদী থামলেন। সমাপ্তির আকস্মিকতায় আরো একটু নিস্তব্ধ থাকার পর শ্রোতৃমণ্ডলী বিপুল উল্লাসে আসর কক্ষ কাঁপিয়ে তুললেন। তাঁরা কলকণ্ঠে শাহজাদীর প্রশংসা করতে লাগলেন এবং সেই সাথে নায়িকা ফারজানার ঐ করুণ পরিণতি নিয়ে অনেক বেদনাসূচক আওয়াজ দিতে লাগলেন। শাহান শাহও খুশীতে আন্দোলিত হয়ে উঠলেন। তিনি মোহিত কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন—মারহাবা ! মারহাবা! ওঃ ! খাশা ! কি তাজ্জব ! এযে দেখছি আর এক আলা-আজাদ !

পর্দার আড়াল থেকে শাহজাদী আরজুমান্দ না আপত্তি, না সমর্থন, এই উভয় বিধ অনুভূতির এক অনুচ্চ আওয়াজ দিলেন—দাদু সাহেব !

www.amarboi.org

হরষিত দীল শাহান শাহ্ বললেন—এতটা পোক্ত শায়ের তুমি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছো ? সাব্বাস-সাব্বাস ! ইনাম যে কি দেই ? তোমরা তো আবার সবাই একই ঘাটের ঘাটিয়াল। কিছু দিতে গেলেই হাত জোড় করে বাধা দেবে। সুতরাং—

শাহান শাহ্ আবেগে ছটফট করতে লাগলেন। শাহজাদী পুনরায় অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন—দোআ করবেন দাদু। আপনার মতো পাক-পবিত্র মানুষের নেক দোআই আমার কাছে হাজার ইনামের বাড়া !

ঃ বহুৎ খুব-বহুৎ খুব ! দোআ তো করবোই, সেই সাথে আজ তোমাকে একটা ওয়াদাও দিয়ে রাখলাম, তোমার পছন্দ মতো যা কিছু হোক, আমার কাছে চাইলে আর আমার সাধ্য ও সমীচিন মতো হলে, চাওয়া মাত্রই পাবে।

একথায় আল আজাদ অপেক্ষকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন—কেয়া উম্দা-কেয়া উম্দা !

প্রশংসা মুখর শ্রোতাদের অনুচ্চ আলাপ ও গুঞ্জরণ অব্যাহত ছিল। তারই মাঝে তাঁর কথা শাহান শাহর কানে গেল। আল-আজাদকে লক্ষ্য করে শাহান শাহ হাসিমুখে বললেন—নাও, না নাও, তোমাকেও একটা বড় ইনাম দেয়ার ইরাদা রইলো আমার। সত্যিই তুমি দবেজ এক উস্তাদ। শাহজাদা ফিরুজ সত্যিই মানুষ চেনে। শুধু দবেজ উস্তাদই নও, তুমি একজন নিষ্ঠাবান উস্তাদ। শাহজাদীকে সত্যি সত্যিই কায়েমী তালিম দিয়েছো তুমি।

বিগলতি আল-আজাদ নতমস্তকে বললেন—আলমপনা দরাজদীল -মেহেরবান ।

শাহজাদা ফিরুজ এবার আল-আজাদকে মশ্করা করে বললেন—তা যা-ই বলুন, কাজটা আপনি ভাল করেননি, তা বুঝতে পারছেন তো ?

বুঝতে না পেরে আল-আজাদ বললেন—জ্বি ?

ফিরুজ শাহ হাসি মুখে বললেন—সব কাজেই অধিক নিষ্ঠাবান হলে তার যেমন সুফলও আছে তেমনি কুফলও আছে।

ঃ যেমন ?

ঃ এমন তালিমই দিয়েছেন যে, দু'দিন পরে তো দেখছি আরজুটা আপনাকেও ডিঙ্গিয়ে যাবে। তালিম দেয়ার সময় সে কথাটা ভাবেননি ?

শাহান শাহ সঙ্গে সঙ্গে কথাটা লুফে নিয়ে বললেন—ঠিক-ঠিক, বিলকুল গুরুমারা শিষ্য বানিয়ে ফেলেছো। আরজুটা সত্যিই তো দেখছি তোমাকেও কাত করবে একদিন !

আল-আজাদ সগর্বে বললেন—সেদিন সবার চেয়ে আমিই অধিক খুশী হবো জনাব। আমি সর্বাধিক আনন্দিত হবো।

শাহান শাহ্ পুলকিত হয়ে বললেন—সত্যিই বলছো ?

আল-আজাদ আত্মবিশ্বাসে বললেন—জ্বি মেহেরবান ! এর মধ্যে জাররা মাত্র গল্তি নেই। শিষ্যের কাছে গুরুর পরাজয়ে গুরুর যে কি আনন্দ, তা বলে আমি প্রকাশ করতে পারবো না। একমাত্র হৃদয়বান গুরু ছাড়া অন্যের পক্ষে এটা অনুমান করা শক্ত।

আবার শাহান শাহ বিপুল খোশে আওয়াজ দিলেন—কেয়া বাত ! কেয়া বাত ! তোমার দীল তো স্রেফ মানবিক গুণেই উজ্জ্বলা নয় হে, বিলকুল আসমানী সুবাসে ভরপুর।

www.amarboi.org

আবেগ বিহ্বল আল-আজাদ বিনয়ের সাথে বললেন—আলমপনা দরাজদীল ! তবে আলমপনার পাশে এ প্রসঙ্গে আমি দরিয়ার পাশে স্রেফ একবিন্দু শিশির।

শাহান শাহ পুনরায় হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন—তা ওটা যা-ই হও, এখানে কিন্তু আরো একটা কথা আছে !

আল-আজাদ মাথা তুলে বললেন—জাঁহাপনা।

শাহান শাহ বললেন—গুরুকে একটা মার কিন্তু ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছে আরজুমান্দ্ !

আল-আজাদ হাসিমুখে বললেন—মার দিয়েছেন ?

ঃ বিলকুল। সেরেফ ছেলেরাই যে ত্যাগী নয়, মেয়েরাও ত্যাগী, সে তা দেখিয়ে দিয়েছে তোমাকে।

ঃ ঠিক বুঝলাম না জনাব !

ঃ বুঝলে না ? তুমি তোমার সেবারের কবিতায় দেখিয়েছো, ছেলেদের মুহাব্বত কায়েমী, মেয়েদের মুহাব্বত ভঙ্গুর। তাই তোমার সেই মুসাফির গজমতির হারখানা রাজকুমারীকে নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে নীরবে চলে গেল। রাজকুমারী তার ভালবাসার কোন মূল্যই দিলো না। আরজুমান্দ্ বানু এখানে দেখিয়ে দিয়েছে, তার সেই আমিরজাদী ঐ বণিককে ভালবেসে কেমন আত্মহারা হয়ে আত্মত্যাগ করলো, বণিক তার খোঁজও রাখলো না। স্রেফ পাল্টা জবাবই নয়, একদম দাঁতভাঙ্গা জবাবটাই দিয়ে দিয়েছে হে কবি সাহেব !

বলেই শাহান শাহ হো হো করে হাসতে লাগলেন। অতপর আস্তে আস্তে আসর আবার শান্ত হয়ে এলো। ঘোষক এবার কবিতা পাঠের জন্যে আল-আজাদের নাম ঘোষণা করলেন। হৃষ্টচিত্তে আল-আজাদ এ আসরেও যে কবিতা পাঠ করলেন তা যেমনই দর্শন বহুল তেমনই হৃদয়গ্রাহী ও মাধুর্যময়। এক সাথে ইহলৌকিক, পারত্রিক ও প্রাণের বিপুল সম্ভারে মহিমান্বিত এক অনন্য কবিতা। তাঁর কবিতা পাঠ শেষ হলে আগেকার কাব্যানুষ্ঠানের মতোই এবারও কাব্য কক্ষ উল্লাসে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। দর্শক শ্রোতারা একেবারেই মাতোয়ারা হয়ে গেলেন। তাঁরা এই ধরনের কবিতার আসর ঘন ঘন বসানোর জন্যে শাহান শাহকে বিশেষভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। শাহান শাহও যার পর নেই অভিভূত হয়ে মুক্ত কণ্ঠে আল-আজাদের তারিফ গাইতে লাগলেন।

আসর আবার শান্ত হতে অনেক সময় লাগলো। গুঞ্জরণ স্তিমিত হয়ে এলে কবিতা পাঠের জন্যে শাহান শাহ এবার দামোদর সাহেবের নাম ঘোষণা করতে বললেন। কিন্তু দামোদর সাহেব কবিতা পাঠের কোন ইরাদা নিয়ে আসেননি। এরপর আর সে সাহসও তাঁর ছিল না। সর্বোপরি আল-আজাদের কবিতার পর শ্রোতাদেরও আর সভাকবিদের ঐসব তোয়াজ বহুল কবিতা শোনার আদৌ আগ্রহ ছিল না। ফলে ঘোষক দামোদর সাহেবের নাম ঘোষণা করতেই শ্রোতারা অনেকেই আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগলেন। দামোদর সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে অসুস্থতার অজুহাতে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাঁর একান্তই অনাগ্রহ দেখে শাহান শাহ আর পীড়াপীড়ি করলেন না। শাহজাদা ফিরুজ শাহ ইতিমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—এরপর আর এ আসর অনর্থক দীর্ঘায়িত করলে এর আমেজ ও মাধুর্য ফিকে হয়ে যাবে দাদু। আমার মনে হয় এখানেই আসরের সমাপ্তি টানা ভাল।

www.amarboi.org

দামোদর সাহেবের অনাগ্রহে শাহান শাহ স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা নাখোশ ছিলেন। তাই ফিরুজ শাহকে সমর্থন দিয়ে তিনি আনমনাভাবে বললেন—তা তাই। মিষ্টান্ন বিতরণের পর আর মহফিল ধরে রাখার কোশেশ করা ঠিক নয়।

শাহজাদা ফিরুজ সহাস্যে বললেন—মিষ্টান্ন বলে মিষ্টান্ন ? মিষ্টান্নের উপরেও কিছু থাকলে, এটা তাই-ই।

সেই হাসিতে যোগ দিয়ে শাহান শাহ বললেন—তা যা বলেছো। এরা দুইজন যা দিলো, তা সত্যিই বড় সুস্বাদু। এর পরে আর কিছু চলে না।

ঃ বিলকুল-বিলকুল !

ঃ আর আমার আফসোস নেই ফিরুজ। অনেকেই বলেন—আমি নাকি গান পাগল। বিহঙ্গের গান শোনার জন্যে আমার দীল নাকি হরওয়াক্ত উন্মুখ হয়ে থাকে। কথা তাঁদের তামামটুকুই মিথ্যা নয়। অবসর মুহূর্তে সে পিপাসা দীলে আমার কিছুটা জাগে বৈকি।

ঃ দাদু !

ঃ তাই আমি এখন নিশ্চিন্ত। আমার মৌসুমী বিহঙ্গেরা গান বন্ধ করলেও আর আমার দুঃখ নেই। আমার আঙ্গিনার উঠোনের এই বার মেসে বিহঙ্গেরাই অবসর বিনোদনে আমার সে অভাব এখন আশাতীতভাবে পূরণ করতে সক্ষম।

শাহী মহলের কয়েকজন উৎসাহী সমঝদার সঙ্গে সঙ্গেই শাহান শাহর সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। আসরের গুঞ্জরণ আবার কিছুটা বৃদ্ধি পেলো। মর্মপীড়ায় ক্ষতবিক্ষত দামোদর, জালাল উদ্দীন শর্কী আর কৌজিয়া বানুর কান শাহান শাহর একথা এড়ালো না। এতে তাঁদের অন্তর্দাহ আরো অধিক বেড়ে গেল। জালাল উদ্দীন শর্কী দামোদর সাহেবের পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। মর্মপীড়া চাপতে চাপতে দামোদর সাহেব জালাল উদ্দীন শর্কীকে অলক্ষ্যে বললেন—অবস্থাটা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে শর্কী সাহেব। পরিস্থিতি ভয়ানক খারাপ। আপনি আজই যশোরাজ খান সাহেবের মকানে চলে আসুন। আমিও থাকবো সেখানে। জরুরী আলাপ আছে। অন্যথা না হয় যেন।

শাহান শাহ আসরের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। আল আজাদ ছুটে গিয়ে শাহজাদীর পর্দাঘেরা মঞ্চের পাশে দাঁড়ালেন এবং সেখানেই তাঁকে প্রাথমিকভাবে মোবারকবাদ জানালেন। শাহান শাহ উঠে যাওয়ার সাথে সাথে বিদায়ী শ্রোতৃমণ্ডলীর কলকণ্ঠে সভাকক্ষ পুনরায় সরব হয়ে উঠলো।

সেই দিনই সাঁঝের পর সভাকবি যশোরাজ খানের অন্তঃপুরে তাঁর স্বজাতীয় কবিদের এক জরুরী বৈঠক বসলো। কবি দামোদর সাহেব কবিতা আসরের তামাম ঘটনা আগাগোড়া সবাইকে বর্ণনা করে শোনালেন। সেই সাথে তিনি শাহজাদী ও আল-আজাদের কবিতার উন্নতমান, শাহান শাহর মনোভাব এবং মৌসুমী বিহঙ্গ সূচক শাহান শাহর ঐ উক্তিটাও তুলে ধরলেন। নিদারুণ মর্মদাহে দগ্ধিভূত সভাকবিগণ পূর্বাপর সমস্ত ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণান্তে এই মর্মে নিরঙ্কুশভাবে একমত হলেন যে, আল-আজাদ আর শাহজাদীর কাব্যচর্চা এভাবে অব্যাহত থাকলে, অতীতের সমুদয় মান-যশ খুইয়ে অচিরেই তাঁদের সবাইকে আস্তাকুঁড়ে পড়তে হবে। একমাত্র এই দুইটি ব্যক্তির জন্যেই শাহান শাহর দরবারে তাঁদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও প্রতিপত্তি

www.amarboi.org

মিস্‌মার হয়ে যাবে। এরা পাশে থাকলে তাঁদের অধিক গরজই শাহান শাহর পড়বে না। অতএব, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, যেভাবেই হোক, এই দুইজনের কাব্যচর্চায় বিঘ্ন সৃষ্টি, এই দুইজনকে বিচ্ছিন্ন এবং সম্ভব হলে এই দুইজনকেই রাজধানী থেকে বিতাড়িত করা একেবারেই অপরিহার্য। এর বিকল্প নেই। এ কাজের হাতিয়ার হিসেবে কৌজিয়া বানু আর জালাল উদ্দীন শর্কীরও যে বাড়া নেই, এ নিয়েও দ্বিমত কারো রইলো না।

দামোদর সাহেবের প্রস্তাবের কথা কবিতা আসর ভাঙ্গার পরে পরেই জালাল উদ্দীন শর্কী শাহজাদী কৌজিয়া বানু বেগমকে জানালে, কৌজিয়া বানু পরম পুলকে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রয়োজনীয় নসিহত দান করে খসমকে সাগ্রহে যশোরাজ খানের মকানে পাঠিয়ে দিলেন।

জালাল উদ্দীন শর্কী যথাসময়ে সেখানে এসে হাজির হলে সভাকবিরা তাঁকে সাদর সম্ভাষণে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন এবং উঠেপড়ে সকলেই তাঁর মগজ ধোলাই শুরু করলেন। কবি যশোরাজ খান দরদী কণ্ঠে বললেন—শর্কী সাহেব, অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে আপনারা কি ভাবছেন জানিনে, কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যত ভেবে আমরা বড়ই শংকিত হয়ে পড়েছি। হাজার হোক, আপনারাই তো আসল লোক আমাদের। আপনাদের খারাবী দেখলে আমরা যে ব্যথিত না হয়ে পারিনে!

জালাল উদ্দীন শর্কী এমনিতেই কিছুটা মাথা মোটা লোক। এতে আবার যশোরাজ খান হেঁয়ালী করে কথা বলায়, জালাল উদ্দীন তেমন একটা খেই ধরতে পারলেন না। তিনি থতমত করে বললেন—তা কথাটা কি হলো, মানে আর একটু খোলাসা করে বলুন তো?

যশোরাজ খান আফসোস করে বললেন—খোলাসা আর কি করবো? আপনার স্ত্রীই শাহী মহলের আসল শাহজাদী। আপনিই শাহী পরিবারের আপন জামাই। অথচ কোথাকার কে ঐ আরজুমান্দ বানু যদি শাহান শাহর এতটা প্রিয় হয়ে উঠে, তাহলে আর আপনার বেগমের পাত্তা থাকবে কিছু? না মান থাকবে আপনার? তার চেয়েও বড় কথা, বাইরের কেউ ঐ আরজু বানুর খসম হয়ে শাহী মহলে খুঁটি গেড়ে বসে গেলে আপনার অবস্থাটা ভাবুন? শাহান শাহ তো তাঁর পেয়ারের আরজু বানুর খসমকে নিয়েই মত্ত হয়ে থাকবেন। আপনার পাত্তা থাকবে সেখানে? জামাই হিসেবে শাহী মহলে আপনার কদরতো মিস্‌কীন হয়ে যাবে!

জালাল উদ্দীন শর্কী উদাস কণ্ঠে বললেন—সে তো ঠিকই। ওটা কি আর ভাবিনে মনে করেন? কোথাকার কে এসে যে আপদ হয়ে দাঁড়াবে আমার—

হৈ হৈ করে কথা ধরে দামোদর সাহেব বললেন—কোথাকার কে মানে? শাহী মহলে রীতিমতো খুঁটি গেড়ে এখনই যে বসে গেছে, শাহান শাহর কাছে এখনই যার মর্যাদা অপরিসীম, তারই তো আপনার বুকের উপর উঠে বসার সমূহ সম্ভাবনা!

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আল আজাদ–আল আজাদ। অবস্থা যা দেখছি আর দেখলাম, তাতে যে কোন সময় আরজু বানুর শাদিটা শাহান শাহ ঐ আল-আজাদের সাথেই দিয়ে বসবেন, এ নিয়ে আর সংশয়ের অবকাশ নেই।

চমকে গেলেন জালাল শর্কী। শংকিত কণ্ঠে বললেন—সেকি!

কবিরঞ্জন সাহেব বললেন—আর সেকি! অবস্থাতো ক্রমেই সেই দিকে গড়াচ্ছে। এমন হলে আপনাদের হালত্ কি হবে এখন সেই কথাটাই ভাবুন!

www.amarboi.org

শর্কী সাহেব আর্তকণ্ঠে বললেন—ফতুর হয়ে যাবো—বিলকুল ফতুর হয়ে যাবো। তেমনটি হলে আমাদের কোন পাত্তাই থাকবে না। ওরাই গোটা শাহী মহল দখল করে নেবে।

ঃ সেই কথাই তো হচ্ছে। শাহজাদীর চট্‌পট্‌ একটা শাদির ব্যবস্থা করে ঐ আল-আজাদকে জলদি জলদি ভাগিয়ে দিন মহল থেকে। নইলে আপনারা মরেছেন।

ঃ কিন্তু—

কবি রূপ সাহেব বললেন—শুনেছি, শাহজাদা ফিরুজের সাথেই শাহজাদী আরজুর শাদির একটা আলাপ আলোচনা হয়ে আছে। লাগিয়ে দেন না সেই শাদিটাই। আপনার বেগম শাহজাদা ফিরুজের আপন ভগ্নি। তাঁকে দিয়েই ফিরুজকে উৎসাহিত করুন আর তাড়াতাড়ি শাদির কাজটা সেরে ফেলার ব্যবস্থা করুন। এটা করতে পারলেও একটা গতি হবে আপনাদের। আর নোহোক, জামাই হিসেবে আপনার কদরটা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

জালাল উদ্দীন হাতাশ কণ্ঠে বললেন—কিন্তু শাহজাদা ফিরুজটারই যে কোন আগ্রহ নেই এ ব্যাপারে?

ঃ না থাকলে তা পয়দা করুন। নিতান্তই অপারগ হলে আপনাদের গোত্র-বংশের যে কাউকে বাইরে থেকে আনুন। তার সাথে শাদি দিয়ে আরজু বানুকে বিলকুল বের করে দিন মহল থেকে। ব্যস্‌। তাহলে তখন আপনিই রাজা।

শর্কী সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—তা কি করে সম্ভব? এ এক্তিয়ার একমাত্র শাহান শাহর। আমাদের সাধ্যে কুলোয় কি করে?

যশোরাজ খান জোর দিয়ে বললেন—বুদ্ধি খরচ করুন। শুধু হতাশ হলেই তো চলবে না। এ কাজে আপনার শ্বশুরকে ব্যবহার করুন। আল-আজাদ শুনেছি একটা চাষার ছেলে, মাঠের রাখাল। যাচ্ছে তাই ঘর-বংশ তার। তার ভাইটার বেশ ভূষা আর আক্কেল ছিরি দেখে পাগল বলে এখানকার পাইক পেয়াদা-চাকর-নফর বেঁধেই তাকে ফেলেছিল। এমন ঘরে শাহান শাহ যদি শাদি দেন আরজু বানুর, তাহলে মান থাকবে শাহী বংশের? একথাটা আপনার স্ত্রীকে দিয়ে আপনার শ্বশুরকে বোঝান। শাহান শাহ যত খেয়ালীই হোন, আপনার শ্বশুর শাহজাদা নসরত শাহ সাহেবকে আমরা যতটা জানি, বংশের এই অধপতন তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না।

জালালউদ্দীন শর্কী আঁধারে আলো দেখতে পেলেন। তিনি উল্লাসে নেচে উঠে বললেন—তা যা বলেছেন। একথা একদম আসমানের চাঁদ-সুরুজের মতোই সত্যি। আভিজাত্যে একটা কাঁটার আঁচড়ও বরদাস্ত করার লোক আমার শ্বশুর নন।

ঃ তাইতো বলছি। আপনি সেই পথ ধরুন। সময় থাকতে কাজ না করলে, পরে আর পোস্তায়েও কুল কিনারা পাবেন না।

ঃ তা ঠিক–তা ঠিক।

ঃ আগে শাহজাদা ফিরুজের ব্যাপারে তদবির করে দেখুন। কাজ না হলে ঐপথ ধরুন। আর ইতিমধ্যে যেভাবে হোক, ঐ দুইজনকে শিগ্গির শিগ্গির পৃথক করার ব্যবস্থা করুন। ওদের দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগটা ছিন্ন করুন যে কোন কায়দায়। ওরা ঐভাবে অবাধে মেলামেশা করলে, পরে কিন্তু টেনে খুলতে পারবেন না। বুদ্ধি করে ওদের পিরীতের বাঁধনটা ঢিলে করে দিন।

এই কিসিমের আরো অনেক সতর্কতা আর কায়দা কৌশল বাৎলিয়ে দিয়ে মগজ ধোলাইয়ের কাজটা তাঁরা যুৎসইভাবে সম্পন্ন করলেন। শর্কী সাহেব টপকে গেলেন

www.amarboi.org

বিলকুল। শলা আর যুক্তিতে মাথা মগজ ভর্তি করে নিয়ে তিনি টলতে টলতে স্বগৃহে ফিরে এলেন এবং এই যুক্তি বুদ্ধি ও হিকমত হুনোর তামামই তার সুচতুরা স্ত্রীর সামনে গড় গড় করে ঢেলে দিলেন।

রাতখানা কোন মতে কেটে গেল। পরের দিনই আত্মহারা আল-আজাদ শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানু বেগমের কাছে ছুটে এলেন। কাব্যচর্চার নির্দিষ্ট সেই কক্ষে ঢুকেই উৎসাহের আতিশয্যে তিনি শোরগোল করে শাহজাদীর তালাশ করতে লাগলেন। আওয়াজ শুনে ছুটে এলো মেহের বিবি। আল-আজাদের এই অস্থিরতা দেখে সে অলক্ষ্যে ঠোঁট উল্টিয়ে মুখ ঝামটা মারলো এবং তৎপরে সে বিনয় প্রকাশ করে শাহজাদী আরজু বানুকে খবর দিতে গেল। আরজু বানুও আল-আজাদের এন্তেজারেই ছিলেন। খবর পেয়ে পড়িমরি ছুটে এলেন তিনিও। তিনি এসে কক্ষে প্রবেশ করতেই "কামাল কিয়া—কামাল কিয়া ! ওহ্ঃ ! দিউয়ানা বানা দিয়া, বিলকুল দিউয়ানা বানা দিয়া !" বলতে বলতে খুশীর আধিক্যে আল-আজাদ এমনভাব করলেন, তাতে আরজু বানু আঁতকে উঠে পেছন দিকে দৌড় না দিলে, তিনি হয়তো আরজু বানুকে দুই হাতে তুলে চ্যাংদোলা করে দোলাতেন।

আরজু বানু দৌড় দিলে তিনি আর না এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সবিস্ময়ে বললেন—আরে–আরে ! আপনি চলে যাচ্ছেন কেন ?

বোরকাবৃত আরজু বানু অন্যদিকে চেয়ে উদ্গত হাসির বেগ সবলে চাপতে চাপতে বললেন—যাবো না কি করবো ? আপনার কি স্বাভাবিক হুঁশ-বুদ্ধি আছে এখন ?

ঃ এ্যাঁ !

ঃ পাগলের মতো ছুট্‌পট্ না করে আগে ঐ কুরসীতে গিয়ে স্থির হয়ে বসুন, তারপর অন্য কথা।

আল-আজাদ এতক্ষণে হুঁশে এলেন। শাহজাদীকে উষ্ণ সম্ভাষণ জানানোর দুর্বার আগ্রহে ও আবেগে তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। আবেগের বশবর্তী হয়ে যে পাগলামী তিনি করে ফেললেন, তা একেবারেই অশোভনীয় ও অশালীন। শাহজাদী নিতান্তই কোন শিশু বা তাঁর কোন পুরুষ বন্ধু নন যে, এভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাবেন তাঁর দিকে। একথা খেয়াল হতেই আল আজাদ মর্মে মরে যেতে লাগলেন। শরমে তাঁর মাথাটা সংগে সংগে মেঝের দিকে ঝুকে পড়লো। "ও, ছিঃ ছিঃ ! তাইতো ! এহ্, জব্বোর গলতি হয়ে গেছে, কসুর হয়ে গেছে। আমি ইচ্ছে করে করিনি। মানে–ইয়ে—"ইত্যাদি উক্তির সাথে শরবিদ্ধ পাখীর মত তিনি টলতে টলতে এসে কুরসীর উপর থপ্ করে বসে পড়লেন নত মস্তক আর তিনি সোজা করতে পারলেন না।

এবার শাহজাদী শব্দ করে হেসে ফেললেন। তিনি ফিরে এসে আর একখানা কুরসী টেনে বসতে বসতে বললেন—সেকি ! ফের একদম ফুশ্ ?

আল-আজাদ নত মস্তকে বললেন—তা–মানে—আপনি বিশ্বাস করুন—

মুখের হাসি বন্ধ করে শাহজাদী বললেন—আমার বিশ্বাস করে কাজ নেই। আপনি মাথা তুলুন।

ঃ জি ?

ঃ কি হয়েছে এমন যে, আপনি এতটা চুপ্‌সে গেলেন ?

www.amarboi.org

ঃ না মানে ঝোঁকের মাথায় এতটা বেসামাল হওয়া আমার—

ঃ একশো বার হবেন, হাজার বার হবেন। তাতে কি ?

ঃ জ্বি ?

ঃ বেসামার হতে চাইলেই এমন বেসামাল সবাই হতে পারে ? এতে যে সৎ সাহস আর সৎ সাফ দীল লাগে, তা কয়জন লোকের আছে ? আপনার তা আছে বলেই হয়েছেন। এতে কসুরটা পেলেন কি ?

ঃ তা-মানে—

শাহজাদী আবার হাসলেন। হাসিমুখে বললেন—থাক, আর মানে-মানে দরকার নেই। কি বলছিলেন, তাই বলুন ?

ঃ কি বলছিলাম ?

ঃ ঐযে, কামাল কিয়া-দিওয়ানা বানা দিয়া ? কাকে দিউয়ানা বানালাম ?

ঃ না থাক, ও কথা আর বলবো না।

ঃ বলবো না বললেই হলো ? শুরু করে দিয়ে এখন থেমে গেলে আর শুনছি ?

ঃ আমি ঐ গতকালের আসরের কথা বলছিলাম।

ঃ হ্যাঁ বলুন। সেটাই তো শুনতে চাচ্ছি।

নিজেকে সামলে নিয়ে আল-আজাদও অল্প একটু হাসলেন এবার। হেসে বললেন—কি বলবো ? পয়লাই যে ধাক্কা খেলাম !

ঃ খাবেনই তো। হুঁশবুদ্ধি কম হলে তা একটু আধটু খেতেই হয়। ওটা এমন কিছুই নয়।

ঃ হুঁশবুদ্ধি কম ?

একই রকম হাসিমুখে শাহজাদী বললেন—ভুলে যান কেন, আমি আপনার বন্ধু শমশের আলী সাহেবও নই, আপনার ঘরের কোন আপনজনও নই। সেরেফ এক বেগানা আউরাত ?

ঃ জ্বি-জ্বি, তা তো ঠিকই। আসলে কথাটা কি জানেন, কি করে যেন আপনি আমার কাছে এমন হয়ে গেছেন যে, ঐ শমশের আলীর মতোই আপন ছাড়া আপনাকে পর ভাবার কথাটা আমার খেয়ালই থাকে না।

শাহজাদী স্থির নয়নে আল-আজাদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এরপর তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—তাই ?

ঃ ঐ রকমই একটা বদ অভ্যাস ইদানিং হয়ে গেছে আমার।

ঃ হয়েই যখন গেছে, তখন আর ওটা সংশোধন করে কাজ নেই।

ঃ কেন ?

ঃ কেন আবার ! সবাই তো আমার দূরবর্তী আত্মীয়, আপনজন কেউ নেই। আপনিও যদি পর ভাবেন আমাকে, তাহলে আমি দাঁড়াই কোথায় ?

শাহজাদী মুখটিপে হাসতে লাগলেন। আল-আজাদ বেখেয়ালেই বললেন—তা ঠিক-তা ঠিক।

ঃ ঠিক তো ? আর পর ভাববেন না তো ?

ঃ এ্যাঁ ! না-মানে—

আবার শাহজাদী শব্দ করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন—ফের ঐ মানে-মানে ? এসব কথা রেখে ঐ আসল কথায় আসুন। দিউয়ানা বানালাম কাকে ?

www.amarboi.org

আল-আজাদ পুনরায় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি সরবে বললেন—কাকে মানে ? কাকে বলছেন কেন ? একি দুইজনের কথা ? আসরের তামাম লোকই তো আপনার কবিতা শুনে আওয়ারা হয়ে গেছেন।

ঃ তামাম লোক ?

ঃ বিলকুল-বিলকুল ! ওঃ ! কি তাজ্জব কবিতাই না লিখে ফেলেছেন আপনি। এ রকম তোফা কবিতা কলমে আপনার আসবে, আমি এটা কল্পনাও করতে পারিনি !

ঃ তা না পারলে তালিমটা দিলেন কিসের ? যেসো কবিতা লেখার ?

ঃ না, তা ঠিক নয়। কবিতার মান আপনার উন্নত হোক, এটা তো সবসময়ই চেয়েছি। কিন্তু উন্নত হওয়া মানে যে ইতিমধ্যেই এত উন্নত হবে, এটা আমি ভাবতেই পারিনি। উঃ ! আশাতীত উন্নতি । অদ্ভুত কামিয়াবী। আমারও সাধ্য নেই এমন কবিতা লিখি।

তড়াক্ করে মাথা তুলে শাহজাদী ভারিক্কি কণ্ঠে বললেন—এয়, মিথ্যাচার করবেন না। গজব নামবে !

ঃ গজব !

ঃ আপনি যে কবিতাটা পাঠ করলেন, তার কি তুলনা আছে ? এই বাঙ্গালা মুলুকে কার হিম্মত আছে এমনটি লেখে ? আপনার তারিফে যে আসরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঝড় বয়ে গেল, সে কথাটা চেপে যাচ্ছেন কেন ?

ঃ তা যাক-তা যাক। কিন্তু আপনার এই সাফল্য তার চেয়েও হাজার গুণে প্রশংসার হকদার। নতুন হাত আপনার। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়। তাতেই এই দিগ্বিজয় ? এরপর তো দুনিয়াটাই জয় করে ফেলবেন আপনি !

ঃ তাই নাকি ?

ঃ তাই নাকি মানে ? আপনার তারিফ যে আমি কোন ভাষায় করবো—

ঃ থাক-থাক। তাহলে আর তারিফ করতে হবে না। উস্তাদ আমার খুশী হয়েছেন, এই তো ঢের। এই তো আমার বড় তারিফ।

শাহজাদী হাসতে লাগলেন। আল-আজাদ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—কিন্তু কি তাজ্জব বলুন তো ? এমন একটা কবিতা লিখে ফেললেন আপনি, আর আমি তা জানতেও পারলাম না ? আপনি তো আজব লোক ! আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে লিখলেন ?

শাহজাদী ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কি করবো বলুন ? জিন্দেগীর কথাটাতো জানান দিয়ে লেখা যায় না। ওটা নিভৃতেই লিখতে হয়।

আল-আজাদ থমকে গেলেন। উচ্ছ্বাস খাটো করে বললেন—জিন্দেগীর কথা ?

আল-আজাদের মুখের দিকে পলক খানেক চেয়ে থাকার পর শাহজাদী মৃদু হেসে বললেন—কবিতাটা তো মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন আমার ?

ঃ জি, শুনেছি।

ঃ তাহলেই তো হলো।

ঃ কেমন ?

ঃ ওটা বোদ্ধা ছাড়া বোধ্য নয়।

ঃ কিন্তু শুরুটা বোধ্য কিছু হলেও, সেই বোদ্ধার মাথায় কবিতা আপনার আগাগোড়া নাও ঢুকতে পারে তো ?

www.amarboi.org

ঃ তাহলে তিনি বোদ্ধাই নন।

ঃ তবে তিনি কি?

ঃ পাগল।

ঃ পাগল?

ঃ আস্ত পাগল। রেগানা আউরাতের দিকে ছুটে আসার পাগলামীটুকু ছাড়া আর তাঁর মাথার কিছু নেই।

ঃ শাহজাদী!

ঃ মাথাটা তার থেলো হুঁকো। আধেকটা পানি, আর আধেকটা ফাঁপা!

শাহজাদী পুনরায় সশব্দে হেসে উঠলেন। ঘরে ঢুকলেন বোরকাবৃতা মালতী বিবি। কিছুটা জানান দিয়ে ঘরে ঢুকেই মালতী বিবি বললেন—আম্মাজান সাহেবের নাস্তাটা কি এখানে দেবো?

মালতী বিবিকে দেখেই আরজু বানু খুশী হয়ে বললেন—এই যে খালাআম্মা, এত শিগ্গির? বাহ!

মালতী বিবি বললেন—জি আম্মাজান?

ঃ এত শিগ্গির আয়োজন করতে পেরেছেন? খুব ভাল-খুব ভাল।

ঃ আম্মাজান!

ঃ আপনাকে তকলিফ দিলাম খালাআম্মা। আর একটু তকলিফ করেন। আপনার বাঁদীদের নাস্তাটা ঐ পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রস্তুত করতে বলেন। আমরা আসছি—

মালতী বিবি হেসে বললেন—জি আচ্ছা। এতে তকলিফ কি আছে আম্মাজান? আপনারা আসুন—

মালতী বিবি বেরিয়ে গেলেন। আল-আজাদের চিন্তাসূত্র কেটে গেল। মালতী বিবিকে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন—ইনি?

জবাবে শাহজাদী বললেন—ইনি মালতী বিবি সাহেবা। এই হেরেমের এক নেকমান্দ্ আউরাত। ইনাকে আমি খালাআম্মা বলে ডাকি। মেয়ের মতোই স্নেহ করেন উনি আমাকে।

ঃ আচ্ছা। তা আপনার ঐ মেহের বিবি?

ঃ ও নাদান আউরাতের কথা বাদ দিন। হুঁশ বুদ্ধিও কম, আবার ইদানিং কেমন একটু বেয়াড়া হয়েও গেছে। সব ব্যাপারেই ওর উপর আর ভরসা রাখতে পারিনে। তাই এই খালাআম্মাকে একটু তকলিফ দিচ্ছি। আসুন—

আল-আজাদ ইতস্তত করে বললেন—তা মানে, আজ এত সকাল সকাল?

ঃ আপনার ভাব দেখেই সকাল সকাল এ ব্যবস্থা করতে হলো। এসেই আপনি যা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তা শুনেই বুঝলাম, রাতে তো ঘুম হয়ইনি, সকাল বেলার নাস্তাটাও যে হয়েছে, এটা বিশ্বাস করার কারণ নেই। আসুন—

শাহজাদীর মুখের দিকে স্থির নয়নে চেয়ে থেকে আল আজাদ স্মিতহাস্যে বললেন—এতটাই ভাবেন আপনি আমাকে নিয়ে?

শাহজাদীও হেসে বললেন—পাগলদের নিয়ে ভাবনা কার না হয়? নিন, আসুন। আর জ্বালাবেন না।

www.amarboi.org

আপত্তি করে লাভ হয় না দেখে আল-আজ্জাদ আপত্তি করা ছেড়ে দিয়েছেন এখন। তাই তিনি নীরবে আরজু বানুকে অনুসরণ করে নাস্তার ঘরে ঢুকলেন।

এরপর আল-আজ্জাদ একটানা প্রতিদিন শাহজাদীর সাহচর্যে আসতে লাগলেন। কোন কোন দিন দুইবারও। কাব্য কবিতা আলাপ ঠাট্টা আর টিকা টিপ্পনীর মাঝে গোটা দিন কাটিয়ে যেতে লাগলেন। কেমন একটা নেশা ধরে গেল তাঁর। ঘরে আর একা একা দণ্ডকালও বসে থাকতে পারেন না। ছুটে আসেন আরজু বানুর কাছে।

এমনইভাবে একদিন শাহজাদীর উষ্ণ সান্নিধ্যে গোটা দিন কাটিয়ে ফিরে যাবার পথে আল-আজ্জাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন জালালউদ্দীন শর্কী। আল আজ্জাদকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে তিনি বিনয়ের সাথে বললেন—ভাই সাহেব, একটা জরুরী কথা বলতে চাই আপনাকে।

আল-আজ্জাদ বিস্মিত হয়ে বললেন—জরুরী কথা ! কি কথা জনাব ?

ঃ কথাটা জরুরী হলেও বেশ একটু নাজুক কথা। তাই কিভাবে যে বলি আপনাকে কথাটা—

ঃ জনাব

ঃ শাহজাদা ফিরুজ শাহ আপনাকে খুব পেয়ার করেন, নেক নজরে দেখেন, একথাটা তো ঠিক, না কি বলেন ?

ঃ জি—জি। খুবই ঠিক কথা।

ঃ তাই কথাটা হলো, এই ফিরুজ শাহর সাথেই শাহজাদী আরজু মান্দ বানুর শাদি। এদের শাদির কথা অনেক আগে থেকেই পোক্ত হয়েছিল। এখন খুব শিগ্গিরই সে শাদিটা তাদের হতে যাচ্ছে।

আল-আজ্জাদ চকিতেই একটু চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামাল করে নিয়ে হাসিমুখে বললেন—তাই নাকি ?

ঃ জি। এতদিন হয়েই যেতো। ঐসব যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যেই এতদিন আটকে ছিল। পরিবেশ এখন শান্ত। তাই ঐ আটকে থাকা শুভ কাজটি জলদি জলদি সুসম্পন্ন করার জন্যে এখন সবাই উৎসাহী হয়ে উঠেছেন আর জোর উদ্যোগ নিয়েছেন।

আল-আজ্জাদ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—আচ্ছা। তা দুলাহ-দুলহীনের সম্মতিতেই কি হচ্ছে এই শাদি ?

জালালউদ্দীন জোরদার কণ্ঠে বললেন—সম্মতিতে মানে ? সম্মতি তো ওদের ঐ পয়লা থেকেই আছে। ওদের আগ্রহের জন্যেই এখন এটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হচ্ছে।

শাহজাদা ফিরুজ শাহর সাথে শাহজাদী আরজু বানুর শাদির একটা চিন্তা-ভাবনার কথা আল-আজ্জাদও শুনেছিলেন। কিন্তু তার পেছনে শক্ত কোন উদ্যোগ বা ভিত্ না দেখে এটা তিনি গায়ে মাখেননি। আজ সে কথা শুনে তিনি নিজের অজ্ঞাতেই যারপরনেই চমকে গেলেন এবং দুনিয়াটা আঁধার দেখতে লাগলেন। লহমাখানেক নীরব থাকার পর ফের তিনি সতর্ক হয়ে হাসিমুখে বললেন—তাহলে তো খুব ভাল কথা। মহলের একটা খোশ খবর।

ঃ সেই জন্যেই একটা কথা না বলে আর পারছিনে আপনাকে।

www.amarboi.org

ঃ জি, বলুন।

ঃ শাহজাদী আরজু বানু দু'দিন পরেই পরের ঘরণী হবেন। তার সাথে কি আপনার এই এতটা মেলামেশা ঠিক এখন ?

ফের চমকে উঠলেন আল-আজ্জাদ। বললেন—জি ?

ঃ এটা আর কেউ পছন্দ করছেন না। আপনিই বিবেচনা করুন, একজনের হবু স্ত্রীর সাথে আপনার এই এতটা মেলামেশা দৃষ্টিকটু হয় কিনা ?

আল-আজ্জাদ থতমত করে বললেন—এ্যা। তা—

ঃ শাহজাদা ফিরুজ এতে বড়ই নাখোশ হয়েছেন।

ঃ বলেন কি ?

ঃ শাহজাদীর কাব্যকবিতা আপনি একটু দেখিয়ে দেবেন, এতে তাঁর আপত্তি কিছু ছিল না। কিন্তু সেটা নিয়ে এতটা হৈচৈ আপনারা করবেন, এটা উনি ভাবেননি। তাদের সেই শাদিটাও এখন সন্নিকট। আপনাকে উনি বড়ই ইজ্জত করেন বলে বলতেও পারছেন না আবার সইতেও পারছেন না। তাই আমাকেই এ ব্যাপারে আসতে হলো আপনার কাছে।

ঃ সে কি কথা !

ঃ যিনি আপনার এতটা শুভাকাঙ্খী, তাঁর কোন মর্মব্যথার কারণ হোন, এটা নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন না !

ঃ তাতো বটেই। তা ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছে ?

ঃ তো আর বলছি কি ? শাহজাদা খুব ভাল মানুষ। অন্য কেউ হলে তো একদম তেড়েই আসতেন আপনার সামনে। তা তিনি পারছেন না বলেই তাঁর নির্দেশে এই অপ্রিয় কথাগুলো আপনাকে আমার বলতে হচ্ছে।

ঃ তিনিই আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন ?

ঃ বিলকুল-বিলকুল। আপনার হবু স্ত্রীকে নিয়ে অন্য কেউ মাতামাতি করলে আপনি কি করতেন ? ব্যাপারটা খুব নাজুক বলেই উনি গোপনে আমাকে এসব কথা বলেছেন। এ নিয়ে হৈচৈ করা পছন্দ করেন না উনি।

আল-আজ্জাদ বাক হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ থতমত করে শেষে বললেন —তওবা-তওবা ! ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে, অথচ আমি কিছুই জানতে পারলাম না ? শাহজাদীও যদি একটু ইংগিত দিতেন এ ব্যাপারে—

জবাবে জালালউদ্দীন শর্কী সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তা দিতে উনি পারেন না। একে তো উনি চাপা মানুষ, মহলের একান্তই এসব নিজেদের খবর নিয়ে বাইরের কারো সাথে আলাপ করাটা প্রাসঙ্গিক মনে করেন না, তার উপরও আর একটা কথা আছে।

ঃ কি রকম ?

ঃ আরে ভাই সাহেব, কাব্য সাহিত্য মানেই প্রেমপ্রীতি আর রস রঙ্গের ব্যাপার। আপনার মাধ্যমে উনি উনার কাব্য কবিতা সমৃদ্ধ করতে চান। কাব্য রস সংগ্রহ করতে চান। পরস্পর পরস্পরের সাথে বন্ধুর মতো একান্ত আর অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে যেতে না পারলে কাব্যালোচনা হয় না। তাই কাব্য কবিতার খাতিরেই সবসময় আপনাকে তাঁর সরস আর উষ্ণ রাখা প্রয়োজন। মুহাব্বত মুহাব্বত খেলা করা প্রয়োজন। তাঁর এই শাদির কথা শুনলে তো আপনি আড়ষ্ট হয়ে যাবেন। কাব্য রস দেবেন কি ?

www.amarboi.org

ঃ সেকি !

ঃ উনি ঠিকই জানেন, উনার খসম কে ? কাব্যের খাতিরে আপনাকে নিয়ে উনি একটু খেলছেন এই আর কি। খেলা যেদিন বন্ধ করা দরকার, উনি সেদিন ঠিকই তা করবেন, আর আপনিও তা তখন বুঝতে পারবেন। এত ভেতরের কথা আপনাকে বলার গরজ ছিল না আমার। আমার কি বলুন ? শুধু ঐ শাহজাদা ফিরুজের মর্মব্যথার কারণেই বাধ্য হয়ে বলা।

আল-আজাদ এসব কথা তেমন একটা সমর্থন করতে না পারলেও সংশয় একটা দীলে তাঁর জোরদারভাবেই পয়দা হলো। শাদিটা যখন সত্যি সত্যিই হতে যাচ্ছে তাঁদের, তখন তিনি তামামই এসব উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

এসব কথা জালালউদ্দীন শর্কীর কথাও নয়। জালালউদ্দীন শর্কীর মাথায় এত বুদ্ধি নেইও। সব কথাই শাহজাদী ফৌজিয়া বানু বেগমের। আল-আজাদ আর আরজু বানু এই দুইয়ের মধ্যে ধস্ নামানোর হাতিয়ার হিসেবে এই ফন্দিই বেছে নিয়েছেন ফৌজিয়া বানু এবং সেই উদ্দেশ্যে পাখী পড়ানো পড়িয়ে খসমকে তাঁর পাঠিয়ে দিয়েছেন আল-আজাদের সামনে। আল-আজাদ আর আরজুর হাল অবস্থার পুরো খবর রাখেন তিনি। তাই, কোন্ কথা বললে এবং কিভাবে আর কোন্ জায়গায় ঘা দিলে কাত্ হবেন আল-আজাদ, আটঘাট বেঁধে সে তালিম তিনি শক্ত করে খসমকে তাঁর দিয়েছেন। শক্ত তালিমের গুণে জালালউদ্দীন শর্কীও ফৌজিয়া বানুর বিষাক্ত শরগুলো ঠিক ঠিকভাবে হানলেন। এতে শুধু কাত্ নয়, আল-আজাদ ধরাশায়ী হয়ে গেলেন।

জালালউদ্দীনের শেষ কথার প্রেক্ষিতে আল-আজাদকে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করতে দেখেই জালালউদ্দীন ফৌজিয়া বানুর শেষ শরটিও ছুঁড়লেন। বললেন—থাক ভাই সাহেব, আপনাদের মাঝে এখন যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তাতে এসব কথা আপনার কাছে এখন অবাস্তব বলে মনে হবে, সংশয় আপনার যাবে না। তবে যে বিষয়টি নিয়ে সংশয়ের কোন বালাই নেই, সেই আসল কথাটি হলো, শাদিটা তাঁদের অচিরেই হচ্ছে এবং আরজু এখন শাহজাদার স্ত্রীই বলতে পারেন। তাঁর সাথে আপনার এই মেলামেশা আর আদৌ শোভন কিনা ভাবুন এবং আমার এই আলাপের পরও আবার আপনি শাহজাদীর কাছে গেছেন, এটা শাহজাদা ফিরুজের কানে পড়লে ব্যাপারটা কোথায় গড়াবে, সে কথাটাও খেয়াল করবেন—এই আমার শেষ কথা।

জালালউদ্দীন চলে গেলেন। কিংকর্তব্য বিমূঢ় আল-আজাদ ওখানেই ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। যা তিনি পেতে চাননি এযাবত, তা-ই হারানোর আশংকায় দীল তাঁর হাহাকার করে উঠলো। সম্বিত ফেরার পর তিনি আবার যখন মকানের পথ ধরলেন, তখন অবাধ্য চরণের অসংযত আচরণে কেবলই তিনি টলতে লাগলেন।

১৩

বৈষ্ণব ধর্মের হাওয়া ক্রমে ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। হিন্দু প্রধান এলাকাগুলোতে এ নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। বিশেষ করে নবদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলো সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠলো। বাদ্য বাজনা সহকারে কীর্তনের

www.amarboi.org

দলগুলো নগর-বন্দর-লোকালয় তোলপাড় করে তুলতে লাগালো। নানা মুখেই ও নানাভাবেই সুলতান এখন এর হদিস পেতে লাগলেন।

দেশের নানাস্থানে ধর্ম প্রচার করে শ্রীচৈতন্য নীলাচল থেকে গৌড়ের অনতিদূরে রামকেলী গ্রামে এসে হাজির হলেন। একদিন পথে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ দেখলেন, একজন লোকের পেছনে বিশাল এক মিছিল। মিছিল ভুক্ত অগণিত লোক উন্মত্তের মতো সেই লোকের পেছনে ছুটছে আর তাকে কেন্দ্র করে নাচানাচি করছে। তারা বাদ্য বাজনা সহকারে প্রমত্ত রবে গান গাইছে। তা দেখে সুলতান প্রশ্ন করলে এক ব্যক্তি জানালেন, ঐ কেন্দ্রীয় ব্যক্তিটি নবদ্বীপের সেই আলোচিত ব্যক্তি বিশ্বম্ভর। এক্ষণে তাঁর নাম শ্রীচৈতন্য। তিনি তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছেন আর ঐ বিপুল সংখ্যক লোকজন তাঁর ভক্ত। তাঁর ধর্মে দীক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়। তারা কৃষ্ণ বা হরিগুণ কীর্তন করছে। শুনে সুলতান কিছুটা বিস্মিত হলেও তা তখন গায়ে মাখলেন না।

রামকেলী গ্রামে এসে শ্রীচৈতন্য সেখানে যখন অবস্থান করতে লাগলেন তখন রামকেলী থেকে নবদ্বীপ—এই তামাম অঞ্চল বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে আরো অধিক আন্দোলিত হয়ে উঠলো। এই তামাম এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় চৈতন্যকে নিয়ে আরো ব্যাপকভাবে মাতামাতি শুরু করলো। চৈতন্য ভক্তেরা ঘর-সংসার ফেলে বাদ্য নৃত্য ও সংকীর্তনে মাতাল হয়ে উঠলো। অহোরাত্র কীর্তনের ও খোল করতালের শব্দে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। চৈতন্য গুরুর দর্শনার্থে ভক্তবৃন্দ দলে দলে রামকেলীতে এসে ভিড় জমাতে লাগলো। এতে করে এই এলাকার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে ব্যহত হতে লাগলো।

তা দেখে এই অঞ্চলের কতোয়াল বা প্রশাসক সুলতানের কাছে ছুটে এলেন। এক সন্যাসীর আগমনে তাঁর এলাকায় একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে ও বিপুল এক জনগোষ্ঠী ঐ সন্যাসীকে নিয়ে চরমভাবে মাতামাতি করছে—এই খবর সহ সমুদয় ঘটনা কতোয়াল সাহেব সুলতানকে জানালেন। সুলতান সেই সন্যাসীর হদিস বিবরণ শুনে বুঝলেন, তাঁর পথে দেখা ঐ লোকই এই সন্যাসী।

বিশ্বম্ভর নামের এক সন্যাসী না বাউল তাঁর কি এক নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করার কোশেশ করছেন, এই রকম একটা ভাসাভাসা খবর সুলতান আগেই পেয়েছিলেন। তুচ্ছ এক সন্যাসীর এই খেয়ালীপনায় সুলতান কোন গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। এক্ষণে একটা সন্যাসীকে নিয়ে এত লোকের ঐ উন্মাদনা দেখে এবং কতোয়ালের মুখে এই খবর পেয়ে সুলতান যথার্থই বিস্মিত হলেন। কতোয়াল সাহেব আরো যখন জানালেন, ঐ সন্যাসীকেই তাঁর এলাকার হিন্দুরা এখন ভগবান, কৃষ্ণ ও হরিরূপে মানছে এবং বর্ণগোত্র নির্বিশেষে তামাম হিন্দুরাই এখন তার পেছনে ছুটছে, তখন সুলতানের আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। বিষয়টি সঠিকভাবে জানার জন্যে তিনি কেশবছত্রীকে তলব দিলেন।

চৈতন্যকে রামকেলীতে এসে বসবাস করতে দেখে সনাতন সাহেব রূপ সাহেবের দল অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের খবর আর লুকিয়ে রাখার খবর নয়। ইতিমধ্যেই সে খবরের অনেকখানি সুলতানের কানে পৌঁছে গেছে। এর এই ব্যাপক প্রসারের খবরও সুলতানের কানে পড়তে আর বিলম্ব আদৌ হবে না।

www.amarboi.org

সুলতানের কানে সে খবর পৌঁছলেই তিনি ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, এই ধারণাই হলো তাঁদের। স্বধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বি রূপে ভিন্ন ধর্মের প্রচার-প্রসার সুলতানের মোটেই বরদাস্ত করবেন না, এই ছিল তাঁদের আতংক। বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের ফলে ইসলামের যে প্রভূত ক্ষতিসাধন হচ্ছে, এটা তাঁরা সম্যকভাবে জানতেন। তাই, রাজধানীর এই এত কাছে রামকেলীতে শ্রীচৈতন্যকে অবস্থান করতে দেখে, তার নিরাপত্তা নিয়ে রাজধানীর এই দলটি বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা অবিলম্বে এ নিয়ে গোপন শলায় বসলেন। সর্বদিক আলোচনান্তে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, অন্যেরা সুলতানকে যে খবরই দিক, সুলতান তাঁদের কাউকে প্রশ্ন করলে, চৈতন্যদেব আদৌ কোন চিন্তার কিছু নন, তাঁর মতবাদের আদৌ কোন সমর্থন বা প্রতিক্রিয়া নেই, এই কথাই সবাই তারা সুলতানকে বোঝাবেন। মোটকথা, যে কয়দিন গুরুদেব রামকেলীতে থাকেন, ততদিন সবাই তারা গুরুদেবের গুরুত্ব সুলতানের কাছে একেবারেই খাটো করে দেখিয়ে সুলতানকে আপাতত ঠাণ্ডা রাখবেন, এইটেই তাঁরা স্থির করলেন।

সুলতানের তলব যথাসময়ে কেশবছত্রীর নিকটে এসে পৌঁছলো। যুক্তি মোতাবেক কেশবছত্রী ঐ মতলবই এঁটে নিয়ে সুলতানের কাছে হাজির হলেন। সুলতান যখন শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, তখন কেশবছত্রী কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি তাচ্ছিল্য ভরে বললেন—হাওয়া জনাব, বিলকুলই হাওয়া। আসলে সে কিছুই নয়।

সুলতান বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—কিছুই নয় মানে? তিনি নাকি আপনাদের এক মস্তবড় গোঁসাই—

সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তুলে কেশবছত্রী বললেন—কে বললে জনাব? কে বললে সে একটা গোঁসাই বা বিরাট কিছু? ওতো একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। ভিক্ষে করে খায়। দীনহীন পরবাসী গাছতলায় বাস করে আর এক তীর্থস্থান থেকে আর এক তীর্থস্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ওর কি কিছু গুরুত্ব আছে হুজুর?

সুলতান একথায় তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—গুরুত্ব না থাকলে এত লোক তাঁর পেছনে ঘুরছে কেন?

ঃ এতলোক কোথায় জাঁহাপনা? কোন পাগল বা সাধুসন্ন্যাসী আওয়ারা হয়ে পথে ঘাটে ঘুরতে লাগলে, স্বাভাবিকভাবেই কিছু লোক কৌতূহলী হয়ে উঠে আর তাকে দেখার জন্যে দু' চারজন লোক তার কাছে যায়। এটা স্রেফ ঐ রং তামাশা দেখার জন্যে হুজুর। আসলে সে একটা উন্মাদ। কিছুমাত্র মাহাত্ম তার নেই।

ঃ তা কি করে হবে! আমার কাছে খবর আছে, হাজার হাজার লোক তাঁকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নিজের খেয়ে নিজের প'রে তারা তাঁর পেছনে ছুটছে আর ঘর-সংসার ত্যাগ করে দিনরাত তাঁর গুণকীর্তন করছে। মাহাত্ম কিছু না থাকলে, কি করে এটা সম্ভব? এত লোক অকারণেই তাঁকে প্রভু বা দেবতা বলে মানছে? মাহাত্ম তাঁর নিশ্চয়ই কিছু আছে। নিশ্চয়ই তিনি গুণী।

কেশবছত্রী থতমত করে বললেন—খেয়াল হুজুর, খেয়াল। হুজুর তো জানেন, এ দেশে বেশ কিছু অলস আর বাউণ্ডেলে লোক আছে যাদের কাজ নেই কাম নেই, স্রেফ

www.amarboi.org

খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়। এ ধরনের একজন কাউকে পেলে এসব বাউণ্ডুলেদের আর কথা আছে জনাব? ওরা তো তাকে নিয়ে মাতামাতি আর হৈচৈ কিছু করবেই।

গোঁজামিল এক বুঝ দিয়ে কেশবছত্রী কোনমতে সরে পড়লেন। সুলতান এতে তৃপ্ত হতে পারলেন না। শমশের আলী কিছু তথ্য আগেই তাঁকে দিয়েছিলেন। সুলতান এবার শমশের আলীকে ডেকে সমুদয় ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন।

সুলতানের নিকট থেকে ফিরে এসেই কেশবছত্রী আবার তাঁদের দল নিয়ে বসলেন। সবাইকে তিনি জানালেন, সুলতান ইতিমধ্যেই অনেক খবর জেনে গেছেন এবং এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন আর সংশয় সুলতানের মনে ইতিমধ্যেই উদয় হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের ব্যাপারে সুলতান এখন অত্যন্ত আগ্রহী ও সোচ্চার।

কেশবছত্রী বিবরণ শুনে সনাতন সাহেব শংকিত কণ্ঠে বললেন—সর্বনাশ। তাহলে তো শ্রীপ্রভুর আর এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়? কি কাজ তাঁর রাজধানীর এত কাছে থেকে? এই যবন আর ম্লেচ্ছ সুলতানকে বিশ্বাস আছে কিছু? তাঁর গোয়েন্দারা নিশ্চয়ই এখন বসে নেই। তারা এসে আসল খবর দেয়ামাত্রই তো সুলতান শ্রীপ্রভুকে বেঁধে আনার জন্যে সেপাই পাঠিয়ে দেবেন!

আতংকগ্রস্তভাবে উপস্থিত সবাই বললেন—ঠিক ঠিক!

সনাতন সাহেব আবার বললেন—আর কোন কথা নয়। এখনই প্রভুর কাছে লোক পাঠিয়ে দিতে হবে। রামকেলী গ্রাম থেকে সত্বর তাঁর দূরে কোথাও সরে যাওয়া প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থাই করুন আপনারা শিগ্গির।

কেশবছত্রী বললেন—ঠিক আছে। এ নিয়ে কাউকে ভাবতে হবে না। আগামী কাল প্রত্যুষেই আমি রামকেলীতে লোক পাঠিয়ে দেবো।

রূপ সাহেব চমকে উঠে বললেন—অসম্ভব। এতটা বিলম্ব করার কোন সুযোগই আর আমাদের নেই। আজ রাতেই যদি সুলতান সমুদয় তথ্য জানতে পারেন, তাহলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে এই রাতেই যে সেপাই পাঠিয়ে দেবেন না, সে নিশ্চয়তা কোথায়?

উপস্থিত সকলেই ফের চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁরা রূপ সাহেবকে সমর্থন দিয়ে সমস্বরে বললেন—যথার্থই-যথার্থই। একদম খাঁটি কথা। এমনটি ঘটা বিচিত্র নয় মোটেই।

সনাতন সাহেব বললেন—আমি তো সেই কথাই বলছি। আজ রাতেই বলেও কথা নয়। এখনই লোক পাঠাতে হবে। এ নিয়ে আর কালক্ষয় বা চিন্তা-ভাবনা করার কোন অবকাশ নেই।

শলা-পরামর্শ এঁটে নিয়ে তখনই তাঁরা কয়েকজন ব্রাহ্মণকে রামকেলীতে পাঠিয়ে দিলেন এবং ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে রামকেলী থেকে পলায়ন করার জন্যে তারা শ্রীচৈতন্যের প্রতি অনুরোধ করে পাঠালেন।

এতটা করেও তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। সনাতন সাহেব, রূপ সাহেব, কেশবছত্রী প্রভৃতি কয়েকজন পরের দিন রাতেই আবার গোপনে রামকেলী গ্রামে এসে হাজির হলেন। প্রভুপদে ভক্তি নিবেদন করার পর তাঁরা শ্রীচৈতন্যকে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্যে পুনরায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন এবং পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিছুটা ইতস্তত করার পর শ্রীচৈতন্য রামকেলী ত্যাগ করলে, তবেই তারা নিশ্চিন্ত হলেন।

গোয়েন্দার মাধ্যমে ও অন্যান্য সূত্রে সুলতান ইতিমধ্যেই শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে সমুদয় বিষয় অবহিত হলেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্মমতের দ্রুত এবং ব্যাপক প্রসার ও বিস্তৃতির খবর শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কেশবছত্রী এমন একটি বিষয়কে এত খাটো করে কেন দেখলেন, এত মিথ্যা কথা কেন বললেন, এ রহস্য মাথায় তাঁর ঢুকলো না।

www.amarboi.org

এরই মধ্যে একদিন সনাতনকে নিরিবিলিতে পেয়ে সুলতান এ প্রসঙ্গ তুললে, সনাতন সাহেব এখন নিশ্চিন্তে ও হৃষ্টচিত্তে সবকিছু স্বীকার করলেন এবং শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি সুলতানকে জানালেন, শ্রীচৈতন্য প্রভু মোটেই কোন তুচ্ছ ব্যক্তি নন, তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার। তাঁর মাহাত্ম্য ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য। তাঁর প্রতি কোন লোকেরই অবজ্ঞা প্রদর্শন করা মঙ্গলজনক নয়। তাতে সমূহ ক্ষয়ক্ষতিরই সম্ভাবনা।

সুলতান এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে সনাতন তাঁকে তুষ্ট রাখার অভিপ্রায়ে জানালেন, এটা সুলতানেরই মহৎ হৃদয়ের আর পুণ্য কর্মের ফসল। তিনি পুণ্যবান বলেই এবং তাঁর রাজ্য ধর্মরাজ্য বলেই শ্রীপ্রভু এখানে এসে জন্মেছেন এবং একমাত্র সুলতানেরই মহত্বের কারণে তিনি এই স্থান বেছে নিয়েছেন। সে কারণে মহাপ্রভু সদা সর্বদাই পরম পুণ্যাত্মা সুলতানের মঙ্গল কামনা করেন এবং সেই মোতাবেক তাঁকে দোআ আশীর্বাদ করেন। সেই সাথে আরো তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, শ্রীপ্রভু রূপী স্বয়ং ভগবানের এত আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা যখন জনাবের উপর বিদ্যমান, তখন সর্বত্রই যে জনাবের জয় জয়কার সুনিশ্চিত, এটা তিনি হলপ করে বলতে পারেন।

এসব কথা শুনে উদার ও সরল মনের সুলতান অনেকটা দ্রবীভূত হলেন এবং খোশ দীলে বললেন—কিন্তু এখানে যে একটা প্রশ্ন থেকে যায় দবীর-ই-খাস সাহেব? আপনার কথাটা যদি ঠিক কিছু হয়ও, এতটা যে ঠিক, তা আমি বিশ্বাস করবো কি করে?

দবীর-ই-খাস সাহেব সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—একথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন মেহেরবান? এ প্রশ্ন আপনি আপনার নিজের আত্মাকে করুন। আপনি নরাধিপ, আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি আপনি। আমাদের ধর্মমতে আপনি আমাদের স্বয়ং বিষ্ণুরই অংশতুল্য। আপনাতে আর শ্রীচৈতন্য প্রভুতে তো কোন ফাঁক নেই আলমপনা? নিজে যিনি ভগবানের প্রতিনিধি আর ভগবান প্রতিম, তাঁর তো ভগবানের হৃদয় বুঝতে কোন তকলিফ হওয়ার কারণ নেই? মহৎ হৃদয়ই মহৎ হৃদয়কে বুঝতে পারেন আর মহৎ হৃদয়ের ইজ্জত দিতে পারেন। তুচ্ছ লোকের পক্ষে তা তো সম্ভব নয় জনাব? মহৎ ব্যক্তিদের যোগ্য সম্মান যুগে যুগে মহৎ ব্যক্তিরাই দিয়ে থাকেন।

এতে উদারচিত্তে শাহান শাহর চিত্তে আরো অধিক উদারতা উথলে উঠলো। তিনি প্রফুল্লচিত্তে বললেন—ঠিক-ঠিক। যদিও আপনাদের ঐসব বিষ্ণু ভগবানে বা তার অংশিদারিত্বে আমার বিশ্বাস নেই, তবু এত লোক যাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এত মানুষ যাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, তিনি নিঃসন্দেহে কোন তুচ্ছ ব্যক্তি নন, একথা আমি বিশ্বাস করি। অবশ্যই কিছু আসমানী গুণ তাঁর মধ্যে আছে। তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হওয়া বা তাঁর মতবাদে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে যাওয়া নিতান্তই হীনমন্যতা ও অসহিষ্ণুতা—যা আমার অভিপ্রেত নয় এবং যা আমি বরদাস্ত করিনে।

শুনে সনাতন সাহেব খুশীতে জার জার হয়ে সুলতানকে পুনঃপুনঃ মোবারকবাদ জানালেন এবং তাঁর মতলব হাসিল হওয়ার আনন্দে স্ফীত হয়ে গৃহে ফিরে এলেন।

সুলতানও তাঁর এই স্ফীতচিত্ত উদারতা চিত্তেই চেপে রাখলেন না। পরের দিনই দরবারে বসে সরকারীভাবে আদেশ জারী করলেন যে, শ্রীচৈতন্য একজন গুণী, সৎ ও সদাশয় ব্যক্তি। তাঁর মতবাদ প্রচারে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করলে বা কেউ তাঁর কোনভাবে অসম্মান করলে, তাকে তিনি মৃত্যুদণ্ড দেবেন।

প্রকাশ্য দরবারে আর সরকারীভাবে এই ঘোষণা দেয়ায় উজিরে আজম সহ মুসলিম শাসনের শুভাকাঙ্ক্ষীরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ প্রেক্ষিতে দু' একজন ইসলামের

www.amarboi.org

অগ্রগতি তথা মুসলমানদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার প্রসঙ্গ তুললে, সুলতান রুষ্ট কণ্ঠে জানালেন, ইসলাম এত অনুদার নয় বা ইসলামে এমন কোন সংকীর্ণতা নেই যে, পর ধর্মের প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে হবে এবং পরধর্ম প্রচারে বিরোধিতা করতে হবে। ইসলামের ভিত ঈমানের উপর। ঈমানের জোর দীলে যাদের পোক্ত, পরধর্মের প্রচারে ও প্রসারে তাদের কিছুই এসে যায় না। এ ছাড়া, শ্রীচৈতন্য একজন সৎ ও মহৎ ব্যক্তি। এই সালতানাতের তিনিও একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি কোন রাজনৈতিক বা সম্প্রাদায়িক বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তি নন। সুতরাং সুলতান যে আদেশ ঘোষণা করেছেন, তা-ই সর্বোতভাবে বহাল থাকবে।

অদৃষ্টের পরিহাস। সুলতান যাকে মহৎ আর সজ্জন বলে ভাবলেন, সেই শ্রীচৈতন্য সুলতানকে মহৎ তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্রও সজ্জন বলে ভাবলেন না। সুলতান যার প্রতি শ্রদ্ধায় গদ গদ হলেন, তিনি সুলতানের প্রতি কিছুমাত্র শিষ্টাচার বজায় রাখারও ধারে কাছে গেলেন না। সুলতান যাকে অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক ভাবলেন, তিনি পূর্ণোদ্যমে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলেন। তিনি প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি প্রসঙ্গে সুলতানকে হীন, কাল যবন, ম্লেচ্ছ, দুর্মতি ও দুর্জন বলে অভিহিত করতে লাগলেন। এমনকি শাহী চিকিৎসক মুকুন্দকে একদিন বিপুল জন সমক্ষে 'ম্লেচ্ছ রাজার চিকিৎসক' বলে তিনি অপমানিত করলেন। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে কাজী-কতোয়ালদের সাথে তিনি অহোরহ বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হতে লাগলেন এবং রাজ-আদেশে আবদ্ধ কাজী কতোয়ালদের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের উপর নানাভাবে জুলুম শুরু করলেন।

সেরেফ স্বদেশেই নয়, এই রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের জের তিনি সুদূর উৎকলেও টেনে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের ইসলাম থেকে ফিরিয়ে বৈষ্ণব ধর্মে আনতে লাগলেন এবং রাজনৈতিক যুক্তিশলা নিয়ে উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্রের সাথে পুনঃপুন বৈঠক দিতে লাগলেন। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র সামরিক শক্তির খবর আগেই তিনি সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। প্রতাপ রুদ্রকে বাঙ্গালার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে উদ্যত দেখে তাঁকে তিনি শশব্যস্তে বাধা দিলেন। তিনি তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিতে গিয়ে বললেন যে, ঐ ম্লেচ্ছ ও কাল যবন রাজা পঞ্চ গৌড়েশ্বর পরম দুর্বার ও মহাশক্তিধর রাজা। এখন তার কোন দিকেই তেমন কোন যুদ্ধ ব্যস্ততা নেই। সমুদয় শক্তি একত্র করে নিয়ে সে গাঁট হয়ে রাজধানীতে বসে আছে। মওকা বুঝে আঘাত করা ছাড়া এই মুহূর্তে প্রতাপরুদ্রের বাঙ্গালা অভিযান করাটা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা হবে। নানাভাবে বুঝিয়ে ও শলা পরামর্শ দিয়ে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়ে রাখলেন এবং এই মুহূর্তে তাঁর বাঙ্গালা অভিযান স্থগিত করে দিলেন।

প্রতাপ রুদ্রের সেই সুযোগ আসতেও অধিক বিলম্ব হলো না। বাঙ্গালা মুলুকে পুনরায় যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো এবং বাঙ্গালার সুলতানকে পুনরায় দুশমন ঠেকানোর কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো।

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যখন শ্রীচৈতন্যের হেফাজতি নিশ্চিত করতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে তাঁর সালতানাতের হেফাজতিই এতিম হয়ে পড়লো। চাটি গাঁয়ের খবর নিয়ে ছুটে এলেন শমশের আলী। চাটিগাঁটা পুরোই এখন দুশমনের দখলে।

www.amarboi.org

সালার হৈতন খানের হাতে বিপর্যস্ত হয়ে ত্রিপুরা রাজ ধনমানিক্য ফের কিছুদিন খামুশ হয়ে রইলেন। এরপর বাহুতে তাঁর আস্তে আস্তে শক্তির সঞ্চার হওয়ার ফলে কিভাবে ঐ তস্করলব্ধ লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়, কিভাবে তাঁর হৃত অঞ্চলগুলো পুনর্দখল করা যায়, এসব চিন্তায় তিনি নতুন করে মনোনিবেশ করলেন। পুনঃপুনঃ বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে তিনি চিন্তা করে দেখলেন—একক শক্তিতে বাঙ্গালার সুলতানকে এঁটে উঠা সম্ভব নয়। একাধিক শক্তি চাই। অন্তত দুই শক্তি একত্র হয়ে বাঙ্গালার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তবেই তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধি সম্ভব।

তিনি মিত্র খুঁজতে লাগলেন এবং অবিলম্বে মিত্রও তিনি পেলেন। হাত বাড়াতেই লাফিয়ে এসে হাত মেলালেন আরাকান রাজ রসাঙ্গ। আরাকানের অধিপতিরা শুরু থেকেই দুশমন ছিলেন বাঙ্গালার সালতানাতের। মুসলমানদের প্রথম চাটিগাঁ বিজয়ের কালে অন্যান্য হিন্দু শক্তির সাথে আরাকানও প্রাণপণে লড়াই করে মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে। সেই লড়াইয়ে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার পর থেকেই মগেরা মুসলিম শাসনের জাত শত্রু হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এক্ষণে ধনমানিক্যের দাওয়াতে আরাকান রাজ রসাঙ্গ উৎফুল্ল হয়ে সে দাওয়াত কবুল করলেন। অতপর যুক্তি-পরামর্শ পাকা করে ধনমানিক্য ও রসাঙ্গের দুই শক্তি দুই দিক থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো চাটিগাঁয়ের উপর। চাটিগাঁয়ের প্রশাসক পরাগল খান এই উভয়মুখী অতর্কিত হামলায় দিশেহারা হয়ে গেলেন। একজনকে সামলাতে আর একজন এগিয়ে আসে বিনাবাধায়, তাকে ফের সামলাতে গেলে প্রথম জন এগিয়ে এসে দখল করে চাটিগাঁয়ের এক একটি অংশ। এমনি হালে চলতে গিয়ে পরাগল খান ক্রমেই কমজোর হয়ে পড়তে লাগলেন এবং আস্তে আস্তে সদর এলাকা থেকে তিনি পিছু হটতে হটতে মফঃস্বলে চলে এলেন। এতে করে প্রায় পুরো চাটিগাঁ মুলুকটাই এই মিত্র শক্তি দখল করে ফেললো।

মাত্র কয়েকদিনের ঘটনা। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে একটা ধারণা গ্রহণ করতে করতেই পরাগল খানের এই বিপর্যয় ঘটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শমশের আলীর গোয়েন্দারা চাটিগাঁয়ের খবর নিয়ে রাজধানী একডালার দিকে ছুটলো এবং সুদূর চাটিগাঁ থেকে দিনরাত সমানে ছুটে একডালাতে এসে তারা এই খবর শমশের আলীকে দিলো। শমশের আলী তৎক্ষণাৎ এই বিপর্যয়ের খবর এনে সুলতানের কাছে পেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আবার রাজধানীতে সাজ সাজ শব্দ পড়ে গেল। ধনমানিক্যের নিদারুণ নির্লজ্জ এই আচরণে সুলতান সহ অনেকের মাথায় আগুন ধরে গেল। এক সাথে হাতিয়ারে হাত দিলেন বৃদ্ধ শার্দুল শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও তদীয় পুত্র শাহজাদা নসরত শাহ। আর স্রেফ সালার সামন্ত নন, এই দুশমনীর যোগ্য জবাব তাঁরাই এবার দিতে চান। পিতাপুত্রের কাড়াকাড়িতে শেষ পর্যন্ত শাহজাদা নসরত শাহরই জয় হলো। উৎকল রাজের দুরভিসন্ধির কারণে ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে পুত্র হারানোর শংকা নিবৃত্ত করে সুলতানকে রাজধানীতেই থাকতে হলো।

বিপুল সৈন্য, জনাকয়েক সালার ও যথাযথ রণ সম্ভারে সজ্জিত হয়ে শাহজাদা নসরত শাহ যুদ্ধ যাত্রা করলেন। ধনমানিক্যের আচরণে শাহজাদার মস্তিষ্কে অগ্নি প্রবাহ ছুটছিল। তিনি সরাসরি চাটিগাঁয়ে না গিয়ে আগে ধনমানিক্যের রাজ্যে এসে

www.amarboi.org

হানা দিলেন এবং ত্রিপুরা রাজ্য দখল করে নিতে অগ্রসর হলেন। ধনমানিক্যের ধারণা ছিল, বাঙ্গালার ফৌজ এলে এবার অবশ্যই সরাসরি চাটিগাঁয়েই ছুটে আসবে, ত্রিপুরা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে না। কিন্তু আবার তাঁর হিসেবে ভুল হলো। বাঙ্গালার ফৌজ পুনরায় তাঁর রাজ্যেই হানা দেয়ার খবরে ধনমানিক্য যারপরনেই আতংকে উঠলেন। দখলীকৃত চাটিগাঁয়ের দায়িত্ব রসাঙ্গের উপর রেখে তিনি নিজ রাজ্য রক্ষায় পড়িমরি সসৈন্যে ছুটে এলেন। ফলাফল যা হবার তাই হলো। কৈলারগড়ে শাহজাদা নসরত শাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সর্বশান্ত হয়ে গেলেন। তামাম সৈন্য জ্বালি দিয়ে এবার তিনি প্রাণের ভয়ে আর রাজধানীতেও গেলেন না, বনারণ্যের মধ্যে পর্বত গহ্বরে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। রাজধানী রক্ষার্থে ধনমানিক্যের যে বাহিনী রাঙ্গামাটিতে ছিল, এবার তাদের বিরুদ্ধে শাহজাদা বিপুল বেগে ধাবিত হলেন।

কিন্তু বাদ সাধলো আরাকান রাজ রসাঙ্গ। ইতিমধ্যেই তিনি চাটিগাঁকে মুসলমান মুক্ত করার এক অমানবিক হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হলেন। সেখানে প্রতিদিন দলে দলে মুসলমান জনগোষ্ঠী নিহত হতে লাগলো। খবর পেয়েই রাঙ্গামাটির ফয়সালা পরে করার ইরাদা নিয়ে শাহজাদা তৎক্ষণাৎ তাঁর বাহিনীর গতি চাটিগাঁর দিকে ঘুরালেন। বিপুল বেগে ছুটে এসে শাহজাদা রসাঙ্গের উপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাঙ্গালার এই বিশাল শক্তির সামনে রসাঙ্গও অধিকক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না। রসাঙ্গের ধারণা ছিল, ধনমানিক্য ত্রিপুরাতেই বাঙ্গালার ফৌজকে ঠেকিয়ে দেবেন এবং ইতিমধ্যেই তিনি চাটিগাঁয়ে তার অবস্থান মজবুত করে নেবেন। হিসেবে রসাঙ্গেরও ভুল হলো। বাঙ্গালার শক্তি এমন অক্ষতভাবে আর এত জলদি তাঁর উপর চড়াও হবে, এটা তিনি কল্পনা করতেও পারেননি। ফলে তিনিও অল্পক্ষণের মধ্যেই সর্বশান্ত হয়ে রণস্থল থেকে পালালেন। শাহজাদা নসরত শাহ্ তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে আরাকানের অভ্যন্তরে পৌঁছলেন। আরাকান রাজ পালিয়ে নিজের সুদূর রাজধানীতে গিয়ে আশ্রয় নিলে, শাহজাদা ক্ষিপ্র গতিতে আরাকানের কিছু অংশ দখল করে নিয়েই ধনমানিক্যের বিহিত করার অভিপ্রায় চাটিগাঁয়ে ফিরে এলেন। চাটিগাঁয়ে বাঙ্গালার দখল পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে তিনি চাটিগাঁয়ের নাম রাখলেন ফতেহাবাদ। ফতেহাবাদে পরাগল খানকে মজবুতভাবে বসিয়ে দিয়েই শাহজাদা ফের ত্রিপুরায় ছুটে এলেন এবং ধনমানিক্যের রাজধানী রাঙ্গামাটি অবরোধ করে বসলেন।

সর্বস্ব যায় দেখে ধনমানিক্য এবার একদম মরণাপন্ন জীবের মতো মাটিতে শুয়ে পড়লেন। প্রতিরোধের পরিবর্তে প্রচুর হাতী ঘোড়া ও বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদি এনে শাহজাদা নসরত শাহ্‌র কাছে তিনি সনির্বন্ধভাবে ক্ষমা ও অভয় প্রার্থনা করলেন। যাবত নসরত শাহ তাঁকে সে অভয়দান না করলেন, ততক্ষণ তিনি আতংকে ছটফট করতে লাগলেন। ত্রিপুরার একদম কোমর ভেঙে যাওয়ায় এবং সে শক্তির অদূর ভবিষ্যতে আর উঠে দাঁড়ানোর কোন সম্ভাবনা না থাকায়, শাহজাদা নসরত শাহ তাঁকে অভয়দান করে বাহিনী উঠিয়ে নিয়ে রাজধানী একডালায় ফিরে এলেন। বাঙ্গালা মুলুকের আয়তন এমনিতেই বিশাল ছিল। কামতা-কামরূপ থেকে সুদূর চাটিগাঁ। ওদিকে আবার পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গ গোটাই এবং বিহারেরও কিয়দংশ। সুতরাং অনর্থক রাজ্য সীমা আরো অধিক বাড়িয়ে সামরিক ও প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি করতে গেলেন না।

কিন্তু যুদ্ধের বাজনা তবুও থামলো না। সেই যে শুরু হলো, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজ খামুশ হওয়ার পরও সে বাজনা ধীর গতিতে চলতেই লাগলো। উৎকল রাজ

www.amarboi.org

প্রতাপরুদ্র সেই থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ ও আরাকান রাজ বাঙ্গালা মুলুক আক্রমণ করার সাথে সাথে তিনিও তখনই নেচে উঠলেন। পরীক্ষামূলকভাবে বাঙ্গালার বিরুদ্ধে তখনই তিনি বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং ফলাফলের অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই বাহিনীর সাফল্য কিছু দেখলেই তিনি সর্বোতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বাঙ্গালা মুলুকের উপর, এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। কিন্তু অপেক্ষার তাঁর সত্বর কোন পরিসমাপ্তি ঘটলো না। অপেক্ষা করেই রইতে হলো তাঁকে। একদিকে অচিরেই ত্রিপুরা রাজ ও আরাকান রাজের পতন ঘটলো, অন্য দিকে তাঁর বাহিনীও কোন সুবিধা আনতে পারলো না। গড় মন্দারণে বাঙ্গালার যে জোরদার করা সীমান্তবাহিনী ছিল এবং রাজধানী থেকে পরে আবার সুলতান যে বাহিনী উৎকলের সীমান্ত দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এই উভয় শক্তি এক হয়ে উৎকল রাজের বাহিনীর মোকাবেলায় নামলো। ফলে, সেই যে আবার উৎকলের সাথে শুরু হলো লড়াই, অমীমাংসিতভাবে চলতেই লাগলো সে লড়াই। সীমান্তের বাহিনীই উৎকলের মোকাবেলা মোটামুটি সার্থকভাবেই করছে দেখে সুলতানও আর সদ্য রণক্লান্ত সেনাসৈন্য উৎকল প্রেরণ করলেন না। তিনিও বসে বসে লড়াইয়ের গতি আর উৎকল রাজের উদ্যোগ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

প্রথমে চৈতন্য ঘটিত ও তৎপরে এই সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের খবরাখবর করা নিয়ে শমশের আলী পুনরায় ব্যস্ত হয়ে পড়ায় এবং অধিক সময় তাঁকে রাজধানীর বাইরে বাইরে থাকতে হওয়ায়, তিনি আল-আজাদের তেমন একটা খবর রাখতে পারেননি। কয়েকদিন আগে তাঁকে তিনি যা দেখেছিলেন, তাতে আল-আজাদের তবিয়ত কিছু খারাপ বলেই সন্দেহ তাঁর হয়েছিল। কিন্তু তখনই আবার তাঁকে নবদ্বীপে ও সেই সাথে চৈতন্যের উৎকল সফরের সূত্র ধরে উৎকলে যাত্রা করতে হওয়ায় আল-আজাদের আর তার খবর রাখা হয়নি। তিনি ফিরে এসেই খবর নিতে গিয়ে দেখলেন, আল-আজাদ শয্যাশায়ী। তাঁর উত্থান শক্তি লুপ্ত প্রায়।

না চাইতেই কোন কিছু অঢেল যখন পাওয়া যায়, তখন তা যত মূল্যবানই হোক, তার গুরুত্বই তেমন থাকে না। হঠাৎ করে সেই পাওয়াটা বিলকুল বন্ধ হয়ে গেলেই তার গুরুত্বটা গভীরভাবে অনুভব করে মানুষ, সেই অভাবটা ভয়ানকভাবে কাতর করে মানুষকে। আল-আজাদের অবস্থা হলো তদ্রূপ। শাহজাদী আরজুমন্দ বানু বেগমের সাহচর্যটা আল-আজাদের কাছে একটা আটপৌরে ব্যাপার ছিল। আল-আজাদের কাছে তখন এর গুরুত্বই তেমন ছিল না। বরং কিভাবে এই সাহচর্যটা ত্যাগ করা যায়, এই চিন্তাই প্রায়শঃ তিনি করতেন। এখন যখন অকস্মাৎ তা একেবারেই ত্যাগ করতে হলো, আল-আজাদ এতিম হয়ে গেলেন। নিঃস্ব হয়ে গেলেন। দুনিয়াটা তামামই তাঁর সামনে শূন্য হয়ে গেল। খোলা আসমানের পাখী হঠাৎ পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়ার মতো আল-আজাদ এখন নিজের ঘরে নিজের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ায় কেবলই ছটফট করতে লাগলেন। সঙ্গত কারণ মনে করেই শাহজাদীর কাছে যাওয়া বন্ধ করলেন তিনি, কিছু করার মতো হাতে তাঁর কোন কাজই ছিল না। শমশের আলী ঘরে না থাকায়, সঙ্গীও কাউকে পেলেন না। মানসিক ঐ অবস্থার মধ্যে কবিতা লেখার প্রশ্নও কিছু রইলো না ফলে, নির্বাসনের মতো আল-আজাদ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

তবুও হয়তো কিছু সইতো। কিন্তু একান্তই এই আপনজন আরজু বানুকে অকস্মাৎ একেবারেই পরভাবার বেদনাটা তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। দম তাঁর বন্ধ হয়ে এলো। তিনি শয্যা নিলেন।

www.amarboi.org

শমশের আলী ফিরে এসে আল-আজাদকে এই অবস্থায় দেখেই ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন, পানাহারও এখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন আল-আজাদ। হেকিম ডেকে তেমন কোন বিমার ব্যাধির খোঁজ না পেয়ে শিরওয়ানী সাহেবও বেয়াকুফ বনে গেছে। বিমারটা দেহের নয়, মনের, তা তিনি অবশ্যই বুঝেছেন। কিন্তু ব্যধিটা যে কি, তা তালাশ করে পাননি।

খবরা খবর জানার পর শমশের আলী এসে আল-আজাদের বিছানায় একপাশে বসলেন এবং উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে দোস্ত? কি হয়েছে তোমার?

আল-আজাদ নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন—কৈ, কিছু হয়নি তো?

ঃ কিছু হয়নি মানে? এ হালত কেন তোমার? চেহারাই যে বিলকুল পাল্টে গেছে? এই কয়দিনেই বিছানার সাথে মিশে গেছো তুমি। ব্যাপার কি?

ক্লীষ্ট হাসি হেসে আল-আজাদ বললেন—ও অমনি অমনি। কিছু ভাল্লাগেনা ভাই।

ঃ ভাল্লাগেনা। খাওয়া দাওয়াও নাকি ছেড়ে দিয়েছো বিলকুল?

ঃ রুচি হয় না দোস্ত।

ঃ সেকি। অমনি অমনি এই হালত্ হলো তোমার? পাগল বুঝাচ্ছো আমাকে? আসল ঘটনা কি তাই বলো।

ঃ আসল ঘটনা মানে? আসল ঘটনা কি থাকবে আবার?

ঃ কি থাকবে তা তুমিই জানো। শুনলাম, বিমার ব্যধি ভেতরে কিছু নেই। তাহলে কি খাওয়া থেকে এই অবস্থা হলো?

ঃ দোস্ত!

ঃ শাহজাদীর ওখানেও বুঝি যাওনি আর এ কয়দিন?

ঃ না।

ঃ কতদিন হলো যাওনি?

ঃ সে বেশ কিছুদিন হলো।

ঃ এই অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকেই আর যাওনি?

ঃ না, তারও কিছুদিন আগে থেকেই যাইনি।

ঃ আগে থেকেই যাওনি? কেন—কেন?

ঃ যাওয়ার আর দরকার নেই।

শমশের আলী চমকে উঠলেন এবার। সেই সাথে বিমারের কারণটাও চকিতে কিছু অনুমান করতে পারলেন। তিনি সবিস্ময়ে বললেন—দরকার নেই। কাজ তোমাদের শেষ হয়েছে? মানে শাহজাদীর আর তালিম নেয়ার দরকার নেই?

ঃ তা জানিনে।

ঃ তার অর্থ? শাহজাদী না করে দিয়েছেন তোমাকে?

ঃ না।

ঃ ঝগড়া হয়েছে তোমাদের মধ্যে?

ঃ না।

ঃ তাজ্জব। তাহলে যাওয়ার আর দরকার নেই বলছো কেন?

ঃ দরকার নেই, ঠিক তা নয়। যাওয়া আর উচিত নয়, তাই।

শমশের আলী বিস্মিত হলেন। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—উচিত নয়।

ঃ না, একদম উচিত নয়।

www.amarboi.org

ঃ কারণ ?

ঃ শাহজাদীর শাদি।

শমশের আলী আসমান থেকে পড়লেন। বিপুল বিস্ময়ে বললেন—শাদি!

ঃ হ্যাঁ। শিগ্গিরই শাদি হচ্ছে শাহজাদীর।

ঃ এ তুমি কি বলছো ? শাদি হচ্ছে মানে ?

আল-আজাদ করুণ কণ্ঠে বললেন—এর আর মানে কি দোস্ত ? শাদি হচ্ছে মানে শাদি হচ্ছে।

ঃ তাজ্জব ! আমার মাথায় আর কিছু ঢুকছে না। সওদাগাটি কে তাহলে ?

ঃ শাহজাদা ফিরুজ।

ঃ দোস্ত !

ঃ শাহজাদা ফিরুজ শাহ।

ঃ শাহজাদা ফিরুজ ! এ কি বলছো তুমি ?

ঃ জি। ঘটনা তাই-ই।

শমশের আলী নীরব হয়ে গেলেন। শাহজাদা ফিরুজের সাথে আরজু বানুর শাদির সেই চিন্তা-ভাবনার কথাটা শমশের আলীও জানতেন। সেই শাদিটাই তাহলে হতে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত ? চিন্তা করে শমশের আলী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আর কথা খুঁজে পেলেন না। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি প্রশ্ন করলেন—খবরটা কি ঠিক শুনেছো তুমি ? মানে কোন উড়ো খবর পাওনি তো ?

আল-আজাদ উদাস কণ্ঠে বললেন—একদম ঠিক খবর। গুরুত্বপূর্ণ উৎস থেকেই এ খবর আমি জেনেছি।

ঃ বলো কি ! ইতিমধ্যে এতটাই ঘটে গেছে ?

ঃ গেলোই তো।

ঃ শাহজাদীও সমর্থন করলেন এ শাদি ? মানে, তুমি কি নিঃসন্দেহ যে শাহজাদীর স্বতস্ফূর্ত সমর্থন আছে এ শাদিতে ?

ক্লিষ্ট হাসি হেসে আল-আজাদ বললেন—কেন থাকবে না দোস্ত ? এটাতো আর আচানক কোন ব্যাপার নয়। অনেক আগে থেকেই সাব্যস্ত হয়ে আছে এ শাদি। দুলাহি-দুলহীন উভয়েরই জানা আর সমর্থিত ঘটনা।

ঃ বিচিত্র !

ঃ অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের জন্যেই এতদিন আটকে ছিল এ শাদি। আর কতদিন আটকে থাকবে বলো ?

শমশের আলী পুনরায় নীরব হয়ে গেলেন। তাঁর চোখমুখ মলিন হয়ে গেল। পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—তোমাকে নিয়ে শাহজাদী তাহলে সত্যিই খেলা করলেন এতদিন ?

ঃ দোস্ত !

ঃ আমার গোয়েন্দাগিরি জীবনে এই আমার প্রথম পরাজয়।

ঃ এ্যাঁ ?

ঃ শাহজাদীর মন-মানসিকতা সম্বন্ধে যে তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি এ যাবত, তা

www.amarboi.org

তাদেরই ভুল। শাহজাদীকে এ যাবত আমি খাঁটি সোনাই ভেবেছি। কিন্তু এখন দেখছি, আদৌ তা খাঁটি নয়, সবটুকুই মেকী।

আল-আজাদও ছোট একটা নিঃশ্বাস চেপে বললেন—কি জানি, হবেও বা হয়তো।

ঃ এই জন্যেই বোধহয় হিন্দুরা বলেন—নারীর মন খুদের দেবকুলেরও অজানা।

মৃদু একটা বাধা দিয়ে আল-আজাদ বললেন—থাক দোস্ত, ভেতরের ব্যাপারটা যখন পুরোপুরি আমরা কেউ জানিনে, শাহজাদী কেন আর কি ভেবে এ শাদিতে রাজী হলেন, তা যখন আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, তখন তাঁর সম্বন্ধে এমন মন্তব্য না করাই ভাল।

শমশের আলী ক্লিষ্ট হাসি হেসে সাশ্লেষে বললেন—এখনও দীলে তোমার ফুটছে?

ঃ এ্যাঁ?

ঃ এতটার পরও শাহজাদীর বদনামীতে দীল তোমার টনটন করে উঠছে?

ঃ দোস্ত!

ঃ এতটা ভালবেসে ফেলেছিলে তুমি তাকে?

ঃ না—মানে—

ঃ অথচ বরাবর তুমি বলে এসেছো, এটা কখনও তুমি চাও না, এটা তোমার না-পছন্দ।

ঃ না, কথাটা হলো—

ঃ এখনও আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়াস পাচ্ছো?

ঃ দোস্ত!

ঃ আজ ঠিক ঠিক বলোতো, শাহজাদীকে তুমি ভালবাসো কিনা?

আল-আজাদ নিরুত্তর হলেন। শমশের আলী ধমক দিয়ে বললেন—জবাব দাও? আর কত চাতুরী করবে তুমি আমার সাথে?

আল-আজাদ অসহায় হয়ে গেলেন। কাতর কণ্ঠে বললেন—তুমি বিশ্বাস করো দোস্ত, আগে আমি এতটা বুঝতে পারিনি!

ঃ এখন তাহলে বুঝতে পারছো?

আল-আজাদ আবার নীরব হলেন। আবার ধমক দিলেন শমশের আলী। বললেন—কি হলো? এখন বুঝতে পারছো তো?

আল-আজাদ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আর বুঝে কি হবে দোস্ত! সে প্রসঙ্গ তো মুর্দা এখন।

ঃ হুঁ! ঘটনা তাহলে এই?

ঃ দোস্ত!

ঃ এই তোমার বিমার?

ঃ না, বিমার ঠিক নয়, মানে মনটা খুবই খারাপ।

শমশের আলী এবার দুঃখ করে বললেন—খারাপ হলেই বা করবে কি? আগেই তোমাকে হাজার বার সাবধান করে দিয়েছি। কিন্তু তুমি গ্রাহ্যেই মাননি কথাটা আমার। এখন আর আফসোস করে ফায়দা আছে কিছু?

ঃ হ্যাঁ, সেতো ঠিকই। তবে—

ঃ আর তবে কিছু করে কোন লাভ নেই। যা তুমি চেয়েছিলে, তাই তুমি পেয়েছো। জিন্দেগীর জের শুরু থেকেই বাড়াতে যখন চাওনি, তখন ও নিয়ে ভেবে আর কাজ নেই। যেভাবে চলছিলে, এখন আবার নতুন করে সেইভাবে চলার কোশেশ করো।

www.amarboi.org

আল-আজাদ উদাস কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, তা একদিক দিয়ে ঠিকই তুমি বলেছো। এ আমার জন্যে ভালই হলো।

ঠিক এই সময় কুদরত খাঁ দরজায় এসে দাঁড়ালো। সে শমশের আলীদের উদ্দেশ করে বললো—বাপজান, ছোটি মালেকা।

চমকে উঠে উভয়ে সবিস্ময়ে চাইতেই কুদরত খাঁ ফের বললো—ছোটি মালেকা সাহেবা তসরিফ এনেছেন এখানে।

ছোটি মালেকা আরজুমান্দ বানু বেগমের সেই থেকেই বিস্ময়ের অবধি নেই। আসি বলে সেই যে বেরিয়ে এলেন আল-আজাদ, আর তিনি তাঁর কাছে যাননি। পর পর কয়েকদিন কাব্যচর্চার কক্ষে এসে একা একাই বসে থেকে হতাশচিত্তে ফিরে গেছেন শাহজাদী। ইতিমধ্যে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠায় আর শাহজাদা নসরত শাহ যুদ্ধ যাত্রা করায়, হঠাৎ একটা থমথমে পরিবেশ নেমে এলো। মহলে কেমন একটা শংকার ভাব বিরাজ করতে লাগলো। শাহান শাহ সহকারে সকলের বুকখান ভারী হয়ে রইলো। এ অবস্থা দেখে শাহজাদীও দমে গেলেন। এ অবস্থায় আল-আজাদকে খবর দিয়ে এসে কাব্য কবিতা করার তেমন উৎসাহ তিনি পেলেন না এবং এই শংকাগ্রস্ত থমথমে মহলে কাব্য কবিতা নিয়ে মাতামাতি করাটাও তিনি সমীচিনবোধ করলেন না। বরং শাহজাদা নসরত শাহ সহি সালামতে লড়াই থেকে ফিরে এলে তবেই ফের কাব্য কবিতায় বসবেন এবং আল-আজাদ এখন এলেও, তাঁকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বলবেন, এই কথাই ভাবলেন তিনি। সেই সাথে আরো ভাবলেন, মহলের এই পরিবেশ দেখেই হয়তো আল-আজাদ আর আসছেন না, বা জরুরী কোন কারণে অন্য কোথাও গেছেন, তাঁকে বলে যেতে পারেননি।

কিন্তু শাহজাদা নসরত শাহ বিজয় গৌরবে ফিরে আসার পরও এবং মহলে আবার খুশীর হিল্লোল বইতে থাকা সত্ত্বেও আল-আজাদ এলেন না দেখে শাহজাদী বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। খোঁজ নিতে গিয়ে জানলেন, আল-আজাদ অসুস্থ। তাঁর প্রেরিত লোক ফিরে এসে জানালো, আল-আজাদ শয্যাশায়ী, তিনি এখন উত্থান শক্তি রহিত। খোদ শিরওয়ানী সাহেবের মুখেই সে শুনে এসেছে একথা।

শুনামাত্রই শাহজাদী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হঠাৎ কি দিয়ে কি হলো, এখন তাঁর আসলেই কি অবস্থা, এসব ভেবে শাহজাদী অস্থির হয়ে উঠলেন। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি। নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে হাতের কাছে মেহের বিবি আর কুদরত খাঁকে পেয়েই স্রেফ তাদের নিয়ে মহল থেকে বেরিয়ে এলেন শাহজাদী। এ খবর মহলের কাউকে জানালেন না।

আল-আজাদের বারান্দায় এসে উঠে বোরকাবৃতা শাহজাদী ও মেহের বিবি এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কুদরত খাঁ দরজায় এসে দাঁড়িয়ে শমশের আলীদের এই খবর জানালেন।

খবর শুনে চমকে উঠলেন উভয়েই। আল-আজাদ শোয়া অবস্থা থেকে কোন মতে উঠে বসলেন। বিপুল বিস্ময়ে শমশের আলী কুদরত খাঁকে প্রশ্ন করলেন—তার মানে? কোথায় তিনি?

www.amarboi.org

জবাবে কুদরত খাঁ বললো—এইতো এই বারান্দায়। কবি সাহেবকে দেখতে এসেছেন হুজুরাইন।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন শমশের আলী। আল-আজাদের বিছানার সামনে একটা কুরসী টেনে দিতে দিতে বললেন—সেকি। আনো-আনো, তাঁকে এখানে নিয়ে এসো। আমি বাইরে যাচ্ছি।

কুরসীখানা জায়গা মতো স্থাপন করেই শমশের আলী দ্রুত পদে বেরিয়ে গেলেন। কুদরত খাঁ আর মেহের বিবিকে অপেক্ষা করার ইংগিত দিয়েই ঝড়ের বেগে আল-আজাদের কক্ষে ঢুকলেন শাহজাদী। কাছে এসে আল-আজাদকে দেখেই তিনি ভয়ানক চমকে গেলেন। নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলেন—একি। একি আপনার অবস্থা ? এ অবস্থা কেমন করে হলো ?

কুরসীর প্রতি শাহজাদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল-আজাদ বিনীত কণ্ঠে বললেন—মেহেররানী করে আপনি আগে আসন গ্রহণ করুন। নইলে—

শাহজাদী ব্যস্তভাবে কুরসীর উপর বসলেন। বসেই কেঁদে বললেন—উঃ। কি করুণ অবস্থা। কবে থেকে এই হালত ?

আল আজাদ ম্লান হেসে বললেন—তা অনেকদিন হলো।

ঃ কি আশ্চর্য। কি থেকে কি হলো ? জ্বর, সর্দি, ব্যথা, না অন্য কোন উপসর্গ ?

পুনরায় ম্লান হেসে আল-আজাদ বললেন—না না, ওসব কিছুই নয়।

ঃ তবে ?

ঃ তা-মানে—কথা হলো, মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই।

ঃ কেন-কেন ? মন হঠাৎ খারাপ হলো কেন ?

ঃ এ্যাঁ ? তা—আজগুবী বুঝলেন, স্রেফ আজগুবী। কারণ কিছুই নেই।

ঃ আজগুবী।

ঃ জি-জি, তাই।

ঃ আজগুবী মন খারাপ হলো আর খারাপ হয়েই রইলো ? ভাল আর হলো না ?

আল-আজাদ এবার কতকটা জোর করেই স্বাভাবিকভাবেই হাসার চেষ্টা করলেন। হাসি মুখে বললেন—ব্যাপারটা ঐ রকমই। তবে এখন আর মন আমার খারাপ নেই। ইনশাআল্লাহ এখন আমি শিগ্গির শিগ্গির সুস্থ হয়ে উঠবো।

শাহজাদী বিস্মিত হয়ে বললেন—কি রকম ?

আল-আজাদ বললেন—মেহেররানী করে নিজে আপনি এসেছেন, এইতো আমার পরম সান্ত্বনা। এরপর আর কোন দুঃখ-আজার দীলে আমার নেই।

ঃ সেকি ! এসব আপনি কি বলছেন ?

আল-আজাদ কিছুটা আফসোস করে বললেন—আসলে ভুলটা আমারই বুঝলেন ? সামনে পিছে না তাকিয়ে আমিই খামাখা বেয়াড়া হয়ে উঠেছিলাম।

ঃ বেয়াড়া হয়ে উঠেছিলেন ?

ঃ হ্যাঁ, বেয়াড়া বৈকি ? শেষের দিকে অনর্থক আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আপনাকে আর একদণ্ড না দেখলেও দীল আমার আওয়ারা হয়ে উঠতে লাগলো। বেয়াদবী আর বলে কাকে ? আপনার সাথে এতটা মেলামেশা যে আদৌ আমার ঠিক নয়, সে খেয়ালটা একটুও আমার থাকুক ?

আল-আজাদ হাসতে লাগলেন। শাহজাদী রীতিমতো গোলক ধাঁধায় পড়ে গেলেন। খেই খুঁজে না পেয়ে তিনি বললেন—খেয়াল থাকেনি ?

www.amarboi.org

ঃ না। সেই কথাইতো বলছি। সেই খেয়ালটা যখন হলো, তখনই তো আপনার কাছে যাওয়া আসা বন্ধ করলাম আমি। তবে হঠাৎ করে এটা আমাকে করতে হলো বলেই, এই বেসামালটা হয়ে গেলাম। আগে থেকেই লাগামটা আস্তে আস্তে টেনে ধরতাম যদি, তাহলে এই ধাক্কাটা আমাকে এতবেশী লাগতো না আর এই এতটা কাবু হয়েও পড়তাম না।

আল-আজ্জাদ পূর্ববৎ হাসতে লাগলেন। শাহজাদী বাক হারিয়ে আল আজ্জাদের মুখের দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে রইলেন। হাসতে হাসতে আল আজ্জাদ ফের বললেন—অবশ্য আপনি বিশ্বাস করুন, ঐযে বললাম—আপনি এই এলেন, এই মেহেরবানী করলেন, এতেই আমার দীলটা সাফা হয়ে গেছে। আর আমার দীলে কোন তকলিফ নেই।

শাহজাদী অপার বিস্ময়ে বললেন—এ আপনি পাগলের মতো কি এতসব বলছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে?

ঃ না বোঝার তো কারণ নেই। খোদ শাহজাদা ফিরুজ শাহ সাহেব পর্যন্ত না-খোশ হয়েছেন আমার উপর। এরপরও কি ব্যাপারটা আর ছোটখাটো আছে?

ঃ ভাইজান না-খোশ হয়েছেন আপনার উপর? কেন, তিনি না-খোশ হলেন কেন?

ঃ এই আপনার সাথে আমার এত মেলামেশা করার জন্যে?

ঃ সে জন্যে উনি না-খোশ হবেন কেন?

ঃ আরে! বলেন কি? আজ বাদে কাল আপনাদের শাদি, তবু উনি না-খোশ হবেন না? একজনের হবু বেগমের সাথে অন্যের বেশী মেলামেশা কে পছন্দ করে বলুন?

শাহজাদী চমকে উঠলেন। তিনি তাজ্জব হয়ে বললেন—শাদি! কার সাথে কার শাদি?

ঃ ঐ শাহজাদা ফিরুজ শাহ সাহেবের সাথে আপনার শাদি। শিগ্গিরই তো হবে এটা?

ঃ কে বললে সে কথা?

ঃ কেন, আপনাদের ঐ দুলাহ মিয়া? মানে জনাব জালালউদ্দীন শর্কী।

ঃ উনি আপনাকে এই কথা বলেছেন?

ঃ জি-জি। আপনাদের শাদির কথা, আমার উপর শাহজাদার না-খোশ হওয়ার কথা—এসব উনিই আমাকে বলেছেন।

শাহজাদীর তামাম ধাঁধা এতক্ষণে কেটে গেল। তিনি পলক কয়েক নীরব হয়ে আল-আজ্জাদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁউ! ব্যাপারটা তাহলে এই?

ঃ জি?

ঃ ঐ শর্কী সাহেবের কথা শুনেই আপনি একদম নেতিয়ে পড়লেন বিছানায়?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ মিথ্যা কথা। বিলকুল মিথ্যা কথা।

ঃ মিথ্যা কথা!

ঃ আমাকই মিথ্যা কথা।

ঃ যেকি!

শাহজাদী আফসোস করে বললেন—আপনাকে আমি বারবার বলিনি, আমি একটা হিংস্রপুরীতে বন্দিনী হয়ে আছি? স্রেফ দুই তিনজন লোক বাদে এখানে সবাই আমার দুশমন? সবাই আমার ক্ষতি করতে এক পায়ে খাড়া?

www.amarboi.org

আল-আজাদের মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি সপুলকে বললেন—বলেন কি? সত্যিই তাহলে শাদি আপনাদের হচ্ছে না?

ঃ শাদি হবে মানে? ভাইয়ে বোনে শাদি?

ঃ কিন্তু এই রকমই একটা কথা তো—

ঃ তা যে কথাই যিনি ভেবে থাকুন না কেন, উভয়ে আমরা উভয়কে আপন ভাইবোনের মতো গণ্য করি। এখানে শাদির প্রশ্ন আসে কি করে?

ঃ কি আশ্চর্য। অথচ ঐ শর্কী সাহেব এমনভাবে বললেন—

ঃ আর তাই আপনি বিশ্বাস করলেন? এই জন্যেই তো বারবার এত করে আপনাকে আমি বলছি, এই দুশমনের আবর্ত থেকে জলদি জলদি বের করে নিন আমাকে। যেভাবেই হোক, যে পথেই হোক।

ঃ এ্যাঁ?

ঃ আমার শাদি অন্যের সাথে হচ্ছে বা হওয়া সম্ভব, এতদিন আমার সাথে মিশে এই বুঝলেন আপনি?

আল-আজাদ আনন্দে ও বিস্ময়ে থতমত করতে লাগলেন। শাহজাদী ফের বললেন—আমার খসম কে হবেন, কাকে আমি খসম বলে সানন্দে গ্রহণ করতে আগ্রহী, এটা আজও আপনার অজানাই রয়ে গেল? এর চেয়ে যে বড় দুঃখ কিছুই আমার নেই।

ঃ তা-মানে—

ঃ আরো কেমন করে বললে আপনি বুঝবেন যে, একমাত্র আপনারই মুখ চেয়ে বসে আছি আমি?

অভিভূত আল-আজাদ বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—শাহজাদী!

ঃ এই যে আমি একমাত্র আপনার উপরই আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার তামাম দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি, তা কিসের জন্যে? অন্যকে নিয়ে ঘর বাঁধবো বলে?

বেদনার দহনে শাহজাদীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তাঁর দুই চোখের পাতায় শ্রাবণের ঘন মেঘ ভিড় জমিয়ে এলো। বোধ করি আর ঝরে পড়তে বিলম্ব নেই এক পলকও। তা লক্ষ্য করে আল-আজাদ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপচাপ। অনেকক্ষণ ভাবলেন। এরপর ধীরে ধীরে বললেন—বুঝি তো সবই আমি শাহজাদী। কিন্তু—

নত মাথা তড়িৎ বেগে সোজা করে শাহজাদী বললেন—কিন্তু?

ঃ যা অবাস্তব আর অসম্ভব, তার উপর এতটা আপনি ভরসা করতে গেলেন কেন?

শাহাজাদী ক্ষোভে দুঃখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—সে কথা আজ ভাবলে চলবে কেন? সে ভাবনার দিনতো অনেক আগেই আমাদের পেরিয়ে গেছে?

ঃ শাহজাদী!

ঃ যেভাবেই হোক, এখন ঐ অবাস্তবকেই বাস্তব; আর অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলতে হবে।

আল-আজাদ ফের চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—কিন্তু উপায় তো তেমন কিছুই নজরে আমার পড়ছে না। বিলকুলই ঝাপসা মনে হচ্ছে।

www.amarboi.org

ঃ ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। কাপুরুষের মতো হাত-পা গুটিয়ে স্রেপ আহাজারি করলে উপায় কোনদিন মিলবে না।

ঃ শাহজাদী !

ঃ ভাইজানকে ধরুন, দাদু সাহেবকে ধরুন। কাজ না হলে আমরা কি পালিয়ে যেতেও পারবো না?

আল-আজাদ পুনরায় চমকে উঠলেন। শমশের আলীর পরামর্শটা চকিতে একবার আল-আজাদের মানসপটে ঝিলিক দিয়ে গেল। জবাবে কি বলবেন ভাবতেই, কুদরত খাঁ পুনরায় দুয়ারে এসে দাঁড়ালো এবং ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—হুজুরাইন, আপনার কি আরো দেরী হবে?

শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বিরক্ত হয়ে বললেন—তার মানে?

কুদরত খাঁ নত মস্তকে বললো—এক পাইক এসে এখনই আমাকে খবর দিয়ে গেল। মহলে আমার তলব পড়েছে হুজুরাইন। খোদ শাহান শাহর তলব।

শাহজাদী চমকে উঠে বললেন—সেকি !

ঃ আপনার যদি আরো কিছু দেরী থাকে, আপনি থাকুন, আমি যাই। পারলে আমি নিজেই আবার আসিবো, নইলে মহলে গিয়েই অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেবো।

ঃ সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার।

ঃ কিন্তু আমার তো আর অপেক্ষা করার মওকা নেই হুজুরাইন?

শাহজাদী চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—না-না, তা কি করে হয়? চলো-চলো, আমিও আসছি—

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন শাহজাদী। মুখ ফিরিয়ে আল-আজাদকে বললেন—এসব কথা পরে হবে। এখন আপনি ঠিক মতো আহার-নিদ্রা করুন আর শরীরের যত্ন নিন।

শাহজাদী ত্রস্তপদে বেরিয়ে এলেন এবং কুদরত খাঁ ও মেহের বিবির সাথে দ্রুতপদে মহলের দিকে রওনা হলেন।

শাহজাদীরা বিদায় হতেই হাসিমুখে আল-আজাদের কক্ষে এলেন শমশের আলী। কক্ষে ঢুকেই তিনি পরম উল্লাসে বললেন—মা'শাআল্লাহ। একি দোস্ত? এযে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

আল-আজাদ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—সব ঐ একজনেরই খেল।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ জ্যোতিষীর গণনাতেও ভুল থাকতে পারে দোস্ত, কিন্তু তোমার গোয়েন্দাগিরিতে ভুল বলে বাত্ নেই।

ঃ কি রকম?

আল-আজাদ হেসে বললেন—সোনা, খাঁটি সোনা।

ঃ কে? ঐ শাহজাদী?

ঃ বিলকুল। তোমাদের বালাই নেই।

জোরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শমশের আলী বললেন—আচ্ছা। তা-ই তাহলে?

ঃ হাঁ দোস্ত। আমার জানা খবর সমস্তই ভুল। মিথ্যা। ওটা একটা ষড়যন্ত্রের ব্যাপার।

ঃ বলো কি?

আল-আজাদ এবার সমুদয় ঘটনা শমশের আলীকে বর্ণনা করে শোনালেন এবং শাহজাদীর সিদ্ধান্তের ইংগিতটাও দিলেন। শুনে শমশের আলী উৎফুল্ল কণ্ঠে

www.amarboi.org

বললেন—দোস্ত, ব্যাপারটা এক সাথে যেমনই আনন্দের তেমনই চিন্তার। লেকেন ঘাবড়াইয়ে মৎ। এত সমস্যার সমাধান করে ফিরছি, এবার কোমর বেঁধে নেমে দেখি, এটার কি করতে পারি।

মহল থেকে বেরিয়ে আসার খবরটা আরজুমান্দ বানু বেগম কাউকে না জানালেও, ফৌজিয়া বানু বেগমের তা অজানা কিছুই রইলো না। হাতে তাঁর কাজ কিছু ছিল না। খসমের ঘরেও যেতে হয়নি তাঁকে। কদম্ গাঁওয়ের সম্পত্তিটা চাচাতো ভাইয়ের হাওলায় ফেলে রেখে জালালউদ্দীন শর্কীও ফৌজিয়া বানুর ফায় ফরমায়েশ খেটে বেড়াচ্ছেন দাসদাসীদের অতিরিক্ত। খড়খানা ভেঙ্গে দু'খানা করতে হলেও, দাসীবাঁদীদের আগেই জালালউদ্দীন শর্কী এসে হাত লাগাচ্ছেন তাতে। ফলে, করার মতো কোন কাজই ফৌজিয়া বানুর ছিল না। অন্তরে এমন কোন সুষমাও ছিল না যে, তার সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন তিনি। তাঁর কাজের মধ্যে কাজ শুধু মহলে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা আর তাঁর চেয়ে অধিক মূল্যবান আউরাত কেউ মহলে না থাকুক, তা নিশ্চিত করা।

এ কারণে তাঁর একটা চোখ সবসময়ই আরজুর উপর ছিল। হঠাৎ করে আরজু বানুকে মহলে কোথাও না দেখে তিনি চমকে উঠলেন। খবর করে যেই তিনি জানলেন, মেহের বিবি ও কুদরত খাঁ সহকারে আরজু বানুকে মহল থেকে বেরিয়ে যেতে মহলের কেউ কেউ দেখেছেন, অমনি তাঁর সেই চমক আরো শতগুণে বেড়ে গেল। মহল থেকে বেরিয়ে কোথায় সে যেতে পারে, উদ্দেশ্য তাঁর কি, এ নিয়ে হাজার প্রশ্ন দীলে তাঁর দাফাদাফি করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে খসমকে তিনি গোয়েন্দাগিরিতে লাগিয়ে দিলেন এবং নিজেও ঘুরে ঘুরে তথ্য যোগাড় করতে লাগলেন।

খসম-জরুর অপরিসীম তৎপরতায় আরজু বানুর ঐ অজ্ঞাতযাত্রা ফৌজিয়ার কাছে গোপন কিছুই রইলো না। তিনি প্রায় সমুদয় খবর পেয়ে গেলেন। বাদ বাকীটুকু পূরণ করলো আরজুর বাঁদী মেহের বিবি। আরজু বানুর এই আদিখ্যেতার সরস কাহিনী মেহের বিবির কাছে শুনতে বসে ফৌজিয়া বেগম যখন শুনলেন, বাহির মহল্লায় গিয়ে বেগানা ও বাইরের লোকের ঘরে ঢুকে বাইরের লোকের সাথে একান্তে ও নির্জনে পর্দানসীন শাহী মহলের এই খান্দানী আউরাতটি প্রহর ধরে ঢলাঢলি করে এসেছেন, তখন তিনি সরোষে ও ঘৃণায় চোখ মুখ কুৎসিত আকার করলেন এবং সশব্দে বলে উঠলেন—তওবা-তওবা!

লোক দেখানো রোষ প্রকাশ করলেও ফৌজিয়ার কাছে এটা মোটেই রোষের খবর ছিল না। এটা ছিল তাঁর কাছে মস্ত এক খুশীর খবর। দুর্লভ এক মওকা। নিতান্তই নসীবের জোর ছাড়া এমন মওকা সাধনা করে পাওয়া যায় না। এর সদ্ব্যবহারে ফৌজিয়া বিবি খান্দাপিন্দ ছেড়ে ময়দানে নেমে গেলেন। শাহেন শাহ এ সময়ে কর্মব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কাছে গেলেও যে আশানুরূপ ফল পাবেন, ফৌজিয়া বানু এটি ভাবতে পারলেন না। তাই ঐ সমমনা সাঙ্গাত সভাকবিদের সৎ যুক্তিই অন্তিতত্ত্বে আঁকড়ে ধরলেন এবং তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে শাহজাদা নসরত শাহের ঘাড়ের উপর সওয়ার হলেন।

মেয়ে-জামাইকে শশব্যস্তে ছুটে আসতে দেখে নসরত শাহ সাহেবও সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। আব্বাকে সামনে পেয়েই ফৌজিয়া বানু বেগম আভিজাত্যের এই

www.amarboi.org

অকাল মৃত্যুর শোকে জার জার হয়ে বললেন—আব্বাজান, দাসদাসীদের কারো সামনে তো আর মুখ দেখাতে পারিনে ! মান-ইজ্জত-বিলকুলই তো বরবাদ হয়ে গেল !

শাহজাদা নসরত শাহ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—বরবাদ হয়ে গেল মানে ? কি হয়েছে ?

ঃ হতে আর কি বাকী রয়েছে আব্বাজান ? এই বংশের কেউ যা কখনো কল্পনাও করতে পারেন না, সেই ঘটনাইতো ঘটে চলেছে হরদম ! দাদু সাহেবের ঐ পাগলামীর সুযোগ নিয়ে আরজুটা যেসব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে, তাতো সবই আপনাকে বলেছি। ঐ আরজু বানুর বেলেল্লাপনার বিহিত দাদুও করবেন না, আপনিও করবেন না, তো যাই কোথায় আমরা ? দাসীবাদীদের হাসাহাসি সহ্য করতে না পেরে কি গলায় দড়ি দেবো শেষ পর্যন্ত ?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে নসরত শাহ বললেন—আহা, কি করেছে আরজু বানু, তাতো আগে খোলাসা করে বলবে ?

ঃ এখন সে যা করেছে সেটা আপনাকে কেমন করে বলবো, আমি তার সঠিক জবান খুঁজে পাচ্ছিনে। তবে এ যাবত সে যা করে আসছে, তাতো আপনার অজানা কিছু নেই। এ সবই কি করতে দেয়া ঠিক হয়েছে আব্বাজান ?

শাহজাদা নসরত শাহ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, কাব্যচর্চার নামে ঐ আরজুটা একজন বেগানা নওজোয়ানকে নিয়ে যে মাতামাতি করছে, তা খুবই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে বৈকি ? নানান ঝামেলায় থাকার জন্যে এ নিয়ে আমি ভাবার সময় পাইনি। এর বিহিত করাটা অবশ্য অনেক আগেই উচিত ছিল।

শ্বশুরের কাটা ঘায়ে জালালউদ্দীন শর্কী এবার নুনের ছিটা দিলেন। তিনি বললেন—বিহিত করতে চাইলেই কি বিহিত আপনি করতে পারতেন আব্বাজান ? দাদু সাহেব ওদের দু'জনকে যে হারে প্রশ্রয় দেয়া শুরু করেছেন, তাতে ওদের গায়ে হাত দেয়ার তাকত কি কারো আছে আর ?

নসরত শাহ উষ্ণ হয়ে উঠলেন। তিনি সরোষে বললেন—তাকত নেই মানে ? খেয়ালের বশে বংশের মান-ইজ্জতটা উনি বরবাদ করে দিতে চাইলেই তা করতে দেবো আমি ? মাথাটা উঁচু করে টিকে থাকতে হবে না আমাদের ?

সঙ্গে সঙ্গে কৌজিয়া বানু বললেন—সেই মাথাটাইতো আমাদের সে বিলকুল ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছে আব্বাজান ? মাথা আর উঁচু আমাদের আছে আদৌ ?

নসরত শাহ কুপিত কণ্ঠে বললেন—তার অর্থ ?

ঃ মহলের আউরাত বাইরের মহল্লায় গিয়ে বাইরের লোকের কাছে যদি ইজ্জত বিলিয়ে বেড়ায়, তাহলে আর আমাদের মান বলে থাকলো কিছু ?

কৌজিয়া বানুর এমন উক্তি শাহজাদা নসরত শাহ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ধমক দিয়ে বললেন—আহ্ কৌজিয়া ! এসব কি নোংরা জবান তোমার ? সহবতভাবে কথা বলো।

কৌজিয়া বানু আফসোস্ করে বললেন—সেই জন্যেই তো বলছি আব্বাজান, আসলেই যা নোংরা কথা তা আমি সাধু জবানে কেমন করে বুঝাই আপনাকে?

ঃ অর্থাৎ ?

কৌজিয়া এবার পূর্বাপর তামাম ঘটনা তাঁর পিতাকে বয়ান করে শুনালেন। যেটুকু নয়, সেটুকুও রংচং দিয়ে চকচকে করে তুললেন। ঘটনা শুনে শাহজাদা নসরত

www.amarboi.org

শাহ্ গোস্বায় কাঁপতে লাগলেন। তিনি দাঁতের উপর দাঁত ফেলে বললেন—বটে! এতটা বয়ে গেছে আরজু বানু? এত সাহস দীলে জেগেছে বাইরের ঐ নওজোয়ানের? হেরেমের ইজ্জত নিয়ে এতটাই ছিনিমিনি শুরু করেছে সে?

জালালউদ্দীন তৎক্ষণাৎ সরবে বললেন—কেন করবে না আব্বাজান? দাদু সাহেবের যা মনোভাব, তাতে তো শিগ্গিরই উনি শাদি দেবেন ওদের দু'জনের।

নসরত শাহ্ চমকে উঠে বললেন—শাদি!

ফৌজিয়া বানু বললেন—জি হাঁ আব্বাজান। ঐ আজ-আজাদের সাথে আরজু বানুর শাদির আভাস আমিও পেয়েছি।

বিপুল বিস্ময়ে নসরত শাহ্ বললেন—বলো কি? শাদি দেবেন! ঐ নওজোয়ানের বংশ বুনিয়াদের খবরটা কি তাহলে? সেকি কোন খানদান ঘরের সন্তান?

জালালউদ্দীন তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন—মোটেই না-মোটেই না। খানদান ঘর কি বলছেন আব্বাজান? যাচ্ছে তাই বংশ তার। সে একদম তুচ্ছ ঘরের সন্তান। বাপটা তার মাঠের রাখাল। নেংটি মেরে নাঙ্গল চষে আর হেলেদের হুকুম খাটে। আমাদের বান্দা নফরদেরও একটা মান ইজ্জত আছে। গাঁয়ে ওদের সে ইজ্জতটুকুও নেই।

নসরত শাহ্ ফের সবিস্ময়ে বললেন—সেকি! এসব খবর তুমি পেলে কোথায়?

জালালউদ্দীন বললেন—তার ভাইটা যে একদিন আমাদের ঐ সদর ফটকে এসেছিল! তাকে দেখে ভিক্ষুক ছাড়া আর কিছুই কেউ ভাবতে পারেনি।

ঃ বলো কি!

ঃ আমি হলপ করে বলছি। বিশ্বাস না হয় আপনি নিজে এটা যাচাই করে দেখুন।

ঃ তাজ্জব! তাহলে এমন একটা লোকের সাথে আরজু বানুর শাদির কথা শাহান শাহ্ ভাবতে পারলেন কি করে?

ফৌজিয়া বানু প্রত্যয়ের সাথে বললেন—খেয়াল আব্বাজান, খেয়াল। দাদু সাহেবের কত রকমের আজগুবী খেয়াল তো হরদমই দেখে আসছেন আপনারা। অসম্ভব আর অলৌকিক যত খেয়াল। এটাও ঐ অমনি একটা।

ঃ তাজ্জব!

ঃ তিনিই এখন শাহান শাহ। তিনি যদি এমন ইচ্ছেই করেন আর সেই নির্দেশই দিয়ে বসেন, তাহলে তা রদ করবেন কি করে? খোদ শাহান শাহর ইচ্ছে আর হুকুম বলে কথা। হাকিম ফিরলেও হুকুম তো ফিরবে না।

শাহজাদা নসরত শাহ্ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, কথাটা তোমার একেবারে উড়িয়ে দেয়াও যায় না। সে মুসিবত তো আছেই একটা।

ঃ আব্বাজান।

ঃ তাহলে কি করা যায় এখন? এ নিয়ে কি ভাবছো তোমরা?

জালালউদ্দীন শর্কী উৎসাহ ভরে বললেন—এর মধ্যেই জলদি জলদি আরজু বানুর শাদিটা কোথাও দিয়ে ফেলুন আব্বাজান। আপনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে পাত্র একটা খাড়া করলে, দীলে তাঁর যে ইচ্ছাই থাকুক, দাদু সাহেব তখন আর আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

www.amarboi.org

নসরত শাহ্ বললেন—হ্যাঁ, তোমার একথারও কিছুটা যুক্তি আছে বটে। কিন্তু পাত্র কোথায় পাই? কিরুজটার সাথে শাদি হোক, এইটেই আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু কিরুজ তো কিছুতেই রাজী হলো না এ শাদিতে? তোমরাও তো চেষ্টা করে কিছুই করতে পারলে না?

জালালউদ্দীন বললেন—তা পারলাম না বটে। কিন্তু তাই বলে কি পাত্রের অভাব?

ঃ কি রকম?

পিতার কাছে আসার আগে স্বামীর সাথে যুক্তিবুদ্ধি এঁটে নিয়েই কৌজিয়া বানু এসেছিলেন। এবার তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—পাত্রতো একটা আছেই হাতে আব্বাজান। আপনার এই দুলাহ মিয়ার চাচাতো ভাই ঐ আসমান শর্কী। বড়ই আকেল মান্দ নওজোয়ান। কহল গাঁয়ের বিষয়-সম্পত্তি তো ও-ই এখন ভোগ করছে। আপনার এই দুলাহ মিয়াতো আপাতত ঐ সম্পত্তিতে হাত দিতে যাচ্ছেন না। ভবিষ্যতে হাত দিলেও তার একটা ব্যবস্থা অবশ্যই উনি করবেন। আরজুর মতো একটা ছিন্নমূল মেয়ের পক্ষে এমন পাত্র অনেক দামী পাত্র। ঐ আসমান শর্কীর সাথে আরজুটার শাদি দিয়ে কহল গাঁওয়ে পাঠিয়ে দিলে, আমাদের এই বর্তমান আশ্রীয়টাও জোরদার হয়, ওদিকে আবার এই আপদটাও বিদেয় হয়। বংশের মানটা তো বাঁচাতে হবে কোন মতে।

আশার আলো দেখতে পেয়ে নসরত শাহ্ বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো। তাও তো করা যায়।

কৌজিয়া বানু আরো উৎসাহ দিয়ে বললেন—তাছাড়া, এ ঘরটা দাদু সাহেবের খুব পছন্দ ঘর। আমার শাদিতো এখানে দাদু সাহেবই দিয়েছেন। এ পাত্রের কথা শুনলে দাদু সাহেব খুব খুশী হবেন। আর না করতে পারবেন না।

কথাটা মনে ধরলো নসরত শাহর। তিনি সাগ্রহে কৌজিয়ার প্রস্তাব মেনে নিয়ে বললেন—ঠিক-ঠিক। তাহলে জলদি জলদি তাকে খবর দিয়ে নিয়ে এসো এখানে। এখানে এসে কিছুদিন সে থাকুক আর আব্বাজানের নজর-গোচরে পড়ুক। এরপর সুবিধে মতো কথাটা আমি তুলবো।

এত সহজে শাহজাদা নসরত শাহর সমর্থন তাঁরা পাবেন, এটা তাঁরা ভাবেননি। বিশেষ করে কৌজিয়া বানু জানতেন, এ ঘরে তাঁর নিজের শাদিটা সে সময় তাঁর পিতা নসরত শাহ্ সাহেব মনে প্রাণে সমর্থন করতে পারেননি। এক্ষণে পিতার এই নিঃসংকোচ সমর্থন পেয়ে তাঁরা আনন্দে নেচে উঠলেন। পরের দিনই লোক পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা আসমানকে শাহী মহলে নিয়ে এলেন।

আসমান শর্কীও এই আশাতীত প্রস্তাবে যারপরনেই খুশী হলেন। এরপর শাহী মহলে এসে আরজুমান্দ্ বানু বেগমের রূপগুণ দেখে তাঁকে শাদি করার খাহেশে আসমান শর্কী বিলকুল আসমানে উঠে গেলেন। আকেল মান্দ বলতে যেসব আকেল-গুণ বুঝায়, সে সব আসমান শর্কীর মধ্যে তেমন একটা না থাকলেও, একটা গুণ তার মজবুতভাবেই ছিল। আর সেটা হলো, যে কোন খুবসুরাত নওজোয়ানীর সন্ধান পেলে তার জন্যে তিনি হরওয়াক্ত জান কবুল করতে পারতেন।

১৪

গুরু ভক্তির স্রোতে প্রভু ভক্তি ভেসে গেল। সুলতানের অধীনে নকরী লাভের পর থেকেই সেই যে সনাতন-রূপ-কেশবছত্রীর দল এক বাক্যে বলতে শুরু

www.amarboi.org

করলেন—সুলতানই তাঁদের কাছে ঈশ্বরতুল্য, বিষ্ণুপ্রতিম, অন্নদাতা সুলতানই তাঁদের প্রভু, তাঁদের আরাধ্য, অন্নদাতার সেবাই ঈশ্বরের সেবা, তাঁর নুন খেয়ে তাঁর কাজে গাফিলতি অমার্জনীয় গুনাহ, শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যে এই সমস্ত বুলি আর নীতি কথা তামামই তাঁদের কাছে হাওয়া হয়ে গেল। রাজধানীতে বসে সুলতানের নুন তাঁরা পুরোদমেই খেতে লাগলেন; কিন্তু কাজ করাটা ছেড়ে দিলেন। যবন রাজার নুন খাওয়াকে গুনাহ্ গণ্য না করে তার কাজ করাকেই গুনাহ্ সম্‌ঝে নিলেন তাঁরা।

দিন যত অতিবাহিত হতে লাগলো, শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ অমুসলমান পাত্রমিত্র-সভাসদেরা ক্রমে ক্রমে ততই শাহী কাজে উদাসীন হয়ে পড়তে লাগলেন। নকরীভুক্ত থেকে নকরীর কর্তব্যটাকে কেউ আর তেমন গুরুত্ব দেয়াই প্রয়োজনবোধ করলেন না। তাঁদের কেউ কেউ দপ্তরতক আসা যাওয়া করেই কাল কাটিয়ে দিতে লাগলেন, কেউ কেউ আবার ঘরে বসেই মাইনে টানতে লাগলেন, কাজকর্ম ছেড়ে দিলেন বিলকুল।

এই শেষের দলে অগ্রণী ছিলেন সনাতন ও রূপ সাহেব। কেশবছত্রীও অনেকটা কাছাকাছিই ছিলেন তাঁদের। শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই সনাতন ও রূপ সাহেব—এই দুই ভাই সর্বাধিক বিগলিত হয়ে যান এবং কালক্রমে তাঁরা দুইজন শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠতম ভক্ত পদে অভিষিক্ত হন। অতপর তাঁরা দুই ভাই শ্রীচৈতন্যের ধ্যানের মধ্যে বিভোর হয়ে যান এবং সবসময় ঐ ধ্যান সাগরেই নিজেদের নিমজ্জিত রাখেন। তাঁদের জন্যে এটা কোন দোষের কিছু ছিল না। যে কোন মতবাদে যে কোন ব্যক্তিই তন্ময় হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু দোষের যা তাহলো, বৈরাগ্য ধর্ম ও সংসার ধর্ম—এই দু'টোকেই এক সাথে পুরামাত্রায় পালন করা সম্ভব নয় সত্ত্বেও, তাঁরা দুই ভাই তাই করতে চাইলেন। সনাতন ও রূপ সাহেব সংসারে বসে পুরোমাত্রায় বৈরাগী হয়ে রইলেন। এতবড় লোভনীয় নকরীটা তারা কেউ ছেড়ে দিতেও গেলেন না আবার নকরীর কর্তব্যটাও পালন করতে চাইলেন না। ফলে, ফ্যাসাদটা দেখা দিলো সেখানেই।

দীর্ঘদিন যাবত রূপ সনাতন দুই ভাইকে শাহী কাজে একদম অনুপস্থিত দেখে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তলব দিলেন তাঁদের। কিন্তু তলবে হাজির না হয়ে তাঁরা দুই ভাই বলে পাঠালেন, দীর্ঘদিন যাবত দুইজনই তারা ভীষণভাবে অসুস্থ আর শয্যাশায়ী, কাজ করার মতো কোন সামর্থ এখন তাদের নেই।

খবর শুনেই সুলতান বিচলিত হয়ে উঠলেন। এতটা অসুস্থ তাঁরা, অথচ সুলতান তাঁদের কোন খোঁজই রাখেননি, এ চিন্তায় সুলতান ভীষণ অনুতপ্ত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁদের দেখার জন্যে তিনি তাঁদের গৃহে যাত্রা করলেন। সুলতানের আগমন বার্তা পেয়েই রূপ সনাতন দুই ভাই ভান করে শয্যা নিলেন। দুই ভাইকে শয্যাশায়ী দেখে তাঁদের নিদারুণ বিমারীবোধে সুলতান বড়ই ব্যথিত হলেন। তিনি সুচিকিৎসার পরামর্শের সাথে তাদের যথাযথ সান্ত্বনা দিয়ে বিষণ্ন চিত্তে ফিরে এলেন।

কিন্তু ভান বেশীদিন টিকে না। প্রবঞ্চনাকে অধিক দিন একইভাবে চালিয়ে নেয়া যায় না। একভাবে না একভাবে তা ঠেকেই যায় একদিন। তাঁরাও ঠেকে গেলেন। ঠেকালেন শমশের আলী।

www.amarboi.org

তাদের ঐ প্রবঞ্চনাটা প্রসঙ্গক্রমে ফাঁশ হলো। সেজন্যে দায়ী শ্রীচৈতন্যই। ইতিমধ্যেই শ্রীচেতন্য ও তাঁর ভক্তদের হঠকারিতা দিন দিন তর তর করে বেড়ে যেতে লাগলো। হিন্দু ধর্ম থেকে আগত অনেক নওমুসলিমকেই তাঁরা জোরপূর্বক তাঁদের ধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন। এখন তাঁরা প্রকাশ্যেই সুলতান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর উক্তি করে বেড়াতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্যের স্বপক্ষে সুলতানের ঐ আদেশ জারীর সুযোগ নিয়ে তাঁরা দায়িত্বহীন ও গ্রাহ্যহীনভাবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব বসতির মধ্যেই বাদ্যবাজনা সহকারে অহোরাত্র তুমুল কীর্তন চালিয়ে যেতে লাগলেন। নিছক মুসলমানদের বসতির মধ্যে এবং মুসলমানদের এলাকায় এমন তুমুলভাবে সংকীর্তন করে বেড়ানোটা যে অসঙ্গত আর অন্যায়, এটা তাঁরা ভাবলেন না। ফলে, মুসলমানদের ধর্মেকর্মে বিপুল বিঘ্ন সৃষ্টি হতে লাগলো। তাঁরা এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠলেন যে, এ নিয়ে কোন মুসলমান প্রতিবাদ করতে গেলে, তাঁরা নির্দ্বিধায় তাঁর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিতে লাগলেন এবং তাঁকে জোর করে ধরে এনে কীর্তনের দলে ঢুকিয়ে তাঁকে "হরি" বোল বলতে বাধ্য করতে লাগলেন।

অন্যান্য খবরের সাথে এই সমস্ত ঘটনার নিত্য নতুন খবর নিয়ে শমশের আলীকে এখন হামেশাই সুলতানের কাছে আসা যাওয়া করতে হতে লাগলো। আর এই সূত্রেই ফাঁশ হলো সনাতনদের ঐ অসুস্থতার চাতুরী। এমনই এক ঘটনার বিবরণ দেয়ার জন্যে শমশের আলী সেদিনও সুলতানের কাছে এলেন এবং বিবরণ পেশ করলেন। শ্রীচৈতন্যের এই সমস্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক আচরণের খবরে সুলতান ব্যথিত হয়ে শমশের আলীকে বললেন—অথচ কি বলবো শমশের আলী। সনাতন সাহেবরা তবুও বলেন, তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে এক উদার, মহৎ ও সকলের সমান কল্যাণকামী ব্যক্তি। সনাতন সাহেব অসুস্থ না থাকলে, আজ তাঁকেই আমি পাঠিয়ে দিতাম ঐ চৈতন্য ঠাকুরের মহত্বটা যাচাই করে দেখে আসতে। কিন্তু তিনি ভয়ানক অসুস্থ বলেই তা পারছিনে।

শমশের আলী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কে অসুস্থ জনাব?

সুলতান বললেন—ঐ সনাতন আর রূপ সাহেব দুই ভাইই।

ঃ সেকি জনাব! হঠাৎ তাঁরা অসুস্থ হলেন কখন?

সুলতানও বিস্মিত হলেন। জবাবে তিনি বললেন—কখন মানে! দীর্ঘদিন যাবত তাঁরা দুই ভাই ভয়ানকভাবে অসুস্থ আর শয্যাশায়ী। তুমি গোয়েন্দা। এ খবর তো তোমারই আগে জানার কথা?

ঃ আমার জানা বলেই তো বলছি জনাব। যাঁরা ভয়ানকভাবে অসুস্থ আর শয্যাশায়ী, তাঁরা প্রায় প্রতিরাতেই অতদূরে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় কি করে আর এতটা হৈচৈ করার সামর্থই বা পায় কি করে?

ঃ ঘোড়া ছুটিয়ে যায় মানে? কোথায় যায়?

ঃ ঐ শ্রীচৈতন্য সমীপে। এখন তো তাঁরা অধিক সময় তাঁর সান্নিধ্যেই কাটান।

ঃ শমশের আলী!

ঃ শুধু প্রায় প্রতি রাতেই নয়, দিনেও তাঁদের দু' একবার ঐ আখড়ায় দেখা গেছে। শ্রীচৈতন্যের প্রধানতম শিষ্য তাঁরা। তাঁরা না থাকলে চৈতন্যদেবের আসর তো তেমন জমেই না এখন!

ঃ বলো কি! একথা তো এর আগে কখনও বলোনি?

www.amarboi.org

ঃ কি করে জনাব ? আমিতো ভেবেছি, জাঁহাপনার অনুমতিতেই যান তাঁরা ওখানে। শাহী কাজে বিঘ্ন ঘটবে বলেই বোধহয় রাতে তাঁরা অধিক যান। জাঁহাপনার অনুমতি না থাকলে ঐ কাজে ওঁরা এত সময় দিতে পারেন কি করে ?

ঃ সেকি !

ঃ এখন তাঁরা চরমভাবে বৈষ্ণব ভক্ত। জাঁহাপনা উদার দীল। তাইতো আমার গোয়েন্দাদের সকলেরই ধারণা যে, জাঁহাপনার সমর্থনক্রমেই তাঁরা এখন স্বচ্ছন্দে ধর্মকর্ম করে বেড়াচ্ছেন।

শাহান শাহর মাথাটা বনবন করে ঘুরতে লাগলো। হতবুদ্ধি অবস্থায় ফের তিনি প্রশ্ন করলেন—তাহলে তুমি বলছো, তাঁরা মোটেই অসুস্থ নন ?

ঃ কেন হবেন জনাব ? গতরাতেও শ্রীচৈতন্যের আসরে তাঁদের দেখা গেছে।

শাহান শাহ স্তম্ভিত হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর এক বিশ্বস্ত হেকিমকে সনাতন ও রূপ সাহেবের বিমার যথাযথভাবে পরীক্ষা করতে পাঠালেন। পরীক্ষান্তে হেকিম সাহেব ফিরে এসে সুলতানকে জানালেন, তাঁদের দেহে বিমারের কোন চিহ্ন বালাই নেই, স্বাস্থ্যের কোন অবনতি ঘটেনি। পূর্ণমাত্রায় শক্তি সামর্থ নিয়ে তারা বহাল তবিয়তেই আছেন।

পরের দিন দরবারে বসেই সুলতান তাঁদের তলব দিলেন দরবারে। স্বেচ্ছায় না এলে তাঁদের বেঁধে আনার হুকুম দিলেন তিনি। গতিক খারাপ দেখে সনাতন রূপ দুই ভাইই হাজির হলেন দরবারে। তাঁরা এসে আসন গ্রহণ করতেই সুলতান তাঁদের প্রশ্ন করলেন—আপনারা সত্যিই কি অসুস্থ ?

মনে মনে দুই ভাই-ই এ প্রশ্নে চমকে উঠলেন। সনাতন সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের ভাণ করে বললেন—এমন অমানবিক প্রশ্ন জাঁহাপনা করতে পারেন দেখে আমি তাজ্জব বনে যাচ্ছি।

শাহান শাহ শক্ত কণ্ঠে বললেন—অমানবিক প্রশ্ন ?

না দমে সনাতন সাহেব বললেন—দীর্ঘদিন যাবত যারা শয্যাশায়ী, জনাবও যা স্বচোক্ষে দেখে এলেন, তাদের ফের এ প্রশ্ন করাটা অমানবিক বৈ কি ?

ঃ দীর্ঘদিন যাবত যারা শয্যাশায়ী তারা কি করে প্রতিরাতে অশ্ব হাঁকিয়ে ঐ অতদূরে শ্রীচৈতন্য সদনে হাজির হতে পারেন ?

সনতান সাহেব থমকে গিয়ে বললেন—অশ্ব হাঁকিয়ে হাজির হলাম !

ঃ প্রমাণ চান ? কতটি প্রমাণ চাই আপনাদের ?

সনাতন সাহেব বুঝতে পারলেন, এটা আর ঢাকার উপায় নেই। তাই তিনি ভিন্ন পথ ধরলেন। পুনরায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন—এও জনাবের উদারতার প্রশ্ন নয়, বিদ্বেষের প্রশ্ন।

ঃ বিদ্বেষের প্রশ্ন !

ঃ অবশ্যই। আমাদের পছন্দ মাফিক ধর্মমতে আমরা চলবো, আমাদের ধর্মকর্ম আমরা করবো, ধর্মকাজের প্রয়োজনে যেখানে ইচ্ছে যাবো, এ নিয়ে জাঁহাপনা প্রশ্ন করবেন কেন ?

www.amarboi.org

ঃ তা যাবেন, একশো বার যান, কে আপনাদের বাধা দিচ্ছে ? কিন্তু চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছেন কেন ? অসুস্থতার ভান করে রাজ কর্মে না এসে আমাকে লুকিয়ে ধর্মকর্ম করতে গেলেন কেন ? এতটা হীনাচার করতে আর এতবড় মিথ্যা কথাও বলতে পারলেন আপনারা ?

নেতিয়ে না পড়ে ধরা পড়ার গ্লানী ঢাকার প্রয়াসে সনাতন বেশ সরবে বললেন—মিথ্যা কথা না বললে কি সুলতান আমাদের যেতে দিতেন সেখানে, না আমরা আমাদের ধর্মকর্ম করার প্রশস্ত সময় পেতাম ?

ঃ তার অর্থ ? আপনি বলতে চান, আপনাদের ধর্মকর্মে বাধা দিতাম আমি ?

ঃ তা জাঁহাপনা কি করতেন, জাঁহাপনাই জানেন। আমরা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবো কি করে ?

ঃ তাজ্জব ! ভিন্ন ধর্মের প্রতি আমার এতটা উদারতা প্রদর্শনের পরও দীল আপনাদের ভরলো না ? এমন একটা সন্দেহও করতে পারলেন আপনি ? এক ধারছে চাতুরী করবেন আপনারা, বস্তি বাজারের ফালতু লোকদের চেয়েও অধিক নোংরা মনের পরিচয় দেবেন আপনারা, আর দোষ চাপাবেন সুলতানের ঘাড়ে ?

সনাতন সাহেব অভিযোগ করে বললেন—ভরা সভায় ডেকে এনে জাঁহাপনা অনর্থকই আমাদের ইজ্জতে আঘাত করছেন।

ঃ আমার জিজ্ঞাসা করাটাই আঘাত হলো ? মিথ্যা কথা বলতে আপনাদের ইজ্জতে ঘা লাগে না ?

তিক্ততার মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে কেশবছত্রী ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—জাঁহাপনা, আমার মনে হয়, অনর্থকই একটা ভুল ধারণা এসে গেছে আমাদের মধ্যে। জাঁহাপনার উদারতার সঠিক মূল্যায়ন করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি বলেই কিছুটা লুকোচুরির আশ্রয় আমরা কেউ কেউ নিয়েছি। বিশেষ করে অকস্মাৎ আমাদের এই ধর্মমত পরিবর্তনটা জাঁহাপনা কিভাবে গ্রহণ করবেন, এ নিয়ে সংশয় ছিল দীলে আমাদের। এখন আর সে সংশয় কারো দীলে আমাদের নেই জাঁহাপনা। জাঁহাপনার উদারতাকে আমরা মোবারকবাদ জানাই। এ নিয়ে আর বাত বিতণ্ডা না হোক, আমি এই আরজই পেশ করছি।

শাহান শাহ্ সবিস্ময়ে বললেন—অর্থাৎ ?

ঃ আমাদের নয়া ধর্মের কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় সময় আমরা প্রকাশ্যেই ব্যয় করতে পারবো, আর লুকোচুরির প্রয়োজন কিছু হবে না, এ আশ্বাস আজ আমরা খোলাখুলিভাবেই পেলাম বলে আমরা ধন্য মেহেরবান। এ নিয়ে আর তিক্ততা না বাড়িয়ে সভার কাজে আমাদের মনোনিবেশ করা উচিত বলে মনে করি আমি। অনেক জরুরী কাজ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে আলমপনা।

শাহান শাহ্ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বটে !

ঃ এখন থেকে আর আমাদের কারোই শাহী কাজে কোন অবহেলা হবে না, এ আশ্বাস জাঁহাপনাকে আমি ঢালাওভাবে দিচ্ছি।

জাঁহাপনা এতে কতটা তৃপ্ত হলেন, তা সঠিক কেউ অনুমান করতে পারলেন না। দরবারে অনেক কাজই জমা হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য সভাসদেরাও সুলতানের দৃষ্টি

www.amarboi.org

এদিকে আকর্ষণ করায়, সুলতান গম্ভীর হয়ে সভার কাজে মন দিলেন এবং কিছুক্ষণ তক্ সভা চালিয়ে সেদিনের মতো উঠে গেলেন।

পরের দিনও দরবারের কাজ সুষ্ঠ মতো হলো না। দরবারের শুরুতেই এক বিপর্যয় ঘটে গেল। সকাল থেকেই দুই একজন করে বাইরের লোক রাজধানীতে আসতে শুরু করলো। ক্রমেই বহিরাগত মানুষের ঢল নামলো রাজধানীতে এবং দেখতে দেখতে রাজধানীটা গোটাই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। বিপুল এই জনসমুদ্রের সমুদয় ধাক্কা এসে প্রথমে আছড়ে পড়লো শাহী ফটকে এবং অবশেষে দরবার কক্ষের দুয়ারে। সবাই এরা নবদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকার মুসলমান জনগোষ্ঠী।

ঘটনা বড় জটিল। প্রথম প্রথম শ্রীচৈতন্য ও তাঁর ভক্তদের হঠকারিতা আর জোর-জুলুম সাধারণ মুসলমানদের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমেই তাদের বেপরোয়া আচরণ ও জুলুম রুই কাতলাদের এলাকাতেও ঢুকে গেল এবং ব্যাপকভাবে চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত এই জুলুমের শিকার হলেন তামাম এলাকার কাজী-কতোয়াল সকলেই। বিশেষ করে কাজীদের উপর বৈষ্ণব দলের জুলুম একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

আজকের এই জনসমুদ্রের পুরোভাগে ছিলেন চৈতন্য জুলুমের শিকার খোদ নবদ্বীপ শহরের কাজী বা বিচারক ও নবদ্বীপ থেকে কিয়ৎ দূরে অবস্থিত আর এক বর্ধিষ্ণু লোকালয়ের কাজী বা বিচারক। ঐ বর্ধিষ্ণু লোকালয়ের চৈতন্য ভক্তদের নেতা ছিল গদাধর নামক এক দুর্দান্ত ও উগ্র চরিত্রের লোক। বৈষ্ণব ধর্মের কর্মকাণ্ড রাজরোষ মুক্ত থাকায়, গদাধর ধরাকে সরাজ্ঞান করে বেড়াতে লাগলো এবং অহেতুক ও গায়ের জোরে অহোরাত্র কীর্তনের তুফানে নির্জলা মুসলমান বসতিগুলো তোলপাড় করে তুলতে লাগলো। মুসলমানদের ধর্মকর্ম ও জীবন যাত্রা ভয়ানকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায়, নিরুপায় এই মুসলমানেরা স্থানীয় কাজীর দরবারে পুনঃ পুনঃ নালিশ দায়ের করতে লাগলো। অবশেষে এই জুলুমের বিহিত করার জন্যে তারা কাজীর উপর বেজায় চাপ সৃষ্টি করলো। সুলতানের নিষেধাজ্ঞায় আবদ্ধ কাজী বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত পদক্ষেপ নিতে না পেরে গদাধরকে ডেকে পাঠালেন এবং এই জুলুম বন্ধ করার জন্যে তার উপর মৌখিকভাবে চাপ সৃষ্টি করলেন। গদাধর তখন কিছুই না বলে ফিরে গেল। কিন্তু রাত্রির গভীরে গদাধর তার বৈষ্ণবদের বিশাল একদলে এনে দরজা ভেঙ্গে কাজীকে টেনে বের করে আনলো এবং কাজীর মস্তকটাই ছিঁড়ে ফেলার জন্যে তার উত্তেজিত সঙ্গীদের হুকুম দিলো। প্রাণের ভয়ে কাজী এসে গদাধরের পায়ের উপর আছড়ে পড়লে, গদাধর কাজীকে টেনে তুলে তাদের সাথে কীর্তন করতে ও "হরি" বলতে বাধ্য করে তবেই তাঁর প্রাণ ভিক্ষে দিলো।

ঠিক এই একই সময়ে নবদ্বীপের মুসলমান এলাকাতেও চৈতন্য ভক্তদের ঐ একই রকম জুলুম ও হঠকারিতায় অতিষ্ঠ মুসলমানেরা নবদ্বীপের কাজীর শরণ নিলে, নবদ্বীপের কাজী প্রথমে মৌখিকভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে বাধ্য হয়ে তিনি আইনসঙ্গতভাবে মুসলমান এলাকায় সংকীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।

www.amarboi.org

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো প্রতিক্রিয়া। খোদ সুলতান যা করতে সাহস করেন না, তাঁর তুচ্ছ এক কাজী তা করায় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং অগ্নিসম জ্বলে উঠলেন। তিনি নিজে তাঁর বিপুল সংখ্যক ভক্তের একদল নিয়ে প্রকাশ্যে দিবালোকে কাজীর মকানে হানা দিলেন। তাঁরা কাজীর ঘরদোর ভেঙ্গে ফেললেন, বাগবাগিচা তছনছ করলেন এবং কাজীর ঐ ভগ্নগৃহে অগ্নিসংযোগ করতে গেলেন। কিন্তু নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা ঘরপোড়া গরু। এতটা জুলুমের ফলাফল কি দাঁড়ায় ভেবে তাঁরা শ্রীচৈতন্যের হাতে পায়ে ধরে ঐ ঘর পোড়ানো থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের রোষ তবু পড়লো না। তিনি কাজীকে টেনে তাঁর আড্ডায় নিয়ে এলেন এবং কীর্তনিয়াদের সাথে কাজীকে নাচিয়ে ও "হরি" বলায়ে ছাড়লেন।

এর আগে এমন অনেক কাজীর ভাগ্যেই এ লাঞ্ছনা জুটেছিল। এবার গদাধরের গাঁয়ের কাজী সহ খোদ নবদ্বীপের কাজীরও এই অবস্থা হওয়ায় ঐ তামাম এলাকার মুসলমানদের মাথায় আগুন ধরে গেল। নবদ্বীপ ও তার চারপাশের সমুদয় এলাকার মুসলমানেরা মরিয়া হয়ে ছুটে এলো রাজধানীতে। সুলতান এর কোন প্রতিবিধান করবেন, না বিধান তাঁরা নিজের হাতে তুলে নেবে—তাই তারা জানতে চায়।

সুলতানের দরবার সবেমাত্র পুরোপুরি জমে উঠেছে। ইতিমধ্যেই বাইরে থেকে আসতে লাগলো অসংখ্য কণ্ঠের উন্মত্ত আওয়াজ—নারায়ে তাকবির—আল্লাহু আকবার!

ক্রমেই সে আওয়াজ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে দরবার কক্ষের দ্বারে এসে ধাক্কা মারতে লাগলো। দরবারীরা ঘটনাটা সঠিকভাবে বুঝে উঠার আগেই ঝড়ের বেগে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র দুই পুত্র, কয়েকজন উচ্চপদস্থ শাহী লোক, রাজধানীর বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি, কিছু বুজুর্গান আলেম ও আক্রান্ত ঐ কাজীদ্বয়। সুলতানের সামনে এসে কাজীদ্বয় আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং তাদের নিজেদের ও ঐ এলাকার সমুদয় মুসলমানদের ঐ নিদারুণ লাঞ্ছনা ও দুরবস্থার কাহিনী সকাতরে বয়ান করে সুলতানকে শোনালেন।

কাজীদ্বয়ের করুণ কাহিনী শুনে দরবারের তামাম মুসলমান সভাসদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এসব ঘটনার টুকরো খবর শুনে তাঁরা আগে থেকেই জ্বলছিলেন। এবার তাঁরাও শাহজাদাদ্বয় ও আগন্তুকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলেন। ঠিক যেন বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্ত। সকলের এক প্রশ্ন—সুলতানের মতলব কি?

বাইরে ঐ ঘন ঘন তকবির ধ্বনী চলতে লাগলো। দেখে শুনে সুলতান হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে গেলেন। তার উদারতার ও সহিষ্ণুতার যে এই রকম বিষফল ফলবে, তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। সনাতন সাহেবের সুপারিশ মাফিক তিনি বুঝেছিলেন, শ্রীচৈতন্য একেবারেই একজন অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও হিংসা-বিদ্বেষের উর্ধে একজন ভিন্ন মার্গের মানুষ। তাঁর দ্বারা অন্য কারো বা অন্য কোন ধর্মের অমঙ্গল বা অনিষ্ট হতে পারে না। তাই তিনি তার মহত্ত্ব ও সততার ভরসায় ঐ ঢালাও আদেশ জারী করেন। কিন্তু একের পর এক যে আচরণ শ্রীচৈতন্য ও তাঁর ভক্তেরা করে চললেন, তা দেখে দেখে সুলতান পুনঃ পুনঃ হতবাক ও স্তম্ভিত হতে লাগলেন। আজকের এই ঘটনায় তার ধ্যান ধারণা বিলকুলই পাল্টে গেল। আর এতে করে মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক প্ররোচনায় তাঁকে বিভ্রান্ত করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ক্রোধ গিয়ে সনাতনের উপর পড়লো। তিনি প্রতিবাদমুখর ব্যক্তিবর্গকে হাত ইশারায় থামিয়ে দিয়ে গুরু গম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন—দবীর-ই-খাস সনাতন সাহেব—

www.amarboi.org

সনাতন সাহেব কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। সুলতান ফের বললেন—কত মিথ্যাচার করতে পারেন আপনি ? আপনার মানসিকতায় কি সততা বলে এক রত্তিও নেই কিছু ?

সনাতন সাহেব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—জাঁহাপনা !

ঃ আপনিই না বলেছিলেন, শ্রীচৈতন্য ভগবান, তিনি ঈশ্বর, তিনি অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ? এসব কি কোন ঐশ্বরিক আরচণ ?

সনাতন সাহেব থতমত করে বলতে লাগলেন—তা মানে—

সুলতান ঐ একই কণ্ঠে বললেন—আমাকে ঐভাবে প্ররোচিত করার পেছনে আপনার উদ্দেশ্য কি ছিল, তাই আজ বলুন ?

ঃ প্ররোচিত করলাম আমি কোথায় জাঁহাপনা ? ভক্তদের হুজুগে আর ভক্তদের চাপে পড়ে হয়তো উনি বিভ্রান্ত কিছু হয়েছেন। নইলে উনি ব্যক্তিগতভাবে আসলেই একজন অসাম্প্রদায়িক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তি।

শাহান শাহ তিক্ত কণ্ঠে বললেন—ভক্তদের হুজুগে আর চাপে পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন ? ভক্তদের হুজুগেই বুঝি উনি ঐ উৎকলে ছুটে গিয়েছিলেন প্রতাপরুদ্রের সাথে রাজনৈতিক বৈঠক দিতে ? বাঙ্গালা মুলুকের ধ্বংস আর উৎকলের বিজয় চিন্তা বুঝি একেবারেই অরাজনৈতিক-অসাম্প্রদায়িক চিন্তা ?

ঃ উৎকলের বিজয় চিন্তা !

ঃ জি-হা দবীর-ই-খাস সাহেব। আপনারা আমাকে যতটা মূর্খই বিবেচনা করুন না কেন, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তামামই পঙ্গু নয়। সব খবরই এই মূর্খের মস্তিষ্ক তক্ পৌছে।

ঃ জাঁহাপনা !

ঃ আপনার বা আপনাদের আচরণের আহামরি দিক নিয়ে আর খিস্তি করতে চাইনে। আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আজ শুধু একটা কথাই বলতে চাই, এখনও সময় আছে। কিছুটা সদাচরণ করে আপনারা আপনাদের নুনের দাম কিঞ্চিৎ পরিশোধ করার কোশেশ এখনও করতে পারেন।

—বলেই তিনি তাঁর নজর পুত্রদ্বয় সহকারে ফরিয়াদী জনতার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—আপনাদের অভিযোগ নিতান্তই সঙ্গত। ঘটনাগুলো নিতান্তই নির্মম ও মর্মান্তিক। এর আশু বিহিত আমারও কাম্য। কিন্তু তাই বলে ইসলামকে কখনও আমি সাম্প্রদায়িক কলংকে কলংকিত হতে দেবো না। ইসলামের দেহে কোন সাম্প্রদায়িকতার বদ-বু কস্মিনকালেও নেই। সকল ধর্মের সকল মতবাদের প্রতি ইসলামের ঔদার্য ও সহনশীলতা প্রশ্নাতীত প্রসঙ্গ। স্বমুলুকে ভিন্ন ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, ভিন্ন ধর্মকে হেফাজত করা ইসলামেরই বিধান। সুতরাং কিঞ্চিৎ রদবদল সহকারে আমার পূর্ব ঘোষিত আদেশই বৈষ্ণবদের ব্যাপারে বলবত থাকবে। রদ বদলটা এই যে, তাদের ধর্মমত প্রচার, প্রসার ও তাদের ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মক্রিয়াদি পালন ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ও নির্বিঘ্নে চলবে যতক্ষণ তা ইসলামকে ক্ষুণ্ন বা ইসলামকে আঘাত না করবে। ইসলামের মর্যাদায় বা ইসলামের ভাবমূর্তিতে আঘাত করার সাথে সাথে কানুন মাফিক পদক্ষেপ নিতে যে গাফিলতি করবে, সবার আগে তাকেই আমি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাবো। এই আমার শেষ ও চূড়ান্ত আদেশ। সাথে শুধু হুঁশিয়ারীটা এই যে, অকারণে পরধর্মের উপর কোন জুলুম আমি বরদাস্ত করবো না।

www.amarboi.org

প্রতিবাদীরা সকলেই খুশী হলেন। সুলতানের এই নয়া আদেশ দরবার কক্ষের দ্বারে এসে পৌঁছা মাত্রই সেখানে মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠলো—নারায়ে তাকবির—আল্লাহু আকবার। শাহান শাহ—জিন্দাবাদ।

সুলতান ফের বললেন—ক্ষতি যা হয়েছে তা আমারই ত্রুটির জন্যে হয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ সরকারী তহবিল থেকেই করা হবে। আর জুলুমকারীদের সংশোধন হওয়ার মওকা দেয়ার জন্যে সার্বিকভাবে এই একবার তাদের আমি ক্ষমা করলাম। দুস্‌রাবার আর কোন ক্ষমা নেই।

নয়া হুকুম জারি করার নির্দেশ দিয়ে সুলতান দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন।

দিন দুয়েকের মধ্যেই ধর্মীয় এক অনুষ্ঠানের অছিলায় কেশবছত্রীর গৃহে এসে সমবেত হলেন সুলতানের অমুসলমান সভাসদ, সভাকবি ও বেশ কিছু উচ্চ পদস্থ আমির আমলা। দূর থেকে দু'একজন সীমান্তরক্ষী-সীমাধিকারীও এসে হাজির হলেন অনুষ্ঠানে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে লোক দেখানোভাবে কিছু লোক বাড়ীর বাইরে মহাব্যস্ত রইলেন, কেশবছত্রী অন্তঃপুরে চলতে লাগলো মন্ত্রণা।

সনাতন সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমরা এখন সকলেই নজরবন্দী। আমাদের উপর সুলতানের আর তিল পরিমাণ আস্থা নেই। শুরু থেকে শেষতক্ আমাদের সমস্ত প্রয়াস করুণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে বসে নতুন কোন চিন্তা-ভাবনা করার আর কিছুমাত্র ফাঁক আমাদের নেই। আপনারা এখন কে কি করবেন, সকলেই ব্যক্তিগতভাবে সে চিন্তা-ভাবনা করুন।

সীমান্তরক্ষী রামচন্দ্র খান বললেন—কে কি করবেন মানে?

সনাতন সাহেব বললেন—মানেটা হলো, আমাদের প্রাধান্য প্রতিপত্তির কবর হয়ে গেছে। এখানে এখন নকরী করতে হলে, ঐ ম্লেচ্ছ রাজার পায়ে দাসখত লিখে দিয়ে আর পাঁচটা বান্দাবান্দীর মতো গালমন্দ কীল চড় হজম করে কাজ করে যেতে হবে। নিজেদের মান-সম্মান বা স্বজাতির ভূতভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার আর কোন ফুরসৎ কারো নেই আমাদের।

রামচন্দ্র খান বললেন—আশ্চর্য।

কেশবছত্রী বললেন—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। একের পর এক সমস্ত মতলব ঐভাবে ফাঁশ হয়ে গেলে আর প্রতি পদক্ষেপেই ধরা পড়ে চোরের হাল হলে, মান-সম্মান-প্রতিপত্তি থাকে কারো কিছু? রাজধানীর ছোট বড় সকলের কাছেই তো আমরা এখন্ তাঁমা বনে গেছি।

কবিরঞ্জন আফসোস্ করে বললেন—তামা কি আর আমরাই কম বনে গেলাম? শায়ের হিসেবে সুলতানের কাছে আমাদের যে আদর কদর ছিল, তা সবই ঐ দুই ভুঁই ফোঁড় কবি-কবিনীর জন্যে পানসে হয়ে গেল। কবিতার নামে কি উদ্ভট এক ধারা সৃষ্টি করেছে তারা, সুলতানের কাছে তাই এখন অমৃত। কাজেই, আমরাও এখন গুরুত্বহীন ফালতু লোক।

রূপ সাহেব বললেন—সেই কথাই তো হচ্ছে। স্রেফ পেটের দায়ে নকরী করার মতো নকরী করা ছাড়া এই যবনদের কাছে আর আমাদের আশা করার কিছুই নেই।

www.amarboi.org

তাই যাঁরা আপনারা পারেন, তাঁরা তা করুন। যাঁরা না পারেন, তাঁরা সেই অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা করুন।

রাজবৈদ্য মুকুন্দ মহাশয় প্রশ্ন করলেন—আপনারা কি চিন্তা-ভাবনা করছেন?

জবাবে সনাতন সাহেব বললেন—আমাদের তো চিন্তা করার নতুন কিছু নেই? আপনারা তো জানেন সবাই, গুরুর পদে শরণ নিয়েছি আমরা। সংসারে আর মন আমাদের নেই। আজ হোক, কাল হোক, অচিরেই আমরা শ্রীগুরু শ্রীচৈতন্যের পায়ের তলে ঠাঁই নেবো। তাঁর সেবাতেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো।

কেশবছত্রী সহকারে আরো কয়েকজন বললেন—আমরাও সেই মতলবই নিয়েছি। বসে বসে এই ম্লেচ্ছ রাজার পয়জার সাফ না করে আমরাও ঐ গুরুর দলেই মিশে যাবো।

সুলতানের আরিন্দা (আদায়কারী) গোপাল চক্রবর্তী বললেন—কিন্তু যাদের সে সৌভাগ্য নেই, সংসারের দায়দায়িত্বে হাত পা যাদের বাঁধা, তারা করবে কি?

কবি যশোরাজ খান বসে বসে এতক্ষণ কেবলই কুঁশ ছিলেন। এবার তিনি কৌশ করে বললেন—এই যবনের পয়জার বহন করা ছাড়া ধরাধামে কি আর অন্য কোন কাজ বা কর্মসংস্থান নেই? তাঁরা ইচ্ছে করলে তো সেই পথেও হাঁটতে পারেন?

কেশবছত্রী বললেন—আর যাঁর একান্তই গত্যন্তর নেই, তিনি অদৃষ্ট মেনে নিয়ে নকরী করবেন সুলতানের। সবই মনমানসিকতার প্রশ্ন। বাধ্যবাধকতা কিছু নেই।

মুকুন্দ মহাশয় পুনরায় যশোরাজ খানকে প্রশ্ন করলেন—কবি মহাশয়েরা কি ভাবছেন?

যশোরাজ খান বললেন—আমাদের তো পুঁজি বলতে কাব্যকবিতাটুকু। যতদিন অন্য কোন রাজ সভায় ঠাঁই করে নিতে না পারি, ততদিন কাউকে কাউকে আমাদের থাকতে হবে মাথা গুঁজে এখানে। যাঁরা গুরুর আশ্রয়ে যাবেন, তাঁরা তো যাবেনই। তবে যে কয়দিন বাধ্য হয়ে থাকতে হবে, সে কয়দিন বসে আমরা কেউ থাকবো না। যাদের জন্যে পথে বসেছি আমরা, তাদেরকেও পথে নামিয়ে দিয়েই তবে আমরা যাবো।

অন্যান্য কবিরাও সমর্থন দিয়ে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ আমাদের পণ। শেষ পর্যন্ত আমরা যে ক'জন টিকে রইবো, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ঐ প্রতিশোধটা গ্রহণ করা।

সনাতন সাহেবও এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—প্রতিশোধ গ্রহণ আমাদেরও একটা করতে হবে। এতে লাঞ্ছনা ভোগ করার পর শুধু শুধু চলে গেলে সান্ত্বনা বলে কিছুই আমাদের থাকবে না। সে বিষয়টা ছত্রী মহাশয় সহ আমরা কয়েকজন একটু আগেই স্থির করে ফেলেছি।

সুলতানের অন্যতম পার্ষদ চিরঞ্জীব সেন বললেন—অর্থাৎ?

রূপ সাহেব জবাব দিলেন—আমাদের তামাম লাঞ্ছনার মূলটা আমাদের উপড়ে ফেলতেই হবে। ঐযে সুলতানের সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বড়াই? সে মূল অঙ্গ গোয়েন্দা শমশের আলীর জন্যেই আমাদের এত লাঞ্ছনা। ঐ কুগ্রহের জন্যেই আমাদের সমুদয় কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিছুই যখন সফল আমাদের হলো না, তখন অন্তত ঐ দুরাচারের শত্রুতার প্রতিশোধটা নিতেই হবে আমাদের।

www.amarboi.org

চিন্তান্বিত কণ্ঠে সীমান্তরক্ষী রামচন্দ্র খান বললেন—কিন্তু আপনারা তো অচিরেই গুরুর সান্নিধ্যে চলে যাচ্ছেন। কাজটা খুবই শক্ত কাজ। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি এমন পদক্ষেপ আপনারা নিতে পারবেন যাতে করে ঐ কুগ্রহটা ঢিট হবে?

সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরলেন রূপ-সনাতনের ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত, ছোট ভাই বল্লভ ও আরো কয়েকজন। তাঁরা বললেন—আমরা আছি কি জন্যে? দাদাদের মতো এত শিগ্গির তো সবাই আমরা যাচ্ছিনে। পরিকল্পনাটা উদ্ভাবন করার পর দাদারা চলে গেলেও, আমরা যারা রইবো, তারা কি ছেড়ে দেবো ঐ বদমায়েশকে? ওর একটা বিহিত করে তবেই আমরা ছাড়বো।

এদের এই মনোবল দেখে সকলেই তুষ্ট হলেন এবং খোশ প্রকাশ করলেন। এরপর আরো কিছু আলাপ অন্তে অনেকেই স্থির করলেন এই ম্লেচ্ছ রাজার নকরীতে ইস্তফা দিয়ে তাঁরা একে একে সরে পড়বেন। তবে সরে পড়ার আগে সুলতান তাঁর যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পঙ্গু নয় বলে সদম্ভে বড়াই করে বেড়াচ্ছেন, সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অন্তত মূলটা তাঁরা পঙ্গু করেই যাবেন।

অতপর কিভাবে শমশের আলীকে শায়েস্তা করা যায়, সেই পরামর্শে বসলেন তাঁরা।

শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানু বেগমের উপর ক্রমেই জুলুম নেমে আসতে লাগলো। তাঁর স্বাধীন-সচ্ছল জীবন যাত্রায় ক্রমেই ব্যাঘাত ঘটতে লাগলো। আল আজাদ যে সংশয়ে শাহজাদীর সাথে কাব্যচর্চা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাঁর সেই অমূলক সংশয়টা দূরীভূত হলেও, তাঁদের সেই কাব্যচর্চায় স্বাচ্ছন্দ আর এলো না। মহলে গিয়ে আবার তাঁরা এক সাথে বসলেই নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি এসে হাজির হতে লাগলো।

শমশের আলী সেই থেকেই চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কিভাবে আর কোন প্রক্রিয়ায় এদের এই অবাস্তব স্বপনটাকে বাস্তব রূপ দেয়া যায়, সেই নিয়েই মাথা মগজ ঘামাচ্ছিলেন। অবস্থা ক্রমেই নাজুক হয়ে পড়ছে দেখে, শুধু চিন্তার মধ্যেই নিজেকে আর আবদ্ধ তিনি রাখলেন না, মাঠে নেমে পড়লেন। কথাটা সরাসরি সুলতানের কাছে উপস্থাপন করার মওকা-কৌশল না পেয়ে তিনি শাহজাদা ফিরুজ শাহকে ধরে বসলেন।

এক অবসর মুহূর্তে শাহজাদা ফিরুজ শাহর কাছে এসে তিনি সালাম দিয়ে দাঁড়ালেন এবং ইতস্তত করতে লাগলেন। শাহজাদা ফিরুজ তাঁকে দেখেই উষ্ণ কণ্ঠে সালাম নিয়ে মোসাফেহা করলেন এবং সমাদরে তাঁকে সামনে এনে বসালেন। এরপর শাহজাদা হাসিমুখে বললেন—কি ব্যাপার! হঠাৎ গোয়েন্দা সাহেব আমার কাছে? কোন খবর বার্তা নিয়ে নাকি?

শমশের আলী পূর্ববৎ ইতস্তত করে বললেন—না জনাব, সে সব কিছু নয়। জনাবের কাছে আমি একটা মস্তবড় দায়ে ঠেকে এসেছি।

শাহজাদা ফের হাসিমুখে বললেন—দায়? কি সে দায় বলুন? আমার সাধ্য মতো হলে অবশ্যই আমি যথাসাধ্য করবো।

ঃ জনাব!

ঃ আপনি আমাদের সম্পদ, আমাদের গৌরব। আপনার দায় আমাদেরও দায়। সে দায়টা কি বলুন?

www.amarboi.org

ঃ জনাব, আপনার এই আন্তরিকতায় আমি ধন্য। কিন্তু আমার কথাটা এমনই একটা কথা যে, আপনাকে তা বলা আদৌ আমার শোভন হবে কিনা, সেই কথাই ভাবছি। যদি অভয় দেন, তবেই আমি বলতে পারি।

শাহজাদা ফিরুজ হো হো করে হেসে উঠে বললেন—ওহো, আপনাকে বাইরে থেকে যত সাহসী ভাবি আমরা, তাতো আপনি নন। ক্ষেত্র বিশেষে আপনি তো দেখছি শিশুর চেয়েও কমজোর। আচ্ছা-আচ্ছা, সে অভয় আপনাকে দিলাম। নিতান্তই শ্রুতিকটু হলে আপনাদের নীরবে বিদায় করবো, কটু কথা বলবো না।

শাহজাদা একইভাবে হাসতে লাগলেন। শমশের আলী নতমস্তকে বললেন—জনাব, আমি আমাদের আল-আজাদ আর শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমের কথাটা নিয়ে এসেছিলাম।

শাহজাদা চমকে উঠে বললেন—কেন ? কি হয়েছে তাদের ?

ঃ না, কিছু হয়নি। তবে—

ঃ তবে ?

ঃ ওদের মধ্যে—মানে ওরা দু'জন দু'জনকে—

শাহজাদা সহাস্যে বললেন—ভালবাসে ?

ঃ জনাব।

ঃ সেতো আমি জানিই। এ নিয়ে এত ঘাবড়াবার কি আছে ?

ঃ সেকি জনাব ! আপনিও তা—

ঃ আমার মনে হয় আপনারও আগে আমি তা জানি। জানি মানে প্রথমে আমি টের পাই। আর তা টের পেয়েই তো এদের দুইজনকে আমি এক জায়গায় করে দিয়েছি।

অপার বিস্ময়ে শমশের আলী বললেন—জনাব !

ঃ খামাখা এরা দূরে দূরে থেকে হাহুতাশ করবে তার দরকারটা কি ? বরং তাতে তারা কিছুটা কেলেংকারীও করে ফেলতে পারে ভেবেই তাদের একত্র করে দিলাম। মুহাব্বতটা দানা বাঁধুক দিনে দিনে।

শমশের আলী ভেবে পেলেন না শাহজাদা তাঁর সাথে হেঁয়ালী করছেন, না সত্যি সত্যিই অন্তরের কথা বলছেন। আবার খানিক ইতস্তত করে শমশের আলী বললেন—তাতে ফলটা কি দাঁড়াবে আলীজা ?

ঃ মুহাব্বাতটা যদি সত্যি সত্যিই পোক্ত করে তুলতে পারে তারা, তাদের শাদি হবে। আর তা না পারলে উভয়েই নিজ নিজ রাস্তা মাপবে।

ঃ জনাব কি সত্যিই অন্তরের কথা বলছেন ?

ঃ আপনাকে সামনে বসিয়ে মশকরা করবো আমি, এটা ভাবলেন কি করে ?

ঃ তাহলে এদের সেই মুহাব্বতটা—

ঃ পোক্ত হয়ে গেছে, ওদের এখন শাদি হওয়া প্রয়োজন, এই তো ?

ঃ জি জনাব ; এই আরজটা নিয়েই—

ঃ আরজ কিছু করতে হবে না কাউকে। শুরুটা যখন আমিই করে দিয়েছি, এর সারাটার কথাও ভাবতে হবে আমাকেই।

ঃ জনাব দরাজদীল। কিন্তু আমি যে এসব কথা—

www.amarboi.org

ঃ বিশ্বাস করতে পারছেন না? বিশ্বাস করার কথাও নয়। তবে আপনি আমাদের কবি সাহেবের পরম দোস্ত বলেই এ নিয়ে এত খোলাখুলি আলাপ করছি আপনার সাথে। অন্যের সাথে হলে তা করতাম না।

ঃ জনাব!

ঃ আসল কথা কি জানেন? আমার এই বহিন আরজুবানুটা বড়ই অভাগী। রূপগুণ নিয়ে এসেছে সম্রাটের ঘরের। কিন্তু সম্বল বলতে তার ঐ দাদু সাহেবের স্নেহটুকুই। এর বাইরে সম্পদ বলুন, সহায় বলুন, কিছুই তার নেই। মনটা কুসুমের মতো, রুচিটা সুষমাময়। আমার সাথে তার শাদির একটা কথা কেউ কেউ ভাবলেও, ছোটকাল থেকে তাকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করার জন্যে আপন বহিনের আসন থেকে তাকে আমি কিছুতেই দূরে সরাতে পারিনি।

ঃ শাহজাদা!

ঃ অথচ, দাদু অভাবে কি হবে সেতো চিন্তাই করতে পারেনি, দাদুটাই যে আমার এই অনন্ত গুণে গুণবতী বহিনটাকে কোন বিত্তলোভী চাটুকের হাতে তুলে দেবেন, তার ঠিক কি? আরজুবানুর পছন্দের খবর আমার অজানা কিছুই নেই। তাই তার উপযুক্ত জুটি এ যাবত আমি তালাশ করে পাইনি। ঐ নির্লোভ আর গুণী কবি সাহেবকে কাব্য সভায় যেদিন আমি পয়লা দেখি, সেদিনই আমার খেয়াল হয়েছে সেই জুটিটা বুঝি আল্লাহর রহমে পেয়েই গেলাম আমি। এরপর যখন দেখলাম, বহিনও আমার মনে প্রাণে তাঁর প্রতিই আকৃষ্ট, তখন আর চিন্তা-ভাবনার বালাই কিছু না রেখে এই পর্যন্ত তাঁদের আমি নিয়ে এসেছি।

সীমাহীন উৎফুল্ল হয়ে শমশের আলী বললেন—ওঃ! আল্লাহর কি রহম! আল্লাহর কি শান! ঐ অভাগা আল আজাদের এতবড় এক সহায় পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যে রেখে দিয়েছেন তলে তলে, তা কে ভাবতে পারে? এ রহমের শুকরিয়া আদায়ের আমি জবান খুঁজে পাচ্ছিনে।

শমশের আলী উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু শাহজাদা ফিরুজ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। ক্ষণিক নীরব থেকে তিনি চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—এতটা উৎফুল্ল হওয়ার এখনও সময় আসেনি গোয়েন্দা সাহেব! যতটা শক্তিশালী সহায় আমাকে ভাবছেন, ততটা শক্তিশালী আসলেই আমি নই। এই গোটা শাহী প্রাসাদে এ জেহাদে আমি একক এক সৈনিক। বাদবাকী এ লড়াইয়ে তামামই আমার দুশমন। সুতরাং ঝোঁকের মাথায় যে দায়িত্ব একা আমি ঘাড়ে তুলে নিয়েছি, এটাকে যে কিভাবে বয়ে নিয়ে গিয়ে মঞ্জিলতক্ পৌছাবো, সে ভাবনায় আমি নিজেও কম পেরেশান নই এখন?

ঃ জনাব!

ঃ একমাত্র ভরসা আমার দাদু সাহেব। তিনিও যদি বেঁকে বসেন, এই বিশাল সমুদ্রে এ কিস্তি তীরে নিতে কতই যে টালমাটাল হতে হবে আমাকে, আল্লাহ মালুম!

ঃ মহানুভব!

ঃ তবে না উম্মিদ হবেন না। রহমানুর রহিম সহায় থাকলে, আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, যে ভাবে হোক এ কিস্তি তীরে আমি ভিড়াবোই। আপনারা শুধু দোআ করবেন আমার জন্যে।

শমশের আলীর মনে হলো, তিনি আর ইহ দুনিয়াতে নেই। বেহেস্তের এক প্রকোষ্ঠে বেহেস্তী সুবাসময় পরিবেশে কোন এক আসমানী পুরুষের সান্নিধ্যে বসে রয়েছেন তিনি। এ আনন্দ তিনি কিভাবে প্রকাশ করবেন, স্থির করতে পারলেন না।

www.amarboi.org

কিঞ্চিৎ চিন্তা করে শাহজাদা ফের বললেন—আপনি না এলেও অল্পদিনের মধ্যেই আমি এ প্রসঙ্গ নিয়ে দাদুর সাথে বসতাম। আপনি এসে বরং আমাকে আরো উৎসাহিত করলেন। দেখি, আজকালের মধ্যেই আমি এ নিয়ে দাদুর সাথে কথা বলি। সফল হলে তো বালাই নেই, না হলে, আপনাকে নিয়ে আরো অনেকবারই বসতে হবে আমাকে।

প্রাণ খুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও অশেষ মোবারকবাদ জানিয়ে শাহজাদার নিকট থেকে সেদিনের মতো বিদায় নিলেন শমশের আলী।

পরের দিনই শাহজাদা ফিরুজ শাহ তাঁর দাদু সাহেব সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর নিকটে গমন করলেন। কিন্তু গিয়েই তিনি চমকে উঠলেন। শাহান শাহর মাথায় তখন আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। জরুরী ভিত্তিতে দরবার আহবান করে তিনি তখন বাঘের মতো ফুঁসছেন। পক্ষান্তরে শমশের আলীই জ্বালিয়েছেন এ আগুন। তাঁর পরিবেশিত খবরই শাহান শাহকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

শাহজাদা ফিরুজ শাহর সাথে কথা বলে ঘরে ফিরতেই শমশের আলীর রাত হলো। ঘরে ফিরেই তিনি দেখলেন, উৎকল থেকে আগত তাঁর কয়েকজন গোয়েন্দা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে। তাদের মুখে উৎকলের খবর শুনেই তিনি চমকে উঠলেন।

খুবই গরম খবর। উৎকল রাজ প্রতাপ রুদ্র বাঙ্গালার ফৌজের সাথে তাঁর প্রেরীত বাহিনীর লড়াই এ যাবত অধৈর্যভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ে কোন পক্ষের জয় পরাজয় নিশ্চিত না হওয়ায় এবং বাঙ্গালার শক্তি তাঁর প্রেরিত ঐ একটা বাহিনীকে অদ্যাবধি সফলভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হওয়ায়, তাঁর এই প্রতীতিই হলো যে, বিরামহীনভাবে বিভিন্ন মুলুকে রণ লিপ্ত থাকার ফলে বাঙ্গালা মুলুকের সামরিক শক্তি হীনবল হয়ে পড়েছে। প্রতিরোধ করার এর চেয়ে আর খুব বেশী শক্তি তার নেই। বিভিন্ন দিকে লড়াই করে যে বিজয়গুলো বাঙ্গালা মুলুক অর্জন করেছে, অনেক রক্তের বিনিময়েই তা তাকে করতে হয়েছে। বাঙ্গালার দেহে অধিক রক্ত আর নেই। প্রতাপরুদ্রের গোয়েন্দা বাহিনী বাঙ্গালার শক্তি সম্বন্ধে যে ধারণা প্রতাপরুদ্রকে দিয়েছে, তা এমন কোন উদ্বেগজনক নয়। শ্রীচৈতন্যের হুশিয়ারীর যৌক্তিকতা কিছু থাকলেও, তিনি ভাবলেন, ত্রিপুরা আর আরাকানের ময়দানেই সে ভীতির কবর হয়ে গেছে। সামর্থ বেশী থাকলে, তামাম লড়াই সমাপ্ত হওয়ার পরও বাঙ্গালার সুলতান নীরব হয়ে এভাবে ঘরে বসে থাকতেন না। উৎকলের বিরুদ্ধে ধেয়ে আসতেন মার মার রবে।

এই প্রতীতির বশেই অধৈর্য প্রতাপরুদ্র গর্জে উঠলেন বিক্রমে। প্রাসাদ রক্ষী সেপাই কয়জন রেখে উৎকলের তামাম শক্তি নিয়ে তিনি নিজে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাঙ্গালা মুলুকের সীমান্তে এবং বাঙ্গালার রণ ক্লান্ত সীমান্ত বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে তিনি দুর্বার বেগে ঢুকে পড়লেন বাঙ্গালা মুলুকের জমিনে। একণে খবর ঃ প্রতাপরুদ্র অপ্রতিহত গতিতে বাঙ্গালা মুলুকের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের ক্ষুদ্রবৃহৎ এলাকাগুলো একের পর এক দখল করে চলেছেন।

রাতে ঐ খবর শুনে শমশের আলী উজিরে আলার শরণাপন্ন হলেন। এ কারণে আরো রাত বেশী হওয়ায় পরের দিন প্রত্যুষে উজিরে আলা খান রুকন খান সরহাটি

www.amarboi.org

সাহেব সহকারে শমশের আলী এসে এই বার্তা শাহান শাহকে দিলেন। কিছু পরে গড় মন্দারণের পর্যুদস্ত মুহাফিজও ছুটে এলেন রাজধানীতে। শমশের আলী পেশ করলেন উৎকল রাজের রণ সংক্রান্ত সার্বিক খবর, মুহাফিজ সাহেব পেশ করলেন, তাঁর স্থানীয় বিপর্যয়ের বিবরণ। সুলতানের মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি উজিরে আলাকে বললেন—দরবার ডাকুন, জলদি—

আকস্মিকভাবে অসময়ে দরবার বসে গেল। দরবারে এসেই শাহান শাহ উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্রের ঐ ঔদ্ধত্যের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে সভাসদদের শোনালেন এবং আক্রোশে কাঁপতে কাঁপতে সালারদের উদ্দেশ করে বললেন—এই বেঈমানের বেঈমানীর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে চাই আমি। আপনারা তৈয়ার হয়ে নিন—

ঘটনা শুনে সেনাপতিরা গরম হয়ে উঠলেন। উৎকল রাজের এই একটানা দুশমনীর যে কোন মূল্যে একটা স্থায়ী পরিসমাপ্তি ঘটানোর প্রয়োজন তাঁরা বিশেষভাবে অনুভব করলেন। শাহান শাহর নির্দেশের জবাবে তাঁরা সমস্বরে বললেন—আমরা তৈয়ার জাঁহাপনা। ঐ দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে কাকে বা ক'জনকে আমাদের যেতে হবে, মেহেরবানী করে হুকুম দিন। হুকুম পেলেই এখনই আমরা বাহিনী সাজিয়ে ফেলবো। মুহূর্তের বিলম্বও আর আমরা সহ্য করতে পারছিনে।

সালার হৈতন খান বললেন—পুনঃ পুনঃ নতজানু হওয়ার পরও ঐ নির্লজ্জ প্রতাপরুদ্রের দীলে এত সাহস পয়দা হয়েছে আবার? বাঙ্গালার সীমানায় ঢুকে বাঙ্গালা মুলুকের জমিনে থাবা বসিয়ে দিয়েছে? একথা শোনার পর নিজেকে আমি সামলিয়ে উঠতে পারছিনে মেহেরবান। হুকুম দিন, আমি যাবো ঐ দুর্বৃত্তের বিষ নখর ভেঙ্গে দিতে।

সুলতান তাঁদের হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললেন—স্রেফ সালার-সুবাদার নয়, এবার আমি নিজে যাবো ঐ দুরাচারের দুশমনীর চূড়ান্ত জবাব দিতে। নীলাম্বর, ধনমানিক্য আর রসাঙ্গের মতো ঐ দুর্বৃত্তেরও কোমরটা আখেরীভাবে গুঁড়িয়ে দিয়ে না এলে, সে আমাদের কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না। আমার উদার মূর্তিটাই প্রতাপরুদ্র দেখেছে, আমার হিংস্র মূর্তিটা দেখেনি। প্রতাপরুদ্রকে এবার আমি আমার ঐ মূর্তিটাই দেখিয়ে আসতে চাই। আপনারা সেই মোতাবেক সৈন্য সমাবেশ করুন।

বিদ্যুৎ বেগে দাঁড়িয়ে গেলেন শাহজাদা নসরত শাহ। তিনি বললেন—অসম্ভব! আমরা জীবিত থাকতে এই বয়সে শাহান শাহ যাবেন লড়াইয়ে, এটা কোন কথার কথাই নয়। আমি যাবো লড়াইয়ে। শাহান শাহকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি, নীলাম্বর আর ধনমানিক্যের চেয়েও আরো অধিক তিক্ত দাওয়াই প্রতাপরুদ্রকে না গিলিয়ে আমি উৎকল থেকে ফিরবো না। আমাকে মেহেরবানী করে হুকুম দেয়া হোক।

পাশাপাশি শাহজাদা গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহও ঐ একই আবেদন রাখলেন। তিনি আরো যোগ দিয়ে বললেন—ভাইজান মস্তবড় দুই লড়াই লড়ে এসেছেন সবেমাত্র। তিনি রণ ক্লান্ত। দুশমনদের সীমাহীন দুশমনির কথা আমি শুনেই আসছি বরাবর। শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ আমার বার বার ফুটে উঠেছে টগবগ করে। কিন্তু

www.amarboi.org

মওকার অভাবে দাঁত চেপে গায়ের রক্ত আমাকে পুনঃ পুনঃ গায়েই ঠাণ্ডা করতে হয়েছে। এবার এ মওকা আমি চাই জাঁহাপনা।

শুরু হলো ত্রিমুখী লড়াই। এ লড়াইয়ে হয়তো এবার শাহজাদা মাহমুদ শাহই জয়যুক্ত হতেন। হলেন না এক আচানক ঘটনায়। মুসিবত যখন আসে, তখন এককভাবে আসে না, এক সাথে একাধিক মুসিবত এসে হাজির হয়। এ প্রবাদের এখানেও ব্যতিক্রম ঘটলো না। উৎকলের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা করা নিয়ে দরবার যখন অতিশয় উত্তপ্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে সুদূর চন্দ্রদ্বীপ থেকে ছুটে এলো একদল উদ্বাস্তু মুসলমান। তারা সকলেই সর্বহারা। চেহারা অবর্ণনীয়।

সুলতানের অনুমতিক্রমে বাইরের বিপুল হৈচৈ এর মধ্যে থেকে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় উদ্বাস্তু দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁদের দুরবস্থার যে বিবরণ তাঁরা সুলতানের সামনে পেশ করলেন, তাও যেমনই করুণ, তেমনই ক্রোধোদ্দীপক। চন্দ্রদ্বীপের প্রশাসক তথা সুলতানের প্রতিনিধি রঘুনন্দন স্বাধীনতা ঘোষণা করে চন্দ্রদ্বীপে নতুন এক হিন্দু রাজ্য স্থাপনে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

অনেকদিন আগে থেকেই রঘুনন্দন এই ইরাদা নিয়ে মওকার অপেক্ষায় ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ আরাকান রাজকে চাটগাঁ দখল করতে দেখেই তিনি তখনই পদক্ষেপ নিতে যান। কিন্তু অতিসত্বর এই দুই রাজারই মিস্‌মার হওয়ার সংবাদে তিনি থমকে যান এবং কিছু দিনের জন্যে ঐ দুর্বার খাহেশ চেপে রাখেন। এক্ষণে উৎকল রাজকে বীর বিক্রমে বাঙ্গালা মুলুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে আর তিনি ঐ অদম্য পুলক চেপে যেতে পারেননি। তিনিও এবার স্বমূর্তি ধারণ করে ময়দানে নেমে গেছেন।

রঘুনন্দন হিসেব করেই নেমেছেন। তিনি চিন্তা করে দেখেছেন, বাঙ্গালা মুলুকের একেবারেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এই চন্দ্রদ্বীপে বাঙ্গালার ফৌজ তাঁর বিরুদ্ধে কোনদিনই সুবিধে করতে পারবে না। বিশেষ করে, বহিরাক্রমণে দিশেহারা বাঙ্গালার ফৌজের এই মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে ছুটে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। এলেও যে ধরনের বাহিনী আসবে তাঁর মোকাবেলা করার তাকত্ তাঁর আছে। এছাড়া আরো তিনি ভেবেছেন, বাঙ্গালার ফৌজ বাইরে ব্যস্ত থাকার অবসরে তিনি একবার তাঁর পায়ের তলার মাটি মজবুত করে নিতে পারলে আর উৎকল সহ আরো দু' একজন হিন্দু রাজার মদদ হাসিল করে বসতে পারলে, আর তাঁকে নড়ায় কে? সর্বোপরি তাঁর বড় ভরসা যেটা তাহলো, যে দরবারে তাঁর ভাইয়েরাই আর তাঁর স্বজাতীয় লোকেরাই হর্তাকর্তা, সেখান থেকে কোন গুরুতর আঘাত তাঁর বিরুদ্ধে আসবে না। আসতে গেলেও তাঁর বুদ্ধিমান ভাইয়েরা আর শক্তিশালী স্বজাতীয় সভাসদরা তা বানচাল করার বুদ্ধি ও তাকত অবশ্যই রাখেন। চরম মুহূর্তে তারাও নিজ নিজ লোক লস্কর নিয়ে এসে যোগ দেবেন তাঁর সাথে আর এখান থেকেই শুরু হবে বাঙ্গালা মুলুকে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার নয়া সংগ্রাম। পূর্বের ও সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। এটা তাঁর একক বা আচানক চিন্তা নয়।

হায়রে দুরাশা! তাঁর সেই শক্তিশালী স্বজনদের শক্তির ভিত্ যে ইতিমধ্যেই নড়বড়ে হয়ে গেছে, সে খবর তিনি রাখেননি। ঐ ধরনের চিন্তা-ভাবনার বলে রঘুনন্দন স্রেফ স্বাধীনতা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, চন্দ্রদ্বীপকে নির্জলা একটা হিন্দু রাজ্যে রূপান্তরিত করার অন্ধ এক নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। চন্দ্রদ্বীপে

www.amarboi.org

মুসলমানদের সংখ্যা অতি অল্প। তিনি সেই মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করছেন, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছেন এবং সর্বস্ব লুট করে তাদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করছেন। চন্দ্রদ্বীপকে মুসলমানদের জন্যে এক মৃত্যু কূপে পরিণত করেছেন।

আগন্তুক উদ্বাস্তুরা জানালেন, সর্বস্ব হারিয়ে তাঁরা প্রাণ নিয়ে কোন মতে রাজধানীতে পৌঁছেছেন। মুসলমানদের রক্তে নবদ্বীপ ছয়লাব হয়ে যাচ্ছে। আশু পদক্ষেপ না নিলে, এখনও যে কয়জন মুসলমান জিন্দা আছে সেখানে, তাদেরও আর কোন নামচিহ্ন থাকবে না।

রঘুনন্দনের এই কিসিমের হিসেব নিকেশ আর মতিগতির তামাম তথ্য শমশের আলী সুলতানকে দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন ধমক। সে কথা আজ স্মরণ হতেই সুলতানের জ্বলন্ত মাথা দাবানলের মতো আর একবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নজর গিয়ে পড়লো তাঁর সামনেই উপবিষ্ট রঘুনন্দনের ভাই-ভগ্নিপতিদের উপর। সুলতান এদের দলপতি সনাতন সাহেবকে লক্ষ্য করে হুংকার দিয়ে বললেন—দবীর-ই-খাস—

ঝড়টা যে তাঁদের উপর আসছে, সনাতন সাহেবও তাঁর গোষ্ঠী আগেই এটা বুঝেছিলেন এবং সেই মোতাবেক দীল তাঁরা শক্ত করে নিয়েছিলেন। তাই হুংকারে তেমন একটা বিচলিত না হয়ে সনাতন সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—মেহেরবান!

ঃ এর অর্থ কি?

ঃ কিসের অর্থ মেহেরবান?

ঃ কিসের অর্থ! রঘুনন্দনের এই এতবড় দুঃসাহস কোথায় থেকে এলো?

ঃ তা আমি কি করে বলবো জনাব?

ঃ কি করে বলবেন মানে? আপনি অস্বীকার করতে চান, তিনি আপনাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা?

ঃ তা অস্বীকার করবো কেন জাঁহাপনা? যা সত্য তা অস্বীকার করার প্রশ্নই উঠে না।

ঃ তাহলে এ সত্যটা অস্বীকার করছেন কেন?

ঃ সত্য অস্বীকার করছি?

ঃ আলবত্ করছেন। আপনারা এক পাল ভাই ভগ্নিপতি আমার দরবারে বসে আছেন, আর আপনাদের আপন ভাইয়ের এতবড় দুঃসাহসিকতার খবর কিছুই আপনারা জানেন না?

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ আমাকে শিশু বোঝাতে চান? আপনাদের অজ্ঞাতে আর বিনা ইঙ্গিতে এতবড় উদ্যোগ তিনি নিতে পারেন কখনও?

রঘুনন্দনের এ পরিকল্পনা অবশ্যই তাঁদের জানা ও সমর্থিত পরিকল্পনা। কিন্তু সময় সুযোগ না বুঝে রঘুনন্দন যে তাঁদের এই দুর্দিনের সময় হঠাৎ করে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যাবেন, এটা তাঁরা জানতেন না। তাই সনাতন সাহেব জোরদার কণ্ঠে বললেন—আমরা কখন ইংগিত দিলাম জাঁহাপনা? সবাই তো আমরা এই একডালাতেই রয়েছি। ঐ চন্দ্রদ্বীপে কে আমরা গেলাম কখন?

ঃ ইংগিত দেয়ার জন্যে ঐ চন্দ্রদ্বীপে যাওয়ারই গরজ আছে আদৌ? ষড়যন্ত্র আগে থেকেই পাকা করা থাকলে, যে যার সুবিধে মতো কাজ করবে নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে। নতুন করে ইংগিত দেয়ার আর প্রশ্ন থাকে কিছু?

www.amarboi.org

ঃ আলমপনা!

ঃ শমশের আলী আগেই আমাকে এ আভাস দিয়েছিলেন। স্রেফ আপনাদের সততার উপর বিশ্বাস করেই তার কথায় কান না দিয়ে তাকে আমি অপমান করে তাড়িয়েছি। এই আপনাদের সততা? আর কত বেঈমানী দেখবো আমি আপনাদের? আর কত রকমের ষড়যন্ত্র আছে আপনাদের ঝুলিতে?

ঃ ষড়যন্ত্র!

ঃ একটানা ষড়যন্ত্র। এই শাহী কাজে এসে অবধি আপনারা কাজ করেছেন একটা আর ষড়যন্ত্র পাকিয়েছেন হাজারটা। নবদ্বীপের ঐ ষড়যন্ত্র থেকে অদ্যাবধি যে সমস্ত উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপ আপনারা নিয়েছেন আর বদ মতলব পাকিয়েছেন, এই রাজধানীতে তা আর অবিদিত নেই কারো। কারো দীলে এ নিয়েও জাররামাত্র দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই যে, আপনাদের তামাম পদক্ষেপই একসূত্রে গাঁথা, অবিচ্ছিন্ন কিছু নয়। তামাম ষড়যন্ত্রেরই লক্ষ্য ঐ এক ও অভিন্ন।

ঃ অভিন্ন লক্ষ্য?

ঃ বিলকুল অভিন্ন।

ঃ কি সে লক্ষ্য জনাব?

ঃ এই সাল্‌তানাতকে উৎখাত করা। যেভাবেই হোক, যার দ্বারাই হোক, বাঙ্গালার সাল্‌তানাত উৎখাত করে বাঙ্গালা মুলুকে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা।

অপরিসীম বিস্ময়ের ভান করে সনাতন সাহেব প্রতিবাদ করে বললেন—অসম্ভব! জাঁহাপনা এ ধারণা অমূলক, মিথ্যা। তাঁর এ ধারণা দুশমনদের প্ররোচনাজনিত ও দুশমনদের কুমন্ত্রণায় সৃষ্ট এক ভিত্তিহীন ধারণা।

শাহান শাহ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—সনাতন সাহেব!

অবিচলিত কণ্ঠে সনাতন সাহেব বললেন—এটা স্রেফ এই সালতানাতের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত খাদেমদের তামাম খেদমত অস্বীকার করা আর একান্ত বিশ্বস্তজনদের বিশ্বস্ততায় অনর্থক আঘাত করা।

ঃ কে বিশ্বস্ত? কারা এই সালতানতের কল্যাণকামী?

ঃ জাঁহাপনা আজ অস্বীকার করলেও, যা সত্য তা আমি দরাজ গলায় বলবো যে, এই সালতানাতের কল্যাণে আর এর শ্রীবৃদ্ধিতে প্রত্যেকেই আমরা এক একজন নিবেদিত খাদেম। একথা শপথ করে বলতেও আমার দ্বিধা নেই যে, এই সালতানাতের স্বার্থ ছাড়া আর কোন স্বার্থই আমরা কেউ কোনদিনই দেখিনি এবং নুন যখন খেয়েছি তখন যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন তা দেখবোও না কখনও।

শাহান শাহ অকস্মাৎ গম্ভীর হলেন। ক্ষণকাল নীরব থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এটা কি অন্তরের কথা আপনার?

ঃ শুধু আমার নয়, আমাদের সকলের।

ঃ সকলের কথা থাক। শুধু আপনার কথাই বলুন?

ঃ অবশ্যই এ আমার একান্তই অন্তরের কথা। এই সালতানাতের দবীর-ই-খাস আমি। এই সালতানের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন স্বার্থের প্রশ্ন থাকতেই পারে না দীলে আমার।

ঃ বেশ। তাহলে চলুন, উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্র আপনার সেই প্রিয় সালতানাতের বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিয়েছে। আপনি আমার বাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে প্রতাপরুদ্রের খঞ্জরসহ হাতখানা ভেঙ্গে দিয়ে আপনার সেই সালতানাতের স্বার্থ রক্ষা করবেন, চলুন।

আঁতকে উঠলেন সনাতন সাহেব। এমন প্রশ্ন অকস্মাৎ তুলে বসবেন সুলতান, তিনি তা কল্পনা করতে পারেননি। ফলে তিনি থতমত করে বললেন—জনাব!

ঃ আমি আর আমার অন্যান্য সালার-সেনাপতিরা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে পেছনে থাকবো আপনার। উৎসাহ, সাহস, শক্তি, তামামই আপনার পেছনে যোগাবো। উৎকল রাজের মোকাবেলায় নিজে আপনি দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষভাবে এই সালতানাতের স্বার্থ রক্ষা করবেন আর আমার এই ধারণাটা ভুল প্রতিপন্ন করবেন। রাজী?

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ উৎকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে আপনি রাজী কিনা, তাই বলুন। আমি অন্য কথা শুনতে চাইনে।

আর চাতুরীর কোন অবকাশ নেই দেখে সনাতন সাহেব এবার সত্য কথায় এলেন। তিনি নতমস্তকে বললেন—জি-না জাঁহাপনা। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

ঃ সম্ভব নয়?

ঃ জি-না। সবকিছুর উর্ধে আমার দেবতা। আমি আমার দেবতার মনে দুঃখ দিতে পারবো না।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ উৎকল বাসিরা হিন্দু। আমিও হিন্দু। তারাও যে দেবতার উপাসক আমিও সেই দেবতার উপাসক। উৎকলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে দেবতার বিরাগভাজন হওয়া আমার সম্ভব নয়।

ফেটে পড়লেন সুলতান। তিনি সগর্জনে বললেন—সনাতন সাহেব!

ঃ তা জনাব আমার প্রতি যত গোস্বাই হোন, কোন হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতে অক্ষম!

ঃ এই আপনার সালতানাতের খেদমত? এই আপনার সালতানাতের স্বার্থ চিন্তা? এরপরও আপনি বলবেন, এই সালতানাতের শ্রীবৃদ্ধি আপনি চান? হিন্দু শাসনের স্বপন আপনি দেখেন না?

পিঠ একদম দেয়ালে ঠেকে যাওয়ায় সনাতন সাহেব মরিয়া হয়ে বললেন—জাঁহাপনা তা যা-ই মনে করুন, হিন্দু হয়ে হিন্দুর অনিষ্ট সাধন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঃ বেঈমান, প্রতারক, আমার চোখে ধূলো ছিটিয়ে তোমার এই আসল চেহারা এতদিন তুমি আড়াল করে রেখেছো?

—বলেই সুলতান হাঁক দিলেন—দরবার রক্ষক শেখ মুয়াজ্জেম—

শেখ মুয়াজ্জেম ছুটে এসে কুর্ণিশ করে বললেন—হুকুম জনাব?

সনাতন সাহেবকে দেখিয়ে দিয়ে সুলতান আদেশ দিলেন—বন্দি করো এই বেঈমানকে। তামাম ষড়যন্ত্রের শিরোমনি এই বিশ্বাসঘাতককে এক্ষণি নিয়ে গিয়ে কয়েদখানায় আবদ্ধ করো। পেছনে দুশমন রেখে আর দুশমনকে তার মতলব হাসিলের সুযোগ দিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করতে আমি পারিনে।

শেখ মুয়াজ্জেমের ইঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন শান্ত্রী এসে সনাতনকে বন্দি করলো। শান্ত্রিদের উদ্দেশ্যে সুলতান ফের বললেন—নিয়ে যাও। একে কয়েদখানায় পুরে দিয়ে কড়া পাহারায় রাখবে। উৎকল থেকে ফিরে এসে এর যথাযথ বিচারে বসবো আমি।

www.amarboi.org

সনাতনকে নিয়ে শান্ত্রিরা চলে গেল। ভয়ে, আতঙ্কে এবং নিজ নিজ অপরাধের পরিমাণ চিন্তা করে সনাতনের তামাম সঙ্গীরা এতক্ষণ স্থবির হয়ে বসেছিলেন। এবার তাঁরা নড়ে চড়ে উঠতেই সুলতান তা লক্ষ্য করে বললেন—এক একটা মুহূর্ত আমার কাছে এমন এক একটা ভূখণ্ডেরও অধিক মূল্যবান। নিজেদের প্রত্যেককেই নিজেরা আপনারা চেনেন। সুতরাং এ সময়ে আমাকে উত্যক্ত করে অনর্থক নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না।

চমকে উঠলেন সনাতন সাহেবের স্বজন ও বন্ধুরা। নিজ নিজ ভাগ্য চিন্তা করে তাঁরা আবার সকলেই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। সুলতান এবার শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহকে লক্ষ্য করে বললেন—দুশমনের দুশমনীতে তোমার শিরায় শিরায় রক্তধারা টগবগ করে ফুটছে, না কি বললে? সালার সিরাউদ্দীন আর গোরাই মল্লিককে সাথে নিয়ে এক্ষণি তুমি চন্দ্রদ্বীপে যাত্রা করো। যত শিঘ্র-যত দ্রুত সম্ভব, সেখানে গিয়ে অবশিষ্ট মজলুমদের বাঁচাও। জীবিত হোক, মৃত হোক, ঐ নেমক হারাম রঘুনন্দনকে আমার চাই—

সাহান শাহকে হৃষ্ট চিত্তে মোবারকবাদ জানিয়ে শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ, সালার সিরাজউদ্দীন ও গোরাই মল্লিক সহকারে তক্ষুণি দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন।

সুলতান এবার শাহজাদা নসরত শাহর দিকে নজর ফিরিয়ে বললেন—শাহজাদা নসরত শাহ, তুমি অনর্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এনো না। উৎকলের লড়াইয়ে আমি নিজে যাত্রা করবো। আমার সঙ্গে যাবেন সালার হৈতন খান সাহেব, বৃদ্ধ সিংহ 'বড় উজির' খান রুকন খান সরহাটি সাহেব, সালার আজিম উদ্দীন ও আরো কয়েকজন সুবাদার ফৌজদার। অন্যান্য সালার সামন্ত সহ তুমি থাকবে রাজধানী আগলে নিয়ে। ভেতরে-বাইরে এই সালতানাতের দুশমন অসংখ্য। হুঁশিয়ার। আমার অনুপস্থিতির কালে পান থেকে চুন যেন না খসে কিছু এখানে।

দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন সুলতান এবং অবিলম্বে সৈন্য-সামন্তে সজ্জিত হয়ে উৎকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

১৫

শাহান শাহ যুদ্ধে গেলেন। ব্যহত হলো শাহজাদা ফিরুজ শাহর উদ্যোগ। অসম্পন্ন রইলো শাহজাদা নসরত শাহ তথা ফৌজিয়া বানুর ইরাদা। স্থবিরতা নেমে এলো সালতানাতের কর্মকাণ্ডে। সনাতন সাহেব বন্দি হওয়ায় তাঁর গোত্রের আমির-আমলা-সভাসদেরা অনেকেই নিষ্ক্রীয় হয়ে গেলেন। একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কেটে যেতে লাগলো।

কিন্তু স্থবিরতা এলো না আসমান শর্কীর পুলকে। দিন যত যেতে লাগলো আরজুমান্দকে শাদি করার আসমান চুম্বি খাহেশ ততই তাঁকে মোরের মতো তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগলো। দণ্ডকালও স্থির হয়ে চার দেয়ালের মাঝে তিনি বসে থাকতে পারলেন না। চরকির মতো চক্কর দিয়ে সারা ময়দান ঘুরতে লাগলেন। কখনো বা ফৌজিয়া বানু বেগমের কাছে এসে উথাল পাথাল করতে লাগলেন, কখনও বা জালালউদ্দীন শর্কীর পিছে ধাওয়া করে ছুটতে লাগলেন, কখনও বা শাহজাদা নসরত শাহর সামনে এসে অকারণেই ঘুর ঘুর করে ফিরতে লাগলেন।

www.amarboi.org

চক্কোর মারার ময়দান তাঁর শাহী প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। শাহী প্রাচীর টপ্‌কিয়ে অচিরেই সে ময়দান তাঁর আরো অধিক বিস্তার লাভ করলো। রতনের রতন চিনতে বিলম্ব আদৌ হলো না। বিলম্ব কিছুই রইলো না এই দুর্লভ ধনের কদর লাভে। প্রাসাদ পেরিয়ে এসে অচিরেই তিনি সাক্ষাৎ পেলেন একাধিক জাত জহুরীর। জহুরীরা তৎক্ষণাৎ রতনটিকে লুফে নিলেন। রতনকে তাঁরা ঘঁষে মেজে আরো অধিক চকচকে করে তুলতে লাগলেন। ফলে, আধেকদিন প্রাসাদে আর আধেকদিন আসমান শর্কী তাঁর কদরদাতা সভাকবি ও সভাসদদের ডেরায় এসে ডিগবাজী দিয়ে কাটাতে লাগলেন। শাহী প্রাসাদের ভেতরে তাঁর শক্ত সবল অবলম্বন, বাইরে তাঁর একপাল দরাজদক্ষ বুদ্ধিদাতা। আসমানকে আর আটকায় কে ?

অচিরেই আসমান শর্কী আসমানী জ্ঞান লাভ করলেন। বুদ্ধিদাতা জহুরীদের মাধ্যমে তিনি গায়েবী তথ্য পেলেন যে, আরজুবানু তাঁর ওস্তাদে উৎসর্গিত খয়রাত, তাঁর নামে অছিয়ৎ করা সম্পত্তি। আরজুবানুর সর্বস্বত্ব সাকুল্যে তাঁরই। মালিকানা নিয়ে কোন প্রশ্নও নেই, বিঘ্নও নেই। কিঞ্চিৎ যা বিঘ্ন তা দখল নিয়ে। সম্পত্তি তাঁর মালিক অভাবে বেহাত হয়ে আছে। আল-আজাদ নামের এক বস্তুহীন ধড়িবাজ দখল করে আছে ওটা। ঐ আল-আজাদকে উচ্ছেদ বা খতম করতে পারলেই নিজ সম্পত্তি আপৃছে আপ্ নিজের হাতেই আসবে তাঁর। যতক্ষণ ঐ আল-আজাদের অস্তিত্বটা শাহী প্রাসাদে বিদ্যমান, বিঘ্নটা ততক্ষণই। আল-আজাদ বিলীন হলেই ঐ বেলোয়ারী বিবিজান সবিনয়ে এসে তাঁর কদমেই বারংবার কদমবুঁচি করবে। তবে সবিশেষ হুঁশিয়ারীটা এই যে, যা করার তা শাহান শাহ লড়াই থেকে ফিরে আসার আগেই সুসমাপ্ত করতে হবে। তা না হলে এ বিধান খাসভাবে বিধির বিধান হলেও, তা পালটে যাওয়া অসম্ভব নয়। আল-আজাদের উপস্থিতি তখন তক্ বহাল থাকলে, বসে বসে আঙুল চোষার সম্ভবনাও আসমান শর্কীর নসীবে প্রশস্ত।

আখেরী আওয়াজ। কায়েমী এলেম। কোমর বাঁধলেন আসমান শর্কী। আদাপানি ভক্ষণ করে আল-আজাদের মোকাবেলায় আত্মনিয়োগ করলেন।

এদিকে আল-আজাদের আবর্ত আবার দিনে দিনে সীমিত হয়ে আসতে লাগলো। শাহজাদীকে নিয়ে কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর ক্রমবর্ধমান বিপত্তি তো ছিলই, এর উপর শাহজাদা ফিরুজের সাথে শমশের আলীর খোলাখুলি ঐ আলাপের পর আল-আজাদ একেবারেই সংকুচিত হয়ে গেলেন। শাহজাদীর সান্নিধ্যে যাওয়ার স্বাচ্ছন্দ তাঁর কুঁকড়ে গেল। সেদিকে পা বাড়াতেই শরমে তাঁর পা দু'টি আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগ্‌লো। ফলে, আল-আজাদ পুনরায় স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে গেলেন। শাহান শাহর যুদ্ধ যাত্রার পর আল-আজাদ আরো কয়েকদিন প্রায় ঘরের মধ্যেই বন্দীর হালে রইলেন। শমশের আলীর চাপে পড়ে মাঝখানে শুধু একদিন তিনি শাহজাদীর কাব্যকক্ষে হাজিরা দিলেন। কিন্তু কাব্যালাপের শুরুতেই তাঁদের নিয়ে শমশের আলী ও ফিরুজ শাহর ঐ আলাপের প্রসঙ্গ উঠে পড়ায়, আবার তিনি নুয়ে পড়লেন শরমে। নিঃসংকোচ শাহজাদীর সহৃদয় উৎসাহ ও আবেদন উপেক্ষা করে অতি অল্প সময় তাঁর সাথে কাটিয়েই আল-আজাদ মকানে ফিরে এলেন।

এরপর সময় আর তাঁর কাটে না। মন লাগে না কোন কাজেই। ভবিষ্যতের চিন্তায় আর মূলক অমূলক নানাবিধ শংকার দোলায় অবিরাম দোল খেয়ে হাঁপিয়ে

www.amarboi.org

উঠলেন তিনি। অবশেষে শমশের আলীকে সম্মত করে কয়েকদিনের জন্যে তিনি আর একবার সেই কর্ণ সুবর্ণের মুরাদপুরে গেলেন। মাতা-পিতা ও জ্ঞাতি-গোত্রের সান্নিধ্যে সেখানেই তিনি কাটিয়ে দিলেন কিছুদিন। কিন্তু কেন যেন তাঁর মনে হলো, এদের সাথে এই সাক্ষাতই শেষ সাক্ষাত তাঁর। ফলে, সেখানে এসেও দীলকে তিনি বড় একটা হাল্কা করতে পারলেন না। উদ্বেলিত অন্তর নিয়ে অনুমানের অতিরিক্ত আরো কয়েকদিন সেখানে তিনি কাটালেন। এরপর পুনরায় রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং নতুন করে সংকোচ ও নিঃসঙ্গতার সাথে জেহাদ করতে লাগলেন।

এরই মধ্যে একদিন শমশের আলীকে সামনে পেয়ে শাহজাদা ফিরুজ তাঁকে ডেকে নিয়ে আপন কক্ষে বসলেন এবং হাসিমুখে বললেন—কি ভাই সাহেব, আপনার কাছে আমি যে ওয়াদাটা করলাম, সে ওয়াদা অদ্যাবধি রক্ষা করলাম না দেখেও আপনি চুপচাপই রইলেন, আর কোন খোঁজ খবরই নিলেন না ?

শমশের আলীও স্মিতহাস্যে বললেন—তা কেন জনাব ? তা কেন ? আপনি তো আর ফালতু লোক নন ? কথা দেয়ার পর যখন এখনও আটকে আছে, তখন ওটা আটকে থাকার মতো বলেই আটকে আছে। নইলে তো থাকতো না। মওকা পেলে আপনি তা করতেনই।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ সময় সুযোগ অভাবেই আটকে আছে ওটা। যখন সময় সুযোগ পাবেন, তখন অবশ্যই আপনি করবেন। এ নিয়ে আমি নতুন করে ভাবতে যাবো কেন ?

আবার হাসলেন শাহজাদা। হাসিমুখে বললেন—এতটাই বিশ্বাস ?

ঃ জনাব, যে বিশ্বাসের অযোগ্য তার উপর বিশ্বাস রাখা যেমন আহম্মকী, তেমনি আবার বিশ্বাসযোগ্যজন আর ঈমানদার ব্যক্তির উপর আস্থা হারানোও হীনমন্যতা ও গুনাহ্।

ঃ তাই ? তা কি করে আপনি বুঝলেন, আমি বিশ্বাসযোগ্য লোক ? আমার উপর আস্থা রাখা যায় ?

শমশের আলী ঈষৎ হেসে বললেন—জনাব বোধহয় ভুলে গেছেন, আমি একজন গোয়েন্দা ? মানুষ চিনে বেড়ানোই আমার কাজ ? জনাবকে চিনতে আমার বিলম্ব কিছুই হয়নি।

ঃ আচ্ছা। তাহলে আমি নিজেই বলি শুনুন। এতদিনও কোন সুরাহা করতে না পারায় আমি আমার নিজের কাছেই দুঃখিত আর শরমিন্দা আছি। আর তাই আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, মওকা পাওয়া মাত্রই আমার দায়িত্ব আমি পালন করবো ইনশআল্লাহ।

ঃ সে বিশ্বাস আলবত আমার আছে জনাব।

ঃ আসলে গোলমালটা তো বাধালেন আপনিই।

শমশের আলী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কি রকম ?

ঃ আপনি যদি উৎকলের ঐ খবরটা একটা বেলা পরে দিতেন, তাহলেই আমি দাদু সাহেবের মতামতটা জেনে নিতে পারতাম। ঐদিনই আমি দাদুর কাছে গিয়ে দেখি, অবস্থা একদম প্রতিকূল। দাদুর মাথায় আগুন। একটা বেলা পরে যদি—

www.amarboi.org

শমশের আলী পুনরায় মৃদু হেসে বললেন—খবরটা যদি একটা বেলা পরে পেতাম, পরেই আমি দিতাম। কিন্তু পেলাম যে একটা বেলা আগেই।

ঃ কিন্তু আপনি তো জানতেন, এমন খবর দাদুর কানে পড়লে তিনি বিলকুল বিগড়ে যাবেন। অন্য কোন কথাই আর দীর্ঘদিন তোলা যাবে না তাঁর কাছে। তবু আপনি তৎক্ষণাৎই খবরটা এনে দিলেন তাঁকে? আল-আজাদের কথাটা একটুও আপনি ভাবলেন না?

আড় চোখে চেয়ে শাহ্‌জাদা হাসতে লাগলেন। সেদিকে নজর না দিয়ে শমশের আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এও কি একটা কথা হলো জনাব? গোটা সালতানাতের ভাগ্য যেখানে জড়িত, সেখানে নিজের কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা করে এমন একটা বৃহৎ স্বার্থ উপেক্ষা করা সম্ভব? এ রকম দশটা আল-আজাদের ভাগ্যও যদি এতে করে মিসমার হয়ে যায়, তা যাক। তাতে এমন কিছু এসে যায় না। এই সালতানাত তথা গোটা কওমের ভালাই এর কাছে এমন একটা অনিষ্ট কিছুই নয়।

আনন্দে ও বিস্ময়ে শাহ্‌জাদা ফিরুজ শাহ শমশের আলীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক ধেয়ানে চেয়ে রইলেন। এরপর অত্যন্ত তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—সত্যিই ভাই সাহেব, আপনার এই সুবাসিত দীলটার সত্যিই বড় একটা তুলনা নেই। আপনি এই সালতানাতের দুর্লভ এক সম্পদ। আসমানী ঐশ্বর্যে দীল আপনার ভরপুর।

ঃ জি?

ঃ আপনারা দুই দোস্ত মিলেছেন বেশ। যেমনই আল-আজাদ, তেমনই আপনি। অন্তরের ঐশ্বর্যে আপনারা একে চিনেছেন উনি, ওঁকে চিনেছেন ইনি। সাব্বাস্।

শরম পেয়ে শমশের আলী মাথা নীচু করলেন। শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন—কি যে বলেন জনাব!

ঃ আবার আমি আপনাকে নতুন করে এই আশ্বাসই দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ চাহে তো ওদের দু'জনের শাদি আমি সুসম্পন্ন করবোই, দাদু সাহেবের সম্মতি তাতে পাই আর না পাই। আপনাদের মতো মানুষের কাজে জানটা কবুল করতে পারলেও একটা মস্তবড় সোওয়াবের কাজ।

ঃ জনাব যে যথার্থই দরাজদীল, এটা বলার অপেক্ষাই রাখে না। তবে বাস্তবের চেয়ে জনাব আমাদের অনেক বেশী বড় করে দেখছেন।

ঃ মোটেই না—মোটেই না। এর মাঝে আধিক্য কিছুই নেই।

ঃ তা জনাব যা বোঝেন, তা তিনি বুঝুন। এখন আমি জনাবকে একটা অন্য কথা জানানো একটু প্রয়োজনবোধ করছি।

ঃ জি বলুন—বলুন—

ঃ আল-আজাদের বংশ বুনিয়াদ নিয়ে মহলে ইদানিং তার বদনাম চলছে খুব। সে প্রেক্ষিতে জনাবকে আমি জানাতে চাই যে, তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য না হলেও, আল-আজাদ নিছকই মাঠের কোন নিংটে মানুষের সন্তান নয়। সে পালিত পুত্র এবং একজন সম্মানী কৃষকের পালিত পুত্র। বংশ তার আসলেই খুব ভাল। একটা খুব ভাল বংশের এতিম ছেলেকে ওর ঐ পালক পিতা এনে অত্যন্ত যত্ন সহকারে মানুষ করে তুলেছেন আর এলেম শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং, আল-আজাদকে একেবারেই হীনবংশ জাত বলে ভাবার কোন হেতু নেই।

শাহ্‌জাদা ফিরুজ শাহ এ প্রেক্ষিতে বললেন—দেখুন, মানুষের চেয়ে তার বংশ পরিচয়ই বড়, এটা আমি মানিও না, এর গুরুত্বও আমার কাছে কিছু নেই। স্বচোক্ষে

www.amarboi.org

তো দেখছি আমি অনেক কিছুই। তবে এ মুহূর্তে আপনার এই তথ্যটা আমার একটা বল বৈকি? আমি গুরুত্ব না দিলেও এটার উপর তো গুরুত্ব দেন অনেকেই। এ প্রসঙ্গে এতদিন আমার জবাব কিছুই ছিল না। এটা জেনে অনেকটা সুবিধে হলো আমার।

ঃ সেই জন্যেই আমি বললাম। ঐ আসমান শর্কী না কে একজন আত্মীয় এসেছেন জনাবদের? উনিই এটাকে ঘুলিয়ে বেড়াচ্ছেন খুব।

ঃ হ্যাঁ, সে খবর আমি জানি। ঐ একটা আপদ এসে জুটেছে বড়। বংশ পরিচয়ের অন্যতম কৃর্তিমান ফসল।

ঃ উনিই নাকি শাহজাদী আরজুমান্দ্ বানু বেগমের পানি পার্থী আর এই ইচ্ছেই নাকি জনাবের বোন ভগ্নিপতি সকলের?

ঃ শুধু ইচ্ছেই নয়, দুরন্ত খাহেশ।

শমশের আলী চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—তাহলে?

ঃ আরে ভাই সাহেব, খানাপিনার গন্ধ পেলে অনেক কুকুর-বেড়ালই ভিড় জমায় চারপাশে। কিন্তু পায় কি তারা আসলে? ধমকে লাজ নাহলে শেষ পর্যন্ত কেৎকা।

শাহজাদা হাসতে লাগলেন। আর দু' চারটি কথার পর শাহজাদার কামিয়াবী কামনা করে শমশের আলী হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন।

আরজুমান্দ্ বানু বেগমের দিনগুলোও ক্রমেই আরো জটিল হয়ে উঠতে লাগলো। আসমান শর্কীর বেলেল্লাপনা এড়িয়ে চলার সংগ্রামে ক্রমেই তিনি কাহিল হয়ে পড়তে লাগলেন। কারণে অকারণে ফৌজিয়া বানু বেগম হরওয়াক্ত আরজুবানুর সামনে আসমান শর্কীকে এনে হাজির করতে লাগলেন এবং আসমান শর্কীর অলৌকিক গুণাবলী ব্যাখ্যা করে শুনিয়ে শুনিয়ে আসমানকে তাঁর সাথে ভিড়িয়ে দেয়ার নিরলস কোশেশ করতে লাগলেন। নিজের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি বলে আসমানকে তিনি এড়িয়ে চলতে লাগলেন বটে, কিন্তু এটা তাঁর এক দৈনন্দিন যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়ালো।

শাহান শাহর অনুপস্থিতির অবকাশে শাহী মহলে তাঁর দুশমনদের দৌরাত্ম অপ্রতিহত হয়ে উঠায়, এর বিধান কি করবেন, তা ভেবে আরজুবানু দিশেহারা হয়ে গেলেন। এদিকে আবার আল-আজাদেরও দীর্ঘদিন কোন খবর বার্তা না থাকায় আরো তিনি অসহায়বোধ করতে লাগলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, শাহজাদা ফিরুজ শাহর ঐ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মুখ চেয়ে অপেক্ষা করার অবকাশ আর নেই। এই শাহী মহলের তথা সালতানাতের ভারপ্রাপ্ত হাল মালিক শাহজাদা নসরত শাহ তাঁর উপর অত্যন্ত নাখোশ। নসরত শাহর সেই অসন্তুষ্টিকে বাতাস দিয়ে দিয়ে যে হারে আরো প্রতিদিন উস্কে দেয়া হচ্ছে, আতে যে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কখন কোন পদক্ষেপ নেবেন, তা আন্দাজ করার উপায় নেই। এস্পার ওস্পার যা হোক, অচিরেই একটা ফায়সালায় পৌঁছা একেবারেই এখন অপরিহার্য। সকল দিক বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে আরজুবানু আল-আজাদকে ডেকে আনতে কুদরত খাঁকে পাঠিয়ে দিলেন।

আল-আজাদ এ সময়ে আরজুবানুর কাছে কোলে যাও বা কিছু আসতেন, আসমান শর্কীর উৎপাতে সে উৎসাহটুকুও হারিয়ে ফেললেন তিনি। মুরাদপুরে

www.amarboi.org

যাওয়ার আগে আসমান শর্কী তাঁকে নানাজনের মাধ্যমে নানা রকম হুমকি মূলক উপদেশ তো বিতরণ করেছিলেনই এরপর তিনি মুরাদপুর থেকে ফিরে এলে আসমান শর্কী আরো অধিক উপরে উঠলেন। একদিন তাঁকে হঠাৎ রাজপথে দেখেই তেড়ে এলেন আসমান শর্কী। সৌজন্য-সভ্যতার বালাই কিছু না রেখে আল-আজাদকে তিনি উগ্রকণ্ঠে বললেন—আরে, আচ্ছা লোক আপনি তো! লাজ শরম বলে তো কিছুই আপনার নেই দেখছি!

আসমান শর্কীর আকস্মিক এই আচরণে আল আজাদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি সবিস্ময়ে বললেন—তার মানে!

আসমান শর্কী বললেন—কয়েকদিন আপনাকে না দেখে আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই কিছুটা লজ্জাবোধ আপনার আছে আর সেই কারণেই আপ্‌ছে আপ্ কেটে পড়েছেন এখান থেকে। ফের আপনি এসেছেন?

আল আজাদ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—এসব আপনি কি বলছেন?

ঃ কি বলছি তা বোঝেন না? আরজুবানু আমার স্ত্রী। আজ বাদে কাল তার সাথে আমার শাদি। তবু আপনি এখনও ঘুর ঘুর করছেন কোন মতলবে? মনের মতো সেলামীটা জোটেনি এখনও, তাই?

আল-আজাদের মাথায় আগুন ধরে গেল। তবু তিনি যথাসম্ভব সংযত কণ্ঠে বললেন—আপনার বংশ বুনিয়াদ ভাল বলেই শুনেছি। কিন্তু তিল পরিমাণ এলেম হাসিলও হয়নি আপনার দেখে, আমি বড়ই তাজ্জব বনে যাচ্ছি। কিভাবে একজনের সাথে বাৎচিৎ করতে হয়, এ শিক্ষাটাও জাররামাত্র নেই আপনার?

আসমান শর্কী গর্জে উঠলেন। বললেন—খবরদার! শিক্ষার কথা মানে? লাজ লজ্জা যার কিছুই নেই, তার সাথে কথা বলা শিক্ষা করতে হবে আমাকে?

আল-আজাদের মুখাকৃতি ইস্পাতের মতো কঠিন হলো। কবিতা লেখেন বলেই তিনি ননীর পুতুল নন। কঠিন সংগ্রামের মোকাবেলা করেই তিনি এতবড় হয়েছেন। অত্যন্ত পরিশ্রমী ও বাস্তবের সাথে লড়াই করা লোক তিনি। আসমান শর্কীর কথায় তাঁর শিরা উপশিরাগুলো শক্ত হয়ে গেল। কিন্তু তা পলকের জন্যে। সংযমেরও তিনি এক অদম্য প্রতীক। তখনই আবার নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি সংযত কণ্ঠে বললেন—আপনি কি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এসেছেন?

ঃ তা করতে হলে করবো বৈকি?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ এতদিন যা করেছেন, করেছেন। আপনার নসীব ভাল যে আমার পাল্লায় এ যাবত আপনি পড়েননি। এখন যখন পড়েছেন, তখন আপনাকে সৎ যুক্তি দিচ্ছি আমি, আর গড়িমসি না করে জলদি জলদি কেটে পড়ুন। নইলে নসীবে আপনার ভোগান্তি আছে।

ঃ ভয় দেখাচ্ছেন?

ঃ আরজুবানুর আশায় এরপরও আপনি এখানে থাকলে, স্রেফ ভয় দেখানোই নয়, অনেক অপ্রিয় কাজও করতে হতে পারে আমাকে।

ঃ স্বাভাবিক। আপনাকে কোন প্রিয় কাজ করতে কেউ কখনও দেখেছে, এটা আমার মনে হয় না।

www.amarboi.org

ঃ তার অর্থ ?

আল-আজাদ শক্ত কণ্ঠে বললেন—আপনি যা পারেন তাতো আপনি করবেনই। এটা কি কোন নতুন কথা ? তবে আপনাকেও বলে রাখি, এত অল্পতে ভয় পেলে অনেক আগেই আমি এখান থেকে চলে যেতাম। তা যখন যাইনি, তখন হুঁশ করে এগুবেন !

ঃ আপনি কি বলতে চান ?

ঃ অল্পদিনেই বাজারটা খুব গরম করে তুলেছেন। আরো অধিক ছটফট করলে নিজের নসীবে কি জুটবে, সে খেয়ালটাও সেই সাথে করবেন।

ঃ আমি করবো নিজের চিন্তা ? আপনার মতো আমি কোন ছিন্নমূল ফালতু লোক? এই মহলের হবু জামাই আমি। কার সাধ্যি আমার পেছনে লাগে ?

ঃ গাছের কাঁঠাল গাছে রেখে যতখুশী তেল গোঁফে মাখুনগে। ওসব কথা আমাকে শুনিয়ে ফায়দা নেই। আপনি এখন আসুন। এই প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে নোংরামী করার রুচি আমার কিছুমাত্র নেই আর আপনার জন্যেও তা মঙ্গলজনক নয়।

ঃ বটে ! তাহলে কি করবেন আপনি ?

ঃ জ্ঞানের উপর উঠলে কিছু তো করতেই হবে আমাকে। কিন্তু ঘটনা অতদূর গড়াবে না।

ঃ মানে ?

ঃ আমাকে কিছুই করতে হবে না। এখনই এই শহরের যে কেউ এখানে এলে আর আমার সাথে আপনার এই আচরণ দেখলে, তাকেই আমি সামলিয়ে রাখতে পারবো না। আপনি যতবড় রাজপুত্রই হোন না কেন, রে রে করতে করতে সে বা তারাই আপনার হাড়গুলো পিষে ফেলবে।

আসমান শর্কীর হুঁশ হলো। তাঁর ঐ কয়েকজন পীরমুর্শিদ ছাড়া, আল আজাদের বিরুদ্ধে এই শহরে যার সাথেই কথা বলতে গেছেন তিনি, সে একজন ফালতু লোক হলেও, সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে তিনি আগুনের ঝিলিক দেখেছেন। বিক্রম খাটো করে আসমান শর্কী এবার ঝুটমুট বললেন—তাহলে আপনি যাবেন না এই রাজধানী ছেড়ে ?

ঃ আমি কি করবো সেটা আমার ব্যাপার। আপনাকে সে হিসেব দেয়ার গরজ কিছু আছে আমার ?

আল-আজাদ প্রস্থানোদ্যোগ করলেন। আসমান শর্কী সক্রোধে বললেন—ঠিক আছে ! স্বেচ্ছায় না গেলে, কিভাবে আপনাকে যেতে হয়, তা শিগ্গিরই টের পাবেন।

বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ালেন আল-আজাদ। মুখাকৃতি কঠিন করে বললেন—কি বললেন ?

তৎক্ষণাৎ আসমান শর্কী নিজের পথে হাঁটা দিলেন। কিয়দ্দূর এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে বললেন—যেতে আপনাকে হবেই, এই আমার শেষ কথা।

—বলেই ফের পথ চলতে শুরু করলেন আসমান শর্কী।

এই কিসিমের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে ভেবে, শাহী মহলে যাওয়ার উৎসাহ আল-আজাদের ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। এমতাবস্থায় কুদরত খাঁ এসে তাঁকে আরজুবানুর জোর আহবান জানালো। না করতে পারলেন না। সাত পাঁচ ভেবে আল-আজাদ ফের সসংকোচে শাহী মহলে রওনা হলেন।

www.amarboi.org

শাহজাদীর কাব্যচর্চার কক্ষে এসে আল-আজাদ দেখলেন, শাহজাদী আগেই এসে কক্ষের মধ্যে ইতস্তত পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। কণ্ঠে একটা শব্দ তুলে আল-আজাদ কক্ষে প্রবেশ করতেই শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বললেন—জানান দিতে হবে না। আমি আগেই টের পেয়েছি। আসুন—

আল-আজাদকে বসার ইংগিত দিয়ে নিজেও তাঁর সামনে এসে বসতে বসতে পুনরায় তিনি বললেন—এলেন আপনি তাহলে? আল-আজাদ বললেন—জি এলাম। কড়া তলব, না এসে উপায় আছে?

ঃ বোরকাটা কোথায় রেখে এলেন? বাইরে?

আল-আজাদ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—বোরকা!

শাহজাদী অবিচল কণ্ঠে বললেন—আপনাকে নিয়ে ঘর করার কিস্‌মত যদি হয়ই আমার, আপনাকে মানুষ করে তুলতে যে অনেক তকলিফ পেতে হবে আমাকে, তা এখনই বুঝতে পারছি।

আল-আজাদ লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—কি রকম?

ঃ ভদ্রতা জিনিসটা প্রশংসার। কিন্তু অতি ভদ্রতা প্রশংসার নয়। ওটা বদগুণ আর কাপুরুষতারই নামান্তর।

ঃ জি?

ঃ আমাদের শাদির একটা চিন্তা-ভাবনা ভাইজানেরা করছেন তো কি হয়েছে? আমরা কি শিশু? নাকি দাদী-নানীরা সখ করে দুই বালক বালিকার শাদির কথা তুলেছেন যে শরমে আমাদের নুয়ে পড়তে হবে?

ঃ তা ঠিক। তবে—

ঃ কোন সখের শাদি নয়, চূড়ান্ত সংগ্রাম করে যে শাদিটা ঘটিয়ে তুলতে হবে, সেখানে সামর্থবান জোয়ান পুরুষের এই লাজুক লাজুক আচরণ করার মওকা কিছু আছে?

ঃ তা কথাটা আসলে—

ঃ কথাটা যা-ই হোক, পরিস্থিতির ক্রমেই যে হারে অবনিত ঘটছে, তাতে ঘরেই আপনি চুপচাপ বসে থাকতে পারছেন এখনও?

শাহজাদীর বিপুল এই অভিযোগের মুখে আল-আজাদ ধীর কণ্ঠে বললেন—দেখুন, অবস্থা আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা এখানে ব্যস্ত হয়ে কি করবো বলুন? শাহজাদা ফিরুজ শাহ সাহেব আর আমার দোস্ত শমশের আলী এ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করছেন। তাঁদের উপর ভরসা করে থাকা ছাড়া নিজেদের তো করার কিছু দেখছিনে আমি এখন? বিশেষ করে শাহান শাহ লড়াই থেকে ওয়াপস্ না আসাতক্—

ঃ কিন্তু তাঁরাও যদি ব্যর্থ হোন শেষ পর্যন্ত? শাহান শাহও এসে যদি বেঁকে বসেন বিলকুল? তখন?

ঃ তখনও যা করার তা শাহজাদারাই করবেন। সে আশ্বাস আমি পেয়েছি আর সে বিশ্বাসও আমার আছে। আমরা অনর্থক অধিক ব্যস্ত হয়ে উঠলে, তাঁদের কাজে আমাদের শুধু বিঘ্ন সৃষ্টিই করা হবে। ফল কিছুই হবে না।

www.amarboi.org

ঃ কিন্তু—

ঃ না-উম্মিদ হলে চলবে কেন? আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা রাখতে হবে আমাদের। তাঁর যা ইচ্ছে, শেষ পর্যন্ত হবে তো তা-ই। আমরা অধিক হাত-পা ছুড়লেই কি তাঁর ইচ্ছার ব্যতিক্রম কিছু হবে?

শাহজাদী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। এরপর তিনি হতাশ কণ্ঠে বললেন—হুঁ! আমি বুঝতে পেরেছি।

ঃ কি বুঝতে পেরেছেন?

ঃ আমার ঐ কবিতায় আমিরজাদী ফারজানার যে ছবি এঁকেছি আমি, ওটা এখন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে, দেখতে পাচ্ছি। আপনার মধ্যে ভদ্রতার যা আধিক্য, তাতে অপ্রীতিকর হাওয়াটা প্রবল বেগে বইতে শুরু করলেই যে আপনি ভদ্রতার খাতিরেই খামুশ হয়ে যাবেন, এ সন্দেহ দীলে আমার জোরদার হচ্ছে ক্রমেই।

হতাশ দীলে শাহজাদী মাথা নীচু করলেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আল-আজাদ বললেন—শাহজাদী, আল্লাহর কি ইচ্ছে আমি জানিনে। তবু একটা বিশ্বাস আপনি রাখতে পারেন যে, খামুশ যদি হয়েই যায়, আল-আজাদের প্রাণহীন দেহটাই খামুশ হয়ে যাবে, জিন্দা আল-আজাদ খামুশ কখনো হবে না বা পালিয়েও যাবে না।

নতমস্তক তুলে শাহজাদী সঙ্গে সঙ্গে বললেন—জি?

ঃ সে মানুষও সে নয়, সে অবস্থাও আর তার নেই।

ঃ সত্যিই?

ঃ এ বিশ্বাস নির্দ্বিধায় আপনি রাখতে পারেন।

ঃ কিন্তু পাখী যদি ইতিমধ্যেই হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে জিন্দা অবস্থাতেই খামুশ হওয়া ছাড়া আল-আজাদের আর উপায় থাকবে কি?

ঃ নসীব নারাজ হলে তাও ঘটতে পারে। তবে জিন্দা আল-আজাদের তখন খামুশ থাকার প্রশ্নটা আরো অধিক অবান্তর।

ঃ কি রকম?

ঃ সে ক্ষেত্রে, তাকে যখন খামুশ কেউ দেখবে, সে ব্যক্তি দেখবে, যিকারগ্রস্ত আল-আজাদের দেহটাই কোন ভাগাড়ে বা পথপ্রান্তে খামুশ হয়ে পড়ে আছে। তাতে প্রাণ তখন আর নেই।

আল-আজাদের এই আত্মপরিচয় শাহজাদীর মর্মস্থল স্পর্শ করলো। এক অনির্বচনীয় তৃপ্তির প্রভায় শাহজাদীর মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি আপ্লুত কণ্ঠে বললেন—কবি!

ঃ এর চেয়ে বাস্তব কিছুই আমার সামনে নেই আর শাহজাদী।

ঃ কবি! সত্যিই আমি এতবড় আসনটাই লাভ করেছি দীলে আপনার?

ঃ আমার জিন্দেগীর মোড়টা যে ঘুরিয়ে দিয়েছেন আপনিই? আমার জিন্দেগীর অপমৃত্যু রোধ করেছেন আপনি। অন্ধের চোখের জ্যোতি হয়ে রূপ-রস-গন্ধ ভরা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির যে অপরূপ সৌন্দর্য আমাকে অবলোকন করিয়েছেন, সে জ্যোতি হারিয়ে কি অন্ধত্বে আর ফিরে যেতে পারি আমি?

ঃ কবি!

ঃ তাই বলছিলাম, আল্লাহ তায়ালা সবুরকারীদের পক্ষে থাকেন, একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে কেন?

www.amarboi.org

ঃ কিন্তু সামনে যে চরম বিপদ আমার কবি ?

ঃ চরম বিপদ আর জুলুমের মধ্যে দিয়েই আমাদের টিকে থাকতে হবে। উপায় যখন থাকবে না তখন তামাম পরিস্থিতিই নীরবে মেনে নিতে হবে আমাদের। যার বিহিত করা যাবে না, সে জুলুম নীরবে সহ্য করাই হবে আমাদের সংগ্রাম। জুলুমেরও একটা শেষ আছে। আমাদের ধৈর্যের কাছে জুলুম একদিন পরাজিত হবেই। এরপর যদি বেঁচে থাকি, কামিয়াবও হবো আমরা ইনশাআল্লাহ।

ঃ কিন্তু—

ঃ একটা সত্যইতো এখানে একমাত্র বল আমাদের শাহজাদী। আর তা হলো, জুলুম মানুষকে বড়জোর হত্যা করতেই পারে, কিন্তু কাউকে দিয়ে কাউকে শাদি করাতে পারে না।

শাহজাদী আশার আলো দেখতে পেলেন। তিনি এবার উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—ঠিক-ঠিক। পথ আমি পেয়ে গেছি। আর আমার ভয় নেই।

ঃ আমরা যে একেবারেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে যাচ্ছি। কাজেই, তৈরী আমাদের থাকতে হবে এতটার জন্যেই। আল্লাহ তায়ালার রহম হলে, ভোগান্তির পরিমাণ অনেক কম হতেও পারে।

ঃ কবি।

ঃ তাছাড়া, পরিস্থিতিই দেখিয়ে দেবে কখন কোন পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের। পরিস্থিতিই পথ দেখিয়ে দেবে। জুলুম সহ্য করা মানে তো ঘুমিয়ে থেকে জুলুম সহ্য করা নয়। চোখ-কান সক্রীয়ই থাকবে সবসময়।

শাহজাদীর মনোবল দৃঢ় হলো। তিনি খোশদীলে বললেন—সাব্বাস্। আপনি শুধু কবিই নন, গভীর জ্ঞানে বলিয়ান আপনি এক বুজুর্গ ব্যক্তি। এত দৃঢ় আপনার মনোবল আর এত স্বচ্ছ আপনার প্রত্যয় ?

ঃ আমার জিন্দেগীর আদি ছবকটাই যে বড় কঠিন ছবক ছিল শাহজাদী।

ইতিমধ্যেই হা-হা করে ঘরে ঢুকলেন আসমান শর্কী। আল-আজাদকে লক্ষ্য করে তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন—অবোধ। এত স্পর্দ্ধা তোমার ? এরপরও আবার এই কক্ষে এসে ঢুকেছো ?

আল-আজাদ কিছু বলার আগেই শাহজাদী পাল্টা ধমক দিয়ে বললেন—থামুন। এখানে এসে চীৎকার করছেন কেন ?

আসমান শর্কী একই জোশে বললেন—কেন মানে ? এই বদমায়েশটা কোন সাহসে এখানে এসে ঢুকেছে, আমি তা জানতে চাই ?

ঃ তার আগে আমি জানতে চাই, আপনি কোন সাহসে আমার এই কক্ষে এসে ঢুকেছেন ?

হোঁচট খেয়ে আসমান শর্কী বললেন—কোন সাহসে। আমার এখানে আসতে সাহস লাগবে মানে ? যখন ইচ্ছে, যতবার ইচ্ছে, আমিই তো আসবো এখানে ?

ঃ আপনিই আসবেন ? এটা কি আপনার পৈতৃক তালুক ? আমার ঘরে যখন তখন আসবেন, এত সাহস কোথায় পেলেন আপনি ?

আসমান শর্কী সক্রোধে বললেন—বটে। আমার তাহলে আসা এখানে নিষেধ ?

www.amarboi.org

ঃ একশোবার নিষেধ। আপনি আমার কে আর কোন কুটুম যে, আমার ঘরে আসবেন আপনি ?

ঃ তাহলে ও আপনার কে ? ও কেন আপনার ঘরে এসেছে ?

ঃ উনি আমার সব। উনি হাজার বার আসবেন। আপনি কেন এসেছেন ?

ঃ উনি আপনার সবতো আমি কি ?

ঃ জঞ্জাল। পথ থেকে উড়ে আসা আবর্জনা।

আসমান শর্কী গর্জে উঠে বললেন—কি ! এতবড় অপমান ? এ অপমান আমি সহ্য করবো ভেবেছেন ?

ঃ সে আপনি কি করবেন সেটা আমার জানার দরকার নেই। আপনি বেরিয়ে যান। আপনার বেহায়াপনা অনেক সহ্য করেছি। আর সহ্য করবো না।

ঃ খবরদার—

ঃ চীৎকার করবেন না। দাদু সাহেব আজ নেই বলেই এখনও আমার সামনে মাথাটা ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি থাকলে—

ঃ হুঁশিয়ার বেত্তমিজ আউরাত !

ঃ খামুশ ! ভুলে যাবেন না, এখনও আমার এক ডাকে হাজার শান্ত্রী ছুটে এসে টুটিটা টিপে ধরবে আপনার। বেরিয়ে যান—

কক্ষের মধ্যে গোলমাল শুনে কয়েকজন শান্ত্রি ইতিমধ্যেই ছুটে এলো। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁরা কুর্ণিশ করে বললো—গোলমাল কিসের হুজুরাইন ? কোন মুসিবত ?

আসমান শর্কীকে লক্ষ্য করে আরজু বানু বললেন—কি ? স্বেচ্ছায় যাবেন, না হুকুম দেবো ওদের ?

চমকে উঠে আসমান শর্কী পিছু হটতে লাগলেন এবং ক্রোধভরে বললেন—বটে! এর বদলা আমি না নিয়ে ছাড়বো না—

আসমান শর্কী দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন। আরজুমান্দ্ বানু শান্ত্রিদের লক্ষ্য করে বললেন—আপাতত আর মুসিবত নেই। আপনারা আপনাদের কাজে যান—

কুর্ণিশ করে শান্ত্রিরা চলে গেল। আল-আজাদ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—মাত্রাটা বোধহয় বেশী হয়ে গেল।

শাহজাদী বললেন—হলেও উপায় নেই। ও যে রকম বেহায়া, তাতে এর চেয়েও অধিক শক্ত হওয়া আমার অনেক আগেই উচিত ছিল।

ঃ কিন্তু ফল কি এতে ভাল হবে ?

ঃ ভাল যে হবে না, তা আমিও বুঝি। কিন্তু মরতে হলে হাতীর পায়ের তলে পড়েই মরবো, তবু চামচিকের ঐ লাথি সহ্য করবো না।

ঃ তা অবশ্য ঠিক। যে রকম বেয়াদব ওটা, তাতে আস্কারা পেলে মাথায় উঠে বসতে চাইবে।

ঃ সেই জন্যেই আমাকে আরো শক্ত হতে হবে, তা যে মুসিবতই আসুক। কিন্তু আপনি এখন উঠুন। কথা আমাদের ঐ রইলো, ভাইজানেরা সুবিধে করতে পারলে তাঁরা করবেন, না পারলে আমাদের নিজেদেরকেই জুলুমের মাঝে রাহা খুঁজে নিতে হবে।

www.amarboi.org

আল-আজাদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—জি-জি। কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি ?

ঃ আপনার আবার কোন মুসিবত হয় এখনই—

ঃ সে যা হয় হোক। মুসিবতের জন্যে আমি এখন থেকেই তৈয়ার। কিন্তু ওর উল্টোপাল্টা নালিশ শুনে এখনই কে আবার এসে কোন কটুকথা বলে আপনাকে তার ঠিক কি ? আমি সব সইতে পারবো, কিন্তু আপনার কোন অপমান আমি সহ্য করতে পারবো না।

ঃ শাহজাদী।

ঃ জুলুমের ভয় করলে আমাদের চলবে না, একথা তো আপনারই। কাজেই ও নিয়ে ভাববেন না। আপনি আসুন—

ঃ তা ঠিক। তাহলে যাই—

ঃ যাই নয়। বলুন, আসি—

ঃ জি-জি। আসি—

উভয়ের দিকে চেয়ে উভয়েই হাসলেন।

আরজু বানুর তাড়া খেয়ে আসমান শর্কী ছুটে কৌজিয়া বানুর সামনে এসে আছাড় খেয়ে পড়লেন। জালাল শর্কীও পাশেই ছিলেন কৌজিয়ার। ঘটনা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন শাহজাদী কৌজিয়া বানু বেগম। ফনিনীর মতো ফুঁশতে ফুঁশতে বললেন—এতটাই দুব্যবহার করেছে সে ? এমন সাহসও হলো তার ?

আসমান শর্কী কাতর কণ্ঠে বললেন—জি ভাবী সাহেবা, জি।

ঃ ওহ্‌হো, আলামত তো মোটেই তাহলে ভাল নয় ? নিশ্চয়ই কোন বদমতলব এঁটে নিয়েছে সে !

ঃ এঁটে নিয়েছেই শুধু ? বেলাভর বসে এঁটেছে। ঐ লোকটাই নাকি আরজু বানুর সব।

ঃ একথাও বললে সে।

ঃ মুখের উপর বললে। ঐ খন্নাস আউরাত আর কাউকে পরোয়াই করছে না। ঐ বদমায়েশটাকেই আঁকড়ে ধরে আছে।

ঃ সেকি !

আসমান শর্কী অসহায় কণ্ঠে বললেন—ও যদি ঐ লোকটাকেই শাদি করে ফেলে তাহলে আমার কি হবে ?

ঃ শাদি করে ফেলবে মানে ?

ঃ অসম্ভব কি ? আমাকে যখন আদৌ পাত্তা দেয় না, তখন তার তো ঐরকম একটা মতলব থাকাই স্বাভাবিক।

ঃ কি বলছো তুমি ?

ঃ এত হুমকি দিচ্ছি, তবু ঐ শয়তানটার এখানে বার বার আসার কারণ কি ? আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই ঐ আরজুটা ঐ ব্যাটাকেই গোপনে শাদি করে বসবে। সেই যুক্তিই করছে তারা বসে বসে।

জালাল শর্কী মুখ খুললেন এতক্ষণে। তিনি বললেন—সেকি কথা ! এত সাহস হবে তার ?

www.amarboi.org

আসমান শর্কী বললেন—কেন হবে না ? শাহান শাহকে নিয়ে ঐ কমিনা আউরাতটার যত তেজ দেখলাম, তাতে ঐ আল-আজাদকেই গোপনে শাদি করে নিতে তার ভয় কি ? শাদির পর কয়টা দিন কোনমতে কাটিয়ে দিতে পারলেই তো শাহান শাহ এসে পড়বেন। তখন আর তাকে পায় কে ?

ঃ এ্যাঁ ! তাই নাকি ?

ঃ আমার তাহলে হবে কি ?

ফৌজিয়া বানু চমকে উঠলেন। তিনি শশব্যস্তে বললেন—ঠিক-ঠিক ! আসমানের কথা বিলকুল ঠিক। ঐ শয়তানী নির্ঘাত এই তালেই আছে। এখনও পর্যন্ত বাড় যখন তার কমলো না, তখন আর বুঝতে আমার বাঁকী নেই। মেহের বিবিও এই সন্দেহই করছে।

জালাল শর্কী বললেন—তাহলে ?

ফৌজিয়া বানু বললেন—তাহলে আর কি ? চলুন-চলুন, মেহের বিবি সহকারে সবাই আমরা এক্ষুণি আব্বাজানের কাছে যাই চলুন—

সদলবলে মেয়ে জামাইকে হাজির হতে দেখে শাহজাদা নসরত শাহ সবিস্ময়ে বললেন—আবার কি হলো ?

ফৌজিয়া বানু ডুকরে উঠে বললেন—গেল আব্বাজান, মান-ইজ্জত সব গেল।

ঃ গেল মানে ?

ঃ মানে কাব্যচর্চার নামে ওরা দুইজন ঐ কক্ষের মধ্যে একেবারেই যাচ্ছে-তাই করে চলেছে দৈনিক। একেবারেই কেলেংকারীর একশেষ ! ছি-ছি-ছি ! এই আসমানটা আজ হাতে নাতে ধরে ফেলেছে দু'জনকে।

নসরত শাহ গর্জে উঠে বললেন—ফৌজিয়া বানু !

ফৌজিয়া বানু সখেদে বললেন—আমার উপর গোস্বা হচ্ছেন কেন আব্বাজান ? আমার কি কসুর ? জাজ্বিল্যমান ঘটনা, সবাই এরা দেখছে ও দেখলো, আর আপনি আমাকে ধমক দিচ্ছেন কেন ?

ক্রোধভরে নসরত শাহ বললেন—ঐ আল-আজাদ এখনও আসে আরজু বানুর কাছে ?

ঃ আসে মানে কি ? প্রায় দৈনিকই আসে।

ঃ সেকি !

ফৌজিয়া বানুর ইশারায় মেহের বিবি সঙ্গে সঙ্গে কুর্নিশ করে বললো—জি হুজুর, জি। আমি তো ঐ শাহজাদীর খাস বাঁদী। আমি সব জানি। প্রায় দিনই সে আসে আর এলেই শুরু হয় বিশ্রি রকমের ঢলাঢলি। ওসব আর দেখা যায় না।

ঃ তাজ্জব !

আসমান শর্কী বললেন—আজ আমি স্বচোক্ষে যা দেখলাম, তাতে মান-সম্মান এ বংশের কিছুই আর রইলো না।

ঃ তুমি ঠিক বলছো ?

ঃ আমি হলপ করে বলছি জনাব। বেআব্রু অবস্থায় ঐ বদমায়েশটার সাথে আরজু বানু বেপরোয়াভাবে ঢলাঢলি আর হাসিহাসি করছিলো। হঠাৎ আমি তা দেখে ফেলায় আরজু বানু তখনই আমাকে পাইক দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে যারপর নেই অপমান

www.amarboi.org

করলো আর এসব কথা কাউকে আমি বলে দিলে, আমার মাথাটাই কেটে নেবে বলে হুমকি দিলো।

নসরত শাহ ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলো। তিনি বিপুল বিস্ময়ে বললেন—এসব কি বলছো তোমরা? এসব যে চিন্তাই করতে পারছিনে আমি?

ফৌজিয়া বানু ফোড়ন কেটে বললেন—এইটুকুই চিন্তা করতে পারছেন না আব্বাজান? আরো যে মতলব তারা এঁটেছে, তা শুনলে তো মাথায় আপনার আগুন ধরে যাবে।

ঃ আরো মতলব?

ঃ শিগ্গিরই ওরা দু'জন দু'জনকে শাদি করবে গোপনে। আজ কি কালের মধ্যেই।

নসরত শাহ গর্জে উঠে বললেন—হুশিয়ার!

মেহের বিবি সঙ্গে সঙ্গে বললো—জি জনাব, একদম সত্যি কথা। আমি নিজের কানে ওদের মধ্যে এ আলোচনা শুনেছি। ভয়ে আমি বলতে পারিনি।

আসমান শর্কী বললেন—ওদের আমি দেখে ফেলার আগেই আরজু বানুকে বলতে শুনলাম, আজ রাতেই তোমার ওখানে আসছি আমি। যোগাড় যন্ত্র ঠিক রেখো। শাদিটা আজ রাতেই সেরে ফেলতে হবে আমাদের।

ঃ জালালউদ্দীন?

ঃ জি আব্বাজান। এই মতলবই নিয়েছে তারা।

শাহজাদা নসরত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। হুংকার দিয়ে বললেন—এয়, কুই হ্যায়—

সঙ্গে সঙ্গে দ্বার রক্ষী ছুটে এসে বললো—হুকুম হুজুর।

ঃ শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমকো পাকড় লাও—আভ্‌ভি—

খানিক পরেই মহিলা প্রহরী বেষ্টিতা আরজুমান্দ বানু বেগম এসে শাহজাদা নসরত শাহর সামনে দাঁড়ালেন। শাহজাদা নসরত শাহ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে আরজুবানুকে প্রশ্ন করলেন—আল-আজাদ আজ তোমার কাব্য কক্ষে এসেছিল?

আরজুবানুকে নীরব দেখে নসরত শাহ ফের সগর্জনে বললেন—কি, নীরব রইলে কেন? জবাব দাও। মিথ্যার আশ্রয় নিলে তোমাকে আজ আমি জীবন্ত কবর দেবো।

আরজুবানু ধীর অথচ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন—আমি মিথ্যা কথা বলিনে জনাব।

ঃ তাহলে উত্তর দাও, এসেছিল?

ঃ জি এসেছিল।

ঃ কি জন্যে এসেছিলো? কাব্যচর্চা করতে? কাব্যচর্চা করলে তোমরা বসে বসে?

ঃ জিনা।

ঃ তবে? কি করলে সারাবেলা?

ঃ আমাদের কিছু আলাপ ছিল।

ঃ আলাপ! কি সে আলাপ?

আরজুবানু আবার একটু নীরব হতেই পুনরায় ধমকে উঠলেন শাহজাদা নসরত শাহ। বললেন—জবাব দাও, কি সে আলাপ?

আরজুবানু অবিচল কণ্ঠে বললেন—আমাদের ব্যক্তিগত আলাপ।

ঃ ব্যক্তিগত আলাপ?

ঃ জি, একান্তই ব্যক্তিগত আলাপ।

www.amarboi.org

ঃ তা বলতে তুমি রাজী নও ?

ঃ জিনা, আমার পক্ষে বলা তা সম্ভব নয়।

ফৌজিয়া বানু সঙ্গে সঙ্গে বললেন—হলো তো আব্বাজান ? পেলেন তো এখন ?

নসরত শাহ্ আরজুবানুকে ফের প্রশ্ন করলেন—ঐ আল-আজাদকে শাদি করতে আগ্রহী তুমি ?

একটু থেমে আরজুবানু নির্বিকার কণ্ঠে বললেন—জ্বি।

ঃ ওকে ছাড়া আর কাউকে শাদি করতে চাও না ?

ঃ জ্বি না।

ঃ কাউকেই না ?

ঃ না।

বারুদের ঘরে আগুন লাগলো। ক্রোধোন্মত্ত শাহজাদা নসরত শাহ্ থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে হুংকার দিয়ে বললেন—তবেরে বংশের কলংক ! পথের জঞ্জাল। আমাদের এই আভিজাত্যের, এই সমুন্নত খানদানের মুখে এইভাবে কালী মেখে দেবে তুমি ? তোমার অনেক স্বেচ্ছাচার আমি সয়েছি, আর নয়। তোমাকে আর বাড়তে দেবো না !

—বলেই তিনি উপস্থিত মহিলা প্রহরীদের হুকুম করলেন—কয়েদ করো এই স্বেচ্ছাচারিনীকে। কয়েদ করে নিয়ে গিয়ে গারদে পুরে দাও—

মওকা বুঝেই ফৌজিয়া বেগম ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—আব্বাজান, গারদে না পুরে এই আসমানের সাথে এখনই ওর শাদিটা দিয়ে দিলেই তো সব ফ্যাসাদই চুকে যায় !

নসরত শাহর দুই চোখ জ্বলে উঠলো। তিনি শক্ত কণ্ঠে বললেন—না। সে এক্তিয়ার আমার নেই।

ঃ আব্বাজান !

ঃ শাহান শাহর অনুপস্থিতিতে তা করা আমার সম্ভব নয়। শাহান শাহ্ ফিরে এলে আর তাঁর অনুমতি পেলে তবেই তা আমার পক্ষে সম্ভব।

ফৌজিয়া বানু হতাশ কণ্ঠে বললেন—তাহলে—

ঃ এ কয়দিন গারদেই ও থাকবে। গোপনে শাদি করবে আল-আজাদকে, সে সুযোগ আমি তার রাখবো না।

বলেই তিনি মহিলাদের ফের বললেন—দেখছো কি ? কয়েদ করো—

মহিলা প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ আরজুবানুকে কয়েদ করলো এবং শাহজাদার হুকুম অনুযায়ী আরজুবানুকে তারা মহিলাদের জন্যে নির্দিষ্ট কয়েদখানায় নিয়ে গিয়ে আবদ্ধ করে রাখলো।

১৬

আর এক নিদারুণ দুর্ঘটনায় শাহী প্রাসাদ সহ গোটা রাজধানীটা চমকে গেল। শাহজাদা নসরত শাহ্ সহ থর থর করে কেঁপে উঠলেন উজির-নাজির পাত্রমিত্র সেপাই শাস্ত্রী সকলেই। হাহাকার রব উঠলো চারদিকে। গোয়েন্দা প্রধান শমশের আলী নিহত !

www.amarboi.org

সকাল হয়ে বেলা অনেক বৃদ্ধি পেলো। নাস্তার ওয়াক্ত গড়িয়ে গেল। শমশের আলী ঘুম থেকে উঠলেন না। লোকজন সহকারে অনেক রাত অবধি কাজ করেছেন বলে প্রথম দিকে কেউ কিছু ভাবলেন না। অতপর ক্রমেই সবাই চিন্তিত হয়ে পড়তে লাগলেন। ডাকাডাকি, চীৎকার ও হৈ-হুল্লোর করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অবশেষে বাধ্য হয়ে ঘরের দুয়ার ভেঙ্গে ফেলা হলো। দুয়ার ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেই যারপরনেই আঁতকে উঠলেন সকলেই। হায়-হায় রবে সকলেই চীৎকার দিয়ে উঠলেন।

মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে শমশের আলীর প্রাণহীন দেহ। দেহে তাঁর কোথাও কোন ক্ষত চিহ্ন নেই। তাঁর হাতের কাছেই এক পানপাত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে। পানপাত্র বা পেয়ালা থেকে গড়িয়ে পড়া পানির দাগ লেগেই আছে মেঝেতে। পুরোপুরি তা এখনোও শুকায়নি। সেই সাথে আরো সবাই দেখলেন, তার পাশেই তাকের উপর পানির এক সুরাহি বা বর্তন। সুরাহির মুখ খোলা। সুরাহিটির চার ভাগের তিন ভাগই পানি ভর্তি। শমশের আলী প্রতি রাতে শোয়ার আগে পানি পান করতেন, এটা সবার জানা ছিল। ফলে, বুঝতে কারো আদৌ তকলিফ হলো না যে, সুরাহির ঐ পানি পানেই মৃত্যু ঘটেছে শমশের আলীর।

সঙ্গে সঙ্গে হেকিম এসে সুরাহির পানি পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষান্তে হেকিম সাহেব জানালেন, সুরাহির এই পানির সাথে এমনই এক তীব্র বিষ মিশিয়ে দেয়া আছে যে, এ পানি কেউ মুখে দেয়ার সাথে সাথেই সে ব্যক্তির কোন শব্দ করার বা ধাপ তোলার আর উপায় নেই। তৎক্ষণাৎ সে ঢলে পড়বে সেখানেই এবং পলকের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে।

মৃত দেহ পরীক্ষান্তেও দেখা গেল, ঐ বিষ মেশানো পানি পানই তাঁর মৃত্যুর কারণ। ঐ প্রেক্ষিতে সকলেই একমত হলেন যে, অনেক রাত পর্যন্ত শমশের আলী তাঁর যে গোয়েন্দাবাহিনী দিয়ে বৈঠক দরবার করেছিলেন, ঐ গোয়েন্দাদের মধ্যে নিশ্চয়ই দুশমনদের ভাড়া করা গাদ্দার ছিল কেউ না কেউ।

শমশের আলীকে ঐ অবস্থায় দেখা মাত্রই মূর্ছা গেলেন আল-আজাদ, শিরওয়ানী সাহেব, গোয়েন্দা ওয়ালী মাহমুদ ও আরো কয়েকজন। শুকুরউদ্দীন সুলতানের সাথে ছিলেন। থাকলে তারও ঐ একই অবস্থা হতো। এদের মূর্ছা ভাঙ্গানোর জন্যে চাকর-নফর সহকারে বহু সংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও আমির আমলা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে লাগলেন। মূর্ছা ভঙ্গের পর শিরওয়ানী সাহেব, ওয়ালী মাহমুদ ও অন্যান্যরা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু আল আজাদকে কিছুতেই আর সুস্থ করা গেল না। মূর্ছা একবার ভাঙতেই সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়তে লাগলেন। এই অবস্থায় একেবারেই আচার থাকার দরুণ শমশের আলীর দাফন কাফনেও আল-আজাদ শরিক হতে পারলেন না। জ্ঞান ফেরার পরও আরো কয়েকদিন তিনি অর্ধমৃত অবস্থায় বিছানাতেই পড়ে রইলেন।

কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর থেকেই আল-আজাদ আহাজারীতে বুক ফাটাতে লাগলেন। তিনি শমশের আলীর কবরের পাশে পুনঃ পুনঃ ছুটে গিয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন এবং পুনঃ পুনঃ বিলাপ করে বলতে লাগলেন—দোস্ত, তোমার এই হালতের জন্যে একমাত্র আমিই দায়ী। তোমার উপদেশ যদি তখনই আমি মেনে নিতাম, তাহলে আজ এভাবে মরতে তোমাকে হতো না আর আমিও এই দুরবস্থায় পড়তাম না। দূরে কোথাও আমরা এখন নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটাতে পারতাম.......।

www.amarboi.org

আল-আজাদকে কিভাবে প্রবোধ দেবেন তা ভেবে খাওয়াজগী শিরওয়ানী সাহেব সহ তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা সকলেই দিশেহারা হয়ে গেলেন। আল আজাদকে সামলাতেই তাঁরা পেরেশান হয়ে রইলেন।

এই দুর্ঘটনায় শাহজাদা ফিরুজ শাহও মস্তবড় আঘাত পেলেন। তিনিও কয়েকদিন শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে রইলেন। শমশের আলী সকলের এত প্রিয়ই ছিলেন যে, হাহাকারে মুমূর্ষু রাজধানী কয়েকদিনের জন্যে বিষাদের কাফনে বন্দী হয়ে রইলো।

সালতানাত ও প্রশাসনের জন্যে এই মুহূর্তে দুর্ঘটনা স্রেফ ঐ একটিই ছিল না। দুর্ঘটনা ঘটে গেল একাধিক। যে রাত্রে শমশের আলী নিহত হলেন, দেখা গেল সেই রাত্রেই কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন সনাতন সাহেব। কারারক্ষী হাবু প্রচুর অর্থের বিনিময়ে গাদ্দারী করে সনাতনকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিয়েছে এবং সেই সাথে সে নিজেও উধাও হয়ে গেছে। আরো দেখা গেল, ঐ একই সাথে রাজধানী একডালা থেকে পালিয়ে গেছেন সুলতানের প্রধান প্রধান হিন্দু সভাসদ, সভাকবি ও অমাত্যেরা। যাবার কালে তাঁরা অনেক ধন-সম্পদ নিয়ে গেছেন এবং জরুরী কাগজপত্রাদি অনেক মূল্যবান সম্পদ তাঁরা ধ্বংস করে রেখে গেছেন।

তামাম দুর্ঘটনা যুগপৎ যখন সালতানাতের ভারপ্রাপ্ত শাহজাদা নসরত শাহর গোচরীভূত হলো, মাথায় হাত দিয়ে তখনই তিনি ধপ্ করে বসে পড়লেন। আসমানটা গোটাই যেন তাঁর মাথার উপর ভেঙে পড়লো। পান থেকে চুনটুকুও যাতে করে না খসে, লড়াইয়ে যাবার প্রাক্কালে শাহান শাহ তাঁকে এই মর্মে পুনঃ পুনঃ হুশিয়ারী দিয়ে গেছেন। অথচ যা ঘটে গেল তার কোন মাপ পরিধি নেই। পান থেকে চুন খসে পড়া নয়, আসমান থেকে চন্দ্রসূর্য খসে পড়ার চেয়েও শাহজাদা নসরত শাহর কাছে তা ভয়াবহ। এই সমস্ত দুর্ঘটনার যে কোন একটিই তাঁর প্রাণদণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট। প্রশাসনের প্রতি তাঁর অমনোযোগ ও গাফিলতির কসুর এর একটির জন্যেই অমার্জনীয়। এতগুলো কল্পনাতীত দুর্ঘটনার খবর শাহান শাহর কানে গেলে, শাহান শাহ যে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শিরচ্ছেদের আদেশ দেবেন, এর মধ্যে নসরত শাহ আর ফাঁক দেখতে পেলেন না। দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় তিনি উন্মাদ হয়ে উঠলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর খেয়াল হলো আরজুমান্দ বানুর কথা। শাহান শাহর অত্যন্ত আদরের আরজু বানুর কথা। খেয়াল হতেই তিনি আরেক দফা আঁতকে উঠলেন। আঁতকে উঠেই ভাবলেন, হায়–হায়, এ আবার তিনি করেছেন কি ? আসল কাজ ফেলে রেখে এ আবার কি অকাজটা করে বসেছেন তিনি ! এ কসুরও শাহান শাহ আদৌ বরদাস্ত করবেন না। একি তাঁর মতিভ্রম !

খেয়াল হতেই তৎক্ষণাৎ তিনি উন্মাদের মতো ছুটে গেলেন কারাগারে। নিজের হাতে আরজু বানুকে মুক্ত করে দিয়ে তিনি যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিলেন আরজু বানুকে এবং তাঁকে যথাসম্ভব শান্ত করলেন।

মাত্রাহীন মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে শাহজাদার নসরত শাহর দিন কাটতে লাগলো। কেমন করে এত অঘটন সামাল দেবেন তিনি, এই ভাবনার মধ্যে তিনি আবার যখন দিশেহারা, ঠিক তখনই আরজু বানুকে কারামুক্ত দেখে কৌজিয়া বানু হৈ

www.amarboi.org

হৈ করে ছুটে এলেন তাঁর সামনে এবং রোষ ভরে আরজুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলেন। আগুনের ছ্যাঁকা লাগলো নসরত শাহর গায়ে। মহাক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে শাহজাদা নসরত শাহ তখনই তাঁকে পয়জার খুলে মারতে উদ্যত হলেন এবং ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন—শয়তানী, বজ্জাত, নচ্ছার, রাজধানীতে যখন কারবালার কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, সেই সময় তুমি শাহান শাহর আদরের নাতনী আরজু বানুকেই জব্দ করার কাজে আমাকে ব্যাপৃত করে রেখেছো? শমশের আলীর মৃত্যু, সনাতনের পলায়ন, সভাসদদের দুষ্কর্ম, এসব তো রোধ করতে গেলামই না, তোমার মতো খন্নাস আউরাতের কুমন্ত্রণায় পড়ে উল্টো আবার শাহান শাহরই প্রিয় পাত্রীকে কারারুদ্ধ করলাম। উঃ! এবে কি কসুর! কি আর এক দুর্ঘটনা! শুধু তোমাদের জন্যেই, তোমাদের শয়তানীতেই! দাঁড়াও, ভালয় ভালয় আব্বাজান ফিরে আসুন একবার, তোমার মতো বিষাক্ত দীলের তামাম লোকদের আমি লাথি মেরে শাহী প্রাসাদের বাইরে ছুড়ে দেবো। কসম আল্লাহর, তোমাদের আমি প্রাসাদ থেকে তাড়াবোই!

শাহজাদা নসরত শাহ মুখের কথা শেষ করতেই শাহজাদী ফৌজিয়া বানু আঁতকে উঠে পড়িমরি দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেলেন এবং সম্ভাব্য পয়জার পিটুনীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করলেন।

আততায়ীর হাতে আল-আজাদও মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। সুস্থ হয়ে উঠার পর শিরওয়ানী সাহেব আল-আজাদকে এই হিংস্র আবর্ত ত্যাগ করে নিজ গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্যে পুনঃ পুনঃ তাকিদ দিলেন। নিজে তিনি আল-আজাদকে নিয়ে গিয়ে পিতামাতার কাছে পৌছে দিয়ে আসতে চাইলেন। কিন্তু আল-আজাদ শুনলেন না। আকারে-ইংগিতে শিরওয়ানী সাহেবকে তিনি সকাতরে জানালেন, আরজুবানুকে ঐ আগুনের মধ্যে ফেলে রেখে তাঁর পক্ষে সরে যাওয়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এর একটা ফয়সালা তাঁকে করতেই হবে এখানে থেকে। শমশের আলীর মৃত্যুর সাথে তাঁর অর্ধেক মৃত্যু হয়েই গেছে। বাদবাকী মরণটুকুর আর পরোয়া তিনি করেন না।

শাহজাদা ফিরুজ শাহর উদ্যোগের কথা শিরওয়ানী সাহেবও জানতেন। আল-আজাদকে শাহী দরবারে প্রতিষ্ঠা করার একটা আশা রাখেন ফিরুজ শাহ সাহেব। আল-আজাদের হিল্লে যদি হয়ই একটা হোক, এইভেবে শিরওয়ানী সাহেবও আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমের কারামুক্তি ও শাহজাদা নসরত শাহর মানসিক পরিবর্তনের খবর পেয়ে আল-আজাদ পুনরায় শাহী মহলে যাত্রা করার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এই সময় মহলের এক নফর এসে খবর দিলো, শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগম সালাম দিয়েছেন তাঁকে। খবর পেয়ে আল-আজাদ নফরকে জানালেন, এখন অসময় হয়ে গেছে; ঐবেলায় অবশ্যই তিনি যাবেন।

সেই মোতাবেক বিকেলে তিনি রওনা হলেন। ঝিলের ধারের ফাঁকা মাঠটি পেরিয়ে তিনি আম বাগানের ভেতরের পথ ধরলেন। পাশাপাশি কয়েকটি আম গাছের জন্যে পথ যেখানে অকস্মাৎ বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকের মাথায় পা দিতেই বিষাক্ত এক তীর আল-আজাদের কানের একদম পাশ ঘেঁষে শোঁ করে গিয়ে আম গাছে বিদ্ধ হলো। আল-আজাদ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

www.amarboi.org

ঘটনাচক্রে ঠিক ঐ সময়ই শাহজাদা ফিরুজ কিছু পাইক প্রহরী সাথে নিয়ে ঝিলের ওপারে কি একটা কাজে যাওয়ার ইরাদায় বেরিয়ে ছিলেন। তিনি একই পথের বিপরীত দিক থেকে আসছিলেন। গাছগুলো থাকার জন্যে আল-আজাদ বা ফিরুজ শাহ কেউ কাউকে দেখতে পাননি। বিপরীত দিক থেকে শাহজাদা ফিরুজ রাস্তার ঐ বাঁকের কাছে পৌছতেই দেখলেন, শোঁ করে একটা তীর এসে আম গাছ বিদ্ধ করলো। সেই সাথেই দেখলেন, ঐ তীরটির লক্ষ্যবস্তু আল আজাদ। আল-আজাদের মস্তকের চুল পরিমাণ ফাঁক দিয়ে তীরটি এসে গাছ বিদ্ধ করলো। চমকে উঠে যেদিক থেকে তীর এলো সেইদিকে তিনি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করলো ফিরুজ শাহার পাইক প্রহরী সকলেই। সকলেই সবিস্ময়ে দেখলেন, বেশ একটু দূরে একটা ঝোপের আড়াল থেকে কালো পোষাকে সর্বাঙ্গ আবৃত এক ঘাতক জনসমাগম দেখে দ্রুতপদে পালিয়ে যাচ্ছে হাতের ধনুক ফেলে দিয়ে।

শাহজাদার ইংগিত পেয়েই তাঁর পাইক প্রহরী সবাই মার মার করে পলায়মান ঘাতকের পেছনে ছুটলো। আল-আজাদও ঘাতকটিকে দেখতে পেলেন। তিনিও ছুটতে গেলেন। শাহজাদা ফিরুজ তাঁকে হাত ইশারায় থামিয়ে দিলেন। লক্ষ্যবস্তু আল-আজাদ। আর কে কোথায় কিভাবে ওঁৎ পেতে আছে কে জানে!

শাহজাদার পাইক প্রহরী অনেক দূর ধাওয়া করে ঐ ঘাতককে শেষ পর্যন্ত পাকড়াও করতে সক্ষম হলো। পাকড়াও করে এনে শাহজাদার সামনে যখন ঘাতকের মুখের আবরণ খোলা হলো, তখন দেখা গেল সেই ঘাতকটি আসমান শর্কী।

আসমান শর্কীর এইটেই ছিল শেষ মন্ত্র। তাঁর গুরুদণ্ড শেষ দাওয়াই। আসমান শর্কীর বড় বল শাহজাদা নসরত শাহ নড়বড়ে হয়ে যাওয়ায়, আরজুবানুকে আপ্‌ছে আপ্‌ তাঁর পাওয়ার আশায় রাশি রাশি ছাই পড়ে। আরজুবানুর আচরণটা যা-ই হোক, আল-আজাদ অভাবে যে, আরজু বানু লা-ওয়ারিশ, নিলামী মাল, এটা বুঝতে আসমান শর্কীর বিলম্ব হয়নি। পীর সাহেবদের পোক্ত তালিম আসমান শর্কীর আছে। তালিম আছে, আল-আজাদ বিলীন হলেই আরজুবানু তাঁর বিবিজান। শাহান শাহ ফেরার আগেই সেই বিলীনটা সে না হলে, আঙুল চুষাই ভাগ্য তাঁর। শাহান শাহ ফিরে এলেই আরজু আজাদ অবিনশ্বর। স্বাধীন ও দুর্জেয়। তাদের নাকে দড়ি পরায় তখন সাধ্য কার।

কায়েমী এলেম, আখেরী ইলিম। সেই ইলিমই আসমান শর্কী এস্তেমাল করতে এসেছিলেন। কয়েকদিন ধরেই অবিরাম তিনি সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। আল-আজাদকে আরজুবানুর খবর দিয়ে সেই নফরটি ফেরার পথে আসমান শর্কীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তার সাথেই কৌশলে আলাপ করে আসমান শর্কী আল-আজাদের আগমন খবর জানতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী মতলব হাসিল করতে আসেন। কিন্তু বদনসীব। পড়বি পড় বাঘের ঘাড়ে। মতলব হাসিল করতে এসে নিজেই তিনি মৃত্যুকূপে পড়ে গেলেন।

শাহজাদার ইংগিতে তৎক্ষণাৎ শুরু হলো দস্তুর মতো ধোলাই। যথাযথ ধোঁপদুরস্তের পর শাহজাদা ফিরুজ শাহ আধমরা আসমানকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। বাতাস তখন আসমানদের প্রতিকূলে। আততায়ীর বিরুদ্ধে বাজার তখন উত্তপ্ত। ফলে, ফৌজিয়াদের সরফরাজী ফলপ্রসূ হলো না। আসামী আসমান শর্কী কানুনের শিকার হয়ে কয়েদখানায় দিন গুণতে লাগলেন।

www.amarboi.org

আল-আজাদকে শাহ্‌জাদা ঐ পথ থেকেই ফিরিয়ে দিলেন। আরজু বানুর সাথে প্রয়োজনীয় আলাপসালাপ তিনিই করবেন বলে সেদিকের দায়দায়িত্ব নিলেন এবং আল-আজাদকে আপাতত মকানেই থাকার নির্দেশ দিলেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানে মকানে তাঁর আজকেই প্রহরী নিয়োগ করবেন বলে জানালেন এবং প্রহরী ছাড়া একা একা তাঁকে পথ চলতে নিষেধ করলেন। সবশেষে শাহজাদা ফিরুজ আল-আজাদকে এই মর্মে আশ্বাস দিলেন যে, শমশের আলীর অভাবে নিজেকে আল-আজাদের একেবারেই অসহায় ভাবার কারণ নেই। সে অভাব যথাসাধ্য তিনিই পূরণ করবেন এবং শমশের আলীকে প্রদত্ত ওয়াদাও আল্লাহ্‌ চাহে তো রক্ষা তিনি করবেনই।

শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ফিরে আসছেন। উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্রকে কায়েমীভাবে পর্যুদস্ত করে বৃদ্ধ শার্দুল সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বিজয় গৌরবে বাঙ্গালা মুলুকে ফিরে আসছেন। অচিরেই তিনি রাজধানীতে পৌছবেন।

খবর এলো দূত মারফত। খবর শুনেই মৃতপ্রায় রাজধানী ফের সজীব হয়ে উঠলো। কেউ আনন্দে কেউ ভয়ে নিজ নিজ অবস্থানে সকলেই ফের কর্মব্যস্ত হয়ে পড়লো। রাজধানী ও শাহী প্রাসাদে শুরু হলো হরষ-বিষাদ মিশ্রিত এক গুঞ্জরণ।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন শাহজাদা ফিরুজ শাহ। এক্ষণে কি করবেন তিনি, সবিশেষ ভাবতে লাগলেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, আজাদ-আরজুর শাদি তাঁকে সুসম্পন্ন করতেই হবে এবং তা করার কারণে ঝুঁকিও একটা নিতেই হবে তাঁকে, এ নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। এখন সেই শাদিটা শাহান শাহর প্রত্যাগমনের আগে না পরে সম্পন্ন করবেন, এইটেই একমাত্র বিবেচনার বিষয়। সর্বদিক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি বুঝলেন, শাহান শাহ ফিরে আসার আগেই এদের শাদিটা সমাধা করে ফেলা সর্বোতভাবে বেহতর। ফিরে আসার পর শাহান শাহ ঐ শাদিতে অসম্মতি জানালে বা প্রবলভাবে আপত্তি তুলে বসলে, তখন বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। আপত্তির কথা জানার পরও এই শাদি দিয়ে বসলে তার চূড়ান্ত অবাধ্যতাই প্রকাশ পাবে এবং শাহান শাহর বিপুল রোষানলে পড়তে হবে তাঁকে। তার চেয়ে বরং শাহান শাহর মতামত পাবেনই এমন আশায় বা অজুহাতে একাজটি আগেই সম্পন্ন করে ফেললে, অসম্মতি থাকলেও শাহান শাহকে সামাল দেয়া অনেকটা সহজ হবে। অনুমতি পাওয়ার ভরসায় একটা কাজ করে ফেলেছি বলে আব্দার নিয়ে দাদুর কাছে যাওয়া যাবে এবং স্নেহের দাবীর বলে সম্মতি আদায়ের জন্যে পীড়াপীড়িও করা যাবে।

এই সিদ্ধান্তই স্থির করে আরজুবানু, মালতী বিবি, কুদরত খাঁ এবং আরজু-আজাদের শাদির ব্যাপারে সবিশেষ আগ্রহী এমনই আরো কয়েকজনকে নিয়ে শাহজাদা ফিরুজ শাহ পরিকল্পনায় বসলেন। বৈঠকে বসে সকলেই বিবেচনা করলেন, এই শাদি মোবারক সুসম্পন্ন করার পক্ষে এই সময়ই মোক্ষম সময়। শাহান শাহর আগমনের খবরে শাহজাদা নসরত শাহ এখন এতই ব্যতিব্যস্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত আছেন যে, এদিকে তাঁর নজর দেয়ার তিল পরিমাণ অবকাশ নেই। ওদিকে আবার কৌজিয়া বানুর দলও চরম ধাক্কা খেয়ে, বিশেষ করে আসমান শকীর ঐ চক্রান্তটি ফাঁশ হওয়ার ফলে, ভয়ে ও তরাশে এমনিভাবে ঘরের কোণে ঠাঁই নিয়েছেন যে, আরজু-আজাদ কোথায় বা কি করছেন, এসব দিকে তাকানোর তাদেরও ফুরসুৎ নেই। এই ফাঁকে

www.amarboi.org

কোথাও এদের নিয়ে গিয়ে শাদির কাজটা সম্পন্ন করে ফেলা এখন অত্যন্ত সহজ। সেই সাথে এটাও সবাই বিবেচনা করলেন যে, শাহান শাহ এসে পৌছার ঠিক আগের রাতে এ কাজটি করতে হবে যাতে করে কি হলো—কি হয়েছে, এসব বুঝে উঠার অধিক সময় কোন লোকই না পায়। শাহান শাহ আসার পর তাঁর সম্মতিটা লাভ করতে পারলেই ব্যস্ ! যে যা বুঝে বুঝুক।

এই শাদির কাজের স্থান হিসেবে শাহজাদা ফিরুজ শাহ জানালেন, সভাকবিদের পরিত্যক্ত মহলগুলোর একটি মহল তাঁর নিজের কাজের অজুহাতে শাহজাদা ফিরুজ অবিলম্বেই দখল করে নেবেন। শাদির কাজ সেখানেই সুসম্পন্ন করা হবে এবং দুলাহ্-দুলহীনদের সাময়িকভাবে সেখানেই লুকিয়ে রাখা হবে।

পরিকল্পনা শেষ করে উঠে এলেন ফিরুজ শাহ। আল আজাদকে সেই মোতাবেক তৈয়ার থাকার নির্দেশ দিয়ে পরের দিনই তিনি সভাকবিদের পরিত্যক্ত মহলগুলোর নিরাপদ ও নির্জন এক মহল দখল করে নিলেন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে তাঁর লোক-নফরদের লাগিয়ে দিলেন।

ঘনিয়ে এলো দিন। খবর হলো আগামীকাল প্রত্যুষেই শাহান শাহ রাজধানীতে পৌছে যাবেন। শুরু হলো শাহজাদা ফিরুজের পরিকল্পনার কাজ।

ফিরুজ শাহর দখলীকৃত নয়া ভবন দেখার নামে আরজু বানু সহকারে শাহী মহলের ছোট একটি দল বিকেলেই মহল থেকে বের হলো। আল-আজাদও যথাসময়ে সেখানে হাজির হলেন। মওলানা সহ শাদির সংক্ষিপ্ত আনজামাদি সাঁঝের মধ্যেই যোগাড় করা শেষ হলো। আঁধারটা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথেই সবাই মিলে অতি সংগোপনে আল-আজাদ ও শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমের শুভ শাদি সুসম্পন্ন করলেন। অতপর নির্দিষ্ট বাসর কক্ষে দুলাহ-দুলহীনকে তুলে দিয়ে শাহী মহলের ঐ ভবন-দেখা দলটি ফের শাহী মহলে ফিরে এলো। আরজুবানু দলের মধ্যে রইলেন কি না, এ নিয়ে কারো উৎসাহও কিছু ছিল না, তা ভ্রূক্ষেপও কেউ করলো না। নিজস্ব পাইক-প্রহরী বসিয়ে দিয়ে শাহজাদা ফিরুজ শাহ দুলাহ-দুলহীনের ভবনটির নিরাপত্তা বিধান করে চলে এলেন।

সুবহে সাদিকের ওয়াক্তে বাঙ্গালার মুক্ত বিজয়ী সুলতান শাহান শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ রাজধানীতে পদার্পণ করলেন। একের পর এক তামাম দুর্ঘটনার খবর তিনি পথের মাঝেই পেয়েছিলেন। বিজয়ের আনন্দ তাঁর পথের মাঝেই মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল। তিনি পথের মাঝেই খবর পেলেন, তাঁর বুকের বল ও দক্ষিণ বাহু, তাঁর অতিপ্রিয় ও সৎ-সুন্দর শমশের আলী শহীদ হয়েছেন আততায়ীদের ষড়যন্ত্রে। খবর পেলেন, কুচক্রী প্রধান দবীর-ই-খাস সনাতন স্বার্থন্বেষী গাদ্দারদের হাত করে পালিয়ে গেছেন কারাগার থেকে। পালিয়ে গেছেন বিশ্বাসঘাতক বিধর্মী সভাসদ ও শাহীকর্মীদের অনেকেই। তিনি খবর পেলেন, তাঁর গুণগানকারী স্বার্থলোভী ও মৌসুমী গানের পাখী সভাকবিদেরও অনেকেই উড়ে গেছেন সেই সাথে এবং তাঁরা ভিন্ন বলয়ে বসে এখন উল্টো সুর ধরেছেন।

তামাম দুঃসংবাদ একের পর এক শুনে এবং শমশের আলীর অপমৃত্যুতে মুহ্যমান হয়ে বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ টলতে টলতে রাজধানীতে পৌছলেন। রাজধানীতে পৌছে সৈন্য সামন্ত সহকারে যুদ্ধের বেশেই তিনি সর্বাগ্রে শমশের আলীর কবর জেয়ারত করলেন এবং অঝরে অশ্রু ঢেলে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করলেন।

www.amarboi.org

অতপর সেপাই সেনাদের বিদায় করে দিয়ে তিনি শাহী মহলে ঢুকলেন। যুদ্ধের বেশ না খুলেই তিনি তাঁর খাশ কামরার নীচের ঘরে বসে অন্যান্য সকলের কুশল নিতে লাগলেন। এ প্রসঙ্গে শমশের আলীর নিত্য সঙ্গী আল আজাদ ও তাঁর পরম আদরের আরজুবানুর কথাই অতিসত্বর সুলতানের দীলে উদয় হলো। দু'একজনের কুশল নেয়ার পরেই এদের খবর জানতে চাইলেন সুলতান। তিনি শশব্যস্তে শাহজাদা নসরত শাহকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। শাহজাদা নসরত শাহ এ কয়দিন কোন খবরই রাখেননি তাঁদের। তদুপরি আরজুর প্রতি তার বিগত আচরণের কথা স্মরণ করে নসরত শাহ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন এবং অতপর কেবলই থতমত করতে লাগলেন।

তা দেখে শাহান শাহ শংকিত হয়ে উঠলেন এবং ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—তার মানে! তুমি সরাসরি জবাব দিতে পারছো না কেন? তবে কি তাদেরও কোন অকল্যাণ ঘটেছে?

ঘাবড়ে গিয়ে নসরত শাহ পুনরায় থতমত করে বললেন—জনাব।

ঃ তারা সহিসালামতে ছিল বা আছে তো? নাকি তাদেরও কবর দিয়ে রেখেছো?

শাহান শাহ অস্থির হয়ে উঠলেন। শাহজাদা নসরত শাহরও সার্বঙ্গে কাঁপন ধরে গেল। তিনি ভেবে দেখলেন, আল-আজাদের উপর তাঁরই মেহমান আসমান শর্কীর হামলার আর আরজুবানুকে তাঁর কয়েদ করার—এই উভয় খবর এই মুহূর্তে ফাঁশ হলে তাঁর আর রক্ষে নেই।

পিতা ও পিতামহকে ঐ অবস্থায় দেখে শাহজাদা ফিরুজ শাহ সামনে এগিয়ে এলেন এবং সবিনয়ে বললেন—ওদের তামাম খবর আমি জানি দাদু। আমাকে প্রশ্ন করুন।

শাহান শাহ বিপুল আগ্রহে বললেন—তুমি জানো? কি খবর ওদের? ওরা সহিসালামতে আছে তো?

ঃ জি দাদু। বর্তমানে সর্বোতভাবে সুখেই আছে ওরা।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ!

শাহান শাহর পাণ্ডুর মুখে রক্ত ফিরে এলো। তিনি পরম আগ্রহে ফের বললেন—তাহলে কোথায় তারা? আরজুবানু কৈ? ডাকো তাদের এখানে!

শাহজাদা ফিরুজ ইতস্তত করে বললেন—আমার একটা আরজ আছে দাদু। তাদের ডাকার আগে আমার সেই আরজটা আপনি মেহেরবানী করে মঞ্জুর করুন।

ঃ আরজ!

ঃ জি দাদু, সবিনয় আরজ। আমিও তো ওদের মতোই প্রিয় একজন আপনার। আপনার স্নেহের দাবী নিয়েই আমি এ আরজ পেশ করছি। আপনি আগে কথা দিন, আমার আরজটা মঞ্জুর করবেন আপনি?

শাহান শাহ হতবাক হয়ে গেলেন। আদরের পৌত্র ফিরুজ শাহর একান্ত পীড়াপীড়িতে শাহান শাহ বললেন—আমার সাধ্য মতো হলে আমি অবশ্যই মঞ্জুর করবো। বলো, কি সে তোমার আরজ?

ঃ আমি একটা কাজ করে ফেলেছি দাদু। আপনি আমার সেই কাজটি অনুমোদন করবেন, এই আমার আরজ।

www.amarboi.org

ঃ কাজ !

ঃ আপনি দরাজদীল। সহৃদয়ভাবে নিলে আমার সেই কাজটি অনুমোদন করা আপনার পক্ষে আদৌ কিছু কঠিন নয়।

শাহান শাহ্ অধৈর্য হয়ে বললেন—আহ্ ফিরুজ ! আমাকে আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখো না। কি বলতে চাও, তা সরাসরি বলো—

সাহস সঞ্চয় করে শাহজাদা ফিরুজ বললেন—আমি ওদের শাদি দিয়েছি মেহেরবান !

শাহান শাহ্ বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—শাদি ! কার শাদি ?

ঃ ঐ আল-আজাদের সাথে আমি আরজুবানুর শাদি দিয়েছি দাদু !

ঃ সত্যিই ?

ঃ জি !

বিশ্বের তামাম মাধুর্য যেন শাহান শাহর মুখমণ্ডলে এসে ঠিকরে পড়লো। তিনি পরম-উল্লাসে বললেন—মারহাবা-মারহাবা ! আলহামদুলিল্লাহ-আলহামদুলিল্লাহ !

শাহজাদা ফিরুজ শাহ্ ভড়কে গেলেন। এতবেশী তিনি কল্পনাও করেননি। তাই সবিস্ময়ে বললেন—দাদু !

ঃ একটানা দুঃসংবাদের পর এই একটি মাত্র সুসংবাদ, পরম খোশ খবর, তুমি আমাকে দিলে ফিরুজ ! ওহ ! কি আনন্দের—কি তৃপ্তির !

ঃ দাদু !

ঃ কি বলে যে তারিফ করবো তোমার, আমি জবান খুঁজে পাচ্ছিনে।

ঃ আপনি খুশী হয়েছেন দাদু ?

ঃ ওরে ভাই, এটা যে আমারই একান্ত উম্মিদ ? আমার দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক আকিঞ্চন ? আমার পরম সাধ ! শুধু তোমার মুখ চেয়েই এ ইচ্ছে আমি প্রকাশ করতে পারিনি। অথচ সেই তুমিই শাদি দিয়েছো ওদের ? সাব্বাস-সাব্বাস ! আমার একটা অব্যক্তব্য সাধ তুমি পূরণ করেছো ফিরুজ। আল্লাহ্ তায়ালা তোমার সার্বিক কল্যাণ বিধান করুন, এই মুহূর্তে এই দোআই করছি আমি।

শাহজাদা ফিরুজ বুক খালি করে হাঁফ ছেড়ে পরম পুলকে বললেন—উঃ ! আমি চরম এক দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলাম দাদু !

ঃ দুশ্চিন্তা।

ঃ আপনি এদের শাদিটা সহজভাবে মেনে নিতে পারেন কিনা ভেবে, আমি বড়ই আতংকিত ছিলাম !

ঃ কেন-কেন ? এতে আতংকের বা চিন্তার কি পেলে তুমি ?

ঃ আমাদের আভিজাত্যের কথা ভেবে দাদু। আল-আজাদের বংশ বুনিয়াদ—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শাহান শাহ্ বললেন—ভাল-ভাল। আমি কি আর খবর রাখিনি ভেবেছো ? একজন সৎ আর সম্মানী কৃষকের ঘরে মানুষ হয়েছে আল-আজাদ। জন্মগতভাবেও সে ভাল ঘরের ছেলে। এ নিয়ে সংকোচটা কোথায় ?

ঃ তবু আল-আজাদ কোন আমির-উমরাহ্র সন্তান তো নয়। তাই ভাবলাম—

এত দুঃখের মধ্যেও এবার শিশুর মতো হো-হো করে হেসে উঠলেন শাহান শাহ্ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্। তিনি হাসতে হাসতে বললেন—ওরে নাদান, তোমার এই বাঙ্গালার সুলতান-দাদুটাই বা কোন আমির-উমরাহ্র পুত্র ছিল শুনি ? বংশটা তার

www.amarboi.org

ভাল ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার এই দাদুটাও অর্থাৎ অতীতের সেই এতিম সৈয়দ হোসেনটাও পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে একদিন! মজুর খেটেও খেতে হয়েছে তাকে। তাতে হয়েছেটা কি?

ঃ দাদু!

ঃ মানুষটা যদি সৎ সজ্জন হয় আর তার বংশটা যদি খন্নাস ও চোর-চোট্টার না হয়, তাহলে তার আর বাড়া আছে? খাটো সে কার কাছে?

ঃ দাদু সাহেব!

ঃ আনন্দের খবর! খুশীর খবর! কোথায় তারা আছে এখন, চলো-চলো, দেখি। আমার সাধের আসৃনী বেগম, অন্যের বেগম হয়ে এখন কি হালে আছে, চলো—গিয়ে দেখে আমার দু' চোখ জুড়াই—

শাহান শাহ উঠতে গেলেন। শাহজাদা ফিরুজ ইতস্তত করে বললেন—আরাম বিরামের পরে গেলে হতো না দাদু? ওরা যে একটু দূরে আছে।

ঃ দূরে মানে? কোথায়?

ঃ এই শাহী প্রাসাদের বাইরে আপনার পলাতক সভাকবিদের পরিত্যক্ত এক মহলে তাদের রেখেছি।

ঃ সভাকবিদের মহলে?

ঃ জি দাদু। আল-আজাদ তো কবি। আপনার স্তুতি গাওয়া নকল পাখীরা পালিয়েছে। তাই আসল পাখীটাকে সেখানে আমি তুলে দিয়েছি। দাদু সাহেব ইচ্ছে করলেই আল-আজাদকে এখন সভাকবির পদে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

ঃ মঞ্জুর-মঞ্জুর। শুধু ওকে কেন? ওদের দু'জনকেই আমি বহাল করবো ঐ পদে। ওরাই তো সার্থক কবি। চলো-চলো।

ঃ এইভাবেই যাবেন?

ঃ আরে পাগল! আর কি তর সইতে পারি আমি? চলো-চলো—

সদলবলে শাহান শাহ সভাকবিদের নির্দিষ্ট সেই মহলে এসে হাজির হলেন। অন্দর মহলে প্রবেশ করে তাঁদের সেই বাসর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে এসে সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, ঘরের দুয়ারে শিকল তুলে দেয়া। শিকল খুলে ঘরে ঢুকলেন শাহান শাহ। দেখলেন, ঘরের তামাম সামান ঠিক ঠিক জায়গায় আছে, নেই শুধু তাঁরা দুইজন। উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক চাইতেই শাহান শাহর নজরে পড়লো পালংকের উপর একখণ্ড পাথর চাপা দিয়ে রাখা ভাঁজ করা এক কাগজ।

ছুটে গিয়ে শাহান শাহ তা হাতে তুলে নিলেন। ভাঁজ খুলে দেখলেন, তা একটা চিঠি। নীচে আল-আজাদের নাম দেখেই তিনি শশব্যস্তে পড়তে শুরু করলেন ঃ

জনাব,

বাদ তসলিম জানাই, নিরাপত্তার অভাববোধেই একদিন এই শাহী প্রাসাদ থেকেই পালিয়ে যেতে হয় আমাকে। আজও সেই নিরাপত্তার নিদারুণ অভাববোধেই আমি এই প্রাসাদ ও রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। শাহজাদী আরজুমান্দ বানু বেগমের সাথে আমার মেলামেশা

www.amarboi.org

তখন শাদির প্রশ্নে প্রচণ্ড এক ঘা লাগে আপনাদের আভিজাত্যে। আমার বংশ বুনিয়াদ নিয়ে জল্পনা এক ঝড় উঠে শাহী প্রাসাদে। ফলশ্রুতিতে আরজুবানুকে কারাযন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়। লড়াই থেকে ফিরে এসে আমার মতো নগণ্য এক লোকের সাথে আরজুবানুর শাদি হয়েছে শুনে, আপনিও হয়তোবা ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং মহানদীল শাহজাদা ফিরুজ শাহ সাহেবের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

তাই, আপনাদের মানসিক সান্ত্বনার জন্যে জানাই, আজ আপনারা সবাই আমার মুনিব। কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন আমিই ছিলাম সবার আপনাদের মুনিব। যে তাজ আপনি মাথায় দিয়ে আছেন আজ, ও তাজটা আমারই। যে মসনদটা দখল করে আছেন আপনি, ও মসনদটাও আমারই।

ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহর কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। আপনি তখন তাঁর অধীনে নগণ্য এক কর্মচারী। আপনি সেদিন আমাকে আপনার কাঁধে মাথায় তুলতে পারলে ধন্য হতেন। আমি সেই মরহুম সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহরই একমাত্র পুত্র। আমার পালিত মাতা মুরাদপুরের মোতাহার আলী সাহেবের স্ত্রী তামাম খবরই জানেন।

হাবসীদের দ্বারা আমার আব্বাজান নিহত হওয়ার এবং শিশু আমাকে নিয়ে আমার আম্মাজানের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর সবই আপনার জানা। আপনাদের ধারণা, আমরা আর বেঁচে নেই। আমার আম্মাজান বেঁচে নেই ঠিকই। উনি আমাকে আমার পালিত মাতার হাতে দিয়ে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু আমি বেঁচে আছি। আজ আবার ঐ বেঁচে থাকার তাকিদেই এই প্রাসাদ ও রাজধানী থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এখানে আমার এমনিতেই ছিল না। তার উপর আমিই আপনার তাজ—তখ্‌তের মূল মালিক, এই তথ্য প্রকাশ হওয়ার পর আমার সেই নিরাপত্তার প্রশ্নই আর উঠে না এখন। মসনদের কন্টক কে সাধ করে জিইয়ে রাখতে চায়? বিষয়ের কোন সাধও আমার নেই, নিরাপত্তাও নেই। তাই এখানে আমার থাকার প্রয়োজন শেষ।

শাহী তাজ আর বিষয় বিত্তের বিষ কিভাবে সর্বনাশ আনে মানুষের তা আমি দেখেছি। তাই শিশু অবস্থা থেকেই ঐ বিষয়বিত্তের উপর আমার অপরিসীম ঘৃণা। ঐ ঘৃণাই আমাকে বিত্ত—বিমুখ করেছে। করেছে

www.amarboi.org

বিত্তহীনের ভাই। আপনাদের প্রাসাদে এসে আর একজন বিত্ত-বিমুখ মানুষ পেলাম আমি। তিনি আরজুমান্দ বানু বেগম। তাই তাঁকেও সাথে নিয়ে আমি বিত্তহীনদের মাঝে আবার চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলাম।

কটুক্তিটুকু মাফ করে দিয়ে আপনি আমাদের জন্যে দোআ করবেন, এই আমার শেষ আরজ। ইতি॥

আল-আজাদ।

পত্র পাঠ অন্তে শাহান শাহর সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগলো। সেই সাথে তাঁর মাথার মধ্যে পুনঃ পুনঃ ঘুরতে লাগলো প্রথমবারের কাব্য সভায় পঠিত আল-আজাদের কবিতার কয়েকটি ছত্র ঃ

"এলেম যতই বাড়ে
বাসনা ততই ছাড়ে
চায়নাকো তাজ, নাই বিষয়ের আশ,
যে তাজ বিষয় আনে মুহূর্তে বিনাশ ॥"

সমাপ্ত

www.amarboi.org

লেখক পরিচিতি

নাম ঃ
শফীউদ্দীন সরদার

জন্ম ঃ
ইং ১৯৩৫ সনে নাটোর জেলার নাটোর থানার হাটবিলা গ্রামে।

বর্তমান ঠিকানা ঃ
শুকুলপট্টি, পোঃ+জেলা—নাটোর, ফোন-২৯০।

শিক্ষা ঃ
ইং ১৯৫০ সনে মেট্রিকুলেশন।
অতপর–আই.এ., বি. এ. (অনার্স),
এম. এ. (ইতিহাস); এম.এ. (ইংরেজী),
বি. এড. (ঢাকা); ডিপ-ইন-এড (লন্ডন)।

কর্মজীবন ঃ
প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

সখ ঃ
প্রাক্তন মঞ্চাভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও রেডিও বাংলাদেশের নাট্যকার, শিল্পী ও নাটক প্রযোজক।

সাহিত্য ঃ

উপন্যাস (ঐতিহাসিক)
১। বখতিয়ারের তলোয়ার—প্রকাশিত
২। গৌড় থেকে সোনার গাঁ—প্রকাশিত
৩। যায় বেলা অবেলায়—প্রকাশিত
৪। বিদ্রোহী জাতক—প্রকাশিত
৫। বার পাইকার দুর্গ—প্রকাশিত
৬। রাজবিহঙ্গ—প্রকাশিত
৭। শেষ প্রহরী—অপ্রকাশিত
৮। প্রেম ও পূর্ণিমা—প্রকাশিত
৯। বিপন্ন প্রহর—যন্ত্রস্থ

উপন্যাস (সামাজিক)
১। শীত বসন্তের গীত—প্রকাশিত
২। অপূর্ব অপেরা—প্রকাশিত
৩। চলন বিলের পদাবলী—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত

নাটক
১। গাজী মন্ডলের দল—প্রকাশিত
২। সূর্যগ্রহণ—প্রকাশিত
৩। বনমানুষের বাসা—প্রকাশিত
৪। রূপনগরের বন্দী—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত
৫। ছবি—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত
৬। মাটির সাথে মিতালী—প্রকাশিত
৭। জীবন সঙ্গীত—প্রকাশিত
৮। দীপ অনির্বাণ—প্রকাশিত
৯। কাঁকড়া কেত্তন—প্রকাশিত

রম্য রচনা
১। ঘাসকাটা পণ্ড—প্রকাশিত
২। চার চান্দের কেচ্ছা—যন্ত্রস্থ

রূপকথা
১। সুলতানার দেহরক্ষী—অপ্রকাশিত

কবিতা
১। সার্বজনীন কাব্য (কবিতাগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত)